প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৩

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং পেজমেকার্স
২৩বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ঃ সূচীপত্র ঃ

ধ্যান করো

ধ্যান করো—ধ্যান করো প্রজ্ঞাদাত্রী শুক্লা সারদারে।
অনন্য-মানসে করো আরাধনা তা'রই আজীবন।
অজ্ঞান-তমিস্রা-ভার সে-ই পারে করিতে মোচন।
অজ্ঞেয়—দুর্জ্ঞেয় যাহা, উদ্ভাসিত করিয়া তাহারে
উদ্বোধিত সে-ই শুধু সুনীরবে করে যে সত্তারে।
সে-ই আনে আহ্লাদিত—উজ্জ্বলিত শুভ সুলগন।
উল্লসিত করি' তোলে মায়াচ্ছন্ন মর্ত্য-নিকেতন;
মহাকাল-চলোর্মিরে সে-ই স্তব্ধ করিতে যে পারে।

শব্দ-ব্রহ্মরূপা সে যে অদ্বিতীয়া, অচিন্ত্যা, অমলা,
অনন্ত রহস্যময়ী—অনিবার করো তা'র ধ্যান।
একদা সে অপরূপা কৃপা-বশে হ'য়ে সমুচ্ছলা,
জ্ঞান-দানে জ্ঞানদাত্রী ঘুচাবেই অন্ধত্ব-অজ্ঞান।
অনিন্দ্য-আনন্দময়ী—অন্তহারা বাৎসল্যে উতলা।
ধ্যান করো, ধ্যান-লব্ধা কবিবেই মহাজ্ঞান দান।

সারদা-স্তব

প্রত্যেক মানস তব প্রদীপ্ত পরশে
উদ্বোধিত যেন হয়। লভে যেন লয়
মূঢ়তা - জড়তা যত; নিখিল হৃদয়
পূর্ণ ক'রে দাও তব অপূর্ব হরষে।
চিত্তে চিত্তে চুপে চুপে ধ্বনির রভসে
ঢালো সুধা; সর্ব তাপ ক'রে দাও ক্ষয়;
ধ্বনিতে-বাণীতে করো সবারে বাঙ্ময়;
অনিন্দ্য শুভ্রতা যেন আনন্দ বরষে।

মহাকাল-চলোর্মিতে সবই চলমান।
ভারতি, প্রসাদে তব বাণী-রূপে নর
এ জগতে লভে সুখে অনির্বাণ-প্রাণ।
ধন্য করো পূজা-রত সবার অন্তর;
ধ্বনি-মূর্তি ধরি' চিত্তে করি' অধিষ্ঠান,—
জঙ্গম জগতে করো শাশ্বত সুন্দর।

সারস্বত সাধনা

যুগবাত্যা তুলিয়াছে তীব্র আলোড়ন
হেথা বঙ্গ-ভারতীর পুষ্পিত প্রাঙ্গণে;
বিঘ্নিত প্রশান্তি বুঝি তা'রই উদ্বেজনে;
সচকিত সারস্বত সাধকের মন।
মাধবী-তুলসীমঞ্চে সজ্জিত অঙ্গন
সায়াহ্নের ছায়া-স্নিগ্ধ শান্ত শুভ ক্ষণে
সন্ধ্যা-দীপে স্বপ্নাবিষ্ট গহন গগনে
নীরবে তুলিয়া ধরে নম্র নিবেদন।

যুগবাত্যা আসে-যায়, আলোড়ন যত
মাধবী-তুলসীমঞ্চে শান্ত হ'য়ে আসে;
এ বঙ্গের সমাহিত সারস্বত ব্রত
প্রাঙ্গণের পুষ্পে পুষ্পে সহজ বিকাশে
মুগ্ধ করে রঙ্গ-ভরে সবারে সতত।
রহস্যের হাসি শুধু মহাকাল হাসে।

শব্দ - ব্রহ্ম

শব্দ নিজে নিরুপাধি। প্রকৃতি - প্রত্যয়
রূপ - সজ্জা দেয় শব্দে বাক্য - সংগঠনে।
অপূর্ব এ অর্থ - লব্ধ মায়া আবরণে
বিচিত্র মাধুর্য শব্দে বিকশিত হয়।
বাক্যে বাক্যে শব্দজাত উল্লাস-নিচয়
অভিনব পরিচয়ে করে ক্ষণে ক্ষণে
উদ্বেল শ্রোতার সত্তা। শব্দ শব্দ সনে
সুপ্রযুক্ত হ'য়ে করে বাক্যে রসময়।

প্রকৃতি - প্রত্যয়ে শব্দ নানা শক্তি লভে।
রস-সত্তা পদোদ্ভূত রস - চর্বণায়
পরম রসের স্পর্শে ধন্য হয় ভবে।
নিরুপাধি - শব্দ - ব্রহ্ম - জ্যোতির আভায়
ধ্যান - যোগে আত্ম - বোধ আসে যে নীরবে।
কে বুঝিবে শব্দ-লীলা, যদি না বুঝায়!

শাশ্বত কাব্য-ধারা

অব্যাহত কাব্য-ধারা দেশে দেশে বহে,
নিভৃত হৃদয়ে তা'র মৃদু কলগান
বাজিতেই থাকে শুধু—নাহি অবসান;
শত লক্ষ পরাণের কত কথা কহে!
সে সব কথা তো কভু ভুলিবার নহে;
সৃষ্টিশীল প্রতিভার তা'রা অবদান,
যুগ হ'তে যুগে তা'রা চির-বহমান,—
মুগ্ধ মর্ত্য তাহাদের স্বাদে তৃপ্ত রহে।

অনূদিত সাহিত্যের সমৃদ্ধ সম্ভার
সূক্ষ্ম যোগসূত্র রচে দেশে দেশান্তরে;
সভ্যতায় প্রীতি-ভাব করিয়া সঞ্চার
মানুষেরে মানুষের অন্তরঙ্গ করে।
মানুষেরা একই জাতি; দিব্য কবিতার
সমান রসার্তি তাই মর-মর্ত্য 'পরে।

কবিতা - রূপসী

ধ্যান-মগ্ন-নর্ম-নগ্ন ক্ষীর-বক্ষে ধরি'
সুপ্ত কামে, করে স্তন-তামরস রাকা,
চুচুক-চুম্বিত শষ্পে বসিয়া সুন্দরী।
শিরে চারু কুরুবক; স্মিতহাস্য মাখা
বিম্বাধরে; কর্ণে কম ঝুমুকা দোদুল;
নাসা-ছিদ্রে গুঞ্জা-ফল; আকর্ণ নয়ন।
বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি-কোকিল আকুল;
বিলাস-লালসা-লুব্ধ স্তব্ধ কবি-মন।
সমৃণাল পদ্ম গলে; কমনীয় গীতি
অধরের প্রান্তে ফুটে প্রকাশে সম্প্রীতি।
চরণ-কমল-স্পর্শী কুঞ্চিত কুন্তল
নিশির শিশির-পাতে মুকুতা-উজল।
মর্ত্যে মেঘ-কেশাচ্ছন্ন পূর্ণিমার ছবি—
রমণী বদনে চাহি' মুগ্ধ মৌন কবি।

কবি - কল্পনা

সময় - সাগর-কূলে বসিয়া একেলা
নির্বাক বিস্ময়ে করি খেলা সারা বেলা
কল্পনা-প্রেয়সী সাথে প্রণয় - বিহ্বল
কলহংস সম। নীল জল অবিরল
কল-রোলে ধেয়ে চলে অকূল-উদ্দেশে
প্লাবিয়া সৈকত। গলাগলি চলি ভেসে
কল্পনার সাথে সাথে সময় - সাগরে।
মিলন-পুলকে ভাব মনে মূর্তি ধরে;
বহে বসন্ত সমীর। নাচে বীচিচয়।
ভাসিতে ভাসিতে স্রোতে, কত কথা হয়
আজন্ম - যাচিত - ধন শ্রেয়সীর সাথে;—
নয়নে-নয়নে দৃষ্টি, স্পর্শ হাতে-হাতে।
কতক্ষণে সব শেষ, হারায় যে প্রিয়া,
স্রোতে-স্রোতে ভাসি একা ব্যথা-স্মৃতি নিয়া।

কবি ও কবিতা

"কত কাল রবো আর অমূর্তের মত
অন্তর আড়ালে তব অপেক্ষা করিয়া?
নিজে কবি, অলঙ্কৃতি-অভিব্যক্তি দিয়া
সামাজিক স্থিতি দাও। পালো প্রেম-ব্রত।"
"শ্রেষ্ঠ স্থানই লভে বিশ্বে মানসী সতত।
সাধ আছে—সাধ্য নাই, কাঁদে তাই হিয়া;
ধাবন্ত সমাজ পাছে যায় উপেক্ষিয়া,
ত্রস্ত তাই এ প্রেমার্ত চিত্ত অবিরত।"

"অকৃত্রিম প্রীতি-লব্ধ প্রিয়া পৃথিবীতে
অরসিক সমাজেরও সমালোচ্য হ'য়ে
সানন্দে থাকিতে পারে। স্থান—কালে শেষে
বাধ্য হয় বিদগ্ধে যে বরেণ্যে বরিতে
ধন্য মানে সে কবিরে—কবিতারে ল'য়ে।
মূর্ত মোরে করো কবি, তাই ভালোবেসে।"

সনেট

অতি-স্ফীতি—সংক্ষিপ্ততা বাণী-বিন্যাসের—
রসাত্মক বাক্য-কাব্য-সৃষ্টি-বিঘ্নকর;
তাই বুঝি পরিমিত শব্দ-কলেবর
সমুদ্ভূত সুধাময় শুভ্র সনেটের!
এই সুসঙ্গতি আর কাব্যের—শিল্পের
সম্ভবে কি অন্য কোন রীতিতে সুন্দর!
মুক্তা-মূর্তি—হীরকের দ্যুতি মনোহর
সনেটে সংহত, তাই তৃপ্তি রসিকের।

চতুর্দশ ভুবনের—বিদ্যার স্বীকৃতি
যে শাশ্বত সভ্য দেশে, সাহিত্যে তাহার
সনেট-ও যে চতুর্দশী হবে সেই রীতি
অনুসৃত হ'লে, তা' কি ভাক্ত অনুকার!
এত দীপ্তি—তৃপ্তি—সুধা-সম্ভোগের প্রীতি
লব্ধ হবে কোন্ দিব্য বাণী-রূপে আর!

প্রীতি - সঙ্গীত

এমন শ্যামল ধরা অনন্ত-যৌবনা,
এমন ফুলের হাসি, আলোকের কণা,
নিঝরের ঝরঝর, বিহগের গীতি,
এমন আকুল-করা অনাবিল প্রীতি,
এমন উষার আলো, সন্ধ্যার বিশ্রাম,
বিহগের গীত সুর শুধু অবিরাম,
এমন সুগন্ধি বায়, সুমিষ্ট সলিল,
ছন্দ-গান-ভাব-রূপ-ভাষা অনাবিল,
এমন প্রকৃতি-রানী শ্যামলতা-মাখা,
চাঁদের চুম্বনরাশি, সুধা-হাসি রাকা,
ধরণীর এত বর্ণ, এত ছন্দ, গান,
আমারে দানিয়া যায় অনন্ত পরাণ।
সাধ যায় এ ধরণী-উরসে রহিয়া,
শুধুই ভুঞ্জিব প্রীতি সবে প্রীতি দিয়া।

ষড় ঋতু

নিদাঘ-তপন-তাপে ফুটিফাটা ধরা
তৃষ্ণা-ক্লান্ত তপ্ত তনু, অসহ যে খরা।
বরষা নিঝর-নিভ ঢালি' ধারা জল
করে ধরা শান্তিময়-শ্যামল-শীতল।
শরতের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ—
পক্ক-ধান্য-গন্ধময় সুমন্দ বাতাস,
কুহেলী-কুহক-মাখা হেমন্ত-সুন্দরী
গহন মায়ায় দেয় চারি দিক ভরি'।
শীতের দুর্যোগে দিনে কষ্ট-ক্লিষ্ট ধরা
শিহরন-সংকুচিতা ভীতা অসুন্দরা।
বসন্ত বৈরাগী বনে বাজায় বাঁশরী
ফুলে-ফলে-রূপে-প্রেমে দেহ প্রাণ ভরি'।
ষড় ঋতু তালে-তালে করে আবর্তন
সৌন্দর্য-পাথারে হারা হয় তনু-মন।

অভিনব নববর্ষ

মহাকাল — মহাসিন্ধু ঊর্মি-ভঙ্গ-ভরা।
অনন্ত তরঙ্গ-রঙ্গে লভে নিরাকার
মুহুর্মুহুঃ সাকারতা ভঙ্গুর দুর্বার।
বিচ্ছুরিত রহস্যের চলন্ত পসরা —
স্বতোদগার - বস্তু - ভার - বিস্ফারিত ধরা।
বস্তু - বীচি বস্তু হ'তে লভে যে উৎসার।
মহাকাল এ ভাবেই বুঝি আপনার
দৃশ্যমান - লীলানন্দে করে ওঠা-পড়া।

মোরাও যে বস্তুপুঞ্জ - ফেনোর্মি - ফুৎকার।
সময় - সমুদ্র মাঝে মুগ্ধ মীন সম
স্বচ্ছন্দ লীলায় চলি কাটিয়া সাঁতার।
বিভ্রমে ভুলিয়া কাল-সিন্ধুর ধরম
নব নব ক্রম তা'র রচি বার বার।
ভ্রান্তি বটে; ভ্রান্তি তবু আহা অনুপম!

বৈশাখের আবাহন

সবাক শাঁখের শব্দে নির্ভীক বৈশাখ,
জরা জীর্ণ - বর্জনের বার্তারে বাজাও;
কালবৈশাখীর মহাঝঞ্ঝাবাতে ধাও;
ঘূর্ণমান মৃত পত্র - শুষ্ক পুষ্প যাক
আঁস্তাকুড়ে দূরে উড়ে; এবার বেবাক
পন্থার প্রকান্ড বাধা লুপ্ত ক'রে দাও।
চরৈবেতি-মন্ত্র-মন্দ্রে উল্লাস জাগাও;
জগদ্দল জাড্য যত চির-লুপ্তি পাক।

তুমি নব বর্ষারম্ভে — মাঙ্গল্য - সম্ভার
পুরাতন - পরিত্যক্ত জীবন - বেদীতে
এসো নিয়ে, সূর্যোজ্জ্বল করিতে সংসার।
অজ্ঞতা - কুজ্ঝটি - শৈত্যে — লাস্য - বাসন্তীতে
সমুদ্ভ্রান্ত নাহি হয় যেন পান্থ আর।
দুর্বার বৈশাখ এসো, বিশ্বে উজ্জীবিতে।

জ্যৈষ্ঠ - সমাগম

বৈশাখের তীব্র - তাপ—মার্তণ্ড - তাণ্ডব
প্রশমিত হ'য়ে আসে জ্যৈষ্ঠ-সমাগমে।
পক্ক - ফল - গন্ধ বহি' বায়ু ক্রমে ক্রমে
আমন্থর হ'য়ে ওঠে। গ্রীষ্মের বিভব—
আম - জাম - জামরুল - আনারস সব
রস - নম্র; সমর্পণ - স্বভাব - ধরমে -
পরিপূর্ণ - সৌন্দর্যের - প্রশান্তির শমে
চিত্ত - তৃপ্তিকর এবে বিগত - গরব।

ফাল্গুন ফুলের ঋতু — ঋতুর যৌবন;
ফলের ঋতু যে জ্যৈষ্ঠ — ঋতু যে দানের।
ফাল্গুনে উদ্‌ভ্রান্ত হয় যে - সৌরভে মন,
জ্যৈষ্ঠে সে - সৌরভ - রসই হয় যে প্রাণের
পরম সুধার উৎস; সর্ব - ফলার্পণ
দাতা আর গ্রহীতার কী যে আনন্দের!

আষাঢ়ের মহামন্ত্র

আষাঢ়ের মেঘ - মন্দ্রে—অশ্রান্ত বর্ষণে
শ্রবণে কি মহামন্ত্র হয় না ধ্বনিত?
বাত্যা - তাড্যমান বন হ'য়ে আন্দোলিত
রোমাঞ্চিত করে না কি চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে?
তরঙ্গিত - কল্লোলিত নদীর নর্তনে
বর্ষা - স্পর্শ-প্রাপ্ত প্রাণ হ'য়ে আহ্লাদিত
চাহে না কি মহাপ্রেমে হ'তে হেথা প্রীত?
আনন্দের ঢল তব নামে না জীবনে?

হর্ষময়ী অরণ্যানী। ডাহুক - দর্দুর -
ময়ূর - মাতঙ্গ - রবে নিয়ত মুখর
চতুর্দিক। মুহুর্মুহুঃ মল্লারের সুর
বিপ্লাবিত করে না কি গহন অন্তর!
শব্দ - সুর - ধ্বনি - মন্দ্রে হ'য়ে ভরপুর
বোঝ না কি আবির্ভূত বক্ষে বিশ্বেশ্বর!

শ্রাবণের ধারা

শ্রাবণের ধারা মরমে বাজায় সুর;—
শাখী সব শোনে, অনুকার করে তা'র;
একাকার-করা বরষা-তিমির-ভার
সুরে সুরে হয় ধীরে ধীরে ভরপুর।
শ্রাবণের ধারা দূর হ'তে বহুদূর
সুরাতুর করে; ধ্বনিময় চারিধার
স্মরণ করায় কা'র কথা অনিবার!
লগন এলো কি মিলনের সুমধুর!

পরম প্রেমিক বাদল-রৌদ্র আনে—
যখন যেমন ঋতুর লীলার ছাঁদ;
জলে থই থই—গান বাজে প্রাণে প্রাণে;
বাদল যে আনে তা'রই যত সংবাদ;
নিদাঘের তাপ বিরলে ভুলাতে জানে;
স্থলে জলে ঝরে তা'রই প্রীতি-পরসাদ।

ভাদ্র - মেঘ

ভাদ্র - মেঘের আর্দ্রতাতে ভয় কি পাবি?
বজ্র বাজে, ঝঞ্ঝা সাজে তায় ডরাবি?
প্রলয় নিয়ে আসে আসুক ভয়াল বেশে,
তা'র কাছে কি শির নোয়াবি হায় রে শেষে?
রক্তে কি তোর দেয় না দোলা শঙ্কা যত?
তা'র সাথে তোর বিরোধ চলুক অব্যাহত;
হার - জিতের এই জুয়াখেলায় চল্‌তি ভবে
তুই যে অভীক তা'র পরিচয় দিতেই হবে;
ঝঞ্ঝা শেষে তবেই হেসে শরৎ আসে,
সোনার আলোর ফুলকি ফুটায় সবুজ ঘাসে,
কাশের বনে শুভ্র চামর দোলায় সুখে
ঝঞ্ঝা তো নয় - ভাদ্র - মেঘে শঙ্খ ফুঁকে
এমনি ক'রেই ঘরকুণোদের পন্থে নামায়,
মেঘের মুখোশ খুলে খুশির রোদ ঢেলে যায়।

মাঘের প্রতীক্ষা

ফাল্গুন—ফাল্গুন শোনো, আমি বৃদ্ধ মাঘ
স্তব্ধ মৌনতায় তব আবির্ভাব-আশে
কুজ্ঝটিকা-সমাবৃত ধূম্র ঊর্ধ্বাকাশে
চেয়ে চেয়ে কাল গণি শঙ্কিত-সজাগ।
সঞ্চারিয়া বসন্তের সর্ব রঙ্গ-রাগ
স্তিমিত-স্তম্ভিত বিশ্ব আশ্বাসে-বিশ্বাসে
কখন ভরিবে আসি? উচ্ছ্বাসে-উদ্ভাসে
পুলকিবে কবে ফিরে পৃথ্বী-পুরোভাগ?

স্থবির গভীর-ভাবে জগৎ-জীবন
ভুঞ্জিয়া ভুবনে হয় বার্ধক্য-জর্জর;
দীপ্ত তারুণ্যেরে তা'র তাই প্রয়োজন;
কে আর করিবে বিশ্বে সচল—সুন্দর!
ফাল্গুন—ফাল্গুন এসো, মাঘান্ত স্বপন
রূপায়ণ তব 'পরে করে যে নির্ভর।

ফাল্গুনের গান

"ফাল্গুন! ফাল্গুন শোনো, চ'লেছো কোথায়
পিক-কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ তুলি' গীতোচ্ছ্বাস
হিল্লোলিত মলয়ের ছড়ায়ে উল্লাস।"
"আমারে ডাকিছে হায় বন-বীথিকায়
উচ্চ-তুচ্ছ বৃক্ষ যত আর্ত রিক্ততায়;
সৌন্দর্য-মাধুর্য-হারা এই চতুর্মাস
হিমে কুয়াশায় সেথা আচ্ছন্ন আকাশ;
নিজেরে সঁপিব সেথা দীনার্ত-সেবায়।
সেবা-সম কাম্য কি বা হেথা আছে আর!
রিক্ত শাখে পুনর্বার দুলাবো পল্লব,
দেবো সবে কমনীয় কুসুম-সম্ভার,
সর্ব-হারা পাবে ফিরে পূর্বের বিভব।"

বুঝিনু ফাল্গুন কেন প্রিয় সবাকার,
কেন তার গুণ-গানে সকলে সরব।

চৈত্র - শেষ

জ্বলিছে চৈত্রের চিতা; মৃত বৎসরের
সৎকার সমাপ্ত হ'তে বাকী নাই আর;
পুড়ে যায় স্তূপাকার জঞ্জালের ভার।
আবার আরম্ভ হবে নবীন বর্ষের
হর্ষের পথের যাত্রা; নব বৈশাখের
জয়ধ্বনি চতুর্দিকে উঠিছে আবার।
বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও হে কাল তোমার
হবার তো সাধ্য নাই অনুশাসনের।

আমাদেরই সুখ - দুঃখ - সন্দেহ - সংশয়,
ভয় - ভাবনার নিত্য তীব্র আলোড়ন,
পথে পথে পদে পদে নানা বিপর্যয়,
পাষণ্ডের চিতা - পার্শ্বে সংক্ষুব্ধ ক্রন্দন, —
নোতুনেরে ঘিরে ফিরে মোরা প্রাণময়।
নাই আবাহন তব — নাই বিসর্জন।

বর্ষ-শেষ নিশি

"ফোঁপাইয়া কাঁদো কেন বর্ষ-শেষ-নিশি?"
"ঘনায়ে যে এলো ঘোর প্রয়াণ-লগন,
যত বর্ষ-স্মৃতি সব তোলে আলোড়ন,
সহস্র স্মারক-চিহ্নে সাশ্রু সর্ব দিশি।"
"হেরো নাকি জীর্ণ-দীর্ণ বক্ষ-দেশ-ঘিষি'
নব-বর্ষ-শিশু ধীরে মেলিছে নয়ন?
তোমারই প্রসূত ধনে মুগ্ধ মর্ত্য-মন;
শঙ্কা নাই, র'বে তায় স্মৃতি তাই মিশি'।

বিষণ্ণ বিলাপ বৃথা; প্রবাহ কি থামে?
এক যায়, অন্যে আসে; সৃষ্টি-ধারা ক্রমে
পরিচয় যদিও বা লভে অন্য নামে,
সকলেই বাঁধা সম-বিবর্ত-ধরমে।
থামিবে না মহাধারা তোমার বিরামে;
কেন শঙ্কা হে অ-মৃতা, মরত্বের ভ্রমে?"

পাঞ্চজন্য - বার্তা

পাঞ্চজন্য - শঙ্খ - নাদে উদ্বোধি' সবারে,
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গীতা প্রচারিয়া
ঋত - বর্ত্মে চলিবার শুভ - বার্তা দিয়া,
ঋদ্ধ করি' গিয়াছে সে মর্ত্যে সভ্যতারে।
এ শাশ্বত বারতাই জঙ্গম সংসারে
সবারে উদ্বুদ্ধ করে; হিংসারে বর্জিয়া
মৈত্রীতে মঙ্গলময় হয় সব হিয়া,
বিবেক - বিরোধী কেহ হ'তে কভু নারে।

অবিবেকী হ'লে আসে পাপে অনুতাপ।
কুরুক্ষেত্র সমরের হিংসার উদ্‌গার
ভুলিবার নহে কভু। অসূয়ার পাপ
ধ্বংস আনে। শান্তি দানে পন্থা যে গীতার;
প্রশমিত করে যত বিলাপেরও তাপ;
কৃষ্ণাদর্শ প্রীতি - ধন্য করে যে সংসার।

ঈশানের শিঙা

ঈশানের বিষাণে যে সব স্বরই বাজে;
রুদ্র — স্নিগ্ধ কোন সুর বাদ নাহি যায়।
ত্রিপুরাসুরের ধ্বংস যে শিঙা জানায়,
সে শিঙাই শান্তি আনে গৌরী - চিত্ত মাঝে।
সংসারে — বাসরে সদা সম - ভাবে তা' যে
উপযোগী হ'য়ে ওঠে, উমা টের পায়।
যে নেত্রাগ্নি কামে দহি' রতিরে কাঁদায়,
কাম - রতি - সঞ্জীবনও শিব ভোলে না যে।

যে কৃষ্ণ-বাঁশরী ব্রজে গোপী - চিত্ত হরে,
তা'-ই পাঞ্চজন্য - রূপ কুরুক্ষেত্রে ধরে;
স্থান - কাল - অনুসারী নানা রূপান্তরে
হরি - হর নিরন্তর দন্ধ — মুগ্ধ করে;
মুহুর্মুহুঃ ভাঙে — গড়ে দিব্য লীলা - ভরে, —
একাত্মক চির - লীলা চলে চরাচরে।

মহাশক্তি

সৃষ্টিমূল মহাশক্তি; অভিব্যক্তি তা'র
উদ্ভিদে-লতায়, গুল্মে, লক্ষ তৃণাঙ্কুরে,
জীবাণু-পতঙ্গ-কীটে এ ধরিত্রী জুড়ে,
অর্বুদ অর্বুদ জীবে অসংখ্য আকার,
প্রাণীপুঞ্জে সাধ্য কা'ব আছে নির্নিবাব!
বিচিত্র বিহঙ্গে — যা'রা রঙ্গে যায় উড়ে
অশ্রান্ত সঙ্গীত ঢালি' সম্মুখে-সুদূরে,
অমেয় মনুষ্যে — যা'রা মূর্তি মহিমার।

চেতন কি অচেতনে ব্যাপ্ত চারিধারে
যে শক্তিব অভিব্যক্তি-সীমা-সংখ্যা নাই,
একাকাব করি' যেই ধেযাই তাহারে,
শক্তির অচিন্ত্য-লীলা-মাহাত্ম্যে মিলাই।
অবিশ্বাস! হায়-হায়, কে করিতে পারে!
শক্তি সমুদ্রে কি সাজে ঊর্মির বড়াই!

অহল্যা

ভ্রষ্টতায় গৃহাশ্রম নষ্ট হ'য়ে যায়।
ইন্দ্রের যে ব্যভিচার — রিরংসার ফলে
অহল্যা দুর্দৈবে হায তাহাব কবলে
পড়ায়, সতীত্ব স্নিগ্ধ সুরক্ষা না পায়।
প্রাণারাম রাম-নাম-মন্ত্র-জপ তায়
পতি-ত্যক্ত অবস্থায় একান্তে বিরলে
যাপিতে ভরসা দানে। পাপ আঁখি-জলে
ধৌত হ'লে, ক্ষমা করে গৌতম তাহায়।

পতি-পত্নী-প্রেম যেথা ত্যাগে — করুণায়
নির্ভরতা লাভ করে, বাহ্য বিপর্যয়
আকস্মিক যে বিচ্ছেদ সেথায় ঘটায়,
পুনর্মিলনেতে তা' যে পুণ্য-পূর্ণ হয়।
মানব-জীবন-যাত্রা বিচিত্র লীলায়
দ্বান্দ্বিক, এ প্রজ্ঞা যেন রয় অসংশয়।

তারা

সুষেণ-বানর-কন্যা — বালী-ভার্যা তারা
সুগ্রীব-দেবরে বরি', পতির প্রয়াণে
রাণী-পদ-বৃতা থাকি' রাজ্যের কল্যাণে,
পুত্র-স্নেহে অঙ্গদেরে যৌবরাজ্য-হারা
না করায়, সুরক্ষিত কিষ্কিন্ধ্যার ধারা
থাকায়, বানর-প্রজা-সকলের প্রাণে
স্বস্তি এলো কারুণিক শ্রীরাম-বিধানে।
ব্যতিক্রান্ত নীতি রচে নীতিনিষ্ঠ যা'রা।

স্থান-কাল-উপযোগী যোগ্যতার বলে
অবৈধ সমরে হত বীর পতি-প্রতি
আনুগত্য প্রদর্শন করি' অশ্রুজলে
বীরাঙ্গনা স্থাপিল যে বিহিত সংহতি।
তারা-নিভ জ্যোতির্ময়ী তারারে সকলে
স্মরিয়া, মানিতে বাধ্য হয় যে প্রগতি।

মন্দোদরী

মন্দোদরী পাটরাণী লঙ্কাধিপতির,
রণ-হত রাবণের শোক সহ্য করি'
লঙ্কার রাণীত্ব নিল নির্বিবাদে বরি'
বিভীষণ-ভার্যা হ'য়ে। প্রজারা রাণীর
দেশ-প্রেমে সততার আদর্শ গভীর
আবিষ্কার করি', মন্দ ভাগ্য দুঃখে স্মরি',
অসতীত্বে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা ধরি',
অকপট আনুগত্যে রহে ধীর-স্থির।

মহারাণী মন্দোদরী রামায়ণে তাই
সহজ-স্বীকৃতি-লাভ পৌরাণিক কালে
করি' স্মরণীয়া মাঝে লভিল যে ঠাঁই।
সভ্যতার সামগ্রিক প্রগতির তালে
তাল রাখি' যে-ই চলে, স্মরিয়া তাহাই
স্তুতি-নিন্দা-টিকা দণ্ড হয় তা'র ভালে।

কুন্তী

মাতৃত্বে মহিমাময়ী কুন্তী মহীয়সী।
সপত্নীর পুত্র-দ্বয় — নিজ পুত্র-ত্রয় —
এ পঞ্চ পাণ্ডব তা'র প্রিয় অতিশয।
অবিমৃশ্যকাবিতায কুমারীত্বে মসী-
লিপ্ত হ'য়ে, বৎসলার বৃত্ত হ'তে খসি'
গর্ভ-জাত কর্ণে ত্যজি' জহ্লাদ-হৃদয়
লোক-ভয়ে যে দেখায়, অন্তিমে সে হয়
নিশা-হবা — স্নেহ-ভরা শাশ্বতী 'ঊষসী।

শুভাশুভ সামগ্রিক কর্মানুষ্ঠানের
মাধ্যমেই অনুষ্ঠাত্রী কালপূজ্যা রয।
ঘটনা-সংঘট্টময় মহাভারতের
পৃথা, দানে পরিচয় সার্থকতাময়।
রণান্তিক বাণপ্রস্থে সিদ্ধি সঙ্কল্পের
ব্যক্ত হ'য়ে, সৃষ্টি করে বিজয়া-বিস্ময়।

দ্রৌপদী

পঞ্চ-পাণ্ডবের পত্নী অর্জুন-অর্জিতা
স্মরণীয়া যাজ্ঞসেনী চরিত্র-প্রভায়;
বরণীয় পাতিব্রত্য, ধর্ম-প্রাণতায়
রেখেছে নিয়ত তা'রে সাধনা-সংস্থিতা।
প্রজ্ঞা-নির্দেশিত কৃত্য পালে যে বনিতা,
ভবিতব্য নির্জিত যে সেথা পরীক্ষায়;
চর্যা-লিপ্ত নির্লিপ্ততা ধ্রুব মহিমায়
দ্বন্দ্বেও রেখেছে তা'রে সর্ব দ্বন্দ্বাতীতা।

কৃষ্ণ-প্রোক্ত গীতা-বাদ — স্বধর্ম-সাধন
ফলাকাঙ্খা-বিবর্জিত আদর্শ কৃষ্ণার।
শিখাময়ী সর্ব গুণে করে আকর্ষণ
সর্ব জনে প্রতিভায়; অনন্যতা তা'র
স্বতঃই সবার মনে সাধে ঊর্ধ্বায়ণ,
জ্যোতির্ময়ী লীলাময়ী বরেণ্যা সবার।

প্রেমাকৃতি

পীনস্তনী প্রেয়সীর পেলব উরস—
কাম-রতি-মিলনের স্বপন-বিবশ।
মুখচন্দ্র এলোকেশ ফেলিলে আবরি'
চুমি' যবে বিম্বাধর, শরমে সুন্দরী
বিরলে নাহিয়া উঠে; প্রীতির পুলক
শিহরে সকল অঙ্গে। শিরে কুরুবক
পদচুম্বী কালো চুলে শোভে রক্ত রবি;
লঘু কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার ছবি
যেন শ্যাম-বনে। পরিহিত নীল বাস
রম্ভা-উরু ত্যজি' রতি-মদন বিলাস
প্রকাশে সোহাগ-ভরা পরম গরবে'
মেখলা খসিয়া পড়ে সুখাবেশে যবে।
হংস-গ্রীবা হ'তে হার হারায় কিনারা।
দোঁহার মাঝারে দোঁহে রই আত্মহারা।

মৃত্যুঞ্জয় প্রেম

পাপ পুণ্য সবে বলে, ''মৃত্যু আছে ভাই।''
প্রেম শুধু মুক্ত কণ্ঠে বলে, ''মৃত্যু নাই।''
প্রেম তাই চিরদিন শত অত্যাচার
শত বাধা শত বিঘ্ন দুঃখ হাহাকার
অপমান অভিশাপে নাহি করি' ভয়
আপনারে বিঘোষিছে মহামৃত্যুঞ্জয়।
অসীমের দীর্ঘ পথে ছায়া সম সাথী;
নভচন্দ্রকলা, যবে নামে কালরাতি
সকলের দৈন্য মাঝে উচ্চে তুলি' শির
কহে হাসি', ''অনিয়ম আমি যে বিধির,
দেহ হরি' নিতে পার নিঠুর মরণ,
দেহের অতীত আমি। যতই বসন
হ'রে লও তুমি মৃত্যু, আমি করি দান;
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা আমি ভগবান।''

অনন্ত প্রেমের ডাক

কর্মহীন ফাল্গুনের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
মুক্ত মাঠে বৃক্ষছায়ে বসি' তৃণ 'পরে
ক্বচিৎ কম্পন হেরি বৃক্ষ-পল্লবের;
চকিত গীতিকা শুনি নারী কোকিলের।
যত দূর দৃষ্টি যায় মাঠ শুধু মাঠ,
উপরে সুনীল অভ্র জ্বলন্ত বিরাট।
চতুর্দিক ভাব-মগ্ন-নির্জন-নির্বাক
বেলা পড়ে; ভেসে আসে অনন্তের ডাক
মলয়ের হিল্লোলে হিল্লোলে। পিক দুটী
কুহু-রবে গীত গায়, প্রীতি ওঠে ফুটি'।
ছায়ার পশ্চাতে আলো যায় মিলাইয়া
আলিঙ্গনে। খুঁজে ফিরি কোথা আছে প্রিয়া; —
অনন্ত প্রেমের ডাক জাগে ভব ছাপি',
ভাব-স্বপ্ন-কল্পনারে বক্ষে ধরি চাপি'।

বিশ্বের বাহিরে

বিশ্বের বাহিরে আমি করিব বসতি
ল'য়ে মোর কবিতারে হ'য়ে মুগ্ধমতি
অনন্ত অসীমে। গ্রহ হ'তে উপগ্রহে
তারায় তারায় শুধু আলো-ধারা বহে।
নিঃশঙ্ক সারল্য নিয়ে করিব বিহার
কল্পনার বায়ু-রথে। বিস্ময়-আগার
উন্মুক্ত করিব আমি চিন্তার চাবিতে।
উর্বশীর লাস্য-নৃত্য হেরিব চকিতে
দেবরাজ সভা মাঝে। ত্রিভুবন ঘুরি'
হেরিব তাঁহারে যিনি যুগ যুগ জুড়ি'
বিশ্ব-দ্রৌপদীর বাস মৃত্যু-দুঃশাসন
যত হরে তত করি' দান, বিনোদন
করেন ভুবন। শেষে কবিতা ঘুমালে
ফিরিব বাস্তব বিশ্বে সুখে যথাকালে।

ফেলে এসো মায়াগার

কপট কুশ্রীতাঘন মানব-জীবন
আর নাহি লাগে ভালো সভ্য বর্ব্বরতা;
ফেলে এসো মায়াময় কামিনী-কাঞ্চন,
ফেলে এসো পৃথিবীরে। চলো যেথা লতা,—
নর্ম্ম ফুল ফুটায়েছে নিবিড় কান্তারে
বুকে ল'য়ে প্রেম-মধু হাসি সরসতা;
যেথা পাখী গাহে গান সুখে বারে বারে;
যেথা নদী মুক্তি-সুখী তোলে কলকথা;
শিখী যেথা নাচে সুখে; বহে মুক্ত বায়;
শিশু-শুভ্র হাসি যেথা হাসে আলো-ধার;
অতীত ভারত যেথা ছিল সাধনায়
সর্ব্বগুণাধার সেই অন্তর-আত্মার;
যেথা নাই আত্মপর, মদির বাসনা;
সেথা চল গৃহ গিয়ে করিব রচনা।

স্পর্শ

তব স্পর্শ বক্ষে মোর প্রীতি-বার্ত্তাবহ।
স্পন্দে চিত্ত তীব্র সুখে যবে কথা কহ
প্রণয়-বিহ্বল পাপিয়ার কণ্ঠ-স্বরে;
পুলকের আতিশয্যে চোখ দুটী ভরে
জলভারে পূর্ণবাপী সম। হেরি সুখে
নীলাম্বরী শাড়ী তব শোভা পায় বুকে
সচঞ্চল লীলায়িত চলনে ললিত;
হরষে বিষাদে হিয়া হয় রোমাঞ্চিত
যুগপৎ। অভিমানে যবে বন-ছায়ে
মৃণাল গ্রীবাটী তব রাখগো ফিরায়ে
ব্যথা পাই; বুকে লাগে হিম-শীতলতা
যবে তুমি ক্রোধ-ভরে নাহি কও কথা।
যবে তুমি ব্রীড়ানত করগো চুম্বন
প্রণয়ে গলিয়া পড়ে সারা তনু-মন।

প্রথম চুম্বন

প্রেমাতুর অধরের প্রথম চুম্বন
মধুর - মধুর বড়। নীরস এ মন
পলকে রসাল করে বিমল বিহ্বল; —
পুলকি' শিহরে হিয়া, করে ছলছল
আঁখি দুটী জল - ভারে জলধর সম;
অসহ উচ্ছ্বাসে ইন্দ্রধনু অনুপম
মূর্চ্ছিত অধর - প্রান্তে উঠে বিকশিয়া;
মূক হ'য়ে পড়ে ভাষা; সর্ব ঠাঁই দিয়া
ইন্দ্রিয অধরে আসি' করিছে ভুঞ্জন
মধুর - মধুর এই প্রথম চুম্বন।
শিথিলিয়া পড়ে মোর দুকূল বসন
রসাবেশে, মোরে ঘেরি' বিশাল ভুবন
নৃত্য করে, বহে মৃদু কান্ত সমীরণ; —
সকল মধুর মধু প্রথম চুম্বন।

নারীর প্রতি

তোমারে করিল সৃষ্টি রক্ত - মাংস দিয়া
আদি যুগে পৃথিবীর প্রথম ভাস্কর।
তারপরে কত যুগ গিয়াছে কাটিয়া
তোমারে করিল সৃষ্টি পুনর্বার নর,
অনবদ্য কল্পনায় - সৌন্দর্যে - শোভায়
অনিন্দ্য মূরতিখানি — মর্ত্যের মহিমা —
অকলঙ্ক চন্দ্র যেন আকাশের গায়।
ধরিল না দেহে আর সেই হ'তে সীমা।
সেই হ'তে তব লাগি' কত অনুরাগী
তুচ্ছ করিয়াছে নিজ যৌবন - জীবন।
কটাক্ষের পাতে অগ্নি ভস্মে ওঠে জাগি';
তুমি আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন —
সর্ব কামনার শেষ - উর্বশীরও বড়;
স্বেচ্ছায় পরেছো সুখে প্রেমের নিগড়।

চণ্ডীদাস

হে প্রেমিক! কবিবর! ওগো চণ্ডীদাস!
বঙ্গের অঙ্গনে তব সঙ্গীত উচ্ছ্বাস
উদ্‌ভ্রান্ত করিছে হিয়া; চিরন্তন প্রেমে
তারা-লোক হ'তে তব সুব এলো নেমে;
সুধা আর শান্তি দিয়ে তা'রই মন্ত্রখানি
তোমারে পাঠায়ে দিলো তব বীণাপাণি,
অনন্ত অন্তর-বাণী সঙ্গীতে সাগ্রহে
উদয়াস্ত উভ তটে অবিশ্রাম বহে;
আত্মা আর পরমাত্মা-মিলন-আলোতে
যে স্রোত বহিছে সদা যুগ যুগ হ'তে
সেই প্রেম নিয়ে তব পাণ্ডুলিপি লেখা।
এ সাধনা শুধু যে গো ভারতেরই একা।
নমি তোমা নরবর, প্রেমিক, সুন্দর,
তব গানে পূর্ণ থাক সবার অন্তর।

বৈষ্ণব পদাবলী

ধামালী - মন্থিত কাব্য দিব্য পদাবলী,
দুগ্ধ-জাত শুভ্র-সার নবনীর মত;
চৈতন্য-সূর্যের প্রেমাকর্ষণে সংহত
সিন্ধু-বাষ্পীভূত যত জলদ-মণ্ডলী।
ঘনীভবনের সুখে রসানন্দে গলি'
বরষে বিদগ্ধ-বিশ্বে প্রীতি অবিরত;
তীব্রতম আসক্তিতে সে প্রীতি সন্নত,
নিরাসক্ত সে রসার্তি লীলা-কুতূহলী।

অচিন্ত্য চৈতন্য-স্নাত মহাভাব-মূল
মৃন্ময় সত্তার চির-চিন্ময় আকৃতি
পদাবলী,— সাহিত্যের অমৃত অতুল;
অনির্বাচ্য বচনের গূঢ় ফলশ্রুতি।
ধামালীর স্থূল-পঙ্ক-জাত পদ্মফুল,—
পদাবলী-বিধৃত যে বৈকুণ্ঠেরই দ্যুতি।

সখ্য - ভাবসম্মিলন

কত দিন পরে সখা, কতদিন পরে
আবার আসিলে তব গোকুল - নগরে!
ধেনুদল নিয়ে গোঠে বেণু ফুকারিয়া
জটলা জমালে ফিরে সখাদের নিয়া;
আবার যমুনা - জলে কাটিয়া সাঁতার
প্রতিযোগিতার সুখে করি' পারাপার
মোহিলে সবার মন; সখায় - সখায়
গলাগলি করি' বেলা কোথা দিয়ে যায়!

ধেনুরব, বেণুরব, কলরব কত
বাজায়ে তুলিল ব্রজ আগেকার মত।
বনে - বনে ফলমূল কুড়ায়ে কুড়ায়ে
মিতালির মাধুরীতে পরাণ জুড়ায়ে
তুলিলে কী আলোড়ন ফিরে ঘরে ঘরে! —
কতদিন পরে সখা, কতদিন পরে!

বাৎসল্য - ভাবসম্মিলন

নবনী - মাখানো হাতে মা যশোদা কয়ঃ
এই ব্রজে বুঝি বাছা, মন নাহি রয়!
এত দুধ - ননী ছানা - ক্ষীর সর সব,
এত যে মিঠাই - মণ্ডা, খেলনা বিভব,
মায়ের সোহাগ এত, সখাদের টান
ছেড়ে যেতে পারে কেহ না হ'লে পাষাণ!
মধুপুরে কোন্ মধু - কোন্ খেলা আছে
মায়ের সোহাগও হয় তুচ্ছ যা'র কাছে?

মধুপুরী শুনিয়াছি মায়া - কারাগার,
গেলে সেথা ফেরা নাকি হয় মহা ভার!
এই ব্রজধামে মোর ঘরে - আঙিনায়
চোখে চোখে চিরকাল রাখিব তোমায়।
অফুরন্ত মাতৃ-স্নেহে সদা ভয় - ভয়; —
মা হ'লে বুঝিতে মা'র পরাণে কী হয়!

উজ্জ্বল - ভাবসম্মিলন

অগ্নি - গিরি সম বঁধু, কী যে জ্বালানল
এতকাল পুষিয়াছে এই হিয়াতল;
আজিকে সহসা প্রিয়, এত কাল পরে
আবার আসিলে ব্রজ - বিরহী বাসরে।
তোলপাড় করে বুক হঠাৎ - মিলনে; —
বেসামাল হ'ল নদী পূবালী পবনে;
বিশুষ্ক নিকুঞ্জে ফিরে মুঞ্জরিল ফুল,
গুঞ্জরিল পুঞ্জ পুঞ্জ মত্ত অলিকুল,
কুহরিল শত কোটি পিক এক কালে,
কোলাহল প'ড়ে গেল তমালে - তমালে,
পাতায় পাতায় জাগে সুখ - শিহরন;
কতকাল পরে বঁধু, আবার মিলন!
পিয়াসী প্রকৃতি হাসে, হাসে ব্রজধাম, —
বক্ষ বক্ষে রাখ মোর প্রিয় - প্রাণারাম!

পরকীয়া ও স্বকীয়া

সাজে পরকীয়া, স্বরূপে স্বকীয়া রাধা; —
কৃষ্ণ - হ্লাদিনী — কৃষ্ণেরই সাথে বাঁধা।
বিশ্ব - বৃন্দাবনের বিপিন মাঝে
কাল - কালিন্দী - পুলিনে বাঁশরী বাজে;
লীলার আবেশে হ্লাদিনী অংশে তা'র
লীলাময়ী রূপ বিকশিয়া রাধিকার
করে অনিবার মিলন-বিরহ-লীলা; —
ভুঞ্জে সে নিজে নিজ প্রীতি অনাবিলা।

ঝুলন - রাসের রহস্যে অবিরাম
অভিভূত করি' অপ্রাকৃত ব্রজধাম
আত্মারামের আত্ম - রমণ চলে।
পরকীয়া সাজ স্বকীয়ারই কুতূহলে।
চির-কিশোরের কিশোরীর রূপ ধরি'
আবার সাকার - আকার সে লয় হরি'।

গৌরাঙ্গ -

নিদ্রামগ্ন বিষ্ণুপ্রিয়া, সুপ্ত সুখ - নীড়,
কানায় কানায় পূর্ণ; মুগ্ধ মমতায়
শেষ - প্রীতি কব - স্পর্শ রাখি' তার গায়,
আচম্বিত ইশারায় তবু সপ্তর্ষির
বাউল বাহির হ'ল; বৈকুণ্ঠ - প্রীতির
সঞ্জীবনী সুধা-স্রাব বিলাতে ধরায়।
কবে সে এমনই এক নিশি - নিরালায়
বুদ্ধও বৈরাগ্যে বিশ্বে হ'য়েছে বাহির।

বিশ্ব যা'রে ডাক দেয়, ডাকে ঘনশ্যাম,
গৃহ - বাসরের মায়া ঘুচে যায় তা'র;
শচীমাতা - বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণারাম নাম
শ্যাম - নামে সর্ব নামই হয় একাকার;
পঞ্চরসাত্মক বিশ্ব - বৃন্দাবন - ধাম
করে সে বৈরাগ্যে - প্রেমে ভৌতিক সংসার।

মহাজনী পদাবলী

গৈরিকে রঞ্জিত বুঝি গৌড়ী বৃন্দাবন,-
বৈকুণ্ঠ - বাসর - বাস দিব্য - প্রেমময়।
নিত্য প্রিয় - প্রিয়া সেথা কত কথা কয়।
আড়ি পেতে শোনে কবি সে রস - কথন
ভাব - রসে 'পদাবলী' করি' বিরচন
মহাজন অহরহ রসিক হৃদয়
রসে ভরে। মহাভাবে - রসে লভে লয়
মর্ত্ত্য - বাধা; 'পদাবলী' - সুধা অতুলন।

শ্রীগৌরাঙ্গ - অঙ্গ - গন্ধে, লাবণ্য - নির্যাসে
এ বঙ্গের মহাজনী পদাবলী ভরা;
আস্বাদনে বৈরাগ্যের ঢল্ নেমে আসে;
বৃন্দাবন হ'য়ে ওঠে বস্তু - বসুন্ধরা।
অপ্রাকৃত অভিনব ভাব - রসোল্লাসে
আত্মা হয় আচম্বিতে কৃষ্ণ - স্বয়ম্বরা।

গ্রাম - বার্তা

ঝোপ - ঝাড় - ভরা বন - বাদাড়ের বাণী
শোনো না কি এই নগরের নিকেতনে?
বহু দূর হ'তে ভেসে - আসা সমীরণে
অনেক কথা কি দেয় না তোমারে আনি'?
যে কথা কাননে করে ধীরে কানাকানি
তা'রই মৃদু ঢেউ লাগে না কি কভু মনে?
জাগে না কি সাধ যেতে পল্লীর বনে
ছেড়ে দিয়ে এই নিদারুণ রাজধানী?

ওখানে আকাশ ফেকাশে হয়নি, শোনো,
ওখানে কানন এখনও কুসুমে রাকা;
পল্লীতে যেতে ব্যথা নাই তাই কোনো;
আঁধারেও চাঁদ সেথা যে পড়ে না ঢাকা।
মৈত্রী - স্বপন শহরে সবে যা' বোনো;—
পল্লীপ্রাণতা বিহনে তা' সবই ফাঁকা।

পল্লী - সরোবর

বঙ্গ - পল্লী - প্রাণ - কেন্দ্র শান্ত সরোবর;—
পিপাসা মিটায় সুখে মিষ্ট বারি দানে,
তুষ্ট করে হিল্লোলিয়া, কল্লোলিয়া গানে
সমাকৃষ্ট হৃষ্ট করে চিত্ত নিরন্তর।
দীর্ঘ বৃক্ষ - ছায়া পড়ে সলিলে সুন্দর
সে ছায়ারা স্বপ্নাবেশ আনে যে পরাণে।
মীনবৃন্দ ডোবে — ভাসে; সলিল - শয়ানে
শ্যামাঙ্গ - শৈবাল - শোভা কী যে মুগ্ধকর!

ক্রীড়ামোদে মুখরিত প্রান্তর সম্মুখে।
রৌদ্র - ফুল্ল বারি কক্ষে পল্লী - নারী যত
স্নান - ধন্য মুগ্ধ মনে ঘরে ফেরে সুখে।
সুনিভৃত নিত্য-সেবা সরোবর-ব্রত।
এই প্রীতি সঞ্চারিত হ'লে সর্ব বুকে
হবে না কি পল্লী যত স্বর্গে পরিণত!

পল্লী - উৎসব

হৈমন্তী নবান্ন - পর্ব এলো স্বাদময়,
আনন্দের ভোজে হোক্ সর্ব - সমাগম,
বাজুক মঙ্গল - বাদ্য হর্ষে মনোরম,
ঘোষুক মিলন - সুখী মানুষের জয়।
জনতাই জগতের উদার — অক্ষয়
উৎসাহের চলমান মূর্তি অনুপম।
মধুময় মিছিলেই মর্ত্য সর্বোত্তম
সহযোগিতার দেয় প্রীতি - পরিচয়।

নিসর্গের পরিপক্ক ফসল - সম্ভার
মানবেরই মাধুর্যের শ্রমাপ্ত বিকাশ।
শুভ মহোৎসব করো — নবান্ন আবার
শৈথিল্য — মালিন্য যত ক'রে দিক নাশ।
এই সৌম্য সরণীতে চল - জনতার
প্রকাশিত হ'তে থাক্ উচ্ছ্বাস - উল্লাস।

পল্লীর আরতি

সান্ধ্য - আরতির শঙ্খ মন্দিরে মন্দিরে
বেজে ওঠে কাঁসর - ঘন্টার সাথে সাথে।
অন্ধকাব ব্যবধান, তবু তো সন্ধ্যাতে
পল্লীর আলয় যত শব্দে ধীরে ধীবে
এক-সত্তা হ'য়ে ওঠে; তিমিরে - সমীরে
আরতির ধ্বনি - মন্ত্র হিয়াতে হিয়াতে
রচে সূক্ষ্ম প্রীতি - সূত্র; স্বপ্ন - কল্পনাতে
অনির্বাচ্য দেব - ভাবে পল্লী ফেলে ঘিরে।
রাত্রি বাড়ে; জোনাকিরা গাছে গাছে জ্বলে,
জ্বলে নভে দেবলোকবাসী তারকারা;
শিশির ঝরিতে থাকে শ্যামল শাদ্বলে;
নিদ্রাচ্ছন্ন পল্লী হয় স্বপ্ন - লোকে হারা।
রাত্রি মহা আশীর্বাদ; নীলাভ্রের তলে
সে ঢালে সঞ্চিত যত আরতির ধারা।

তালগাছ

শ্রাবণ ভাঙিয়া পড়ে শূন্যস্পর্শী শিরে;
স্তম্ভিত তিমিরে বাজে বজ্র কী ভয়াল!
বিদ্যুতের তীব্র কশা কৃষ্ণ মেঘজাল
ছিন্নভিন্ন করি' দূর দীর্ণ শূন্য চিড়ে
ঝলসি' ঝলসি' ওঠে নির্দয় তিমিরে।
মৌন মহাকাল বুঝি কোন অন্তরাল
রাখিবে না তা'র লাগি'। প্রান্তর বিশাল —
আশঙ্কা - সঙ্কুল পথ তা'রে থাকে ঘিরে।

প্রকান্ড যে তা'র কান্ড, দুর্জয় বিকাশে
বিস্ময়ে সহস্র চিত্ত রোমাঞ্চিত হয়;
উত্তাল ঝঞ্ঝাও শেষে স্তব্ধ হ'য়ে আসে।
মহাপ্রান্তরের 'পরে নির্ভীক বিস্ময়
সবুজের প্রাণ - বন্যা আনে শুষ্ক ঘাসে।
তাপহর তালবৃন্তে তা'র পরিচয়।

সুপারি - শাখী

সরল সহজ-ভাবে দূর শূন্য - দেশে
সুপারি-শাখীর শ্রেণী উঠিয়াছে সুখে,
সূর্য - স্বর্ণ - রশ্মি - সুধা কাণ্ড - শাখা - মুখে
পান করে রোমাঞ্চিত বাতাসের রেশে।
সঙ্গীত ছড়ায় কভু; সমীরণে ভেসে
সুর তা'র সূক্ষ্ম স্বপ্ন বুনে বুনে বুকে
সন্তর্পণে অন্তরের অন্তস্থলে ঢুকে
অন্তর্লীন সৌন্দর্যের সত্তা মাঝে মেশে।

কৈশোরক সঙ্গী শাখী; শান্ত সরোবরে
দেখেছি তা'দের ছায়া জলের অতলে
অপরূপ স্বপ্ন - মূর্তি মহানন্দে ধরে;
অভ্র - সূর্যে দেখিয়াছি সেই জলে ঝলে।
বঙ্গ - পল্লীপ্রাণতায় পরম আদরে
আজও তা'র স্মৃতি লেহি বিষণ্ণ বিরলে।

নারিকেল - কুঞ্জ

নারিকেল কুঞ্জ - বীথি বঙ্গ - অঙ্গনের
কাহারে করে না মুগ্ধ ! ঋজু দীর্ঘ - কায়, —
শ্যাম - স্নিগ্ধ পত্রগুচ্ছ শিরে শোভা পায়, —
স্পর্শ চায় বুঝি তা'রা ঊর্ধ্ব আকাশের।
বাতাসের তালে - তালে মধুর গীতের
লহর তাহারা তোলে; সূর্য-স্বর্ণাভায়
আলিম্পন আঁকে শুধু আলোকে ছায়ায়;
মাধুর্য বাড়ায়ে তোলে বঙ্গের গ্রামের।

অত্যাশ্চর্য কাঁদি-কাঁদি নারিকেল ফল; —
জল — শস্য এক সাথে তৃষার - ক্ষুধার
তৃপ্তি দানে, যাচি' নিত্য মানব - মঙ্গল।
অযাচিত হেন দান কোথা মেলে আর!
সর্ব - স্নিগ্ধতার এই দৃষ্টান্ত সম্বল
করিলে, জীবনও ধন্য হবে না কাহার!

খেজুর গাছ

ঝাঁকড় - মাকড় মাথা অতি আগোছালো,
অযতনে পল্লী - পথে চির - উদাসীন
রহে তা'রা; আসে - যায় নিশি আর দিন,
নিদাঘের আলো আর বাদলের কালো,
কত দুখ — কত সুখ — কত মন্দ - ভালো,
তবু তা'রা আপনাতে থাকে অবলীন;
কোন বিলাসের কভু নহে তো অধীন;
কাঁটা - ভরা, তবু তা'রা কত না রসালো!

রিক্ত রুক্ষ শীতকাল ভরিয়া তাহারা
ঢালে রস নির্বিবাদে সেবাময়তায়,
সে - রসে কাহারা নাহি হয় মাতোয়ারা!
ধারা - রস কুম্ভ - মুখে উছলিয়া যায়;
রসের সন্ধান তবু কভু পায় যা'রা,
বিরূপতা ভুলে তা'রা গুণী-গুণই গায়।

কচুরিপানার শোভা

অজস্র কচুরিপানা-সমৃদ্ধ পুকুরে
অংশুমালী স্বর্ণ-রশ্মি ঢালে অবিরত
সারা দিনমান ধরি'; সমীর সতত
ভরি' তোলে চারিধার সূক্ষ্ম ধ্বনি-সুরে।
পায়ে-হাঁটা পল্লী-পথ বাড়ি-বাড়ি ঘুরে
চ'লে গেছে বহু দূরে; শাখী শত শত
ইতস্ততঃ জমায়ত জনতার মত
জটলা করিছে যেন নানা ঠাঁই জুড়ে।

শান্ত, স্নিগ্ধ, উল্লসিত এই পরিবেশে
কচুরিপানার শোভা কেমন মানায়!
অবহেলা করে যা'রা, দেখুক্ না এসে
কী অজস্র রশ্মি তা'রা মাখে সারা গায়!
সুদূরে দিগন্ত-রেখা মাঠ-শেষে মেশে;—
এই দৃশ্য দেখিলে কি কভু ভোলা যায়!

শালুক

বর্ষার বিহ্বল বিলে নির্জন প্রদেশে
পুকুরের ফুল্ল জলে ফুটেছে শালুক,—
শুভ্র, শান্ত, বর্ষা-স্নাত, নম্র ঊর্ধ্বমুখ।
অভ্রের অমিত জ্যোতি বুঝি ভালোবেসে
শালুকে মার্জিত করে মহানন্দে এসে।
আত্মনিবেদন যত মৃত্তিকার বুক
ছাপায়ে নীরবে হয় আলো-সমুৎসুক,
যেতে চায় যেন কোন্ দূরলোকে ভেসে।

পুকুরের পঙ্কে ফোটে-আবিল বিলেতে,
তবু যেই নামে ঢল ছাপি' মহাকাশ,
ওঠে ওরা মহানন্দে সাধনায় মেতে;
সর্ব অঙ্গে ঝলে রঙ্গে অভ্রের উদ্ভাস।
পল্লীবাসী দেখে দৃশ্য পথে যেতে যেতে,
শুভ্র ফুল সর্ব মোহ করে তা'র নাশ।

কাশফুল

শরতের সমীরণে দোলে কাশ-বন
নদী-তীরে — পথ-পাশে — উন্মুক্ত-প্রান্তরে।
আকাশ-ছাপানো রোদ মহানন্দে ঝরে
দোলন্ত কাশের শিরে শুধু সারাক্ষণ
প্রাণবন্ত মাধুর্যের প্লাবন শোভন
শরতের মাঠে-বাটে — ঘাসের উপরে
বহিতেই থাকে বুঝি! দূরে থরে থরে
শুভ্র মেঘে ভ'রে যায় গগন-অঙ্গন।

এই খেলা — মহা মেলা — শুভ্র সরলতা
চিত্ত-পটে স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলায়।
বিষন্ন বর্ষার শেষে কাশের শুভ্রতা
রচে স্বপ্ন-পরিবেশ ধূলায় ধূলায়।
কাশ-কান্তি পেতো যদি কভু মানবতা! —
ভাবিতেও বক্ষে রবি ঝলকিয়া যায়।

কুমড়া-লতা

কী রহস্য! কী রহস্য! ভেবে মুগ্ধ হই,
কুমড়ার ছোট বিচি পুঁতিলে মাটিতে
চারা হ'য়ে লতিয়ে যে যায় চারিভিতে,
কত পাতা — কত ফুলে কী যে মায়াময়ী
মূর্তি ধরে! এ রহস্য কা'রে বলো কই!
এক সাথে সব লতা চাহিলে মাপিতে
দৈর্ঘ্যে কী বিশাল হবে! এ কভু ভাবিতে
চাহিলেও, সে লীলায় হতবাকই রই।

প্রকৃতির গুপ্ত গেহে এতই নীরবে
বৃক্ষ-লতা-গুল্মে চলে অভিব্যক্তি কত!
সীমা তা'রও কে পেয়েছে — কে বা পাবে কবে!
ভাবিলেও সবে হবে শুধু বাক্যহত।
জীবনের অফুরন্ত মহামহোৎসবে
অলক্ষ্য নির্দেশে কা'র চলে লক্ষ ব্রত!

কাক

রুক্ষ-কণ্ঠ, সূক্ষ্ম-কাব্যে নিয়ত-নিন্দিত
কৃষ্ণকায় কাক-দলে মোর ভালো লাগে।
অরুণ-আভাস সাথে ওরা সব জাগে;
কোলাহলে সূর্যোদয় করে বিঘোষিত।
দলে দলে মহানন্দে না হ'য়ে শঙ্কিত
আহার্যের অন্বেষণ করে অনুরাগে;
অসহায় শাবকেরে সকলের আগে
করে প্রীত; নিজেরাও রহে না ক্ষুধিত।

একক বা দলবদ্ধ — ক্ষিপ্র সদা কাজে।
কৌলীন্যের ভন্ডতার নাহি অভিনয়।
রাজে ওরা অনাদৃত লোকালয় মাঝে
প্রচারিয়া অফুরন্ত জীবনেরই জয়।
ধূর্ত নয়, স্ফূর্তি-ফুল্ল; মেথরের সাজে
আবাল্য বিমুগ্ধ রাখে ওরা যে হৃদয়।

কাঠঠোকরা

ঠক্-ঠক্-ঠুক্-ঠুক্ — শব্দ শুনিছ না!
বনের কোণের বৃক্ষ-শাখে শব্দ বাজে।
ঝিমন্ত পল্লীর স্তব্ধ দ্বিপ্রহর মাঝে
কে যেন করিছে সুখে সঙ্গীত রচনা?
সম্মিলিত ঠোঁটে-কাঠে বাজিছে বাজনা।
শুষ্ক কাঠে শব্দ ওঠে, — ভুলিবাব না যে!
ঊর্ধ্বের আকাশে নর্ম প্রশান্তি বিরাজে;
জাগ্রতেরে শব্দে বুঝি করে অন্যমনা!

'ঠক্-ঠক্-ঠুক্-ঠুক্' — কী কৌতুক-ভরে
সমুৎসুক বুকে বাজে! মোরাও মানব —
বসিয়া কি সংসারের রিক্ত দ্রুম 'পরে
চারিধার অনিবার করি না সরব?
তারপরে অনির্বাচ্য অন্ধকার স্তরে
স্তব্ধীভূত হয় না কি সৃষ্ট শব্দ সব?

কোকিল

মুহুর্মুহুঃ কুহু-কুহু করিছে কোকিল;—
বসন্ত কাননে তব এলো কি বোঝো না?
ঝরিছে মৃত্তিকা-শিরে শূন্য-গলা সোনা,
খুলে দাও রুদ্ধ বক্ষ-কপাটের খিল,
জেনে লও বিশ্ব-যোগে কিসে তব মিল;
ভাবিয়ো না সৃষ্টি-সিন্ধু একেবারে লোনা।
শাশ্বত সে প্রশ্ন চিত্তে চলিছে যে বোনা,—
কুহু-কুহু-কুহু সুরে আকুল যে দিল্।

কে তুমি—কে তুমি কহে কুহু-রবে পিক;
এ হেন বসন্ত-দিনে আত্ম-জিজ্ঞাসায়
হবে না কে আন্দোলিত! অসত্য-অলীক
ত্যজিবার শুভ লগ্ন এলো বসুধায়।
নির্লিপ্ত নিঃস্বার্থ প্রেমে আত্ম-লোপই ঠিক
—এই কথা পিক শুধু কুহু-রবে গায়।

'বউ-কথা-কও'

কেন হও ডেকে ডেকে শুধু হয়রাণ?
বউ কথা কহিবে না। প্রেমের লীলায়
হারিতে সহজে হেথা কে বা কবে চায়!
বাদ সাধে কত ভাবে চাপা অভিমান।
হে দরদী, তব কথা কথা নয়,—গান
ভামিনীর মান তাই রাখা হবে দায়;
তুমি থামিলেই সে-ও সাধিবে তোমায়;—
যত দিন যায় তত প্রেম পায় প্রাণ।

প্রীতি দিতে—নিতে সবে আসি ভব-তীরে;
আজীবন করি সবে প্রীতি-বিনিময়;
প্রেম হারাবার ভয় প্রেমে রয় ঘিরে;
মান—মান-ভাঙা তাই একসাথে রয়।
শুধাবো না কেন ডাকো; এই বিশ্ব-নীড়ে
দু'দণ্ডেরই শুধু আয়ু,—নহে তো অক্ষয়।

ভালো লাগে

ভালো লাগে এই শান্তি, এই নীরবতা,
ছায়া-মৌন প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামলতা,
আকাশের সীমাহীন সুসৌম্য বিস্তার,
জলে-কাঁপা সূর্যালোক; কুটীরের সার
ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের মাঝারে-মাঝারে
সুন্দর ক'রেছে আরও গ্রামের শোভারে;
পল্লী-বালিকার স্নিগ্ধ শুভ্র সরলতা,
ক্রীড়ামুগ্ধ বালকের লুব্ধ কলকথা,
বিহগের গান আর-পাতার মর্মর
যেখানে যেটুকু আছে সকলই সুন্দর,
সকলই সম্পূর্ণ হেথা; বড় ভালোবাসি
কাটাতে মন্থর দিবা সুখ-স্বপ্নে ভাসি';
তোমারে সঁপিয়া দিয়া সমস্ত অন্তর;
হেথায় মরণও বুঝি অপূর্ব সুন্দর!

সৌম্য সন্ধ্যায়

গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে দিবসের আলো
যাই যাই করিয়াও যেতে নাহি চায়,
কি যেন কিসের মায়া তাহারে ভুলালো,
এখনও ঝলিছে তাই শাখীর আগায়।
শান্তি-শোভা-শ্যামলতাপূর্ণ গ্রামখানি
দেবতার বর-লব্ধ স্নিগ্ধ অহর্নিশ;
সন্ধ্যা ধীরে অঙ্গে তার বুলাইছে পাণি,
বৌ-কথা-কও ডাকে, শ্যামা দেয় শিস্।
শেষ-ঘট ভরি' লয়ে রূপসী রমণী
চলিয়াছে সমন্থর-মরাল-গমন,
গোষ্ঠ হ'তে ফেরে ধেনু, করি' পক্ষধ্বনি
কুলায়ে ফিরিছে পাখী; ক্লান্ত এ জীবন
কাঁপিতেছে যেন কোন্ অজানা আশায়,
দিগন্ত-বিস্তৃত এই সুসৌম্য সন্ধ্যায়।

আমার কানন

মলয় বাতাস আমার বনের কানে
মুরছি' মরিয়া কি কথা কহে কে জানে!
কোকিলের ডাকে আমার শাখীর শাখে
শত ফুল-ফল ফুটিতে-ফলিতে থাকে।
উতল হ'য়েছে শ্যামল কানন-ভূমি,
এসো হে দয়িতা, কুসুম তুলিবে তুমি
গাঁথিয়া মালিকা পরিবে শিথিল কেশে,
সাজিবে শোভায় বনের দেবীর বেশে;
মাটির কপোলে আকাশ সোহাগ ঢালে,
রহিবে কি বামা বাম হ'য়ে শুভ কালে?
শাখায় দুলিছে লতার ঝুলন-দোলা
কুসুমে কুসুমে দোলের আবির গোলা,
পাতার আঁচলে কাঁপিতেছে সমীরণ,
না আসিলে হায়, বৃথা হবে আয়োজন।

আমন্ত্রণ

এবারও প্রকৃতি রানী শত রূপে সাজি'
তোমারে জানালো তার মনের আহ্বান;
এবারও ফুটেছে দেখো বন-পুষ্প-রাজি,
কোকিল বকুল-শাখে গাহে ওই গান।
সুন্দর এসেছে নেমে বসন্তের সাথে,
আনন্দ এসেছে নিয়ে পূর্ণ করি' শাকী
পারিজাত-সুধা-রসে আপনার হাতে;
তোমার আসন খালি, তুমি শুধু বাকি।
ওঠো কবি, এ আনন্দে ভুলে যাও ব্যথা,
সপ্ত-স্বরা বীণে তব তোলো-তোলো গান;
বিশ্বেরে শুনায়ে দাও অনন্তের কথা,
এ আনন্দে করো কবি, করো যোগদান।
ক্ষণস্থায়ী এ আনন্দ যদি ভেঙ্গে যায়;
তাই ভেবে আজ কেন কর হায়-হায়!

অশ্বত্থ

উর্দ্ধ-শাখ অশ্বত্থ যে সবারে ছাড়ায়ে
গগন-লেহন-লুব্ধ অরণ্য-আশ্রয়ে;
বাত্যা-বিক্ষোভেরও মাঝে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে
পত্রপুঞ্জে আনন্দে সে দিতেছে বাড়ায়ে
মহাশূন্যে; সেথা পারে যেতে যে হারায়ে,
লভে বুঝি চির শান্তি অনন্ত-আলয়ে!
নির্বাধ হবার তরে বাধা-সমুচ্চয়ে
লঙ্ঘি' যায়, অভ্র-ভাতি বিচ্ছুরিত গায়ে।

দিব্য বিকিরণ-প্রাপ্তি বিনা শান্তি নাই :
বিভ্রান্তি যে পরিব্যাপ্ত চতুর্দিক ভরি';
অশ্বত্থের মূর্তিমন্ত সাধনায় তাই
আদর্শ-চেতনা জাগে; আনন্দ-লহরী
বিপ্লাবিত করে চিত্ত; স্থৈর্য—ধৈর্য পাই
এই স্নিগ্ধ সাহচর্যে, ঐক্য ওঠে গড়ি'।

উদুম্বর

ষড় ঋতু করে প্রসাদ নীরবে দান;
থোকায় থোকায় ডুমুর ফলিয়া পাকে,
শোভন দেখায় উদুম্বরের শাখে।
আহুতি-তুষ্ট বহ্নি-বিবস্বান
যজ্ঞে, ডুমুর হ'লে স্বাদু রসবান
ফলের মহিমা ঋষিরা যে দানে তা'কে;
ধারাবাহী খ্যাতি এতেই বাড়িতে থাকে;
বনষ্পতির লভে শাখী সম্মান।

ফল-গর্ভেই পুষ্প নিহিত বলি'
ফল-ভঙ্গেই লব্ধ সে দরশন।
ফলাঞ্জলিই পুষ্পেরও অঞ্জলি;
বেদবিৎ হ'য়ে নশ্বর এ জীবন
অনশ্বরের লাগি' হয় কুতূহলী;
সাফল্য লভে সর্ব-সমর্পণ।

হিমগিরি

স্তব্ধীভূত - তরঙ্গিত পর্বত - সাগর
অন্তর - নিভৃতে নিত্য আহ্বান পাঠায়।
শিখরের সৌম্য কান্তি অক্ষি - তারকায়
ঝলকিত হ'তে থাকে। মৌন মহেশ্বর
তুষার - গিরির তুঙ্গ স্তব্ধ কলেবর
ব্যাপ্ত করি' এ পার্বতী - প্রাণের সত্তায়
বিরাজিত বুঝি ধূম্র ধ্যান - মহিমায়।
সূর্য-স্নানে সে মূর্তি কী গম্ভীর সুন্দর!

ভারতের হিমগিরি জন্ম - লব্ধ পথে
ভারত - সন্তানে তা'র ধ্যান-দীক্ষা-দানে
তুলে লয় অপার্থিব উদার জগতে;
এত প্রিয় গিরি - সঙ্গ তাই গৌরী-প্রাণে।
মহাপ্রেম টেনে আনে বৈরাগ্যের ব্রতে
সে বৈরাগ্য রূপ-ধন্য সৌন্দর্যের স্নানে।

ফুল - চোর

নিত্য সে ফুটায় ফুল আগ্রহে আদরে
সূর্য - বায়ু - শিশিরের স্নেহ - সুধা দিয়া;
পুষ্প - দলে বর্ণ - গন্ধ - আনন্দ ভরিয়া
দোলায় সে সৃষ্টি তা'র শাখা - শীর্ষ 'পরে।
বিবর্তিত সৃষ্টি-চক্র বৃক্ষ রক্ষা করে
ঐশী প্রেরণায় সুখে। চোর আহরিয়া;
দেয় পুষ্প বিগ্রহের সমুখে ধরিয়া;
সৃষ্টি - রোধী পুণ্য - লোভ পূজা নাম ধরে।

চৌর্য - লব্ধ পুষ্প - দান বিগ্রহের পায়! —
হীন হিংস্র পুণ্য - লোভী তব স্বার্থে ধিক্।
ফুলে ফল, ফলে বীজ, বীজে বৃক্ষোদয়, —
কে না জানে এ নিগূঢ় সৃষ্টি - অভীপ্সায়!
সকলে যে সম সৃষ্টি পথেরই পথিক।
হিংসা চৌর্য-লব্ধ পুষ্পে পূজা কভু হয়!

গবাক্ষ - পথের শাখী

গবাক্ষ - সম্মুখে মোর শ্যাম - কান্ত শাখী
সানন্দ - সঙ্গীত নিত্য করায় শ্রবণ;
পুষ্প হাস্যে প্রতি প্রাতে করে সম্ভাষণ;
প্রতি রাতে অন্ধকারে আপনারে ঢাকি'
আমার প্রতীক্ষা করে একান্তে একাকী,
যেন মোর অতি কাম্য কোন বন্ধুজন।
শিশির - সজল স্নিগ্ধ শান্ত সমীরণ
পাঠায় সে মোর কাছে প্রাণ - গন্ধ মাখি'।

ষড় ঋতু আসে - যায়; সর্বাঙ্গে তাহার
রূপের অপূর্ব জ্যোতি থাকে ঝলসিতে।
নিভৃত - প্রতীক্ষা তা'র মুক্ত জানালার
আকাঙ্খা বাড়ায় আরও। গোপন প্রীতিতে
স্থাপিল সে অতি সূক্ষ্ম এ কী অধিকার!
কোন ভাবে শাখীরে যে পারিনে ভুলিতে।

বৃক্ষ - বাণী

বৃক্ষেরা করে না কোনো বাদ - প্রতিবাদ।
যত্র তত্র নির্বিবাদে সম্মুখে পশ্চাতে
থাকে শান্ত সাম্য - স্নিগ্ধ স্তব্ধ নিরালাতে;
ভুঞ্জে সুখে সঙ্গ - লব্ধ আনন্দ অগাধ।
পঞ্চভূত - সম্প্রদত্ত আনন্দ নিনাদ
ওদের মর্মরে মত্ত রাখে দিনে রাতে।
সংঘাত - সংঘর্ষ - ভরা এ বিশ্ব - সভাতে
ওদের করে না স্পর্শ সংক্ষুব্ধ - বিষাদ।

দম্ভ - দৃপ্ত মানবের প্রতিযোগিতার
ঘৃণা - ভরা রক্ত - ক্ষরা রণমত্ততারে
ওরা কি বিবিক্ত থেকে দেয় না ধিক্‌কার?
পুষ্প - হাস্য - সুখে ওরা বলে না সবারে; —
যা'দের ঈশ্বর দিলো সর্ববিধ ভার
আত্ম - ধ্বংসে কেন তা'রা প্রমত্ত সংসারে?

ভাটার নদী

এখন ভাটার টানে নামে নদীজল।
পলি - পড়া কূলে কূলে জেলের ছেলেরা
পলো নিয়ে চুপে চুপে করে ঘোরা ফেরা;—
মাছের আশায় চলে কেবল কেবল
সুচতুর আনাগোনা। আনন্দ - বিহ্বল
চলে জল মিলন - পাগল। পলি - ঘেরা
খাতে খাতে কাদা - জলে শিশু বালকেরা
খেলা করে; মৎস্যরঙ্গ করে কোলাহল।

ছোঁ মারিয়া শূন্যে সুখে উড়িতে উড়িতে
ভাসমান মাছ ধরে লুব্ধ শঙ্খচিল।
পড়ন্ত উড়ন্ত রোদ চলন্ত নদীতে
সূর্যাস্তের স্বপ্নাবেশে করে ঝিল্‌মিল্‌।
অন্ধকার নামে শেষে নদী - চারিভিতে;
সলিল - মঞ্জিলে ঢোকে মাছেরও মিছিল।

পতঙ্গ - প্রাণ ও অভয় - যজ্ঞ

বহ্নি প্রাণ - হন্তারক জেনেছো যখন
তখনও বহ্নির লাগি' কেন এই টান?
উড্ডীন ডানায় তব কেন বাজে গান?
ভস্মীভূত হ'তে কেন সাধ আমরণ?

"জন্মমাত্র সমুদ্ভ্রান্ত এ মোর নয়ন
আলোর চুম্বন লাভে হ'ল দীপ্তিমান;
বহ্নির উদ্ভাসে দীপ্ত হ'ল এই প্রাণ;
অমেয় আলোর লাগি' তাই আকর্ষণ।
অনুক্ষণ বহ্নিমুখী প্রাণ - বহ্নি - কণা
প্রজ্বলন্ত আনন্দের জ্বালায় কেবল।
জীবনের একই লক্ষ্য — বহ্নিরই সাধনা,
তিলে তিলে আত্মাহুতি জ্বালি' হোমানল।
বহ্নি যে অস্তিত্ব - মূল; তাই তো উন্মনা
ক্ষণ - স্ফূর্ত এ জীবন অনলে সফল।"

'এডেন' - হারা ইভ

দংশিয়াছে সর্প - শনি; হানিয়াছে সুখে;
প্রীতিহীন জ্ঞান - বৃক্ষ ফলের লালসা
আনিয়াছে; লোভে হায়, হ'ল এ কী দশা!
নরক - জ্বলন - জ্বালা জ্বলিছে যে বুকে!
'এডেনে'র শান্তি গেল চিরতরে চুকে,
এলো পাপ — এলো মৃত্যু; কোথায় ভরসা!
কাঁদে ইভ, নেত্রে বর্ষা ঘনালো সহসা;
কাঁদে ইভ 'এডেনে'র পথের সমুখে।

স্বর্গ-ভ্রষ্ট বাস্তু-হারা ব্যথা বুকে বহি'
আদমেরে কহে ইভ, — "দুঃখের জগতে
সন্তানেরে গর্ভে ধরি' তা'রে যাব কহি'
কি ভাবে আসিতে হবে ফিরে স্বর্গ-পথে;
সর্বস্ব সঁপিলে ক্রুশে স্বর্গ হবে মহী;
কাঁদি কেন, এসো প্রাণ সঁপি এই ব্রতে।"

স্বর্গের স্বাদ

ইচ্ছা - শক্তি, মোহ, লোভ দিলো যে ঈশ্বর;
সর্প-রূপী শনি সে - ও ঈশ্বরেরই দান;
'এডেনে'র জ্ঞান - বৃক্ষ করি' ফলবান
পরীক্ষা সে ক'রে যায় বুঝি নিরন্তর!
সন্তানেরে করিয়া সে জ্বালায় জর্জর
এমনই করিতে চায়, ক্রূর শয়তান
দেখিবে সর্বত্র রাজে ঈশ্বরই মহান;
তাই কি সে কেড়ে নেয় 'এডেনে'র ঘর?

পাপ করিয়াছি মোরা, জন্ম - জন্ম ধরি'
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেও হবে;
প্রতি জন্মে প্রেম দিয়ে পাপ ধৌত করি'
স্বর্গ-পথ সন্ততিরা গ'ড়ে যাবে ভবে;
অবশেষে মেরী - মার যীশু পাপ হরি'
সবারে আবার স্বর্গে প্রেমে তুলে ল'বে।

ইভের কথা

পিতৃ-স্নেহ লাভই সাধ্য — তা'ই যে সাধন,
উপলব্ধি করিলাম মর্ত্যের ধূলিতে;
'এডেন'ও পারেনি এই মহাবোধি দিতে;
বুঝি নি কী ভয়ঙ্কর পাপ প্রলোভন!
নানা পাপে-প্রলোভনে হেথা অনুক্ষণ
আলোড়ন চ'লেছেই জর্জরিত চিতে,
স্বর্গ-ভ্রষ্ট স্বর্গ চা'ই তাই তো লভিতে;
অসংখ্য মরণে মৃত্যু লভিবে মরণ।

ঈশ্বর গ'ড়ল যদি মোদের দোঁহারে,
ঈশ্বর-বিহীন হ'য়ে কি করিয়া থাকি?
বংশ-পরম্পরা ধ'রে সেই সাধনারে
লক্ষ প্রাণ-বর্তিকায় উজ্জীবিয়া রাখি'
ঈশ্বর-প্রীতিতে শেষে, লভিলে যে তা'রে
প্রেম-সিক্ত হবে এই স্বর্গ-ভ্রষ্ট আঁখি।

'এডেনে'র নির্বাসন

বিধাতার বিশ্বাসের বিমুগ্ধ 'এডেনে'
নির্বাসিত ছিলে দোঁহে জানিতে না ইভ;
সরল অজ্ঞতা-বশে ভাবিতে ত্রিদিব,
'এডেনে'র কুঞ্জ-বীথি স্বপ্ন দিতো এনে।
সুখী ছিলে বিধি-বাক্য নির্বিবাদে মেনে।
সিন্ধু-তীর-লগ্ন ফেন-পুষ্পের সন্নিভ
আপাত সে শান্ত নীড়ে সহসা অশিব
আসিবে যে ছিলে মাতা, এ কথা না জেনে।

সর্প-শনি বিষায়িত ক'রেছে স্বপন,
ভঙ্গুর বাসর-শান্তি ধূলায় লুটায়;
তবু ভালো যুদ্ধমান মর্ত্যেরই জীবন,
সত্য স্বর্গ তিলে তিলে হেথা গড়া যায়।
তোমার সে জ্ঞান-বৃক্ষ-ফল-আস্বাদন
মরণ-মন্থন-ক্রুশে স্বর্গ-দীপ্তি পায়।

ক্রুশবিদ্ধ প্রেম - ধর্ম

মদোদ্ধত সভ্যতার আপাত স্ফীতিতে
গর্বিত হবার বন্ধু, কিছু আছে নাকি?
সেই ক্রুশবিদ্ধ - মূর্তি, কণ্ঠ - লগ্ন থাকি'
প্রীতি - বিগলিত হ'য়ে মানবের হিতে
সবারে কি কহিছে না নিভৃত - সঙ্গীতে -
স্বর্গ - প্রতিষ্ঠার আজও বহু দূর বাকী!
প্রেম - নম্র ক্ষমাময় সেই দু'টি আঁখি,
শহীদ সে মূর্তি আজও কে পারে ভুলিতে।

জুডাস - জর্জর ধরা বস্তুর বিভ্রমে
সন্তাড়িত প্রপীড়িত উদ্‌ভ্রান্ত থাকিলে,
ভণ্ড প্রার্থনার গির্জা - ঘন্টা কোন ক্রমে
সভ্যতারে পারিবে কি বাঁচাতে নিখিলে?
কবে বিশ্ব ক্রুশবিদ্ধ প্রেমের ধরমে
ধন্য হবে, — সভ্যতা গড়িবে সবে মিলে?

দীক্ষাদাতা জন্

নিষ্ঠার সে প্রতিমূর্তি — সাধক সত্যের।
নিযত ঈশ্বর - চিন্তা — নাম - সংকীর্তন
পরিপূর্ণ ক'রে রাখে সে পূত জীবন।
বন্য ফল, বন্য মধু — তুচ্ছ আহার্যের
স্বল্পে তুষ্ট; পরিত্যক্ত উষ্ট্রের লোমের
দীন পরিধানে তা'র চিরতৃপ্ত মন।
লোকে বলে ধর্ম-গুরু — দীক্ষাদাতা 'জন্';
অনুতপ্তে দেয় দীক্ষা জলে 'জর্ডনে'র।

যীশুরেও দীক্ষা দিল মহাগুরু 'জন্'।
স্বীকার করিল সুখে সহি' কারাগার
সহাস্য শহীদ - মৃত্যু; আজও সে জীবন
উজ্জীবন আনে বিশ্বে অর্বুদ আত্মার।
ঈশ্বরে যে করে প্রেমে সর্ব - সমর্পণ
যীশু - পন্থা গড়িবার তা'রই অধিকার।

'সলোমন' - গীতি

বিন্দুমাত্র শুভ্র-প্রেম রস-সমুজ্জ্বল
অন্তর-শুক্তিতে করে মুক্তার সঞ্চার।
শত লক্ষ বিন্দু প্রেমে ধন্য চিত্ত যা'র,
সৌভাগ্যে সমৃদ্ধ তা'রই নব-মর্ত্যতল।
প্রেমই করে সর্ব চিত্ত সবল সফল।
প্রেম-লব্ধ কাব্য-সুধা — সঙ্গীত সম্ভার
সম্পদ সবার শ্রেষ্ঠ ধ্রুব সভ্যতার।
প্রেম-দ্যুতি মুগ্ধ করে অন্তর কেবল।

প্রাচ্যের নির্যাস, বাস, সূক্ষ্মতা, রম্যতা,
অমেয় ঐশ্বর্য-দীপ্তি, মাধুর্য, মহিমা —
'সলোমন'-গীতে পাই তা'রই শত কথা।
সে কথার ব্যঞ্জনার কে বা পায় সীমা!
স্তব্ধ কাল, মৌনতার সে কী মুখরতা!
প্রেমাভ্রে ঔজ্জ্বল্য সে কী! আহা কী ম্লানিমা!

খ্রীষ্ট-জন্মদিনে

জুডাসেরা থাকিবেই, আছে শয়তান;
মানবের প্রতি তবু কভু অবিশ্বাস
পোষণ করিতে নাই। এই নীলাকাশ
সূর্য-চন্দ্র-তারা-দীপ্ত অনন্ত অম্লান,
এই শুভ্র পুষ্প-শোভা, বিহঙ্গের গান,
নৃত্যানন্দে আত্ম-ভোলা নদী-কলোচ্ছ্বাস —
অবিশ্বাস আসিলেও, করে তা' বিনাশ, —
কহে নিত্য — তা'র রাজ্যে সকলই মহান।

শুভ্রতার ধ্রুব-জ্যোতি প্রকাশের তরে
জুডাসের রূপধারী শয়তানে আনি'
ক্রুশের পরম লীলা মহাবিশ্ব 'পরে
মহাপ্রেমে — মহাত্যাগে যায় সে বাখানি'।
কোনো অবিশ্বাস আর এই চরাচরে
কী ক'রে করিতে পারে তা'রই সৃষ্ট প্রাণী!

আদি আদর

সে কোন অতীত যুগে বসন্তের বন-গন্ধবহ
অন্তরে জাগাতো যবে কী অনন্ত ভাবের আবেগ
অথবা ধ্বনিত যবে আষাঢ়ের পরিপূর্ণ মেঘ
মন্দাক্রান্তা-মধুছন্দে, হৃদয়ে তা' জাগাত আগ্রহ।
আনন্দে কি নিরানন্দে কামে প্রেমে বারবার করি'
মূক হ'য়ে যেতো ভাষা মৃত্তিকার পূর্ণ-কুম্ভ সম।
বসিয়া থাকিত কাছে নর্ম-কান্তি অতি অনুপম
পৃথিবীর প্রথম সুন্দর অনন্ত শর্বরী ধরি'।
নরনারী ক'রেছিলে চুম্বনের আদি জন্ম দান
অনির্দিষ্ট আকৃতির ভরে। ক্রমে ক্রমে তারপরে
কত নর-কত নারী বুভুক্ষিত' সে চুম্বন তরে
করিয়াছে তুচ্ছ মান, করিয়াছে তুচ্ছ নিজ প্রাণ।
আজি সর্ব চরাচরে হেরে যত বর আর বধূ
অনন্ত তৃষ্ণায় ভরা সে চুম্বনে নাহি আদি মধু।

যৌবনের দিনগুলি

এই শান্তি-শ্যামলতা-সৌন্দর্য মাঝারে
নীরব এ যৌবনের দিনগুলি যেন
সুরঞ্জিত প্রজাপতি-পক্ষে ভর দিয়া,
চলিয়া যেতেছে হেথা এই পাড়াগাঁয়ে।
আকাশের নীলে আর বনের সবুজে
কে যেন অজানা মায়া হৃদয়ে বিলায়।
বিহগ-কাকলী-পূর্ণ সোনার প্রভাত,
দীপ্তিময় দ্বিপ্রহর ঔদাস্য-মধুর,
ক্লান্ত সন্ধ্যা স্বপ্নময়ী, সুপ্ত নিশীথিনী,
সবই যে সুন্দর হেথা, সবই শোভাময়;
সকলে আনন্দভরে হাসিছে, ভাষিছে।
এতসব আনন্দের সৌন্দর্যের মাঝে
পরাণ-বীণাটি বাজে আবেগে উল্লাসে;
চক্ষু দুটী বারে বারে জলে ভ'রে আসে।

তোমারে জানাই

শান্ত - স্নিগ্ধ - নির্বিকার মহাশূন্যে চাহি'
সমাধির স্বপ্ন - স্নানে যবে অবগাহি'
ওঠে হিয়া সায়াহ্নের আলো - ছায়া মাঝে;
তখন পূরবী রাগে মুক্ত মাঠে বাজে
রাখালের বেণু - সুর বিহ্বল ব্যাকুল;
কর্ম হয় অবসান; মেলি' এলোচুল
ধূসর দিগন্ত হ'তে অতি মৃদু পায়
সন্ধ্যাদীপ বহি' সন্ধ্যা গোধূলি বেলায়
নামে ভবে ধীরে ধীরে; অচিরে তিমিরে
সব দিক একাকার; চারি দিক ঘিরে
নামে সুপ্তি - নামে স্বপ্ন - নামে ইন্দ্রজাল;
তখন খুলিয়া দিয়া সব অন্তরাল —
বুকের কবাটখানি, জানাই সদাই
সার্থক যা' হ'ল মোর, যাহা হয় নাই।

দেহ - যুক্ত ভালোবাসা

কিবা সুখ — হাতখানি যদি রাখি' হাতে?
কিবা সুখ — যদি তব আঁখি পানে চাই?
কিবা সুখ — কাছে কাছে ব'সে থেকে রাতে?
কিবা সুখ! বল প্রিয়া, কিবা সুখ নাই!
তারাটী আকাশে ফোটে তারার কি সুখ?
আকাশের কিবা সুখ তারারে ধরিয়া?
ফোটাই তারার সুখ, আকাশের বুক
আলোকে-আলোকে শুধু যায় যে ভরিয়া।
জীবনের মাঝে তাই রম্য বাহু ডোর
একমাত্র শ্রেষ্ঠ কাম্য — শ্রেষ্ঠ সুখ মোর।
হয়তো ভাবিতে পারো প্রেম তনুহীন,
জ্বলিয়া পুড়িয়া যাবে দেহ প্রতিদিন,
কিন্তু প্রিয়া, দেহহীন প্রেম যে নির্বাক,
দেহযুক্ত ভালোবাসা আমাদের থাক।

স্মৃতি

যে - সুখ - তিয়াষে এ সুখ-সদন ছাড়ি'
গৃহ - দেবালয়ে পূজায় সঁপিতে প্রাণ
প্রীতি - পুলকিত তটিনীর মত গান
গাহি' লীলাবেশে চলিয়াছ তুমি নারী,
ভরুক্ - ঝরুক্ হৃদয়ের হেম - ঝারি
সে - সুখে - সোহাগে; দীপালোক বেপমান
পরিবেশে ধীরে দীধিতি করুক দান
যত আঁধারের আবরণ অপসারি'।

তবু মাঝে - মাঝে এ সুখ - সদন - স্মৃতি
সহসা আলোকে পুলকে জাগিলে পরে,
গীতির গমকে জাগিলে অতীত গীতি,
মিলন - মেলার মাধুরী বিদায় ধরে।
কত ক্ষয় - ক্ষতি - ক্ষতভরা এই ক্ষিতি!
স্মৃতি তবু রাখে যোগাযোগ চরাচরে।

কেন!

এই যদি জীবনের শেষ পরিণাম —
অনন্ত - জিজ্ঞাসা মাঝে অনন্ত - বিলয়!
কেন তবে নাহি মেটে আশা অভিরাম?
পৃথিবীর রঙ্গভূমে কেন অভিনয়?
মিলন - বিরহ - ভরা বৈচিত্র্যের মাঝে
পদ্ম-পত্রে জলবিন্দু কাঁপে কেন প্রাণ?
কেন জন্ম? কেন তৃপ্তি নাই শত কাজে?
এত সব জিজ্ঞাসার কোথা সমাধান!
সমুদ্র-মেখলাময়ী অনন্ত ধরণী —
সুন্দরের অনিন্দিত রম্য নিকেতন;
কেন হেথা ছুটে আসে পুরুষ - রমণী
জীবনের পরিণাম ইহাই যখন?
কেন তাহা নাহি জানি। শুধু জানি এই
আশা আছে অন্তহীন, তৃপ্তি তবু নেই।

সেই মুখখানি

সেই মুখখানি বারে বারে মনে পড়ে :
কেমন সে মুখ — কেমন আদল তা'র,
অন্যে বাখানে এমন সাধ্য কা'র!
স্মরণও তাহার আহ্লাদে মন ভরে।
দেখার বাসনা আরও যে আকুল করে।
শশী-মধুরিমা কোটি জন কোটি বার
বাখানিতে গিয়া মানিছে না ভবে হার!
লাবণ্য-লীলা অভিনব চির তরে!

সেই মুখখানি মনে পড়ে যত বার,
তত বারই তা' যে অনুপম মনে হয়;
অমেয় প্রেমের অতুল আবিষ্কার
শত জনমেরই বহিছে যে পরিচয়।
সেই মুখখানি সকল মুখেরই সার,—
স্রষ্টারই তা' যে, অন্য কা'রও তো নয়।

ক্ষণ - বসন্ত

দু দন্ড দুলিয়া লও উল্লোল সমীরে;
খুলে দাও ফুল্ল দল; মহোল্লাসময়
তারুণ্য - তরল তীব্র এ মত্ত মলয়
উন্মাদনা এনে দিক ভঙ্গুর শরীরে।
প্রাণ ভ'রে ভালোবেসে লও পৃথিবীরে।
ছড়াক সৌন্দর্য - গন্ধ নির্দ্বন্দ্ব হৃদয়;
ঘোষণা করিয়া দাও জীবনের জয়;
তিমির তো অবশেষে আসিবেই ঘিরে।

ধীরে ধীরে বহ্নি - জ্বালা গ্রীষ্মের চিতায়
সবই লুপ্ত হ'য়ে যায়। মহানিয়তির
পরিণাম ভাবিয়া কে করে হায়-হায়!
ডুবাক ভবিষ্য - ভীতি নৃত্যন্ত রুধির।
যতক্ষণ যৌবনের জলুস না যায়
দোলো - ভোলো, রুদ্ধ - কারা খোলো ধরিত্রীর।

জাগো স্কন্দ

তারকাসুরের মোহ - মদমত্ততার
সমুদ্যত হিংস্র ক্রূর পাষণ্ড পীড়নে
ভীত - ত্রস্ত - পর্যুদস্ত এ বিশ্ব - নন্দনে
জাগো স্কন্দ, মোহ-বন্ধ সর্ব - অত্যাচার
পাপ-তাপ-অবিচার উদ্ধত - হিংসার
দূরীভূত কবিবার ব্রত উদ্‌যাপনে।
দ্বন্দ্ব - ক্ষুব্ধ, ছন্দ - ভ্রষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত ভুবনে
জাগো স্কন্দ, মহানন্দে ভরো চারিধার।

ছন্দে - গন্ধে বন্ধ্রে - রন্ধ্রে উদ্দাম - উল্লাস
অমাবস্যা - রাহুগ্রাস করি' অবসান
আনুক্ তমিস্রা - মুক্ত সূর্য - সমুদ্ভাস।
চিরতরে দৈত্য - ধ্বংসে তব ধনুর্বাণ
ধন্য হোক। জাগো স্কন্দ, এই বিশ্ব - বাস
দৈত্য - মুক্ত করি' করো দেবত্বে মহান্।

জন্মাষ্টমী

অঘাসুর - বকাসুর - প্রলম্ব - পূতনা -
জরাসন্ধ - শিশুপাল - কালিয় - কংসেরা
সংগোপনে হিংসাতুর করে ঘোরাফেরা;
দুর্যোধন - শকুনিরা সমরোন্মাদনা
সঞ্চারিছে, কুরুক্ষেত্র করিছে রচনা;
মারণ - মুষলে মাতে দম্ভী যাদবেরা;
অমাবস্যা - তমিস্রায় সর্ব দিক ঘেরা; —
হবে কি নিষ্ফলই শেষে আদর্শ - সাধনা?

বৃন্দাবন - কুরুক্ষেত্র - দ্বারকা - জীবন
যাপিতে কি অবতার হবে না আবার?
ধর্ম - যুদ্ধে সারথ্যের বল্গা - সুদর্শন
ধারণ কি করিবে না হরিতে ভূভার?
বিভ্রান্ত বিমূঢ় মর্ত্য মাগে পদার্পণ;
এসো কৃষ্ণ, ধন্য ফিরে করিতে সংসার।

জগন্নাথের রথ

কোন্ আদি-কালে মনে কি কাহারও থাকে!
জগন্নাথের রথের কাছিতে সবে
টান মেরেছিলো মিলিয়া-মিশিয়া ভবে;
সবাই এলো যে পথেতে সবারই ডাকে।
রথ এলো যেই তা'র পরে পথ-বাঁকে
মেঘান্ধকারও ঘনালো সহসা নভে;
হিংসা-ত্রাসেরও ত্রস্ততা এলো যবে,
অনেকেই ঘরে ফিরে এলো সেই ফাঁকে।

বুঝিল না হায় স্বার্থপরতা-বশে
রথ না টানিলে রথের দেবতা আর
মাতাবে না মন সেবানন্দের রসে;
বিশ্বে নামিবে চির-তমিস্রা-ভার।
রথ-ঘর্ঘর কানে তাই যা'তে পশে,
পথের রথেরে টানা চাই অনিবার।

মহাদেব

মহাদেব — মহাকাল নিত্য — নিরাকার।
তবু তাঁরে ক্রান্তদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞগণ
কৃত্তিবাস - ব্যোমকেশ - বিভূতিভূষণ —
ত্রিশূল-ডম্বরু-ধারী রূপে অনিবার
সাকার মূরতি-দানে সৌন্দর্য-সীমার
মণ্ডলেতে মহানন্দে ক'রেছে স্থাপন।
সহজ হ'য়েছে তাই আত্মনিবেদন;
সার্থক হ'য়েছে তাই সন্ধানও সত্তার।

তরঙ্গ-সংঘট্টময় কাল-গঙ্গা শিরে,
সর্প-সুশোভিত মূর্তি অপূর্ব সুন্দর,
ষণ্ডারোহী নীলকণ্ঠ এ ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে
ভ্রমেণ, তাণ্ডবে মাতি' রুদ্র নটেশ্বর।
স্থান-কাল রূপহারা ধ্যানের গভীরে
তাঁ'রে পেলে, লুপ্তি লভে জন্ম-জন্মান্তর।

কোজাগর লক্ষ্মী

মৃত্তিকার লক্ষ্মীমূর্তি গড়ি' ঘরে-ঘরে
পুত্তলিকা-প্রতীকের সহযোগে হিয়া
পূর্ণিমায় সর্বৈশ্বর্যে পূর্ণতা যাচিয়া
ধন্য হয়, পুণ্য-শক্তি লভিয়া অন্তরে।
মৃন্ময়ী চিন্ময়ী-লাভে প্রণোদিত করে।
পৌত্তলিক বলি' বৃথা বস্তু-বুদ্ধি দিয়া
বিঁধিলে কি হবে সবে? দেখিলে ভাবিয়া,
বুঝিবে প্রতীকই সর্ব সভ্যতারে গড়ে।

মৃন্ময় মূর্তির মত মানুষও প্রতীক;
আবাহন-বিসর্জন তা'রও রহিয়াছে।
নাম-রূপধারী নর—শাশ্বত পথিক;
রূপকল্প রচিবেই যে যাহার ছাঁচে;
যাচিবেই কাম্যধন ধ্যানে অনিমিখ
আরাধ্য সে-বিবর্তিত প্রতীকেরই কাছে।

দীপালী

অমাবস্যা—তমিস্রায় আচ্ছন্ন মেদিনী,
মসীলিপ্ত মহাকাশও ভীষণ-দর্শন,
হইয়ো না ভ্রান্ত—ভীত ভব-জনগণ,
দীপালীতে করো দূর কালনিশীথিনী।
মোহময়ী—মায়াময়ী তামসীরে জিনি',
সর্ব দিকে সঞ্চারিয়া কৌমুদী-স্বপন
দীধিতি-প্রদীপ্ত করি' তোলো এ ভুবন;
কালান্তিকা কালিকারে সুখে লও চিনি'।

অন্ধকার-আচ্ছন্নতা লীলা-অভিনয়
অনির্বাণ আলোকার্তি আনিবার তরে,
মর্ত্য-মানবেরে দিতে অমৃত অভয়,
চিনাতে পরম সত্যে-মঙ্গলে-সুন্দরে :
অনাদ্যন্ত এই লীলা চরাচরময়
মহাকালী মহানন্দে-চিরস্নেহে করে।

জগদ্ধাত্রী

চির বৈপরীত্যে ভরা সর্ব চরাচর,
অনন্ত অনধিগম্য রহস্যে নিয়ত
লীলাময়, সংক্ষোভিত সমুদ্রের মত
অশ্রান্ত তরঙ্গ-রঙ্গে ভীষণ সুন্দর।
ধ্বংস-সৃষ্টি, হিংসা-প্রেম হেথা নিরন্তর
সাধিতেছে বিপরীত নিজ নিজ ব্রত।
দ্বন্দ্বে-মিলে যুগপৎ ধরা অবিরত
খুঁজে ফেরে নিস্তরঙ্গ মিলন-সাগর।

পাই কিংবা নাহি পাই, জগদ্ধাত্রী তাই
ভাব-ধর্মে গড়ি সবে মনের মন্দিরে;
মণ্ডপে—মণ্ডপে তা'রই প্রতীক বানাই;
বৈপরীত্য ভুলে যেতে চাই ফিরে-ফিরে।
ভক্তিতে বিশ্বাস করি;—মা-ই সর্ব-ঠাঁই
আপাত-বৈচিত্র্যে রাখে মুগ্ধ সংসারীরে।

শ্রীপঞ্চমী

বিশ্ব ব্যাপিয়া সরবে—নীরবে সবে
অজ্ঞানে—জ্ঞানে মাতে যাঁ'র সাধনায়,
ললিতকলায়, সঙ্গীতে, কবিতায়,
নিত্য নৃত্যে, বিবিধ বাদ্য-রবে
যাঁহার প্রসাদ—স্ফূর্তি মূর্তি লভে,—
তাঁর সে প্রসাদ লভিতে কে নাহি চায়!
সজ্ঞানে তাই আরাধিতে সারদায়
অজ্ঞানও চায় আকুল-ভাবেই ভবে।

প্রতি নিমেষের—দিবসের পূজা যত
পুঞ্জিত হ'য়ে শ্রীপঞ্চমীতে এসে
সার্থক করে সারদা-সাধন-ব্রত
বুঝি বরষেরই সংহত হ'য়ে শেষে।
বাণী-বরে হোক গ্লানি যত অপগত;
ভরুক অবনী উল্লাসে বাণী-রেশে।

রবি - স্মৃতি

বৈশাখে রবীন্দ্র-জন্ম রশ্মিরসোজ্জ্বল।
সমুদ্ভাসে নিসর্গ যে ঝল্‌মল্‌ করে।
রবি - রশ্মি দীপ্তি ঢালে মানব - অন্তরে।
বৈশাখের শঙ্খ - রবে আনন্দ-বিহ্বল
রবি - স্নাত সর্ব দিশি; শুভ্র চিত্ততল
সহজ সুষমা লভে; বুঝি প্রীতি - ভরে
রশ্মি - ধারা ধরিত্রীর জনারণ্যে ঝরে।
কালবৈশাখীতে বাজে মঙ্গল - মাদল।

আবার শ্রাবণ - বারি - পাতে অবিরাম
রবির প্রয়াণ - বার্তা অনন্ত - বিস্তারে
বেজে যায়; বারি - ধারে বুঝি তা'রই নাম
শুনি শুধু; পারি না তো তা'রে ভুলিবারে।
বৈশাখ ঔজ্জ্বল্যময় — বিষণ্ণ শ্রাবণ
সে রবির জন্ম - মৃত্যু করায় স্মরণ।

রবীন্দ্র - কাব্যে 'জীবন - দেবতা'

অনন্ত, অচিন্ত্য ব্রহ্ম — নিত্য, নিরাকার,
নিরুপাধি, নিরঞ্জন, অগুণ, অক্ষয়।
অনুমাত্র উপলব্ধি ভাগ্যে যদি হয়, —
সূর্য যথা বক্ষে ধরে সামান্য নীহার,
মেঘ যথা বাষ্পাকারে ধরে পারাবার, —
দিতে গেলে সে লীলার দিব্য পরিচয়,
সগুণ সাকার রূপ না দিলে যে নয়।
'জীবন-দেবতা' নাম তাই প্রিয় তাঁ'র।

রূপায়িত — সীমায়িত — প্রেমায়িত তাঁ'রে
যে আকারে — গুণে মূর্ত যে ভাবে যখন
করা যায়, লীলায়িত জঙ্গম সংসারে
মধুময় করে তা' যে চলন্ত জীবন।
অমেয় এ ভেদাভেদ - রহস্য কে পারে
নির্ণিবারে! কলা - কাব্যে তাঁ'রই সংকীর্তন।

কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলি'

রবীন্দ্রের 'গীতাঞ্জলি' পড়া যায় যত,
শান্ত-রসে চিত্ত তত আত্মমগ্ন হয়।
অভিনব 'গীতাঞ্জলি' এত মর্মময়
অধ্যাত্মের আবেদনে সত্তারে সতত
স্থিতপ্রজ্ঞ ক'রে তোলে। হেথা জৈব ব্রত—
জীবন-দেবতা সাথে লীলা-অভিনয়
জাগায় জঙ্গম-পথে রোমাঞ্চ-বিস্ময়;—
খুলে দেয় রহস্যের উৎস অবিরত।

অসীমে-সসীমে নিত্য বিরহ-মিলন
রস-গর্ভ গীতিগুচ্ছে পেলো বাণী-রূপ :
'গীতাঞ্জলি' প্রিয় তাই বিশ্বে বিদগ্ধের।
চিদানন্দ-উপলব্ধি লভিলে জীবন
ধীরে ধীরে ধ্যানে হয় অবাক নিশ্চুপ;—
'গীতাঞ্জলি' রবি-পুষ্প—অর্ঘ্য ঠাকুরের।

রবীন্দ্র-'বলাকা'

ঝিলমের তটে ব'সে ক্ষিপ্র-নামা সায়াহ্ন-বেলায়
নেহারিলে দ্যুতি-দীপ্ত ঝঞ্ঝা-গতি বলাকা-শ্রেণীরে,—
তিমির উত্তীর্ণ হ'তে ধাবমান রবি-তীর্থ-তীরে।
পক্ষে-পক্ষে সব কিছু অকস্মাৎ গতিমত্ততায়
উদ্বেলিত করি' ধায় উল্লসিত উড়ন্ত ডানায়!
ধাবন্ত সে গতি-নৃত্য কবি, তব রুধিরে রুধিরে
অরুদ্ধ গতির বন্যা আনিল কি! অশ্রান্ত সমীরে
শুনিলে কি,—'হেথা নয়—চির যাত্রা অনন্ত কোথায়!'

গতি আর গতি শুধু, সর্ব স্থিতি—গতি-মনোহর।
নীড়ে আর মহাশূন্যে কী অদৃশ্য সেতু নিশি দিন
কে যে গড়ে, কে কহিবে! পক্ষ-শব্দে মেলে কি উত্তর!
ক্রান্তদৃষ্ট কবি-বার্তা অন্ধকার করিয়া বিলীন
কহিছে না!—"মর্ত্য-প্রাণ, অনির্বাণ পক্ষে করো ভর।
স্থান-কালও বলাকা যে—পক্ষময় উদ্দাম উড্ডীন!"

মন্থন

দেবাসুর ক্ষীর-সিন্ধু করিয়া মথন
সম্পদ-সৌন্দর্য-শশী-অমৃত-রতন
লভিল সৃজন-প্রাতে। নিত্য সুনিভৃতে
সিন্ধু-সম সীমাহারা মানবের চিতে
কল্পনার ঢলে ঢলে বাস্তবে-স্বপনে
সুখে-দুঃখে চ'লেছে মন্থন; জ্ঞানে-ধনে
রূপে-প্রেমে-কাব্যে-গানে নিখিল ভুবন
যেতেছে ভরিয়া। উঠে গরল যখন
মহাদেব করে পান। অমৃত-আসব
দানিয়া সবারে, ভোলা বিভূতি-বিভব
মাখে সর্ব দেহে। মহা মানব-সাগর
মুখরিয়া উঠে স্তবে। বাসুকি-মন্দর-
দেবাসুর সবে শুধু করিছে মথন।—
পরীক্ষার পারাবার মানব-জীবন।

সে কি নব?

নববর্ষ! সে কি নব? সে যে সনাতন,
রূপ - রস - শব্দ - স্পর্শ - বর্ণ - গন্ধহীন।
নিরাকার ধারা তা'র করিয়া বিলীন
মাটির মতই তা'রে ছানি' অনুক্ষণ
উৎক্ষিপ্ত কে করে শুধু মূর্তি অগণন!
বিম্ব - প্রতিবিম্ব যত মহাকালাধীন,
ইচ্ছাশক্তি - বশে তবু বুঝি বা উড্ডীন;—
কাল - রঙ্গ কী বিভ্রম করে উৎপাদন!

কালোর্মি এ লোক - ধারা, — চলোর্মির গায়,
কী আশ্চর্য! নিরবধি - কালেরে আদরে
নব - নব সীমায়িত মূর্তি দিতে চায়;
নব - বর্ষ ব'লে তা'রে সম্ভাষণ করে।
অচিন্ত্য এ ভেদাভেদ; এ মহালীলায়
মীন - নর একাকার সময় - সাগরে।

মুড়ির চাল

তপ্ত বালুর কটাহে মুড়ির চা'ল
তাপ পেতে পেতে, কখন্ তাপের চোটে
ফুলের মতই মুড়ি হ'য়ে শেষে ফোটে;
রস - রূপায়ণে লাগে যে অনল - জ্বাল।
ঝাঁটার শলার তাড়নায় চির-কাল
তুচ্ছ চা'লও যে রূপেতে ফুটিয়া ওঠে;
তাড়ায় — পোড়ায় যতেক জড়তা টোটে;
নিজের রসেই নিজে হয় বেসামাল।

মুড়ির চা'লের ভালে যা' র'য়েছে লেখা
সে - ললাট - লিপি সবারই ভাগ্যে ভবে;
স্বরূপেরও মোরা সহজেই পাই দেখা
জীবন - বহ্নি হাসি - মুখে সহি যবে।
মেদুর মেঘেই মুখরিয়া ওঠে কেকা;
রুদ্র - রৌদ্রে পুষ্প যে প্রাণ লভে।

জ্বলন্ত জ্বালা

তিন চতুর্থাংশ জল শুনি পৃথিবীর
আমি তবু পিপাসার্ত জলেরই কাঙাল;
সর্ব দিশি বন্ধ্যা বালি; বালির জাঙাল
ভাঙিবার সাধ্য নাই; বঞ্চনা গভীর;—
দাউ দাউ জ্বালা জ্বলে চির অশান্তির।
শুষ্ক - রুক্ষ - রিক্ত বালি হ'ল হায় কাল!
বালি - ঝঞ্ঝা ঘূর্ণা - চক্রে কে দিবে সামাল?
এত জল, নির্ম্মমতা তবু কী বিধির!

সমুদ্র চাহে না জল, জলের জ্বালায়
সে-ও নাকি জ্বলে নিত্য! এত হেরফের
অসহ্য লাগে না কা'র? দীর্ণ দুনিয়ায়
সম্ভব কি নিরসন এত অসাম্যের?
বালি হ'তে মরু কভু নিস্তার কি পায়?
জল হ'তে নিস্তার কি আছে সমুদ্রের!

ধৃতি-দীপ

ধৃতি-দীপ ধরো — প্রীতি-দীপ ধরো তুলে
সকল হিংসা, অন্ধ দ্বন্দ্ব ভুলে।
এই ভূমি-তলে দেবতার দীপ জ্বলে
দীপ্ত সূর্যে—শশী-তারা-মণ্ডলে;
সে আলো নিত্য নীরবে নামিয়া আসে,
ঝরে অনিবার মাটির ধূলায়—ঘাসে;
পড়ে ঘরে-ঘরে — প্রীতি - ভরে ওঠে দুলে।
ধৃতি-দীপ ধরো — প্রীতি-দীপ ধরো তুলে।

নিত্য সত্য দিব্য ধৃতির বলে
ক্রমবিকশিত এ মহাবিশ্ব চলে।
নব নব নভ-বর্ষণ করি' লাভ
প্রকৃতির বুকে ফুটিছে দিব্য ভাব।
ধৃতি আর প্রীতি বিশ্ব-মর্ম-মূলে।
ধৃতি-দীপ ধরো — প্রীতি-দীপ ধরো তুলে।

প্রেরণা

উদ্যানের থালা ভরি' প্রত্যহ প্রভাতে
প্রকৃতি আনন্দ-ভরে আসিয়া দাঁড়ায়;
অন্তরের অন্ধকার ধীরে কেটে যায়;
বিশ্বের চলন্ত স্রোতে চিত্ত ফিরে মাতে।
নব-সূর্য স্পর্শ করে নয়নের পাতে।
নিদ্রিতেরে এই মত প্রকৃতি মিলায়
জাগ্রতের সাথে সুখে; তাই বুঝি গায়
পতঙ্গ-বিহঙ্গ নদী-তরঙ্গের সাথে।

আমরা মোদের নহে একেলার ধন;
সকলে সবারই মোরা। কাহারও বিরাম
সার্থক করিতে করে অন্যে আয়োজন;
তাই তো সুন্দর এত এই বিশ্ব-ধাম।
প্রকৃতি করায় নিত্য এ কথা স্মরণ;—
ফোটা ছাড়া জীবনের কী আছে বা দাম!

জ্ঞান - বর্ত্ম

ওই পথে সভ্যতার লক্ষ নিদর্শন —
সন্দীপন-পাঠশালা, শান্ত ব্যাসাশ্রম,
নৈমিষারণ্যের জ্ঞান-তীর্থের সঙ্গম,
তক্ষশিলা-নালন্দার বিদ্যা-নিকেতন।
মিশর - পারস্য - গ্রীস - রোমে অগণন
বিদ্যাকেন্দ্র; ওই পথে কত অনুপম
জ্ঞান-সত্র স্তব্ধ ক'রি' মৃত্যুরও বিক্রম
বিলালো অমৃত,— দিলো জ্ঞান - রসায়ন।

সেই মহাসঞ্জীবনী - সুধার নির্ঝরে
দেশে দেশে কালে কালে অব্যাহত - ভাবে
জিজ্ঞাসুর — শুশ্রূষুর তৃষ্ণা দূর করে।
ওই পথে মৃত্যু - ভীত অমরত্ব - লাভে
চির - চরিতার্থ হয়। সর্ব মোহ হরে
ওই পথ। ওই পথ - তীর্থে কে না যাবে!

'চরৈবেতি'

গুরু - চিত্ত - সিন্ধু - ক্ষিপ্ত ভাব - সংবাহক
ঊর্মিনাদী শঙ্খ আমি। অর্ধ-শতাব্দের
কালোত্থিত বহু - বাত্যা - ঝঞ্ঝা - বিক্ষোভের
অপরোক্ষ অংশভাগী; শান্তির সাধক;
শঙ্খ - শব্দে 'চরৈবেতি' - মন্ত্র - প্রচারক।
বিক্ষিপ্ত বিপদ - বিঘ্ন - বন্ধুর বর্ত্মের
প্রেরণা - বর্ধক আরও দীপ্ত আদর্শের।
থাকি যেন, অবিশ্রান্ত তা'রই প্রবর্তক।

অর্ধ - শতাব্দের শেষ - ঘন্টা বেজে যায়।
নিরবধি - স্থানে - কালে বিসর্পিত - পথে
আশীর্বাদবর্ষী শব্দ রোমাঞ্চ জাগায়;
ব্রতী করে 'চরৈবেতি' - ভাব - চর্যা - ব্রতে।
মন্ত্রে মোর জন - চিত্তে নিত্য যেন ভায়
বাণী - ব্রহ্ম - সাধনা যে সার্থক জগতে।

'অ্যাভনে'র দম্পতি

'অ্যাভন' তো নদী নয় — কালোর্মি - উল্লাস
শান্ত স্রোতে প্রবাহিত শুভ্র স্বচ্ছতায়
শেক্ষপীর - পল্লী - প্রান্তে। নিত্য প্রেমাভায়
সেথা দীপ্ত দম্পতির অমৃত নিবাস।
চির-রোমাঞ্চিত সেথা মন্থর বাতাস;
শাশ্বত বিহঙ্গবৃন্দ সেথা গান গায়;
কালের কুজ্ঝটি-ঘেরা রহস্য - লীলায়
থাকে ঘনীভূত হ'য়ে যত প্রাণোচ্ছ্বাস।

কোটি কোটি রসাতুর পলাতক মন
প্রেমাকর্ষে পাড়ি দিয়ে সময় - সাগর
শোনে বুঝি সে যুগের কথোপকথন।
অনশ্বর ভাব - মূর্তি জগতে নশ্বর।
কত নাট্যে - কাব্যে মূর্ত অমেয় স্বপন
উচ্ছলিছে নিরন্তর সবার অন্তর।

'গ্রাসমিয়ারে' ওয়ার্ডস্বার্থ ও ডরোথী

বোনের কড়চা পড়ি, কবিতা ভ্রাতার
'গ্রাস্‌মিয়ারে'র হ্রদ অন্তর - মুকুরে
'রিডাল' — পাহাড় সাথে সকালে-দুপুরে
বিকালে-সন্ধ্যায়-রাতে শুধু বারবার
ছায়া ফেলে-ফেলে যায় নিসর্গ-শোভার।
সোজা-বাঁকা, উঁচু - নীচু পথে ঘুরে-ঘুরে
শান্ত চাষী - পল্লী যত হেরি কাছে-দূরে;
পতঙ্গ - গুঞ্জন শুনি, সুপত্র - ঝঙ্কার,
বিহঙ্গের ডাকাডাকি, হ্রদ - কলতান।
কভু মেঘ - রৌদ্র - লীলা হৃদয় - কন্দরে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ধীরে ছেয়ে ফেলে প্রাণ।
সমধর্মী ভাই - বোন ভাব - মূর্তি ধরে,
প্রকৃতি - প্রীতির স্বাদ কভু করে দান।
কাল-স্রোত হেথা বুঝি স্থির চির-তরে।

রেবেকা ম্যাকটাভিস

রেবেকার গাঢ়-কৃষ্ণ নেত্র-তারকার
প্রেমাবিষ্টতার দৃষ্টি আবেগে চকিতে
কেন যেন মনে পড়ে, পড়িতে পড়িতে
ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনা-কাব্য প্রমীলার।
নারী-চিত্ত-সমুত্থিত প্রেম-কামনার
রোমাঞ্চিত ঊর্মি-লীলা চিত্ত আচম্বিতে
করে রসানন্দময়। আস্বাদি নিভৃতে,
অহো, কী আসঙ্গ-রঙ্গ বঙ্গ-কবিতার!

বার বার রেবেকার কথা মনে পড়ে;—
নব-প্রেম—নীড়-বাঁধা—বিচ্ছেদ দুঃসহ;
সদ্যঃপাতি প্রেম তবু কিছুতে কি মরে!
অমর কবিতা-পুঞ্জে বুঝি অহরহ
সে প্রেম ঝরিল আহা, নিয়তির ঝড়ে
বীরাঙ্গনাবৃন্দ তা'রই স্তব্ধ বার্তাবহ।

অ্যানেটীর প্রতি ওয়ার্ডস্বার্থ

প্রথম প্রেমেরে কেহ কখনও কি ভোলে!
তোমারই মূরতি মোর 'লুসী'—কবিতায়
অ্যানেটী, অমর হ'ল, সে কথা তোমায়
জানাবার অবসর শত গণ্ডগোলে
অগ্নিবর্ষী বিপ্লবের প্রলয়ের দোলে
আর তো হ'ল না সখি! এবে অবেলায়
স্মৃতি-ছায়া-ম্লান এই নিভৃত সন্ধ্যায়
সে-কথা স্মরিয়া অশ্রু গড়ায় কপোলে।

প্রেমের কবিতা আর কখনও লিখিনি।
সঁপিলাম আপনারে নিসর্গ-সেবায়।
তব শুভ্র প্রেমালোকে পথ চিনি' চিনি'
লভিলাম নিসর্গেরও বিশ্ব-দেবতায়।
হে শ্রেয়সী, তব কাছে শত ভাবে ঋণী
কৃতঘ্নের কথা কাব্যে গুপ্ত রাখা যায়!

প্রেম - বহ্নি

তুমি তো লরারে কবি, ভালোবেসেছিলে
হে পেত্রার্ক, পুণ্যময় ধন্য ধরণীতে।
তুমি দান্তে, চেয়েছিলে দিব্য পৃথিবীতে
বিয়েত্রিচে-রূপসীরে। দিল্ দিলে মিলে
অমৃতময়তা লভে বিচিত্র নিখিলে;—
এ কথা বুঝিলে আর এ মহা মহীতে
কোন গ্লানি থাকে না যে। বহ্নি-দীপ্ত চিতে
কী অতৃপ্ত তৃপ্তি নিত্য জ্বালালে-জ্বলিলে!

রজকিনী রামী-প্রেমে জ্বলিতে-জ্বলিতে
এ বঙ্গের চণ্ডীদাসও গাহিল যে গান,
তা'-ও ভরা সম-ভাবে স্বর্গীয় প্রীতিতে।
সর্ব প্রেমই দিব্যতায় লভে অবসান।
একই দীপ্তি-জ্বালা-তৃপ্তি সকল বহ্নিতে।
সে-ই ধন্য,—যা'রই হবে বহ্নিময় প্রাণ।

'বিয়েত্রিচে' - কথা

"আমি যদি ঝ'রে যাই কোন এক বিষণ্ণ সকালে
অপক্ক ফলের মত পরিপূর্ণ আস্বাদের আগে!
জানি মনে কবি মোর, কারও তা' যে ভালো নাহি লাগে;
তবু মৃত্যু—ঝোড়ো বায়ু, কখন যে চির-ঘুম ঢালে—
কেহ কি তা' জানে কভু—বোঝে কভু! শোণিতের তালে
যত নেশা—যত আশা—সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ভালোবাসা জাগে,
তত আরও ভয় হয়, যদি ঝরি হায় আগেভাগে!
তুমি কিন্তু ধ'রে রেখো কবিতার নৈবেদ্যের থালে
আমার যা' অপ্রকাশ বর্ণ-গন্ধ-রূপ-রস-ভাতি
সংবেদনশীলতায় সাজাইয়া দিয়ো থরে থরে।
যে দেখিবে—স্বাদ নিবে বিষাদের বেদনায় মাতি',
সে ভাবিবে—মৃত্যু মরে, অবেলার প্রেমও নাহি মরে।"
এই বিয়েত্রিচে-কথা কে না শোনে আজও কান পাতি'
দান্তের অমর কাব্যে। প্রেমই নরে মৃত্যুঞ্জয় করে।

প্রেমিক কীটস্

কত বেশী ভালোবাসি কী ভাবে বুঝাই!
ফেণী-ফেণী-ফেণী-ফেণী যত বার ডাকি
প্রতি নাম-জপে আরও সুধা চাখি না কি!
রূপময়ী ও-তনুর তুলনা কি পাই!
আমি চাই—আমি শুধু মনে প্রাণে চাই
আমরণ প্রেয়সীর বুকে যেন থাকি;
দু'জনে দোঁহারে যেন প্রেমাচ্ছন্ন রাখি',
বক্ষ-লগ্ন নিদ্রা যাই—চিরনিদ্রা যাই।

ক্ষয়-রোগ হিংসা করে বুঝি গো তোমারে,
তব প্রিয় এ তনুরে তাই করে ক্ষয়!
প্রেয়সীর সঙ্গ কায়া পেতে যা'তে নারে,
তা'রই লাগি' হিংসাতুর সদা ব্যস্ত রয়।
প্রেম-ধর্মে মর্ম যা'র পূর্ণ স্বপ্ন-ভারে,
হবে না সে তব কাছে ম'রে মৃত্যুঞ্জয়?

সাময়িক-সঙ্গিনীমুগ্ধ শেক্স্পীয়র

সে কৃষ্ণাঙ্গী—কৃষ্ণকেশী ভুলালো আমারে,
জ্বালিল রূপাগ্নি-দাহ অন্তরে কখন;
বিবেক-প্রাকারও পুড়ি' দহে যে তা' মন;
সে-দহন বিচলিত করে না তো তা'রে।
কৃষ্ণ-নেত্র-তারকার সতৃষ্ণ সঞ্চারে
বিমুগ্ধ সে—মায়াময়ী রাখে অনুক্ষণ;
মন্ত্র-চালিতের মত প্রমত্ত জীবন
হ'ল মোর; প্রোজ্জ্বল সে রাখে কামনারে।

মুক্তি নাই সে নিষ্ঠুরা রমণীর কাছে।
দাম্পত্যের যে আদর্শ আছে অনির্বাণ
অসিতবরণা তা'রে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।
ক্ষুব্ধ—অনুতপ্ত, তবু রূপাচ্ছন্ন প্রাণ
দগ্ধ—জর্জরিত হ'য়ে ধায় তা'রই পাছে;
গলে না সে, যে পাষাণ থাকে সে পাষাণ।

কামদেব

মাধবী মধুর নিশি। মুগ্ধ মৌন মহী
পূর্ণচন্দ্র স্নিগ্ধ শোভা স্তব্ধ নভে রহি'।
ঘুম-মগ্ন মানব-প্রকৃতি। পিক-গীতি
বিবশ-অবশ করে, জাগায় যে প্রীতি।
মন্দ মন্দ বন-গন্ধ প্রেমিকার মত
চুমে ভাব-মগ্ন মন। একা পাঠরত
ফেন-নিভ শয্যা পরে বসিয়া বিরলে
'কুমারসম্ভব' কাব্য। ভাসি অশ্রুজলে
অতনু-শোচনা-মগ্ন রতির বিলাপে।
সেই হ'তে সন্ন্যাসীর অগ্নি-অভিশাপে
দেহ-মুক্ত পুষ্পশর ব্যাপ্ত সর্ব ঠাঁই
রতিরে সান্ত্বনা দেয়। নাই-নাই-নাই
কাঁদে রতি; ভস্মে কামই, স্থাণু যায় হারি'
মৃত কাম-স্মৃতি - শোকে কাঁদে নরনারী।

প্রেমের লীলা

অভিমানে যদি তোমারে আহত করি
আপনার মনে আপনি যে কেঁদে মরি;
তুমি তো জানো না সে-কাঁদন নিরালার;
রোদনে রোদনে ভালোবাসা অনিবার
গোপনে-গোপনে শোধিতই হ'তে থাকে।
নিবেদন করি' আপনার আপনাকে
আরও বেশী ক'রে তোমারেই আমি পাই,
তুমি তো জানো না, জানাবারও ভাষা নাই।
নিঠুর-নীরস হয়তো বা ভেবে মোরে
আমার উপরে অভিমান আরও ক'রে
তুমিও তোমার গোপন প্রেমেরে প্রিয়া,
না জানিয়া আরও তুলিছো উজ্জীবিয়া।
প্রেমের লীলার কে বা পায় বলো থই!
প্রেমে যে আমরা নিত্য নূতনই হই।

শ্রেয়সী

কুন্তীর কায়ার স্বাদ অভ্র-সূর্য পেয়ে
স্মৃতি-বশে শ্রেয়সীরে পরশিতে চায়;
দিঘি-নীরোত্থিতা প্রিয়া রুচির কায়ায়
বসন জড়ায় তাই সানন্দেই নেয়ে।
কোকিল বকুল-শাখে সুখে ওঠে গেয়ে
সুস্মিতা সতীরে কভু ভুলানো না যায়।
পতি দৃশ্য যত দেখে তত তৃপ্তি পায়;
নর্ম ধর্ম-বোধে যায় প্রেমী-মর্ম ছেয়ে।

সনাতন সম-দোষে প্রগল্‌ভ পবন
কুন্তী-কান্তি স্মরি' বুঝি প্রিয়া-বক্ষ-বাস
অগোচরে উড়াবার করে আয়োজন।
ক্ষিপ্র চারু-চরণের কীদৃশ উল্লাস!
গেহে ফেরে স্নেহময়ী; সতীত্ব-রতন
সমুজ্জ্বল বয়, তায় ভাতে দিব্যোদ্ভাস।

জাগে অনুপম

অবগুণ্ঠনেতে ঢাকি' অলৌকিক কায়
সন্ধ্যা নামে চন্দ্রাননা রহস্যের প্রায়;—
নামে সন্ধ্যা স্বর্গ হ'তে ধূলার ধরায়।
দিবসের দাবদাহ এবে অবসান;
যন্ত্র-দৈত্য করিয়াছে বন্ধ জয়গান
দম্ভ-ভরা বিজ্ঞানের; বসুধা—বিমান
অন্ধকারে অন্ধকার। সভ্যতা-গরব,
বহু-ব্যথা-উপার্জিত কীর্তিব বিভব
আদিম তিমিরে হ'ল অবলুপ্ত সব।

সুচিক্বণ চিরস্থায়ী নিথর আঁধার
স্বপ্ন-ভরা নিদ্রা-ভরা গহন অগম;
তা'র মাঝে মনোরম জাগে অনুপম—
আদিম সে প্রাণশক্তি মানব-সত্তার;—
বিরাট শূন্যের কোলে দীপ্তি তারকার।

বায়স - দম্পতি

"কি করো বাসায় বসি' বায়স - দম্পতি?"
"সদ্যোজাত শাবকের নম্র চঞ্চুপুটে
আহরিত আহার্যের কণা খুঁটে খুঁটে
দিতেছি স্নেহের সুখে সন্তর্পণে অতি।"
বাৎসল্য জীবেরে করে বড় মুগ্ধমতি।
সন্তানের প্রতি টান উথলিয়ে উঠে
সত্তারে নিঃস্নাত করে; পারিজাত ফুটে
বক্ষ ভরে; মর্ত্যে পাই স্বর্গীয় সঙ্গতি।

খড় - কুটো - সমন্বিত সামান্য কুলায়
শাখা - সন্ধি - স্থলে তাই কী অপূর্ব লাগে!
নগণ্য মুহূর্তে কোন্ অনন্যতা পায়!
কী যাদু মিশানো থাকে ক্ষুদ্রেরও সোহাগে!
কীটও যদি কোনক্রমে স্নেহে গ'লে যায়,
কে না মুগ্ধ হয় হেরি' সেই মহাভাগে?

বন্দী রাখিয়ো না প্রেম

শরমের আবরণে বন্দী ক'রে রাখিয়ো না তোমার প্রণয়,
লাজ রক্ত গোলাপের কলিকার মতো। জানো না কি অতিশয়
চকিত চঞ্চল কাল লক্ষ্যহীন উদাসীন বৈরাগীর মত,
কালবৈশাখীর বায়ে জীবন-দক্ষের যজ্ঞ নাশিবারে রত।
যৌবন - কুসুম তব তার কাছে অর্থহীন নিষ্ফল সঞ্চয়;
শরমের আবরণে বন্দী তাই রাখিও না তোমার প্রণয়।
নিজেরে প্রকাশ করো। বিকশিত বুকে তব ডেকে লও বালা,
মুগ্ধ মধুব্রতে সুখে মুখে তার ধরো দিব্য প্রেমের - পিয়ালা—
দেহের লাবণ্য যত — যৌবনের বেহিসাবী বাহুল্যের দান।
তারপরে জানো না কি একদিন জীবনের হবে অবসান,
যৌবনের যাদু-স্বাদু ইন্দ্রজাল অকস্মাৎ হবে গো বিলয়;
শরমের আবরণে বন্দী তাই রাখিও না তোমার প্রণয়।
অতনু তনুতে তব তনু চুপে ধরিয়াছে, এ সৌন্দর্য তাই;
অচিরে ঘুচিলে মায়া, নেহারিবে কঙ্কালের অলীক বড়াই।

রবো না যখন

যেদিন রবো না আর এই মর্ত্য 'পরে
মনুষ্যের মূর্তি নিয়া, তখনও হেথায়
এমনই করিয়া সন্ধ্যা শান্ত নম্রতায়
নামিয়া আসিবে ধীরে মানবের ঘরে;
বিশ্রাম বুলায়ে দিবে এমনই আদরে,
আলস্য বুনিয়া দিবে অক্ষি - তারকায়;
তারপরে তা'রাও তো দূরে অজানায়
হারাবে আমারই মত কালের সাগরে।

এই যত যাতায়াত মায়া - মাখা ভবে
কেন তবে, বুঝিলেও কতটুকু বুঝি!
পুঞ্জ পুঞ্জ স্মৃতি - ভার অতীতের সবে
বিষণ্ণ আঁধারে হায় হাতড়িয়া খুঁজি।
ওগো সন্ধ্যা, আমারেও মনে র'বে তবে?
কায়া যায়, — স্মৃতি - ছায়া থাকে তব পুঁজি।

প্রেম - পুষ্প

মানবের সুরক্ষিত অন্তর - উদ্যানে
সবচেয়ে গন্ধপূর্ণ পুষ্প — ভালোবাসা,
সুনিভৃত অন্তরের আনন্দের ভাষা
প্রাণ হ'তে সঞ্চারিত হয় অন্য প্রাণে।
অলক্ষিত পুষ্প - বীজ ঝরিয়া সেখানে
প্রেম - তরু উদগমের অভিনব আশা
সঞ্জীবিত রাখে সদা; প্রেমের প্রত্যাশা
সুগন্ধ ছড়াবে সুখে নব নব স্থানে।

মানবের মানবতা প্রেমে মূর্ত হয়।
ভালোবেসে শ্রেষ্ঠ সুখ; ভালোবাসা পেলে
আরও বেশী সুরভিত সমস্ত হৃদয়
চতুর্দিকে সে - আনন্দ চলে ঢেলে ঢেলে।
ভালোবাসো, হও প্রেমে একান্ত তন্ময়;
দাও - দাও লীলাময় পুষ্প - দল মেলে।

দেহ-দীপাধার

দেহ বুঝি দীপাধার, প্রেম তা'র আলো;
প্রেমিকের প্রেম-শিখা পরশিলে তা'রে
প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে প্রাণের আঁধারে;
দূর করে মুহূর্তেই অন্ধকার কালো।
এ জগতে— এ জীবনে যা'-ই থাকে ভালো,
প্রেম শুধু লহমায় এনে দিতে পারে;
স্পর্শমণিতুল্য প্রেম তাই এ সংসারে,
জীবন-চর্যারে করে সমৃদ্ধ— রসালো।

প্রেমহীন নর-তনু— তনু-ঢাকা মন
দীপ্তিহীন শুধু ভার— ঘৃণ্য কদাকার,
পশুও চাহে না বুঝি এ হেন জীবন;
প্রেম ছাড়া তৃপ্তি কোথা মানব-আত্মার?
ওগো সখি, আলো যেন জ্বলে অনুক্ষণ,
ধন্য যেন হয় যুগ্ম দেহ-দীপাধার।

ওই মুখ

ওই মুখ জীবনের পরম আশয়,
দাম্পত্যের ভিত্তি-ভূমি— প্রেম-পীঠস্থান,
সংসারের মঙ্গলের নিভৃত নিদান,
মরণ-শাসিত মর্ত্যে প্রমূর্ত অভয়।
সর্ব-দুর্বলতা করি' সংগোপনে জয়
শুচি-শুভ্র— রস-স্নিগ্ধ রাখে নিত্য প্রাণ।
ওই মুখ কল্যাণের মাধুর্যে অম্লান;
যেথা যাই— যেথা থাকি বক্ষে জেগে রয়।
রোগে শান্তি, ভোগে তৃপ্তি, মোহে মুক্তি আনে,
অসংখ্য সংকট করে অলক্ষ্যে মোচন,
ওই মুখ প্রেম-দীপ্ত সহজ কল্যাণে
উদ্ভাসিত,— উজ্জ্বলিত করে অনুক্ষণ।
জ্যোতিষ্ক নীলাভ্র-শোভা— পূর্ণ দীপ্তি দানে
এ গগনে ওই মুখ রাজে আমরণ।

বাসায়িত প্রেম

রঙ্গ-ভরে অঙ্গে দিবে সুদিব্য বসন :
এবার কার্পাস চাষা ক্ষেতে গৃহ-পাশে
বুনিল বাসনা-লুব্ধ উদ্দাম উল্লাসে।
মাঠে তা'র অঙ্কুরিল যখন স্বপন
মুঞ্জরিত-গুঞ্জরিত হ'ল সুখে মন;
তারপরে ধীরে ধীরে শুভ্র সমুদ্ভাসে
হাস্যময় তুলা-তন্তু বিহ্বল বাতাসে
তুলিল অতুল্য কী যে সূক্ষ্ম শিহরন!
প্রেমের স্পন্দন শেষে বয়নে-বয়নে
বসনে লভিল ভাষা; এ কী রূপান্তর!
অমূর্ত ধরিল মূর্তি কোন্ শুভক্ষণে!
জড়ায়ে শ্রেয়সী তনু আনন্দ-সুন্দর
হ'ল বাসায়িত প্রেম। নশ্বর জীবনে
প্রেমের তুল্য কি কিছু আছে মনোহর!

নারী হও

তব তরে রচিল সে বিশ্ব-বৃন্দাবন
অফুরন্ত আনন্দের লীলা-নিকেতন;
নিরালা সে নিকেতনে শুধু অনুখন
লীলা-রস করিবারে সুখে আস্বাদন,
নারী হও — নারী হও — নারী হও মন।

পুরুষের অহঙ্কার না করিলে ক্ষয়,
আমিত্বের অজ্ঞতার মোহ সমুদয়
একেবারে চির তরে না লভিলে লয়,
তা'র প্রেমে কি করিয়া রহিবে তন্ময়?
কি করিয়া হবে চির ভাবসম্মিলন?
প্রেমের চরণে করো সর্ব-সমর্পণ, —
নারী হও — নারী হও — নারী হও মন।

হ'তে রাসে রাসেশ্বরী — পালিতে ঝুলন
নারী হও — নারী হও — নারী হও মন।

নিত্য প্রেম

কুসুমের বাস আছে, বাতাসে ছড়ায়;
অনলের আলো আছে, উপচিয়া পড়ে;
জলের প্রবাহ আছে, স্রোতে রূপ ধরে;
মাটির মাধুরী আছে, গাছে রূপ পায়।
মানবের বুকে প্রেম ছলকিয়া যায়,
প্রীতি-ভাব সঞ্চারিয়া অন্যের ভিতরে
তিলে তিলে তা'দেরও যে প্রীতিময় করে;—
মানবের তাই হেথা তুলনা কোথায়!

অচেতন - চেতনের ভেদ করি' দূর
নিয়ত প্রেমের সুর বাজায় ভুবনে,
আদি - নর হ'তে সেই অভিনব সুর
গন্ধ, আলো, প্রীতি সুধা কোটি কোটি মনে
সঞ্চারিয়া অবশেষে অনাদি - বন্ধুর
স্পর্শ পেতে ব্যাপ্ত হয় অসীম গগনে।

কখন সময় করি!

কখন্ সময় করি দেখা করিবার?
জোয়ার আসিতে আর দেরি বুঝি নাই;
এত কাল কেটে গেলো হেথা এক-ঠাঁই;
আমারও তো পাড়ি দিতে হবে অন্ধকার!
কানে শুনি ডাকে মোরে—ডাকে কর্ণধার;
অন্তরে সে ধ্বনি-সুর শুনিতে যে পাই;
এখন করিছে প্রাণ—গুটাই-গুটাই;
সৈকতে হেরিতে পাই ভাঙিছে জোয়ার।

তুমিও বেলার খেলা শেষ করিবার
আয়োজনে এইবার হও অগ্রসর।
তোমারেও ডাকিবেই জেনো কর্ণধার;
ব্যস্ত হবে নিতে তরী স্রোতে রত্নাকর।
সময় সামান্য থাকে হাতে সবাকার;
চ'লেছেই অফুরন্ত লীলা নিরন্তর।

অনন্ত - সুন্দরী

নিত্য মোরে পান - পাত্র নিজ হাতে ভরি'
ব্রহ্মাণ্ড - বাসরে তা'র, আনন্দে মাতিয়া
তুলে দেয় মোর হাতে সে অনাদি প্রিয়া!
রাস - রসেশ্বরী মোর — লীলা - সহচরী।
আমার প্রাণের প্রাণ, অনন্ত - সুন্দরী,
কখন্ কি করিবে যে সে আমারে নিয়া
বুঝিয়া উঠিতে নারে প্রেম - মত্ত হিয়া।
থামে না যে প্রাণ - সিন্ধু - সমুত্থ - লহরী।

আগে ঢেউ — পাছে ঢেউ — বামে কি দক্ষিণে
অফুরন্ত ঊর্মিমালা সতত উদ্দাম;
সে তরঙ্গে ওঠা - পড়া নিশীথে কি দিনে
চলে মোর; জল - লীলা কী যে অভিরাম!
সে - সিন্ধু জোয়ার - স্নাত অযুত পুলিনে
সহস্র সুরে সে ডাকে ধরি' মোর নাম।

অনন্ত - সুন্দর

ফিস্ - ফিস্ ক'রে কী কথা যেন সে কয়:
এ ভব - বাসরে তাই কান পেতে থাকি।
ঘুমালেও জেগে বুঝি থাকে মোর আঁখি
সে রূপের লোভে লোভে; সে যে রূপময়।
জেগে থাকে নিশিদিন এ লুব্ধ হৃদয়
আরও কাছে পেতে তা'রে, যতটুকু বাকী
সে ফাঁকও ভরিতে সাধ; লীলার সে ফাঁকি
আমি চাই তা - ও প্রেমে হোক্ চির - লয়।

ওগো, তুমি আজীবন এমনই করিয়া
দোলাবে কি — ভোলাবে কি প্রিয়ারে তোমার!
জীবনেরে লীলা - রসে ভরিয়া - ভরিয়া
মাতাবে কি এই মত তুমি অনিবার!
ফুলের মধুর মত বাগর্থ ক্ষরিয়া
বুঝাবে কি যুগলের সোহাগ - অপার!

শিক্ষক - জীবন

শত শত শিক্ষার্থীর দীপ্ত অবয়ব,
জিজ্ঞাসা - জ্বলন্ত নেত্র মোরে ঘিরে থাকে
ভক্তি-নম্র সারল্যের স্নিগ্ধতায় রাখে
শিক্ষক - জীবন ভরি'। আমার বিভব —
শিষ্যদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের স্তব,
গুচ্ছ গুচ্ছ ফল পুষ্প পৃথিবীর পাঁকে,
মুগ্ধ - ভৃঙ্গ - লব্ধ - মধু মনের মৌচাকে,
আহ্লাদের অফুরন্ত গুঞ্জনের রব।

দৈন্য - ভারে ভয় নাই; দারিদ্র্য - প্রাকারে
বেষ্টিত আবাস মোর শান্ত - সমাহিত।
বিদ্যার্থীর সাহচর্যে জ্ঞান - সাধনারে
গ্রহণের আগ্রহে যে থাকি চির - প্রীত।
জ্ঞানের তপের শিখা বিধি দেয় - যা'রে,
নহে কি সে নর - জন্ম ভুবন - বাঞ্ছিত!

শিক্ষক - সমাচার

দুর্যোগে আমার জন্ম শ্রাবণ - বর্ষণে, —
মেঘ ভারাক্রান্ত যবে ঊর্ধ্বেরও অম্বর,
মন্দ্রে বজ্র, বিদ্যুতেরও দীপ্তি ভয়ঙ্কর;
সত্য-সুন্দরের স্বপ্ন তবু জাগে মনে।
মানবের অনুরাগে তবু ক্ষণে ক্ষণে
সেবা - প্রীতি - সহযোগে আমার অন্তর
স্পন্দিত — ছন্দিত হয়; বন্ধুর ঊষর
পন্থার আহ্বানে জাগে সংবেগ জীবনে।

জীবন থাকে না জানি; গতি - বেগ থাকে।
মহোদধি থেকে সত্তা প্রাণোর্মি যে লয়;
সে - প্রাণ - প্রবাহ পৃথ্বী ভরপুর রাখে; —
শত খাতে অনিবার রাখে পরিচয়।
চলি - ঝলি অনির্বাচ্য উদধির ডাকে;
গাহিতে গাহিতে যাই জীবনের জয়।

বিদ্যালয় - পথ

ওই পথে প্রধাবিত জিজ্ঞাসুনিচয়
যুগ - যুগান্তব হ'তে চ'লেছে - চলিবে।
চিরকাল ওই পথই জিজ্ঞাসুরে দিবে
প্রাণের প্রেরণা — গতি — আহ্লাদ অভয়।
ওই পথে পুঞ্জ পুঞ্জ তমিস্রা বিলয
হ'য়ে, শেষে জ্ঞান - সূর্য জীবনে ভাতিবে।
চতুর্বর্গ - ফল - লাভে উল্লাসে মাতিবে
পন্থা - প্রান্তে পান্থ হবে আত্মানন্দময়।

ওই পথ বিস্ময়ের ক্রম - বিস্ফারিত —
বিচিত্র - দীধিতি - দীপ্ত, জিজ্ঞাসা - জটিল,
বন্ধুর, বঙ্কিম; তাই করে চমকিত
জিজ্ঞাসুরে। পন্থা - শেষে খুলে যায় খিল;
জ্ঞান - স্বর্গ - সৌধ - গর্ভে সমাধি - স্তম্ভিত
বিশ্ব - প্রেমাপ্লুত হয় জিজ্ঞাসুরও দিল।

শিক্ষাস্থানের কথা

আমারে করিয়া কেন্দ্র যুগল জোয়ার
উচ্ছ্বসিত অনিবার উদ্দীপ্ত উল্লাসে;
শিক্ষকের — শিক্ষার্থীর নিত্য কল - ভাষে
মুখরিত — সঞ্জীবিত মোর চারিধার।
যত দিন যায় তাই সান্নিধ্যে সবার
মর্ত্য-মুগ্ধ সত্তা মোর আশায় — আশ্বাসে
ক্রম - ব্যাপ্তি আরও লভে। যা'রা যায় — আসে
সবে মিলে ইতিহাস রচে পূর্ণতার।

আমার মাধুর্য তাই মর - মর্ত্য - ধামে
মরে না, অলক্ষ্যে লক্ষ মনের ভিতরে
সুর যথা ধ্বনি - মন্দ্র তোলে সুরগ্রামে
নিরন্তর সেই মত কল্প - মূর্তি ধরে।
আমি স্থির কেন্দ্র - বিন্দু; তা'রা নানা নামে
জঙ্গম জীবন - বর্ত্মে নিত্য নৃত্য করে।

কি থাকে অভাব আর!

ভক্ত বলি' তুমি যারে কোলে লও তুলি'
কি থাকে অভাব তার। সংসারের ধূলি
তুচ্ছ নিন্দা ভয় যত কি করিবে তার?
অমর হ'য়েছে সে যে পরশে তোমার।
রাধিকার অসতীত্ব পরশ-পাথর!
লৌহ হার, হ'ল তার অতীব সুন্দর
মুকুতার মণিমালা। দ্বিজ চন্ডিদাস
রামী প্রেমে মাতি' যবে সংসারের পাশ
নির্ভয়ে দলিল পায়ে, হেরে দিব্য চোখে
তুমি রামী একাকার তোমার আলোকে।
কবি সুরদাস ছাড়ি' ঐহিক প্রণয়
ঐশী প্রেম-সাধনায় হ'ল মৃত্যুঞ্জয়
প্রসাদে তোমার। আছে পরাণে যাহার
নিষ্কাম প্রণয় দেব, তুমি প্রিয় তা'র।

সাধক

এ সমুদ্রে যদি কভু জীর্ণ হয় তরী
তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে; ঝঞ্ঝাবাতে
ছিন্ন যদি হয় পাল; যদি রূপ ধরি'
মৃত্যু নামে অসহায় দুটী আঁখি-পাতে —
পৃথিবীর বুকে যেন কাল-বিভাবরী;
মানিব না বাধা-বন্ধ-আশঙ্কা-সংশয়
চলিতে হইবে তবু, সত্যে শিরে ধরি'
চন্দ্র-সূর্য-তারকার প্রায়। পরাজয় —
ভুল ভ্রান্তি হবে জানি পদে পদে মোর,
চলা তবু থামিবে না। সুন্দর কঠোর
বাজায়ে বাজায়ে বাঁশী ভরে চরাচর
হয়তো আমারই তরে। সদা যে অন্তর
সেই চিন্তামণি লাগি' করে হাহাকার।
বিল্বমঙ্গলের কাছে তুচ্ছ পারাবার।

সংশয়ান্বিত

ঘর্মসিক্ত কর্মক্লিষ্ট পৃথিবীর পরে
কত লোকে মণিমুক্তা মাণিক্যের তরে
পলে পলে করিতেছে প্রাণ-তনু পাত
সহিয়া শতেক কষ্ট, সহস্র আঘাত।
কল্প-ধেনু বসুমতী করিয়া দোহন
কত লোকে করিতেছে জীবন ধারণ।
সেই প্রাণ-পয়ঃ-রস ল'য়ে পরস্পরে
মারামারি-হানাহানি ক'রে ক'রে মরে
কত লোকে। কত মত-কত আছে পথ।
কত দুঃখ-তৃপ্তি, কত বস্তুর পর্বত
জমায়ে তুলিছে নিত্য। ওরে মোর প্রাণ,
ওরে ক্ষেপা তুই শুধু গেয়ে গেলি গান;
হাল্কা ভাবে নিলি সবই, নাই তাহে তাপ।
একি ভালো, একি মন্দ, বর, কিংবা শাপ!

সৃষ্টি-লয়

বাধা-বন্ধহীন উদাসীন সমীরণ
করে ক্ষুব্ধ হাহাকার; অজস্র বর্ষণ—
সলিল-প্লাবনে দেশ করে কদাকার;
কৃতান্ত-কঠিন-বেশে দুর্ভিক্ষ দুর্বার
দেখা দেয় দিকে দিকে; গৃহ-অন্নহীন
কাঁদে প্রজা দেশে দেশে হতভাগা—দীন;
নটরাজ নাচে তবু তাণ্ডব-নর্তনে,
মানবের সুখ-দুঃখ তা'র রুক্ষ মনে
কভু নাহি বাজে; মেঘ-ডমরু তাহার
গম্ভীর নির্ঘোষে সদা করিছে প্রচার
প্রলয়-বারতা যত; কটা জটাভার
খুলে পড়ে বাতাহত হ'য়ে বারংবার;
নৃত্য-শেষে ধ্বংস মাঝে পরম লীলায়,
আবার নতুন ক'রে বিশ্ব সে গড়ায়।

শপথ

ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচালো বিজ্ঞান।
সভ্যতাবর্ধনকারী কত আবিষ্কারে
নির্বিশেষে সম্মিলিত মানব - সবারে
করিবারে ভিত্তি-ভূমি করিল নির্মাণ।
বিশ্ব-মৈত্রী — মানবতা মানবের প্রাণ
একত্র করিতে যদি এখনও না পারে,
কলঙ্কিত করে হিংসা যদি সভ্যতারে
ধিক্কারের কিসে আর হবে অবসান?

সাম্প্রদায়িকতা - বিষে, প্রাদেশিকতায়,
রাষ্ট্রিকতা - কলঙ্কিত হিংসার গরলে
মৃত্যুমুখী হয় যদি এ সভ্যতা হায়,
মনুষ্য — সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এই ধরাতলে
এ কথা কি গর্ব-ভরে কভু বলা যায়?
মৈত্রীময় হব, — কর শপথ সকলে।

মহাকালোত্তর

জন্ম - মৃত্যু - মহাচক্র দুর্জ্ঞেয় লীলায়
সমাচ্ছন্ন মহীতলে। হেথা নিয়তির
মহানাট্য রঙ্গমঞ্চে জঙ্গম পৃথ্বীর
অবিরাম অভিনীত হ'য়ে শুধু যায়।
পাত্র - পাত্রী আসে যায়; নানা ভূমিকায়
অভিনয় সাঙ্গ করি' এ রঙ্গ - ভূমির
নেপথ্যের সজ্জা - গৃহে কোথা করে ভিড়!
সিন্ধুর চলোর্মি সম কোথায় হারায়!

পরম বিস্ময় তবু, বিশ্ব - মঞ্চ মাঝে
আকস্মিক - আবির্ভাবে মহানট কেহ
অমরত্ব করে লাভ; যমদণ্ডধর
মহাকালও মুগ্ধ হয়; মানব - সমাজে
সত্তা - সার থাকে তা'র হ'লেও বিদেহ।
ইতিবৃত্তে তা'রই সংজ্ঞা মহাকালোত্তর।

অভিলাষ

ফুল হয়ে সখা, ফুটিতে ইচ্ছা করে
তোমার বাগানে ফুল্ল ফুলের সাথে
প্রীতির পরশে প্রতিদিন নিরালাতে
সেচন - সুখের সুরভিত সমাদরে।
পাখী হ'য়ে সখা, গাহিবারে চাই গান
পোষায়িত প্রাণে তোমারই কুঞ্জ - ছায়ে;
ও - কায়া - ছায়ার পরশ লভিয়া গায়ে
পুলকে পালক হয় যেন বেপমান।

দীপ হ'য়ে সখা, জ্বলিতে ইচ্ছা হয়
মন্দিরে তব সকলের অগোচরে;
চাহিয়া চাহিয়া চমকিত আঁখি 'পরে
চরণে তোমার শিখা যেন হয় লয়!
সাধ্য থাকুক — না থাকুক, তবু আশ
সখারে ঘিরেই ঘুরে মরে বারোমাস।

প্রাণ - রঙ্গ

অবিরত মহা - সিন্ধু বুদ্বুদের মত
অর্বুদ অর্বুদ প্রাণ ওঠে - ফোটে - টোটে;
বিচিত্র মূরতি ধরে; বিশ্ব - পথে জোটে
সমুদ্বেল স্রোত সম ধাবন্ত সতত।
শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ, ভঙ্গী কত শত!
অঙ্গে অঙ্গে অবিরাম কত রঙ্গ ফোটে;
সময় - সমুদ্র - স্রোতে বন্যা - বেগে ছোটে;
জঙ্গমতা রাখে হেথা বুঝি অব্যাহত!

জগতের রঙ্গভূমি তাই মুগ্ধকর।
লক্ষ প্রাণ ভঙ্গে রঙ্গে গতিমত্ততায়
অবিরাম - জৈব - সত্তা করি' মনোহর
মরণের তমিস্রায় কোথায় মিলায়।
কী রহস্য! প্রাণে প্রাণে লীলা নিরন্তর, —
আবার অসংখ্য প্রাণ সৃজিছে ধরায়।

স্বরাজ

মানবের সভ্যতার মহাজগতের
অধিবাসী মোরা সব চলিষ্ণু মানব;
প্রত্যেকের অধিকারে বিচিত্র বিভব;
সুসমৃদ্ধ স্বরাজ্য যে হেথা প্রত্যেকের।
সে - স্বরাজ্য সভ্যতার সর্ব কল্যাণের
আকর না যদি হয়, ব্যর্থ হেথা সব;
মিথ্যা তা'র প্রশংসার বিজয় - গরব।
সে - স্বরাজ্য প্রিয় যেন হয় সকলের।

মহাকাল - স্রোত - পথে মোরা আসি - যাই।
স্বরাজ্যের সৌন্দর্যের মাধুর্যের ধারে
ধাবন্ত আমরা যদি প্রাণপণে চাই
পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে সবারে,
তাহার তুলনা আর কিছুতে যে নাই।
অমরত্ব লভি মোরা এতেই সংসারে।

সংগঠন

মানব করিবে হেথা কোন্ সংগঠন?
তুরন্ত দুরন্ত কাল - সিন্ধু যে উত্তাল; —
অসম্ভব উন্মোচন সে রহস্য - জাল;
ফুটি — টুটি তা'রই মাঝে বুদ্বুদ যেমন।
মোহন মধুর তবু মানব - জীবন,
ক্ষণস্থায়ী হয় হোক — তবু যে রসাল।
একমাত্র প্রীতি - রসে বশ মহাকাল;
সে - প্রীতিতে পূর্ণ থাক প্রাণ সর্বক্ষণ।

সে - সম্প্রীতি - সুধা - রসে সবাই সবারে
তৃপ্ত যেন ক'রে যাই হেথায় সতত।
এই প্রীতি - সূত্রধারা যে রচিতে পারে,
সার্থক জগতে হয় তা'রই জৈব ব্রত।
মৈত্রী - প্রীতি - সংগঠনে কালের জোয়ারে
বুদ্বুদ - বিকাশও বিশ্বে হয় যে শাশ্বত।

সমাধান

সৃষ্টি যা'র - লীলা তা'র। নারী আর নর
লীলা তরে সৃষ্টি করে আনন্দের ভরে;
সঙ্গলিপ্সু প্রেমাকাঙ্খী করি' পরস্পরে
রহস্য - রঞ্জিত রাখে সে-ই চরাচর।
আপনারে সঙ্গোপনে রাখি', সে - সুন্দর
আত্ম - সত্তা সমর্পিয়া সবার ভিতরে,
আরোপিয়া ইচ্ছা - শক্তি আহ্লাদে আদরে,
অন্তরে অন্তরে করে লীলা নিরন্তর।

মুগ্ধমতি মোরা শুধু তা'রই মায়াবেশে
অহঙ্কারে অহরহ অঘটন দেখি'
বস্তু - বুদ্ধি - বশে ভাবি, এ বিশ্ব - প্রদেশে
অসম্ভব ঘটে কেন? কে ঘটালো! এ কী।
এ জীবন - গ্রন্থ - গ্রন্থি উন্মোচিযা শেষে
করে না রহস্য - লীলা - মূলোদ্ভেদও সে কি!

সামগ্রিক

এককই নহি তো শুধু, - আমি সামগ্রিক।
দলে দলে শতদল, শত শতদলে
উল্লোল অরণ্য তলে স্বর্গ-সূর্য ঝলে;
পন্থা - সত্রে পুষ্পে - পত্রে তৃপ্ত চতুর্দিক।
প্রধাবন্ত - পন্থে চলে একক পথিক;
ক্রম - বিবর্ধিত - গতি লভে পলে পলে।
গতি - ধর্মে আগে পিছে অগণিত চলে -
এ পূর্ণ প্রত্যয় তা'রে করে যে নির্ভীক।

এককতা বৃত্ত - কেন্দ্র; সামগ্রিকতায়
পরিধি - বিস্তার তা'র বিশ্ব - ব্যাপ্তিকর।
অদমিত স্ফূর্তি - ফুল্ল প্রীতির প্রভায়
এককের অন্তরের নির্ঝর - সাগর
নির্বারিত অগ্রগামী ঊর্মিতে ছড়ায়।
এককের সমগ্রতা অহো কী সুন্দর!

শ্রীকৃষ্ণ

বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাবার
অছিলায় মহোৎসাহে বেণু ফুঁকরিয়া
যাপিতে — যাপিতে বেলা ব্রজ-পন্থা দিয়া
আয়ত্ত কখন হ'ল নেতৃত্ব তাহার!
কুরুক্ষেত্রে সে নেতৃত্ব মহাজনতার
সারথ্যের রথ-রজ্জু নির্ভয়ে ধরিয়া
মহাভারতেরে শেষে ধ্রুব-পথে নিয়া
অবাক করিল সবে চির-নির্বিকার।

স্বভাব-নেতৃত্ব যা'র আজন্ম-সম্বল,
গীতার পরম সত্য মূর্ত তা'রই মুখে।
চিরন্তন ভারতেরে করি' সমুজ্জ্বল
সে-প্রতিভা অস্তগত প্রভাসের বুকে;
জরা-ব্যাধ-শরাহত ব্যর্থ ভূমণ্ডল
সে-শ্রীকৃষ্ণে স্মরে আজও পড়িলেই দুখে।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা

মাধুর্য-ঐশ্বর্য-ভাব সম-লোভনীয়। —
কে বলিবে কোন্ কৃষ্ণ কা'র বেশী প্রিয়!
বালক-কিশোর কৃষ্ণ নিত্য-বৃন্দাবনে
প্রেমিক ভক্তের চিত্ত ভরে ক্ষণে ক্ষণে।
গোবর্ধন-ধারণাদি — কালীয়-দমন
প্রগাঢ় মাধুর্যে মৃদু ঐশ্বর্য সিঞ্চন;
মাধুর্যেরে আরও বুঝি উপভোগ্য করে।
আবার মথুরা-যুদ্ধে — কৌরব-সমরে
ঐশ্বর্যের জ্বলদর্চি-লীলা-বিচ্ছুরণ —
ভীমকান্ত সে মহিমা ভরে সর্ব মন।
অর্জুন-দ্রৌপদী সাথে সখ্য-ব্যবহার
ঐশ্বর্যে ঈষৎ করে মাধুর্য সঞ্চার।
সীমাহীন কৃষ্ণ-লীলা অনির্বচনীয়; —
কে বলিবে কোন্ কৃষ্ণ-লীলা কা'র প্রিয়!

অভিসার

আপনার অভিসারে আপনি চলিছে
প্রেমোন্মত্ত আপনারে দ্বিধাভক্ত করি',
যেন মহাসিন্ধু-জল — সিন্ধুর লহরী
বলিছে — টলিছে সুখে — ঢলিছে — গলিছে।
আগে, পিছে, ডান - বামে, উচ্চে আর নীচে
কত রূপে, ভাবে, রসে, নিত্য জড়াজড়ি,
ভরাভরি - গড়াগড়ি - আহা মরি মরি!
অভিসার - মহামন্ত্র প্রেম কি দানিছে!

প্রেমের স্বরূপ প্রেম, প্রেম মূর্তি ধরে; —
অভিসার - পন্থা হয় - হয় অভিসারী,
ব্যবধান বিরচিয়া মহালীলা করে,
আদি অন্ত নাই তা'র - যাই বলিহারি!
ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্ব - মিল ভিতরে ভিতরে,
বাহিরে আনন্দ - মূর্তি প্রিয় কি পিয়ারী।

ব্রজ - গোপী

তব বিশ্ব - বৃন্দাবনে নিত্য - বংশী - রবে
মাতাইয়া রাখো যদি প্রিয়তম, সবে,
প্রেমের গরবে তবে সর্বদা সকলে
তোমারেই এক মাত্র প্রিয় যদি বলে,
সে দোষ তা'দের নয় — সে দোষ তোমার।
কী করিব! বংশী - রবে বাজে চারিধার;
এই বিশ্ব-বৃন্দাবন — এই মোর মন —
চিরদিনই হেথা চলে প্রেম-বিলসন।

প্রেমেরই লাগিয়া সখা, জাগিয়া-জাগিয়া
কত কি করিয়া যাও; কী করিযা হিয়া
বলো বঁধু — বলো প্রিয়, থই পাবে তা'র!
তোমারই লীলার লাগি' তোমারই সংসার।
মোরা তব ব্রজ - গোপী বংশী শুনি যত,
প্রেমে আরও মত্ত হ'য়ে উঠি সখা, তত।

সখ্য - ভাবোল্লাস

এ গোকুলে কোন্ ভুলে তুলে হায় হায়
কোন্ সুখে কেবা কবে যায় মথুরায়?
তুমি গেলে হরি' হায় ব্রজের বিভব;
খালি ছিলো ঘাট - বাট - মাঠ - গোঠ সব।
বেদনা - বিহৃত যত খাঁ - খাঁ - নীরবতা
কতকাল পরে সখা, কহে কত কথা।
থতমত - করা কথা ভাবাবেগে হায়,
থুতনিতে এসে শেষে লাজে ম'রে যায়।

কত জ্বালা জমা ছিল হিয়ার ভিতরে;
হৃদয়ের যত লাভা উথলিয়া পড়ে;
নিদারুণ বিরহের যত গুরু - ভার
পলকে উবিয়া গেল পরশে তোমার।
হরষের রসে হিয়া উথাল - পাথাল,—
ক্ষমিও আমারে সখা, হ'লে বেসামাল।

মধুর - ভাবোল্লাস

কতকাল পরে মোর এ কী ভাগ্যোদয়! —
কপোলে কপোল রাখি' কত কথা কয় ঃ
''ভুল ক'রে ভাবো বুঝি গিয়েছি পাসরি,'
তোমারেই হেরেছি যে মধুপুরী ভরি';
কংসের নিধন সাধি' ঝটিতি কখন্
ফিরিব বাসরে তব, এই ছিল মন।
বাজায়ে বাঁশের বাঁশী বুকের বারতা
কখন্ শুনাবো, শুধু ভেবেছি এ কথা।

ঝুলন - দোলের লীলা, যমুনা - বিহার,
সঙ্কেত - সদনে সুখে রতি - অভিসার
ভুলিতে কি পারা যায়! — ভুলিতে কে পারে!''
কী প্রীতি-কাকলী-কথা কহে সে আমারে!
বিরহ - বিকার গেল, এ কী ভাগ্যোদয়! —
প্রেমামোদে হেরি সখি, ব্রজ কৃষ্ণময়।

ভাবসম্মিলন

তখন একক তারা উদার আকাশে
সবে মাত্র উদিয়াছে; নীরবে খুলিয়া
রশ্মি-দীপ্ত কেশ-বাস তন্দ্রায় ঢুলিয়া
প'ড়েছে সায়াহ্নে সূর্য শান্ত শয্যা-পাশে।
জীবন-জাহ্নবী-তীরে নিভৃত নিবাসে
সুন্দর সহসা এলো স্মিত হাসি নিয়া;
আন ঠাঁই আন কাজে আছিনু ভুলিয়া;
যোগ দিতে পারি নি যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে।

রোমাঞ্চিত করে চিত্ত সানন্দ সন্দেশ;
ভাবময় সাহচর্য সারা নিশি ধরি'
অপূর্ব অনাস্বাদিত এ কোন্ আবেশ
আনিল আবাসে মোর! স্বপ্নাবেশে গড়ি'
সুন্দরের রস-মূর্তি অনিন্দ্য অশেষ
আনন্দ-রভসে আহা, যাপি বিভাবরী।

প্রেম-বৈচিত্ত্য

তুমি তো জানো না সখি, তোমার ভিতরে
কত ভাবে কত রূপ কত কান্তি ধরে!
দেহ-ভাণ্ড উছলিয়া লাবণ্য তোমার
চারি ধারে ছড়াইয়া পড়ে অনিবার,
হিল্লোল-মাধুরী তা'র মোহিছে মরম;
তুমি তো জানো না সখি, রূপের ধরম,—
কাটিয়া কাটিয়া পথ হিয়ার গভীরে
রূপার্তি জমিতে সখি, থাকে ধীরে ধীরে।

রূপার্তি রসার্তি আনে, রসে গ'লে যাই;
তোমারই চরণে সখি, সর্বস্ব বিকাই।
রসে রসে জরজর সর্ব সত্তা মোর
আজীবন রহিল যে তোমাতে বিভোর।
রূপে—রসে হিয়া যা'র হাবুডুবু খায়
জানো না তো কী বৈচিত্ত্যে তা'র দিন যায়।

মেঘদূত - মহিমা

মহাকবি কালিদাস মন্দাক্রান্তা-তালে
অমর প্রেমের কাব্য আনন্দে রচিয়া
যুগ-যুগ-প্রবাহিত মানবের হিয়া
সুতৃপ্ত করিছে মর্ত্যে নিরবধি কালে।
যে-বিরহে চিত্ত দহে, ভাব-স্বপ্ন-জালে
সে-অতনু প্রেমে নিত্য-রস-মূর্তি দিয়া
'রাম গিরি' 'অলকা'রে দিয়াছে ভরিয়া;
কল্পনার 'মেঘদূত' সেই বার্তা ঢালে।

প্রেমে তাপ, প্রেমে তৃপ্তি; প্রেমে কাঁদে, হাসে
নর-নারী রঙ্গময় জঙ্গম ধরায়;
প্রেম হেথা মৃত্তিকার যত ভার নাশে;
স্বর্গে-মর্ত্যে গড়ে সেতু পূর্ণ মহিমায়।
তনুর বার্ধক্য — নাশ আছে কালগ্রাসে;
তনু-সার প্রেম কাব্যে অমৃত বিলায়।

রামগিরির যক্ষ

এক বর্ষ এক যুগ বিরহীর কাছে।
শরৎ-হেমন্ত গেলো বসন্ত-নিদাঘ,
তবু যক্ষ প্রেয়সীরে গাঢ় অনুরাগ
জানাতে পারে নি; বার্তা দিলে প্রাণ বাঁচে।
যা'র তা'র কাছে প্রেমী সাহায্য কি যাচে!
অধিগুণাপন্ন চাই — প্রেমে মহাভাগ
অতি-সূক্ষ্ম-সংবেদনে সতত সজাগ;
নির্বাসিত মেঘে তাই দৌত্য কি দিয়াছে?

অপুত্রক, প্রিয়া-প্রেম-প্রাবল্য কি তাই
যক্ষে করে ধৈর্যহারা? ভার্যা-সর্বস্বতা
আসে কি নিঃসঙ্গ চিত্তে পুত্র যা'র নাই?
কবি শুধু বোঝে গুপ্ত সূক্ষ্ম মর্ম-কথা।
অভিশপ্ত প্রেমার্তের মত্ত আইঢাই
থামাতে কি মেঘদূত বহিছে বারতা!

যক্ষ - প্রেম - কথা

দয়িতা অলকাপুরে বহু দূরে থাকে;
বহু শত জনপদ মাঝে ব্যবধান;
দৈব - দোষে নির্বাসিত দুঃখী যক্ষ - প্রাণ
প্রিয়া - প্রেম - স্মৃতি - স্বপ্ন কহিবে কাহাকে!
আষাঢ়ের মেঘে তাই বন্ধু ব'লে ডাকে;
পুষ্পিত প্রেমের বার্তা — কাব্য - অবদান
কহে তা'রে। সে - সন্দেশ ভুবন - বিমান
নিশি - দিনমান বুঝি স্পন্দমান রাখে!

সম - প্রাণ সখা বিনা প্রেম - কথা আর
বুঝিবার সাধ্য কা'র! যক্ষ বুঝি তাই
অচেতন মেঘেরেও বন্ধু বলিবার
ভাবে সমাবিষ্ট এত। বিশ্বের সবাই
সর্ব কালে ভাগ্যবশে সখা হ'ল তা'র।
পরস্পর যক্ষ-কথা শুনিয়া শুনাই।

যক্ষের শাপান্ত

সহসা পড়িল মনে যক্ষ - যক্ষিণীরে।
রামগিরি - নির্বাসন - বিরহে কাঁদিয়া
বর্ষান্তে আবার যক্ষ প্রেমাপ্লুত - হিয়া
প্রিয়া-পাশে অলকায় আসিয়াছে ফিরে।
মেঘদূত যে বারতা দিলো প্রেয়সীরে
যক্ষের সে মর্ম - কথা সঙ্কেতে শুনিযা
আশাবন্ধে এত কাল বিরহিণী প্রিয়া
যাপিয়াছে প্রেম - দীর্ণ বিশীর্ণ শরীরে।

নির্বাসন - বিরহাগ্নি - দারুণ দহনে
পুটপাক হ'য়ে, প্রেম হ'ল প্রেম - সার।
ব্যবধানে প্রেম - ধ্যান যুগল জীবনে
অবলুপ্ত করিল যে সকল বিকার।
প্রভু - শাপ — শাপ নহে — বুঝিল দু'জনে;
স্বাধিকার - প্রমত্ততা ঘটিবে না আর।

বিশ্ব - বার্তা

প্রীতি - বার্তা —— বিশ্ব - বার্তা। বিপর্যস্ত ভবে
সে বার্তা দুন্দুভি - রবে চলো বিঘোষিয়া।
পুঞ্জিত জঞ্জাল যত ঠেলিয়া ফেলিয়া
মহানন্দে চলো সবে শান্তির আহবে।
নিজেরে দামামা করো। বলো উচ্চ রবে —
শান্তি চাই — শান্তি চাই সর্ব সত্তা দিয়া।
চলো - চলো বিশ্ব - পথে বিশ্ব - প্রীতি নিয়া।
অবিশ্বাস - ঘৃণা - ভীতি দূর করো সবে।

প্রীতি - বার্তা — বিশ্ব - বার্তা । প্রীতি - সমন্বয়
আজি বড় প্রয়োজনে মাগিছে ভুবন।
মিলে মিশে এ বিশ্বের সমস্ত হৃদয়
কল্যাণী সভ্যতা হবে গড়িতে এখন।
প্রীতি-বার্তা — বিশ্ব - বার্তা। হও প্রীতিময়;
সর্বার্থে সকলে করো স্বার্থ বিসর্জন।

বিশ্ব - মহাশক্তি

যত প্রাণ, তত শক্তি। সবার মিলনে
সর্ব - শক্তি - সমবায়ে বিশ্বশক্তি জাগে।
সে মহাশক্তিরে সদা ত্যাগে — অনুরাগে
সর্বস্ব সঁপিতে হবে গণধর্মী মনে।
এ সার্থক সাধনারে জঙ্গম জীবনে
প্রাণপণে সর্ব - জন রাখি' পুরোভাগে
মহাশক্তি-প্রণোদিত বিশ্ব - তন্ত্র - যাগে
মাতুক অসুর - ধ্বংস শুভ মহারণে।

উপপ্লবে — বিবর্তনে মহাশক্তি ছাড়া
গণধারা নিয়ন্ত্রিত কে করিতে পারে।
যত প্রাণ, তত শক্তি। শক্তির ফোয়ারা
রুদ্ধ যা'রা করে তবু দম্ভে-স্বাধিকারে
মহাশক্তি হ'তে পায় নিস্তার কি তা'রা!
বিশ্বশক্তি বিনা নাই কল্যাণও সংসারে।

তুফান-পাগল

লক্ষ লক্ষ বারি-বিন্দু এক যোগে সবে
মিলেছে, তুফান ভবে আনিতেই হবে।
পুঞ্জ পুঞ্জ আবর্জনা জমিয়াছে যত,
অবারিত স্রোত-গতি করে প্রতিহত,
এবার সে সব বাধা হ'য়ে যাবে দূর।
লক্ষ বারি-বিন্দু ধরে মূরতি সিন্ধুর;
উদ্দাম উল্লাস-ভরে চতুর্দিকে ধায়;
প্রবাহ নাচিয়া পড়ে প্রবাহের গায়।

প্রবাহে প্রবাহে এ কী সখ্য সুমহান!
বারি-বিন্দু সকলেই আনিবে তুফান,—
সে তুফান তুঙ্গ-শীর্ষ-ঐক্য-সংবর্ধক
মরু-শুষ্ক পৃথিবীর পরম পালক;
কান্তি-শান্তি বসুধার সে তুফানে বাড়ে।
এলে সে তুফান তা'রে কে রোধিতে পারে!

শীকর-সম্মিলন

লক্ষ লক্ষ বারি-বিন্দু কোটি-কল্প হয়;
এদের মিলিত মূর্তি বিশ্বের বিস্ময়।
জয়গান ক'রে বারি নৃত্যানন্দে ধায়,
শ্যামশ্রী-মন্ডিত করে ঊষর ধরায়।
সে কল্লোল — সে হিল্লোল কে ভুলিতে পাবে!
মিলিত শক্তি যে পূজ্য এ মহাসংসারে।
তুফানের লক্ষ লক্ষ বারি-বিন্দু ফিরে
বাষ্পাকারে মেঘ হ'য়ে জমে অভ্র-তীরে;
মেঘে মেঘে অভ্র ছেয়ে, শুভ্র বারি-ধারে
বর্ষণ-তুফানে ধন্য করে মৃত্তিকারে;
সহস্র সহস্র নদ-নদী পথ বেয়ে
সে বারি-তুফানে চলে মহাগান গেয়ে।
চলন্ত-জ্বলন্ত-সেই অফুরন্ত জল
কোটি-কোটি প্রাণে করে আদর্শ-পাগল।

শূন্য - স্পর্শ

শূন্যময় আকাশেরে কে ধরিতে পারে?
তবু সেই মহাশূন্য সর্বদা সবারে
ঘিরে থাকে সুনীরবে। যত বাজে গান, —
যত শব্দ চতুর্দিকে নিত্য বেপমান,
শব্দবহ বাতাসেরে করি' আলোড়িত
ধীরে ধীরে আকাশে তা' হয় যে স্তম্ভিত।
যত বর্ণ — বর্ণহীন আকাশের বুকে
আপাত - শ্যামতা লভে; নয়ন - সম্মুখে
তা'রই দ্যুতি ঝলসিয়া ওঠে অনিবার; —
তা'রেই হয়তো বলি আলো কি আঁধার!
সেই শূন্য আছে তব অন্তরে-বাহিরে
তা'রে তুমি বুকে লও — তা'রে থাকো ঘিরে,
তা'তেই তোমারে পাবে — আমারেও পাবে,
মহাসমবায়ে সখা, মিলিবে — মিলাবে।

সূর্যোদয়

সূর্য শুধু জড় নয়, — আলোর অভয়; —
প্রত্যহ সুপ্তের মাঝে আনে জাগরণ।
তমিস্রার আবরণ করি' উন্মোচন
তন্দ্রাচ্ছন্ন কানে কানে রশ্মি - মুখে কয়, —
জয় - জয় গতি-দীপ্ত জীবনের জয়।
নিদ্রা নয় — জাড্য নয়; জঙ্গম জীবন
আলোর উদ্ভাসে করে, মর্ত্যে অনুক্ষণ
মৃত্যু - উত্তরণ তাই; নাই - নাই লয়।
সূর্য - বহ্নি - দীপ্ত আয়ু মনুষ্য - মন্ডল
ছড়াতে ছড়াতে চলে; খন্ড খন্ড প্রাণ
অখন্ড - জঙ্গম - প্রাণ - স্রোতে অবিরল
ধরাতলে হ'য়ে থাকে চির - অনির্বাণ।
সূর্যের স্মারকে মৃত্যু এ মর্ত্যে নিষ্ফল।
ওঠো, — জাগো, সূর্য - প্রাণ ছড়াও অম্লান।

আলোর আবির্ভাব

সূর্যময় প্রভাতেরে করি' নমস্কার
আবার উল্লাসে বন্ধু, হও অগ্রসর;
প্রকৃতির জাগৃতির কল্যাণ - সুন্দর
মাধুর্যে ভরিয়া লও হৃদয় তোমার।
মোহাচ্ছন্নতার ভার অন্ধ তমিস্রার
অপসৃত করিবার লগ্ন মনোহর
আসিয়াছে; দীপ্তি ঢালে উদার অম্বর;
তৃপ্তি তা'র চিত্তাকাশ ভরুক এবার।

বিশ্ব - প্রীতি - পূর্ণ - ভাবে নিষ্কাম কর্মের
নির্মল - প্রেরণাজাত - সেবাময়তায়,
শুভ উদ্বোধন হোক মানব - ধর্মের;
ক্ষণিক জীবনও যেন সূর্য - দীপ্তি পায়।
ঐশী মন্ত্র আনে ঊষা মহামঙ্গলের
সর্ব গ্লানি যেন সখা, দূর হ'য়ে যায়।

প্রভাত - রৌদ্রালোকে

মাধুরী - মাখানো প্রভাতের প্রকৃতিরে
অলস আবেশে পূবের জানালা খুলি'
হেরিতেছিলাম। মধুমাখা রোদ ধীরে
সেবন করিছে শাখী আর পাখীগুলি।
কুসুমে - পাতায়, শাখায় পাখীর ভিড়ে
জমিয়াছে যেন কোলাকুলি - দোলাদুলি।
আনন্দ - ভোজ চ'লেছে ধরণী - নীড়ে;
রোদের হাসিতে ঝলকে মাটির ধূলি।
পতঙ্গ - পাখী - শাখী আর তপনেরে
পরাণ - গভীরে হেরিনু মিতার বেশে;
আঁধার রাতের মোহ - ঘেরা বাসা ছেড়ে
মিলিনু প্রভাতে প্রেমের তীর্থে এসে।
মানব - জীবনে নামিল আকাশ - আলো;
ধূলার ধরাও সহসা লাগিল ভালো।

ভারত - জহর

মহাত্মার অবদান শঙ্খ গুটি কত,
শুনাতে মানব - মন্ত্র - মন্দ্রিত মন্দিরে
ভারত - বিবেক - বাণী সংক্ষুব্ধ পৃথ্বিরে,
বিশ্ব - বিবেকেরে সদা রাখিতে জাগ্রত।
একে একে সে শঙ্খেরা উদ্‌যাপিয়া ব্রত
মহাকাল - উদধির অতলান্ত নীরে
ধীরে ধীরে রহস্যের উৎসে যায় ফিরে; —
তিমিরে ভারত ঘিরে নামে ব্যথা যত।

কাল - সিন্ধু - লহরের অমূল্য জহর —
শুভ্র শঙ্খ আচম্বিতে হারালো সাগরে;
অশরীরী কম্বু - কণ্ঠ হ'য়ে কালোত্তর
কহিবে অশ্রান্ত বার্তা মানব - অন্তরে;
এ খণ্ডিত ভারতের ভাগ্যে অতঃপর
বাকি শঙ্খ বাজে যেন বিশ্ব - প্রীতি ভরে।

মহাত্মা অমর

দীপ্ত মৃত্যু দিগদর্শী অনাদ্যন্ত সময় - সাগরে;
কোটি কোটি দুর্বারিত জীবধারা ধায় অনিবার;
থামে না তো, অন্ধ বেগে উচ্ছ্বাসিয়া তুলিছে পাথার;
মৃত্যু তা'রই মাঝে মাঝে দ্বীপ গড়ে — দীপ্ত স্তম্ভ ধরে।
নব নব পথিকেরে শান্ত ধ্রুব মাধুর্যের ভরে
সাগর - প্রান্তরে দেয় পথের নির্দেশ; অন্ধকার
অপসারণের ভার নিয়েছে সে মহাঅজানার;
মৃত্যুরে যে জানে তাই প্রাণ তা'র আনন্দে শিহরে।

সেই মৃত্যু মহিমার বেদীভূমি স্থাপিল যে লেহে,
সে - সত্তা যে মৃত্যুঞ্জয় মোহ্যমান মানব - জগতে;
দেখায় সে - ই তো পথ মানবেরে অসংখ্য সন্দেহে;
গড়িয়া তোলে সে সেতু অলক্ষিতে মহাকাল-পথে;
জীবন্ত মানুষ তাই মহানন্দে অপার্থিব স্নেহে
অমর সে মৃত - সাথে যোগসূত্র স্থাপে নানা মতে।

মহাত্মার ব্যথা

তা'রাও কাহারও বন্ধু, ভগিনী বা ভাই,
মাতা কিংবা পিতা কা'রও—কা'রও বা সন্তান;
তা'রাও সঁপিতে চায় প্রীতি-পূর্ণ প্রাণ
আত্ম-পরিজন তরে সুখে সর্বদাই;
তবুও বিবাদ কেন, ভাবিয়া না পাই।
কেন হিংসা-হানাহানি বিশ্বে বহ্নিমান?
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে গ'ড়ে ওঠে কেন ব্যবধান?
কেন সাম্য নাহি আসে, সবে যাহা চাই?

মানবের ভালোবাসা মানবের তরে
নির্বিশেষে উচ্ছলিত হবে না কি কভু?
বিবিধ ক্ষুদ্রতা স্বার্থ ব্যর্থ গর্ব-ভরে
কত কাল র'বে আর মানুষের প্রভু?
বিজ্ঞানের এত আলো যা'র বিশ্ব-ঘরে
সে কি র'বে চিরতবে তমিস্রায় তবু?

তীর্থঙ্কর

এসো চলি,—তীর্থঙ্কর-সঙ্গে রঙ্গে চলি;
তুরন্ত তরঙ্গ-সম উল্লাসে উচ্ছলি :
বন্ধুর পন্থার যত বাধা-বন্ধ দলি;
নদী-নৃত্যে তটে ঢালি' সঞ্জীবনী পলি;
উথলিত হ'তে হ'লে উঠিব উথলি'।
প্রাণোচ্ছ্বাসে অবারিত কল্লোল-কাকলি
তুলিয়া আহ্লাদে যেন সকলেরে বলি
মর্মের দুর্মর কথা—যেন কুতূহলী
পুষ্পপুঞ্জ-পূর্ণ কুঞ্জে গুঞ্জরিত অলি।
শষ্পাগ্র-শিশির সম যেন সূর্যে ঝলি;
যেথায় গলিতে হবে যেন সেথা গলি;
যেথায় জ্বলিতে হবে যেন সুখে জ্বলি;
নির্ধারিত লক্ষ্য হ'তে যেন নাহি টলি।—
এসো চলি,—মুসাফির সাথে সদা চলি।

জননী

তোমার কারণে মাতঃ, লভিনু জনম।
এ সংসারে মাতা বিনা কে বা অনুপম?
কে মোর অজ্ঞান-কালে দিয়েছে অমৃত?
জ্ঞানের আলোকে কেবা ভরিয়াছে চিত?
অমঙ্গল-দৈন্য-দুঃখ রোগের মাঝারে
বৎসল দু'বাহু কা'র জড়ায় আমারে?
আমার সুখের তরে জননী জীবন
দিতে পারে হাস্য মুখে এত সে আপন।
দেবতার বড়, স্বরগের চেয়ে ভারী,
মায়ের ঋণের কণা কে শুধিতে পারি?
অনন্ত কালিমাপূর্ণ কুটিল সংসার
জননী করিয়া তোলে শান্তির আগার।
জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন জননী আমার,
চরণ-কমলে করি কোটি নমস্কার।

অন্তর্যামী

অন্তর্যামী ভগবান, জাগো প্রভু মোর,
ঘুচাইয়া দাও লাজ — মোহাচ্ছন্ন ঘোর —
সর্ব পাপ-সর্ব তাপ-সর্ব অমঙ্গল;
হে দেবতা, জানোই তো আমি কী দুর্বল!
শত্রু তাই পদে পদে পলে-পলে-পলে
আমারে ঘিরিছে আসি'; দলে-দলে-দলে
আমার যা' কিছু শক্তি সব খর্ব করি'
আমারই আবাসে তা'রা পাপের প্রহরী
বসাইছে দুয়ারে দুয়ারে, অন্তর্যামী,
আমারে ভুলায় নিত্য আমার এ আমি।
তোমার নিকট হ'তে মোরে কেড়ে নিতে
তা'রা সদা জেগে থাকে নীরবে নিভৃতে
ধর্মের পোষাক পরি'। সবই তুমি জানো,
শক্তি দাও প্রাণে তাই, বজ্র-বল দানো।

প্রণিপাত

আজিকে প্রশান্ত - স্থির - নির্বাক নিশিতে
কি যেন উদাস ভাব মোর সর্ব চিতে
ব্যাপিয়া যেতেছে ধীরে। এই অন্ধকারে
বহিয়া চ'লেছে নদী একা পারাবারে;
বহিয়া যেতেছে বায়ু; কুসুমের বাসে
হারানো পুরাণো স্মৃতি শুধু মনে আসে;
অনন্ত আকাশ - ভরা তারকার মাঝে
কি যেন রহস্য কত গোপনে বিরাজে
চারিদিকে মহা - শান্তি মহা - নীরবতা,
মহানিশি যেন নিজে আজ ধ্যানরতা
কিসের লাগিয়া কিছু বোঝা নাহি যায়,
হৃদয়ের পারাবার উদাস ব্যথায়
বারে বারে দেহ - তটে করিছে আঘাত;
তোমারে তাহার মাঝে করি প্রণিপাত।

পরীক্ষা

পরিকল্পনার শেষে মূর্তি দিলে মোরে;
তোমার পরীক্ষা সারা — আমার যে শুরু।
তব মহামন্ত্র লভি' লীলা - গুরু - উরু,
পৃথিবীর পথে পথে নানা মায়া - ডোরে
বদ্ধ হ'য়ে, নানা খেলা ধরিত্রীর ক্রোড়ে
ক'রে ক'রে যেতে হবে। যবে গুড়ু-গুড়ু
শুরু হবে মহাশূন্যে, বক্ষ দুরু দুরু
করিবে শঙ্কায় জানি; তবু মোহ - ঘোরে
দুলিবে না, ভুলিবে না গুরু - মন্ত্রটিরে।
আজীবন প্রহরায় আদর্শে বাঁচাবো
এই সাধ; পৃথিবীর ঊর্মি - ক্ষুব্ধ তীরে
ধ্রুব - তারাটিরে হেরি' পথ চ'লে যাবো;
অবশেষে মরণেও পথ বেয়ে ধীরে
পরীক্ষা সমাপ্ত হ'লে, জানি সঙ্গ পাবো।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-পাঠ

মেঘনাদ-প্রমীলারে সঁপিয়া চিতায়
বক্ষ-দীর্ণ হাহাকারে কাঁদে রক্ষঃপতি
রুক্ষ রিক্ত জীবনের হেরিয়া দুর্গতি;—
প্রাক্তন-প্রদত্ত এ কী পক্ষাঘাত হায়!
কালানল-দাহে প্রাণ জ্ব'লে পুড়ে যায়।
অসহায় অবস্থায় পাঠকও যে অতি
হতোদ্যম হ'য়ে পড়ে হেরি' ক্ষয়-ক্ষতি;—
'মেঘনাদবধ কাব্যে' সান্ত্বনা কোথায়!

অতিরাজসিকতারই এই পরিণাম।
মহাভাবাদর্শ বিনা কে বলিতে পারে,—
মহাবিপর্যয় সেও আত্মারই আরাম;
ব্যক্তি যাবে, আদর্শ তো রহিবে সংসারে!
মনস্কামপূর্ণকারী সে প্রশান্তি-ধাম
লভিল কি শ্রীমধু যে দিবে কাব্যাকারে?

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র শ্রীমধুসূদন

স্বর্ণ-সৃষ্টি সঁপি হায়, সৈকত-চিতায়
বক্ষ-দীর্ণ দীর্ঘ-শ্বাসে ফেরে লঙ্কেশ্বর;
ভবিতব্য-ভারাতুর জীবন দুর্ভর;
সৃষ্টি-স্বপ্ন যায় যা'র, সবই তা'র যায়।
দুর্বার প্রাক্তন কেবা লঙ্ঘিবে ধরায়।
কর্মফল-প্রত্যাঘাতও হেথা ভয়ঙ্কর;
কাল-গ্রস্ত তাই বুঝি অকালে সুন্দর!
উদ্বোধনে বিসর্জন—সূর্যাস্ত ঊষায়।

দুর্মর রাবণ-স্রষ্টা শ্রীমধুসূদন,
তব প্রাণ-প্রতিচ্ছবি 'মেঘনাদবধে'
নিল বঙ্গ-ভারতীর মহারূপায়ণ
দীর্ণ হৃদিপিন্ড-রক্ত-সৃষ্ট কোকনদে,—
এ পদ্ম যে মহাকাব্য-মৌলী-বিভূষণ;
তবু কাল-রাত্রি নামে দ্বৈপায়ন হ্রদে।

'সাগর - দাঁড়ী'

কী অচিন্ত্য প্রতিভার অভ্যুত্থান-ব্রত!
সাহিত্য সাগর দাঁড়ী পশ্চাতে যে হবে
কপোতাক্ষ কলধ্বনি তাহারে শৈশবে
না শুনালে, মহাকাব্য-মহামন্ত্র যত
কী ভাবে সে স্বীয় কাব্যে রাখে অব্যাহত!
কী ভাবে সে শ্রেষ্ঠ হবে সমুদ্র-বৈভবে!
বাল্যে তাই কপোতাক্ষ-নদ নৃত্য-রবে —
ধ্বনি-রসে ছিল সে যে বিমুগ্ধ সতত

কপোতাক্ষ - কলকণ্ঠ শুনিতে— শুনিতে
হ'ল সে সাগর-দাঁড়ী। সাহিত্য-সাগর
কী অনন্ত রত্নাকর! মহাকাব্যাদিতে
পরিচয় দিলো তা'রই সে প্রতিভাধর।
সুধী সবে সদা ভণে সম্মোহিত চিতে :
'সাগর-দাঁড়ী'র সঙ্গ সর্বাঙ্গ-সুন্দর।

'দুর্গেশনন্দিনী'

গরলাঙ্গুরীয় শেষে দুর্গ - পরিখার
গভীর গম্ভীর জলে করি' বিসর্জন
আত্মবলও অশ্রুময়ী আয়েষা যখন
দেখালো অপূর্ব ভাবে, প্রেম-মূর্তি তা'র
ভুলিবার শক্তি কা'রও রহিল কি আর। —
প্রতিভার যাদু - স্পর্শ দুর্লভই এমন।
বঙ্গ - উপন্যাসে - সৃষ্ট সেই শুভক্ষণ
শতাব্দ - অন্তেও করে রোমাঞ্চ সঞ্চার।

'বন্দী মোর প্রাণেশ্বর' — কণ্ঠে আয়েষার
বঙ্গ - নারী - জাগৃতির শুভ শঙ্খ-নাদ;
অহিন্দু হিন্দুর ভ্রান্ত সংস্কার বিবাদ
ভুলাবার প্রাণ-মন্ত্র, — সে কি ভুলিবার!
কী অমিত সৃষ্টি - শক্তি প্রাণ - প্রতিষ্ঠার!
'দুর্গেশনন্দিনী' দিলো কথামৃত - স্বাদ।

'গঙ্গা -বক্ষে'

'শৈবলিনী - সই!' আহা, এ কী সম্ভাষণ!
বক্ষলগ্ন মূক প্রীতি হ'ল কি মুখরা?
কাল - গঙ্গা রঙ্গময়ী বিষামৃত - ভরা;
নর - নারী তূর্ণ স্রোতে করে সন্তরণ।
উথলিছে যুগলের প্রেমের প্লাবন; —
কী অপূর্ব পূর্ব - স্মৃতি চির - মনোহরা!
এ ভঙ্গুর দেহ-ভাণ্ড — আনন্দ - পসরা
গঙ্গায় ডোবে না কেন! এ যে মহাক্ষণ!

আচম্বিতে স্বপ্ন শেষ; চন্দ্র নির্নিমেষ;
অতলান্ত কাল - গঙ্গা চলে নির্বিকার;
জড় প্রকৃতির বুঝি নাহি দুঃখ লেশ;
এ কী হ'ল! অমৃতে যে গরল - উদ্‌গার।
সমাজে স্বভাবে হায়, দ্বন্দ্ব কী অশেষ!
সুধা চাই, বিষ হ'তে নাহি কি নিস্তার!

'প্রশ্নোত্তর'

"কি পাপ করেছি আমি? প্রেম - হলাহল
কৈশোরে করিনু পান, — সে কি মোর দোষ?
মহাস্রষ্টা, মোর 'পরে বৃথা কেন রোষ?
আমার যে নিত্য জ্বালা পল অনুপল
আজীবন। জ্বালাইয়া নরক - অনল,
পাপীয়সী বলি' মোরে তুলিয়া নির্ঘোষ,
সমাজের — সংসারের সাধ কী সন্তোষ!
আরোপিলে অহল্যায় এ কী যোগবল!"

"স্রষ্টার সাধের সৃষ্টি তুমি শৈবলিনী।
ভালোবাসা পাপ নহে, — সমাজই নির্দয়।
কাল - গঙ্গা - ধৌত করি' তাই সীমন্তিনী
চন্দ্রশেখরেরই ঘরে তোমারে অক্ষয়
প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সুখে। স্রষ্টা - সোহাগিনী
তোমাতে হেরিছে বিশ্ব দাম্পত্যেরই জয়।"

"'বারুণী' ও রোহিণী"

বক্ষ-ভাণ্ডে ভরি' আনে 'বারুণী' রোহিণী।
আন্দোলিত নব-স্ফুট শ্যাম আম্র-শাখে
অপবাহ্নে বসন্তেব পিক-বধূ ডাকে,
বৈধব্যের ব্যর্থ ব্যথা নিঃসঙ্গ সঙ্গিনী।
নিয়তি যাহারে নিয়ে খেলে ছিনিমিনি,
রূপ-গর্ব কিছু তা'র সে কি আর রাখে?
নহিলে 'বারুণী' কেন টানিবে তাহাকে?
সঙ্গী কেন খুঁজিবে সে রিক্ত একাকিনী?

'বারুণী'তে সর্ব-জ্বালা নির্বাপিত কবি'
রোহিণী পারিত যদি নীরবে মরিতে,
আমৃত্যু অনল-দাহ দিবস-শর্বরী
হোতো না তো ভাগ্যহত জীবনে সহিতে?
পতঙ্গ যে বহ্নি-মুখী; এ ব্রহ্মাণ্ড ভরি'
বহ্নি-কুণ্ড, নিষ্কৃতি কি কেহ পারে দিতে?

মহাবিচারক

দুর্গ-পরিখার জলে গরলাঙ্গুরীয
প্রেমময়ী আয়েষারে ফেলে দিতে হবে।
স্বার্থ-মত্ত মতিবিবি পাবে না বল্লভে।
কৈশোরক প্রেম হোক্ যত লোভনীয়,
শৈবলিনী লভিবে না তা'র চির-প্রিয়
প্রতাপেরে পতি-রূপে। জাগরূক ববে
কুন্দ-মৃত্যু কাঁটা হ'য়ে দাম্পত্যের ভবে,
সূর্যমুখী পাবে না তো পূর্ব-প্রেমামিয়।

গোবিন্দলালের দৃপ্ত প্রমত্ত পিস্তলে
রূপবতী রোহিণীর মৃত্যু ভয়ঙ্কর
হবে শেষে। প্রশ্ন করি রুদ্ধ অশ্রুজলে,
নিয়তির বিচারেরও মেলে না উত্তর!
মহাবিচারক-গ্রন্থ ঘাটি' কুতূহলে
কে না বুঝে সত্য দৃষ্টি সাহিত্যে দুর্মর!

স্মরণে

মৃত্যু - বহ্নি - দগ্ধ - দেহ - বিভূতি যখন
বিসর্জিয়া গঙ্গোদকে ফিরিলাম সবে,
শুনিলাম নিত্যবাহী কাল - কলরবে :
আমি মৃত্যু — আমি জন্ম — আমিই জীবন।
লীলাচ্ছলে চলে মোর হরণ - পূরণ;
বৃথা শোক — বৃথা মোহ। অশাশ্বত ভবে
জৈবী লীলা কা'র কবে হেথা সাঙ্গ হবে
কে বলিবে? কাল - গঙ্গা থামে কি কখন্?

মমত্বে তবু তো মাগি মৃত তনুটিরে, —
যা'রে ঘিরে রঙ্গ - ভরা লীলা এত কাল।
যতখন না হারাই মরণ - তিমিরে
সখ্য - সঙ্গাতুর ফিরি মুমূর্ষু কাঙাল।
ভাব - মূর্তি রচি তা'র সভা - সমিতিরে
স্মৃতি - চারণায় হায় করি বেসামাল।

স্মৃতি - ভারে

ধরণীর সরণীতে চলিতে চলিতে
স্মৃতি - ভাঁড়ে উচ্ছলিত যত সুধা - সার;
ভারে তা'র ভরপুর অন্তর - ভাণ্ডার,
সমধর্মী যা'রে পায় তা'রে চায় দিতে
অপূর্ব ভারতী তা'র। মহাপৃথিবীতে
নিরবধি কালও সুখে স্মৃতির সম্ভার
যুগ হ'তে যুগান্তরে বহে অনিবার,
কী যে সুখ সঞ্চিত সে সুধা স্বাদ নিতে!

স্মৃতি - ভারে আপনারে ভরিতে যে পারে,
তা'রে তো ভোলে না কালও; সে যে সুধাময়।
বিচিত্রিত যত লীলা চলে চারিধারে
তা'রও মাঝে বিচ্ছুরিত স্মৃতিরই বিস্ময়।
স্মৃতি যদি ভেসে যেতো বিস্মৃতি - পাথারে,
সংসারের সর্ব - সাধ হ'ত না কি লয়?

রঙ্গিণী

দুলিতেছে যবনিকা সম্মুখে আমার,
পশ্চাতে রহস্যময়ী বুঝি রঙ্গ-ভবে
ব'সে থাকে, নানা ভঙ্গে নানা লীলা করে,
ছায়া পড়ে বার বার রঙ্গমঞ্চে তা'র।
মায়াময় ছায়া পড়ে চিত্তে বার বার;
তা'রই তো রোমাঞ্চ জাগে-মুগ্ধ মূর্তি ধরে;
আনন্দ থামে না তাই হেথা মর্ত্য 'পরে—
মালঞ্চে পুষ্পিত হয় সুরভি সম্ভার।

সে রঙ্গিণী সঙ্গে থাকে-তবু সঙ্গে নাই,
লীলা-রঙ্গে যবনিকা রাখে ব্যবধান,
যত সেই অন্তরাল ঘুচাবাবে চাই
মহানন্দে আন্দোলিত হয় তত প্রাণ,
সম্পূর্ণ না পেয়ে তা'রে তা'রও বেশী পাই,
অম্বর অন্তর তবু এ কী সূর্য-স্নান!

ফাগের দাগ

যে ফাগে মিশানো আছে গুপ্ত অনুরাগ
উঠানো যে অসম্ভব দাগ সে ফাগের।
হৃদয় খুঁজিয়া ফেরে সূক্ষ্ম হৃদয়ের
অনুভূতি প্রকাশিতে, গাঢ়-গূঢ় দাগ
রেখে দিতে প্রেমার্তিতে, যে দাগে সজাগ
থাকে যত প্রেম-স্মৃতি, চলন্ত কালের
ধারায় না ধুয়ে যায়, স্তব্ধ নিশীথের
সংগোপনে সুর ঢালে যেমন বেহাগ।

কত দোল চ'লে গেছে, কত আবীরের
লাজ-রক্ত স্মৃতি-চিহ্ন বক্ষে দেয় দোলা।
বর্ষ বর্ষ ধরি' শুধু হেথা মানবের
চিত্তে চিত্তে চলে দোল; প্রেম-ফাগ গোলা
অনিবার চলিয়াছে; সাধ সকলের
চিহ্ন যেন কভু আর নাহি যায় তোলা।

বিকালের আলো

তোমারও জীবনে এবে অপরাহ্ন বেলা
ম্লান আলো বুলাইয়া বুঝি দেয় ধীরে।
অতীতের স্মৃতি সখা, হায় ফিরে ফিরে
উলটিয়া পালটিয়া হেরিবার খেলা
হয়তো লাগিছে ভালো। যে মিলন-মেলা
আস্বাদন-অবকাশ এ ধরণী-তীরে
আর কভু মিলিবে না, তা'র স্মৃতিটিরে
পারো না করিতে বুঝি আর অবহেলা?

মানবের এ জীবনে এমনই যে হয়;
শোণিতের তাপে যা'রে ঠেলিয়া ফেলিয়া
সহজে চলিয়া আসি, আবার হৃদয়
স্মৃতি-ভারে সে সুদূর অতীতেরে নিয়া
ভারাতুর হ'য়ে ওঠে; ফেলিবার নয়
কোন কিছু, বুঝি মোরা এ জীবন দিয়া।

মনে পড়ে

ব্যথায় এ বুক টন্‌টন্‌ কেন করে?—
যা'রে ভালোবাসি তা'রে বুঝি মনে পড়ে!
কত কাল হ'ল তা'র সাথে দেখা নাই।
তা'রে ভুলে গেছি বাহিরে দেখাতে চাই,
স্মৃতির সাগর ঢেউ তোলে অন্তরে—
সৈকত-ভাগে ভেঙে-ভেঙে কেঁদে মরে।
সুন্দরে মোর কি করিয়া যাবো ভুলে!
মালঞ্চ মোর ভরিয়া সে গেছে ফুলে;
সে-ফুলের হাসি বাসী যদি হ'য়ে যায়,
তবু বাস তা'র বহিয়া বহিয়া বায়
কহিয়া যে যায় কত না গোপন কথা!
তাই মাঝে-মাঝে ভেদিয়া কি নীরবতা
ব্যথায় বিবশ টন্‌টন্‌-করা বুক
হারানো প্রিয়ারে পেতে হয় উন্মুখ?

সূক্ষ্ম সত্তা

এক দিন চ'লে যাবো এই পথ দিয়া
তোমারে ফেলিয়া হায়, হে পৃথিবী-প্রিয়া,
জন্ম-লগ্ন হ'তে লব্ধ যত ভালোবাসা
অন্তরের যত সুপ্ত, সংগুপ্ত পিয়াসা
জানি না রহিবে কি না পরপারে গেলে;
জীবন ভরিয়া তবু ভালোবাসা পেলে,
জীবনে তো কভু আর ভোলা নাহি যায়।
ভুলিতে যা' পারিব না,—কে ভুলিতে চায়?
যে-মরণ ভুলাবার তরে নেমে আসে,
ভোলাতেই সে-নিঠুর বুঝি ভালোবাসে!
তবু কি ভোলাতে পারে ভোলার যা' নয়?
অতি-সূক্ষ্ম-ভাবে থাকে হয়তো হৃদয়
হেথা ভবে, তাই চির-যুগের বেদনা
মরণও এড়ায়ে করে সবারে উন্মনা!

ভেসে আসে

ভেসে আসে—দিন রাত শুধু ভেসে আসে
অনেক—অনেক দূরের যুগের কথা,
বুক-ভরা প্রেম—প্রাণ-ভরা আকুলতা;
সীমায়িত জীবনের সীমা তা'রা নাশে।
যা'রা সবে দেখেছিল হেথা এই ঘাসে
সবুজের সমারোহ—নিত্য নবীনতা;
ভেদ করি' অতীতের স্তব্ধ নীরবতা
মনে হয় কথা কয় যেন ব'সে পাশে।
হারায় না—ফুরায় না কিছু তো জীবনে,
জুড়ায় না কোন ভাবে জীবনের তাপ;
যা'রা যায়, বাসা বাঁধে কোটি কোটি মনে;
কে করিবে জীবনের হেথা পরিমাপ!
ভেসে আসে—ভেসে আসে শুধু ক্ষণে ক্ষণে;
জীবন ক্ষণিক—ক্ষুদ্র কে করে বিলাপ!

কথাটিও কহিও না

কথাটিও কহিয়ো না বন-পথে যেতে;
পাখীরা শুনিলে আর গাহিবে না গান।
ওদেরও প্রশান্তি চাই; বিক্ষিপ্ত পরাণ
একাকার না করিলে মহাভাবে মেতে
কি ক'রে উঠিবে ওরা? মহানন্দ পেতে
চাই ধ্যান; ধ্যানে প্রাণ আত্ম-রস পান
করিতে করিতে শেষে উল্লাসে উদান
গেয়ে ওঠে; মাটি মেশে সহসা স্বর্গেতে।

কথাটিও কহিয়ো না, অরণ্য বাহিয়া
বিহঙ্গ-সঙ্গীত শোনো মিশিয়ে মর্মরে
বাতাসে বহিয়া আনে। ওঠে না নাহিয়া
সর্ব সত্তা স্বর-সিন্ধু-লহরে-লহরে?
এ ব্রহ্মাণ্ডে আত্ম-সুধা মোরা দিয়া — নিয়া
হই না কি স্ফূর্তি-ফুল্ল নিত্য পরস্পরে!

নোতুনের আবাহন

তুমি যে পুরানো সে কথা বুঝি নি আগে,
হে মোর নূতন, পরম নূতন মোর;
বাঁধিলাম যবে তব সাথে প্রীতি-ডোর,
হেরিনু তোমারে পরাণের অনুরাগে;
বুঝিনু তখন তোমারও ভিতরে জাগে
চির-সনাতন সোনার-স্বপনে ভোর —
করুণ-কোমল-সুন্দর-সুকঠোর;
শাশ্বত ব'লে এত তাই ভালো লাগে।

নব নব রূপ সময়ের ব্যবধানে
না ধরিলে নয়, নব নব বেশ তাই;
আপাত-দৃষ্টি পরাণে যে ভয় আনে,
ভালোবাসিলে যে আর কোন ভয় নাই।
বজ্র-ঝঞ্ঝা যে মেঘ সহসা হানে,
সে মেঘই শ্যামল করে যে সর্ব ঠাঁই।

মহাপ্রেম

বায়সীরে দেখিলাম বাসায় বসিয়া
শাবকেরে চঞ্চু-পুটে করায় আহার;—
কী সুন্দর এই শোভা মাতৃ-মমতার!
এ আলেখ্যে পবিপ্লুত হ'ল মোর হিয়া।
ফেলে-আসা বাল্য-কাল স্নেহ-স্মৃতি নিয়া
আকুলিয়া তুলিল যে; যত বস্তু-ভার—
জগতের জান্তবতা—স্থূলতা ধরার
মুহূর্তে কোথায় যেন গেল তা' চলিয়া!

বিহঙ্গে-মানবে নাই সত্য ব্যবধান;
অনিবার প্রাণ তা'র আবেগের ভরে
আপন আনন্দে করে আপনি যে স্নান
অতলান্ত মমতার উদ্বেল লহরে;
এই মহাপ্রেম সবে করি শুধু পান;
এই প্রেমে মর্ত্য স্পর্শ করে নীলাম্বরে।

দেহান্তরালে

দেহ দেহ ক'বে কাঁদো কেন তবে আর?
কে কবে দেহেরে ধরিয়া রাখিতে পারে?
যে রূপ যে ভালোবাসে এই সংসারে
কালে কালে সখি, বদল হবে না তা'র?
যৌবনে গ্রাস করে না কি অনিবার
দুর্বার জরা? কাঁদিবো কি বারে বারে
তা'রই তবে তবে? মিথ্যার মূঢ়তারে
মূর্খেই মাগে পুষিবার অধিকার।

দেহান্তরালে শাশ্বত যাহা বয়
সেই ভাব-রূপ অপরূপ জেনো ভবে;—
প্রেমালোকে তা'রই মূরতি যে অক্ষয়,
না জেনেও জেনো তা'রেই আমরা সবে
ভালোবাসি হ'য়ে রসময়—তন্ময়।
হতাশার আর অবকাশ কোথা তবে?

প্রিয়া-তনু

প্রিয়া-তনু তরে কেন এত আকর্ষণ?
কেন সুখ-শিহরন দর্শনে-স্পর্শনে?
নিদ্রায় স্বপন কেন? কেন জাগরণে
সান্নিধ্যেব অভিলাষ শুধু অনুক্ষণ?
যখনও হয়নি বিশ্বে মানব-সৃজন,
সর্ব প্রাণ একাকার ছিলো এ ভুবনে,
তা'রই সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়তো গোপনে
আকর্ষণে অভিভূত কবে আজও মন!

অর্বুদ-অর্বুদ যত ব্যক্তি-সত্তা আছে,
বিশ্ব-সত্তা-সমুদ্ভূত; তাই অনিবার
মিলন-আনন্দ-ভরে তা'রা নিত্য নাচে;
অনির্বাচ্য আকৃতির সাধ্য আছে কা'ব
পরিমাপ করিবার! যা'রে চাই কাছে,
সে-ও কি চলোর্মি নহে আমারই আত্মার?

স্মৃতি-বাস

মগ্ন-মনে লগ্ন কত স্মৃতির সম্ভার,—
সাধ নাই—সাধ্য নাই কিছু ভুলিবার।
পুষ্প-বাসে চারিধার মাতোয়ারা করে;
স্মৃতি-বাসে অন্তরের অন্তরালও ভরে,
সংগোপনে অন্তঃপুর বাসময় হয়,
অন্তরঙ্গ জন তা'র পায় পরিচয়;
তাই কি তা'দের আরও ভালোবাসা বাড়ে?
মোর মাঝে ধ'রে-রাখা তা'দের সত্তারে
গোপন রাখিতে চাই, রাখিতে কি পারি!
স্মৃতি-বাস পরিবেশ করে মনোহারী।
মগ্ন-মনে থাকে যা'র স্মৃতি-পুষ্প-বাগ
প্রকাশ হবেই তা'র গন্ধ-অনুরাগ।
স্মৃতি আছে, তাই আয়ু এত মধুময়;
হৃদয়ে ঢালিল সুধা কত না হৃদয়!

রূপ

রূপ—রূপ ক'রে হ'লে বাতুলের মত!
রূপ যদি দেখে থাকো দু'টি নেত্র ভরি'
কোন দিন আচম্বিতে, বিশ্ব আলো করি'
হেরিবে রূপের বন্যা বহে অবিরত;
সর্ব বস্তু সে তুফানে বিধৌত সতত;
সমস্ত সাকারই তা'র বিশ্ব ভাতি ধরি'
অপরূপ রূপময়; রূপের লহরী
বহে শুধু,—কে গণিবে সংখ্যা তা'র কত!

সবই রূপ,—অরূপের রূপে রূপময়।
শ্রীহীনতা দেখে কাঁদো,—সে যে দৃষ্টিভ্রম।
রূপ হ'তে রূপ এসে রূপে হয় লয়;
রূপহীন কিছু নাই,—সবই অনুপম,
প্রেমে ভরপুর করে যবে সে হৃদয়,
উপলব্ধ হয় রূপ-রহস্য পরম।

ব্যবধান

প্রিয়া ব'লে ডেকেছিলে প্রথম যখন,
সে-দিনের কথা আজও রোমাঞ্চ জাগায়।
সে-দিনের বল্গাহারা বসন্তের বায়
এখনও তো বহে বুঝি; তবু কভু মন
তেমন মাতে না আর, উতলা স্বপন
তেমন আকৃতি আর আনে না হিয়ায়।
প্রণয়-রহস্য যত বিবাহে মিলায়;
শত হোক্—বিবাহ যে নিয়ম-বন্ধন।

মুহূর্তে মুহূর্তে যা'রে বক্ষে পেতে চাই,
নীতিগত ভাবে তা'রে বক্ষে পেলে পরে,
থাকে না তো বক্ষ-ভরা হারাই—হারাই,
বিবাহ-পূর্বের প্রেমে তাই তো আদরে
স্মরে চিত্ত; সে-দিনের প্রিয়ে যদি পাই!
খুঁজে মরি সেই প্রিয়ে এ প্রিয়-ভিতরে।

নূতন যাত্রা

প্রতি বর্ষে হর্ষ - ভরে নব পদ - পাতে
চলিতে যেন গো পারি সকলের সাথে
হাতে হাত মিলাইয়া পৃথিবীর পথে।
কল্যাণী বাসনা যেন জঙ্গম জগতে
সবারই সুখের তরে থাকে নিয়োজিত,
করে যেন তা'ই নিত্য যাহে বিশ্বহিত —
বিশ্বমৈত্রী সংস্থাপিত - বিবর্ধিত হয়।
হয় যেন বিশ্ববাসী সাম্যভাবময়।

লক্ষ কোটি হৃদয়ের বাহ্য ব্যবধান
মুহূর্তে মিলায়ে যায় হ'লে একপ্রাণ; —
একই মহাসিন্ধু - বারি লক্ষ নদী গড়ে,
একই মহাসিন্ধু হয় মিশে রত্নাকরে;
এই মহাসত্য সবে শিরোধার্য করি'
মানব-সভ্যতা যেন এক - যোগে গড়ি।

নিদাঘ

রৌদ্র - দীপ্তি — মেঘোল্লাস অভ্র - পুরোভাগ
ছাপায়ে ক্ষরিছে তৃপ্ত মৌন মৃত্তিকায়।
আম - জাম - জামরুল - কাঁঠাল - কলায়
নৈবেদ্য সাজায়ে এলো নিভৃত নিদাঘ।
প্রকৃতির পুঞ্জীভূত রুদ্ধ অনুরাগ
রস - ঘন বহুবিধ ফলে মূর্তি পায়;
অযাচিত উপহারে মুগ্ধ ক'রে যায়; —
চকিতে চিত্তেরে করে সোহাগ - সজাগ।

প্রীতি - যোগে পৃথিবীতে প্রকৃতি — মানব
যুক্ত হেথা; ষড়-ঋতু ভাণ্ড ভরি' তাই
যোগায় সে - সুধা - সার নিত্য এত সব;
প্রাণ - কুম্ভ রসে ভরে; রসে গ'লে যাই।
প্রকৃতি - বৈভবে যত মানব - বিভব;
আদানে - প্রদানে চলে প্রেমেরই যাচাই।

বাদলের পসরা

বজ্রে যদি ভয় পায় ক্ষতি কি হবে না?
পসরা বিকাতে হবে দুয়ারে দুয়ারে;
ক্ষিপ্র তা'র আনাগোনা তাই বৃষ্টি - ধারে:
এ ভাবেই পণ্য - ভার হয় বেচাকেনা।
নহিলে যে দৈন্য আর কিছুতে ঘোচে না।
বজ্র যত ডাক পাড়ে, সেও ডাক পাড়ে;
বিদ্যুতেরে ভ্রূকুটি সে হানে বারে বারে;
জেনেছে সে এ দুর্যোগ এ ভাবে র'বে না।

ভাবের পসরা যত যদি বা বিকায়!
সে আনন্দ রাখিবার ঠাঁই কোথা আছে!
শ্রাবণ ঝরুক শিরে, কি বা আসে যায়!
বাদলে কি বেশী ফুল ফুটায় না গাছে?
পসারী চলিছে পথে অতি দ্রুত পায়;
চিত্ত তা'র ঝঞ্ঝারোলে শিখী - নৃত্যে নাচে।

শারদ প্রভাতে

এই শরতের শুভ সোনালী প্রভাতে—
আকাশের খুশি কাঁপে সজল শিশিরে;
অসীমের বার্তা যেন চঞ্চল সমীরে
বহিয়া যেতেছে শুধু; মৌমাছিরা মাতে
পারিজাত - পরিমল - লোভে আত্মহারা;
ঘাসে - ঘাসে পুলকের শিহরন জাগে;
যে নদী আবদ্ধ ছিল, ভাঙি গিরি - কারা
ছুটিছে সে যেন কোন মুক্তি - অনুরাগে;
চারিদিকে আনন্দের চলিছে উৎসব;
সুন্দর দিয়েছে ধরা সবার মাঝারে;
আমারও হিয়ার মাঝে তারই কলরব
আমারও প্রাণের বীণা বাজে বারে বারে।
জগৎ আনন্দময়, আনন্দিত মন
তোমার লাগিয়া প্রিয়, জাগে অনুক্ষণ।

হৈমন্ত সন্দেশ

হৈমন্ত - লক্ষ্মীর ভান্ড হেম - ধান্য ভরা;
সে ভান্ডার পূর্ণতার শোভা - সমুজ্জ্বল।
পল্লী - বালা - বধূ - নেত্র আনন্দে বিহ্বল;
কন্দে - মূলে - ফলে - ফুলে সম্পূর্ণ পসরা।
গৃহাঙ্গণ শিশিরার্দ্র শেফালিকা - ঝরা;
কুজ্মটিকা - সমাচ্ছন্ন শান্ত ক্ষেত্রতল;
পল্লী - নদী - সরোবর রৌদ্রে সুনির্মল,
কৌমুদী - সজ্জিতা নিশি স্বপ্ন - স্বয়ংবরা।

সুস্থ — সুখী রাখিবারে এ প্রাণ - ধারারে
ঋতুদের দান - লীলা চলিতেই থাকে।
পৃথিবীর পথে - চলা মহাজনতারে
দূরে ঠেলে আপনারে রোধিয়া কে রাখে!
হেমন্ত সাগ্রহে সুখে যা' আছে ভান্ডারে
দিতে কি বলে না বন্ধু, চল - জনতাকে?

শীত

"তুষার - সমীরে সচকিয়া চারিভিত
কেন হেথা এলে, শুষ্ক শীর্ণ শীত?"

"পলিত পাতার পথ - রোধ করা ভারে
নোতুন কুঁড়ি যে ধরিতে - বাড়িতে নারে;
জমে জঞ্জাল; ঝটিতি ঝাঁটিয়ে তাই
নবাঙ্কুরের পথ ক'রে দিয়ে যাই।
আপাত - নিঠুর তাড়নায় অবহিত
করি সবে ভবে — রুদ্র - প্রেরিত শীত।
চণ্ডতা - ভরা চর্যায় অদ্‌ভুত,
নবীকরণের আমি যে অগ্রদূত।
মৃত - সৎকার করিবার চন্ডাল
নিযুক্ত মোরে করে নি কি মহাকাল?
মন্ত্র - শিষ্য বসন্ত মোর নয়? —
এ কথা বুঝিলে আমারে কিসের ভয়।"

বাসন্তী প্রেরণা

গড়ে নীড়, চঞ্চু - পুটে কী মমত্ব - ভরে
বায়স - দম্পতি সুখে পক্ষে করি' ভর
খড় - কুটা - কঞ্চি - কাঠি আনি' নিরন্তর
বসন্তের মর্মরিত বৃক্ষ - শাখা 'পরে!
ডিম পাড়ে, কত ধৈর্যে তা দিয়ে আদরে
রূপান্তর করে তা'র মাতৃত্বে দুর্মর।
শাবকের সৃষ্টি-ধারা কী বিস্ময়কর!
সমুদ্বিগ্ন কী আগ্রহ বংশ - রক্ষা তরে!

বিস্ময় - বিপ্লুত দৃষ্টি, খোলা জানালায়
চেয়ে চেয়ে চিত্ত মোর ক্লান্তি নাহি মানে;
আদিম সৃজন - দিনে কোথা চ'লে যায়
মহাসৃষ্টি - প্রেরণার উৎসের সন্ধানে।
নির্বারিত প্রাণ-রঙ্গ কেন স্ফূর্তি পায়?
পক্ষী - নর নৃত্যপর - কেন? কে তা' জানে!

বর্ষান্ত - সংবাদ

মহাকাল সমাগত মোরে নিয়ে যেতে
অন্তহারা অনির্দেশ্য সরণীতে তা'র।
রহিল পুঞ্জিত যত স্মৃতির সম্ভার,
সঞ্চিত করেছি কত মহোল্লাসে মেতে।
শুভ হোক নবারম্ভ নব - বৈশাখেতে
অবসানে সংক্রান্তির জীর্ণ তমিস্রার,
উষার উজ্জ্বল শুভ্র সূর্য - বর্তিকার
দিগোদ্ভাসী প্রেরণার পূর্ণ আলোকেতে।

সাহচর্যে লভ নি যা' সর্ব প্রচেষ্টায়,
লব্ধ হোক, নিষ্ক্রমণ - লগ্নের এ সাধ।
নববর্ষ আসে - হাসে আবার মিলায়;
স্মৃতির স্ফুলিঙ্গ থাকে, প্রেমের অগাধ
শক্তির ভাণ্ডারী তা' যে; এ মহাযাত্রায়
এই শুধু চৈত্র - শেষে সান্ত্বনা - সংবাদ।

মুক্তি - মেঘ

অশনি - শানিত মেঘ বজ্র - রোষে বলে ঃ
শত শত সহস্র সহস্র মোর পিছে
তামার দামামা - দৃপ্ত মিছিলে আসিছে,
কুণ্ঠিত - লুণ্ঠিত - রিক্ত - জ্বলন্ত ভূতলে
আনিতে শ্যামাভ শান্তি; ক্রুদ্ধ বন্যা - জলে
জঞ্জাল ভাসায়ে নিতে। ঝঞ্ঝায় খুলিছে
অভ্র - কারা - রুদ্ধ দ্বার। ভূতল ভুলিছে
শোষণাগ্নি - দাহ যত বর্ষণের ফলে।

দাপট লোপাট করি', কবাটের খিল
খুলিয়া মিছিল চলে দুঃখ - বিমুক্তির,
আত্ম - বিলোপের সুখে সমর্পিয়া দিল্
নবীভূত করে পৃথ্বী ঢালি' মেঘ - নীর।
সিন্ধু - প্রতিনিধি ঢালে প্রীতির সলিল
খুশী হ'তে, হাসি - মুখ হেরি' ধরিত্রীর।

মিত্র - মাধুর্য

কত বার মিত্র - নাম গুঞ্জরিয়া গানে
ভাবোদ্বেল হ'য়ে ওঠে এ চিত্ত আমার;
দ্বন্দ্বদীর্ণ, হিংসাকীর্ণ, সংক্ষুব্ধ সংসার
আবার আনন্দ - পূর্ণ লাগে রিক্ত প্রাণে।
সর্ববিধ তিক্ততার দ্রুত অবসানে
আত্ম - তৃপ্তি - সুখাবেশে বাজে বীণা - তার।
প্রীতি - সমতুল্য কিছু মর - মৃত্তিকার
ভাণ্ডারে যে নাহি আর, প্রাণ শেষে জানে।

মহাকাল - চলোর্মির ধাবন্ত প্লাবনে
উদ্বেজিত এ সৈকতে ক্ষণ - অবস্থান;
সখ্য - সুধা - সমন্বিত ভাব - স্বপ্ন মনে
শঙ্খ - শুক্তি - মুক্তারাশি করে সুখে দান;
প্রীতিই নিযুক্ত নিত্য প্রীতি - বিবর্ধনে; —
তা'রই স্মৃতি সভ্যতার যত কাব্য — গান।

দুঃখের দান

পাটায় চন্দন ঘষো, চন্দনের বাস
চারিভিতে সুরভিত করে যে বাতাস;
সর্ব - সমর্পণে - পূত চন্দন - লেপনে
অপূর্ব আনন্দ ফোটে বিগ্রহ - বদনে।
সংসার - শিলায় সখি, ঘষিলে জীবন
প্রীতি - বাসে পূর্ণ হয় পৃথ্বী - নিকেতন;
করিলে চন্দন সম সর্ব - সমর্পণ
এ জীবনও হয় দেব-দেহেরই চন্দন।

পাঁজালে পোড়ালে ধূপ গন্ধে রূপ ধরে,
সে - গন্ধ সবার চিত্ত আমোদিত করে;
মন্দিরে মিলায় গন্ধ আরতির কালে।
সংসার - পাঁজালে এই জীবনও পোড়ালে,
স্বার্থ - বিসর্জন - জাত প্রীতি - পূত বাসে
জীবনও সার্থক হয় স্বর্গীয় উদ্ভাসে।

জ্বলন্ত মশাল

ভূমিষ্ঠ হবাব সাথে জ্বলন্ত মশাল
পূর্ব পুরুষেরা ইস্পাত - কঠিন - করে
দিয়ে গেছে অনির্বাণ আনন্দে-আদরে;
উদ্ভাসিয়া গেছে যত দ্বন্দ্ব - ক্ষুব্ধ ভাল।
ভ্রমে - ভয়ে ভাবি যদি জমানো জঞ্জাল
যুগাবর্তে পুঞ্জীভূত আমাদেরই তরে,
সে যে ভ্রান্তি; এ জঙ্গম পৃথ্বী - পন্থা 'পরে
চলা সত্য, — ডম্বরুতে গাহে মহাকাল।

প্রীতি - ভরে সমাদরে সর্ব - যুগই চায়
উত্তর - যুগের গতি নির্বারিত হোক;
সমস্যা - সংক্ষুব্ধ এই জঙ্গম ধরায়
ক্রম - ব্যাপ্ত হোক মহাপ্রাণের আলোক।
জ্বলন্ত মশাল - দীপ্তি যত ব্যাপ্তি পায়,
পুড়ে যায় মন - গড়া মোহেরও নির্মোক।

প্রাণের মশাল

মহাভারতেরও যুগে মন্দের - ভালোর
বহু - দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হ'ত এ সংসার;
মহাকাব্যে সংখ্যাতীত চিহ্ন আছে তা'র।
রুদ্ধ কি হ'য়েছে তবু অনন্ত আলোর
অসীম পিপাসা কভু? মহাযুদ্ধ ঘোর
ঊর্ধ্বগতি কোন দিন প্রাণের শিখার
নির্বাপিত করিতে কি পারে মৃত্তিকার?
ভীত হব কেন তবে মুখোশে কালোর?

দিয়ে যাব জন্মার্জিত প্রাণের মশাল
উত্তর পুরুষবৃন্দে করি' সমুজ্জ্বল;
সমস্যার বাত্যা হ'লে উদ্দাম উত্তাল,
ভাবিব না ব্যর্থ ভয়ে — জীবন নিষ্ফল।
শত কুরুক্ষেত্র - ঝঞ্ঝা তুচ্ছ চিরকাল;
প্রাণ - বহ্নি প্রেমোল্লাসে হাসে খল্‌খল্‌।

মোহ - মুক্তি

জন্ম মৃত্যু - চক্রে আর নহে চংক্রমণ।
আসঙ্গের রঙ্গে আর ভুলায়ো না মোরে;
বাঁধিয়ো না কামনার রাগ - রক্ত ডোরে;
শেষ করো এ জন্মেই মাগো, এ জীবন।
মাতৃ - গর্ভে বার বার করিয়া ধারণ
কত জন্মে কতবার পালিলে তো ক্রোড়ে;
আবার করিলে লুব্ধ মায়া-মূর্তি ধ'রে; —
মোহিনীরে এই বার করো আচ্ছাদন।

বিশ্ব - যোনিময়ী তুমি - ওগো বিশ্বোদরী,
জেনেছি স্বরূপ তব; ভব - পারাবারে
বাহিতে হবে না আর এই দেহ - তরী
তুমি আমি একই সত্তা; চিনেছি তোমারে।
মহামায়া - আচ্ছাদন দাও দূর করি'; —
লুপ্তি এবে জ্যোতির্ময় চির - নিরাকারে।

মাতৃধন

চিত্র - সুশোভিত সৃষ্টি - 'বাল্য শিক্ষা' পড়ো।
মা লিখিছে সৃষ্টি-সুখে বাৎসল্যের ভরে;
জন্ম - মাত্র উপহার দিলো তব করে।
বিশ্ব - বাল্য শিক্ষা - পাঠে অজ্ঞানতা হরো।
আর যত গ্রন্থ পড়ো, অহঙ্কার জড়ো
করিলে যে অজ্ঞতায়; নীরস অক্ষরে
সে তোতা কাহিনী - কথা আরও জ্ঞান হরে।
হায়, হায়! বৃথা তা'রই অনুসৃতি করো।

জগন্মাতা সন্তানেরে করিয়া সৃজন
অনুক্ষণ তা'রই চিন্তা করে যে সোহাগে;
অবিরাম আনন্দের দিতে আস্বাদন
নিদ্রা-হারা স্নেহ - পূর্ণ বিশ্ব - চক্ষু জাগে;
উত্তরাধিকার - লব্ধ মাতৃ - মহাধন —
সৃষ্টি - গ্রন্থে সবই পাবে, পড়ো অনুরাগে।

অভয় আশ্রম

পৃথিবীতে অবিশ্বাস, বিভেদ, বিভ্রম,
হিংসা - মত্ত ঘাতকতা চ'লেছে সতত।
পদে পদে ব্যর্থ করি' মানবিক ব্রত
কুরুক্ষেত্র - তান্ডবের বর্বর বিক্রম —
আত্মঘাতী পশুত্বের চক্রান্ত চরম
নষ্ট - ভ্রষ্ট করে সৃষ্টি। হিংস্র - দংষ্ট্রা যত
উগ্র লোভে হ'য়ে ওঠে উলঙ্গ উদ্ধত।
তাই চাই বিশ্ব - ব্যাপ্ত - অভয় - আশ্রম।

নিঃশঙ্ক করিতে সবে জর্জরিত ভবে
জাগো - জাগো মৈত্রী - মুগ্ধ জয়দীপ্ততায়;
চিরতরে বন্য ঘৃণ্য বিধ্বংসী আহবে
রুদ্ধ করো, মানবতা যেন মুক্তি পায়।
সর্ব - ভয় - মুক্ত হ'য়ে এ যুগেই সবে
অভয় - আশ্রম ব'লে জানুক ধরায়।

বিশ্বারণ্য

অরণ্যে ধ্বনিছে বন্য বরাহ - ঘুৎকার।
ওই শোনো, হিংস্রতার উন্মত্ত উল্লাস,
নিশাচর হায়েনার তীব্র অট্টহাস,
সিংহের গর্জন - রোলে কম্পিত কান্তার।
কা'র যবনিকা - টানা ঘন - তমিস্রার
অন্তরালে, অপ্রবেশ্য যেথায় আকাশ,
মাংসাশী হিংসক করে নিরীহে বিনাশ?
কী জঘন্য অভিসন্ধি - সংগ্রাম বাঁচার!
এই মহাসৃষ্টি - লীলা - রক্তাক্ত সমর
নিরন্তর চলিয়াছে বিশ্বারণ্য মাঝে।
শুনিছো না আর্তনাদ! স্ববিরোধী নর
অহিংসার গর্ব করা তোমারও কি সাজে?
সৃষ্টি - ধ্বংস পাশাপাশি; কে দিবে উত্তর!
অবিশ্বাসী সর্ব ঘটে মা-ই যে বিরাজে।

ভিন্ন নয়

বৈষ্ণবের বৃন্দাবন - শাক্তের শ্মশান
ভিন্ন ব'লে মনে হয়, তবু ভিন্ন নয়।
জ্যোৎস্না - ফুল্ল ব্রজ-কুঞ্জ রূপ-রসময়;
যমুনা সে রূপোল্লাসে করে কলগান
রূপার্তিতে রূপাতীত কৃষ্ণের সন্ধান
রাধা - প্রাণ অরূপের রূপে করে লয়;
নিত্য - রাস - লীলানন্দ সেথা যে অক্ষয়।
শাক্ত - পীঠে রূপগ্রাসী চিতা বহ্নিমান।

অমাবস্যা - তমিস্রায় সেথা মহাকালী
মুহুর্মুহুঃ রূপ - মোহ খড়্গে করে নাশ;
সর্ব - রূপ ধ্বংসকারী চিতা - বহ্নি জ্বালি'
চিরতরে লয় করে সর্ব - রূপোল্লাস।
ব্রজকুঞ্জ - নটবর — শ্মশান - করালী
ভিন্ন নয়, - একেরই যে অচিন্ত্য প্রকাশ।

সমাচার

মোর ভাগ্যে লেখে নাই আপাত - আরাম
সেবা - লব্ধ আশীর্বাদ করিয়া সম্বল,
মনুষ্য - প্রীতিতে প্রাণে লভি' নব বল,
আবার বন্ধুর বর্ত্মে যাত্রা করিলাম।
যতক্ষণ দৈন্য-দীর্ণ র'বে ধরা-ধাম,
বৈষম্যের — বিভ্রান্তির বিকারে ভূতল
পর্যুদস্ত আর্ত চিত্ত করিবে সজল,
চাহিনা এ শান্ত পথে ক্ষণেকও বিশ্রাম।

দুর্যোগ দুর্বার হবে, দুর্বহ ব্যথায়
পিচ্ছিল পঙ্কিল হবে শঙ্কিত সরণী;
সঙ্কট - সঙ্কীর্ণ পন্থে অকম্পিত পায়
চলার আদর্শে তবু ভাগ্য ব'লে গণি'
চলিবো জাগৃতি - বার্তা দৃপ্ত - দামামায়
আমরণ দিতে দিতে জাগাতে অবনী।

আলো চাই

অমাবস্যা - অন্ধকার অম্বর আবরে।
আশঙ্কাসঙ্কুল বর্ত্ম তমিস্রায় ভরি'
আতঙ্কিত ঘরে ঘরে ঘনায় শর্ববী;
প্রেতায়িত ছায়া যত নানা মূর্তি ধরে,
মৃত্তিকায় চতুর্দিকে আনাগোনা করে।
আলো চাই — জ্বালো আলো; থাকিবে কি করি'
এ কবন্ধ - অন্ধতায়? প্রাণের প্রহরী
জ্বালো আলো অবরুদ্ধ রিক্ত ঘরে ঘরে।

আলোর উৎস যে আলো; দীপ দীপালীরে
উল্লাসে উজ্জ্বল রাখে লক্ষ বর্তিকায়।
তিমিরে ঢাকিতে আর পারে কি পৃথ্বীরে!
অমাবস্যা আসিবেই ধূলার ধরায়;
আলোর আকাঙ্খা তাই মোহার্ত তিমিরে
তীব্র এত। আত্মদীপ কে না হ'তে চায়!

নদী - জীবন

আনন্দ না ভোলে নদী - ছন্দ নাহি ভোলে,
অবিরাম তরঙ্গের হিল্লোলে হিল্লোলে
অগ্রসর হ'তে থাকে উচ্চাবচ পথে।
সে শুধু মাতিয়া আছে জীবনের ব্রতে
আত্ম - বিলোপের সুখে। স্রোত - পথে তা'র
উর্বর করিয়া এই ক্লিষ্ট মৃত্তিকার
ধূলাকীর্ণ বালুজীর্ণ ফুটি - ফাটা প্রাণ
সে যে তা'রে করে নম্র শ্যাম - কান্তি দান।

মহাশূন্য - বিপ্লাবিত চন্দ্র-সূর্য - করে
কত নৃত্যে চিত্ত তা'র তট-প্রান্ত 'পরে
উচ্ছলিত — ঝলকিত — বিগলিত হয়।
মহোল্লাসে ঊর্মি তা'র সংকীর্তনময়
উতরোল উদধির অনন্ত বিস্তারে
মিশিয়া কৃতার্থ হয়; ধন্য সে সংসারে।

মানব - ধর্ম

চির - নিদ্রা চুপে চুপে জীবনে ঘনায়;
অলক্ষিত হিম-স্পর্শ করিয়া সঞ্চার
লুপ্ত করে স্পন্দনও সে সর্ব - চেতনার;
জীবন মরণে এসে স্তব্ধ হ'য়ে যায়।
ক্ষণ - জাগরণ তাই আলস্যে নিদ্রায়
নষ্ট ভ্রষ্ট নাহি হয় নিরর্থকতার
জড়তায় যেন কভু; যেন দুর্নিবার
কর্মোদ্দীপনার দীপ্তি কভু না মিলায়।

সুদুর্লভ নর - জন্ম। প্রতি মুহূর্তের
সদ্‌গতি করিতে হবে শুধু আমরণ।
নব নব জীবনের জীবন্ত কর্মের
প্রেরণা আবার দিবে মোদেরই জীবন।
চির - নিদ্রা - নির্বাপণে ক্ষণিক প্রাণের
লয় হয়; প্রাণ - সিন্ধু গতি চিরন্তন।

নীড় - নির্মাণ

প্রধাবন্ত - মহাকাল তরঙ্গিনী - তীরে
রঙ্গ - ভরে বিহঙ্গেরা মমত্বে অধীর
গুল্ম - ফাঁকে — বৃক্ষ - শাখে বাঁধে শান্ত নীড়;
ডিম পাড়ে, — বংশধারা রক্ষা করে ফিরে।
উড়ন্ত উল্লাস - ভরা ফাল্গুনী - সমীরে
কখনও প্রমত্ত ডানা উড্ডীন অস্থির
স্পর্শি' শুভ্র অভ্র - তীর্থে মেঘের মন্দির
আনন্দের উদ্দীপনা লভে কি রুধিরে?

কী রঙ্গিনী তরঙ্গিনী! উর্মি-লীলা তা'র
দুর্জ্ঞেয় রহস্যে নাচে। কাকলি - প্রলাপে
নেশাবিষ্ট বিহঙ্গের নীড়ের সংসার —
উড্ডীন ডানারও ছায়া উর্মি-ভঙ্গে কাঁপে।
তারপরে তা'রও চিহ্ন থাকে না তো আর; —
দ্বিজ - বংশ মাতে ফিরে জীবন - উত্তাপে।

বিশ্বরাষ্ট্রিকতা

বহু - বারি - বিক্ষোভিত ক্ষুদ্র এই ক্ষিতি
বিচিত্র বিবিধ গিরি - মরু - নদী - ভেদে
বিভক্ত নিসর্গজাত অযুত বিচ্ছেদে।
উচিত কি উৎপাদন আরও ভেদ - ভীতি?
হবে না কি সম্মিলিত গণ - জন প্রীতি
জ্বলিবে কি ব্যবচ্ছেদ - বিষায়িত খেদে?
মাতিবে কি রক্তে - রিক্ত হিংস্র নর - মেধে?
ভুলে র'বে একত্বেরও আত্ম - পরিচিতি?

যুগোত্তর সাধনায় জঙ্গম জনতা
যুক্ত রাষ্ট্র গ'ড়ে যাক পঞ্চ মহাদেশে।
যত যুক্ত রাষ্ট্র মিলে বিশ্ব - রাষ্ট্রিকতা
স্থাপুক, মিশুক ঐক্যে মহানন্দে এসে;
মহাকাশ জয়ে যেথা এত ব্যাকুলতা,
প্রাকৃত বিভেদও দূর হোক সেথা শেষে।

শ্যামাময় শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা

"রামই — কৃষ্ণ, শ্যাম — শ্যামা, আল্লাই — ঈশ্বর।
আপাত-ভিন্নতা সব শুদ্ধ সাধনায়
ধীরে ধীরে সম্বোধির প্রেমঘনতায়
একাকার হ'য়ে যায় চিত্তে নিরন্তর
সৎচিদানন্দময় সিদ্ধিতে সুন্দর।
যত মত — তত পথ; শেষে দেখা যায়
সর্ব মত — সব পন্থা একত্বে মিলায়।
এ লীলা-রহস্য-তৃপ্ত হ'তে আসে নর
ঐশী আশীর্বাদে ভবে।" — লীলানন্দ-ভরে
দ্বন্দ্বময় চরাচরে হে সিদ্ধ পুরুষ,
ঘোষিলে এ মহাবার্তা সকলেরই তরে।
মায়াচ্ছন্ন বেহুঁশের হ'ল তায় হুঁশ।
কলুষ-বিমুক্তি লাগি' নিত্য তাই স্মরে
শ্যামাময় রামকৃষ্ণ, তোমারে মানুষ।

স্বামী অভেদানন্দ-স্মরণে

দুর্ভেদ্য বিভেদ-জালে আপাত-বস্তুর
অদ্বৈত-বেদান্ত-সত্য সমাচ্ছন্ন থাকে।
মহামন্ত্র-লব্ধ-প্রজ্ঞা পুঞ্জিত মায়াকে
দীধিতিতে চিরতরে ক'রে দেয় দূর।
নিরাকার ওঙ্কারের অনাদ্যন্ত সুর
চিদানন্দময় করে স্থিতধী-সত্তাকে।
এ জৈব-জীবনও মহারসে পূর্ণ রাখে। —
মহাজ্ঞান-মহালীলা মর্ত্যে যে মধুর।

জীবে জীবে রাজে শিব। ভাবাত্মকতায়
অবস্থিতি করিবার রামকৃষ্ণাদেশ।
সেবা-ধর্ম-যোগে রূপ অরূপে মিশায়।
অভেদানন্দেতে তা'র স্ফূর্তি যে বিশেষ; —
তাই সে প্রতীক-স্মৃতি-পূজায় ধরায়
হ'তেছে অসংখ্য চিত্তে ব্রহ্মেরই উন্মেষ।

স্বামী বিবেকানন্দ

দর্শন - শ্রাস্ত্রের ছাত্র 'হেষ্টি' - সমাদৃত
নরেন্দ্র, বিবেক - বিত্ত লভিবার তরে
প্রেরণা - প্রেরিত হ'য়ে, কালী - শক্তি - বরে
হ'ল দিব্য কল্পতরু রামকৃষ্ণ - বৃত।
মরমী করমে ধৃত, হ'য়ে অবহিত
মন্ত্র লভি' ধ্যানী হ'য়ে চল - চরাচরে
সত্য - প্রেম - মুক্তি - মোক্ষ বিতরি' আদরে,
স্বল্পায়ু লাভেও হ'ল বন্দিত-পূজিত।

এ নন্দিত আনন্দিত বন্দনা - তরঙ্গ
বঙ্গ বিপ্লাবিত করি', সর্ব জাড্য হরি'
স্মরায় যে সভ্যতাই পরম প্রসঙ্গ।
বিশ্ব-ধর্ম সুরক্ষিত রয় ঈশে বরি'।
স্থানে - কালে চির - রুদ্ধ হবে তাল - ভঙ্গ—
ঐকগীতই সংস্কৃতিরে তোলে পূর্ণ করি'।

শক্তিময়ী 'নিবেদিতা' - স্মরণে

নিবেদিতা! কে করিল তারে নিবেদন?
কি কারণে — কা'র কাছে? চিন্তা করি যত,
ভাবের তরঙ্গ তত অন্তরে সতত
উদ্বেলিত হ'তে থাকে। জঙ্গম ভুবন
মনে হয় মহাশক্তি - লীলা - নিকেতন।
মানব নিমিত্ত মাত্র; বিশ্বে অবিরত
আসে — যায় স্রোত - সম, সাধে প্রাণ - ব্রত;
তা'রই নিবেদিত কর্ম করে সংসাধন।

তুঙ্গীভূত 'নিবেদিতা' নাম, — প্রাণারাম
নির্বিশেষে বিশিষ্টতা সমারোপই ভবে।
লুটাবেই সেথা তাই সবার প্রণাম;
সর্ব বল দানিবে তা' জীবন - আহবে।
নিবেদনময় হবে তা'র বিশ্বধাম,
নিবেদিছে নিবেদিতা এ সন্দেশ সবে।

শাখী - সঙ্গীত

শূন্যেরে শুনায় গান সুমহান শাখী
পত্র - করতালি সহ আনন্দের ভরে
দাঁড়ায়ে তটিনী - লগ্ন উন্মুক্ত প্রান্তরে।
শূন্য - প্রান্ত সে সঙ্গীত স্পর্শ করে নাকি!
সোহাগের সূর্য - বৃষ্টি করে থাকি' থাকি',
কখনও মেঘের ছায়া স্নেহ - সমাদরে
ধরে শূন্য, অবিরল আনন্দাশ্রু ঝরে,
কভু রাখে তমিস্রায় আপনারে ঢাকি'।

কৌতুকের - সোহাগের অজস্র উৎসার
বিটপীর সূক্ষ্ম সত্তা করে ভরপুর,
শূন্যে তাই নিবেদিত সঙ্গীত - ঝঙ্কার
[illegible] আহ্লাদের — সন্তোষের সুর।
পথচারী আলাপন শোনে যতবার
তা'রও চিত্তে বাজে সেই ধ্বনি সুমধুর।

বৃক্ষের চন্দ্রিকা পান

চন্দ্রালোক করে পান বৃক্ষেরা নীরবে
সারা রাত্রি সুখে শাখা - পত্র বিস্তারিয়া,
বায়ুবাহী হিমরেণু ধীরে আস্বাদিয়া,
চুপে চুপে; থরে থরে শোভান্বিত সবে
নিস্তরঙ্গ নদী - তীরে — শান্তি - স্নাত ভবে।
জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ নয়ন মেলিয়া
সানন্দে হেরিছে দৃশ্য; রোমাঞ্চিত হিয়া
সহসা জাগিয়া কোন্ মহাদৃষ্টি লভে!

অন্ধকারে চন্দ্রালোক — অমৃত - আহার
যা'র তা'র ভাগ্যে তা' যে মর্ত্যে নাহি মেলে;
যে পারে সর্বস্ব দিতে সেবায় সবার
ফলে পুষ্পে যে-ই দেয় মহানন্দে ঢেলে
সর্বভাবে আপনারে, তা'রই সাধনার
হেন সিদ্ধি; ধন্য জন্ম হেন প্রাণ পেলে।

মরু-পাদপের মর্ম-কথা

জল — জল — কোথা জল — কোথা প্রস্রবণ-
কোথায় জলদ-দল নীলাভ্র-বিহারী!
শুষ্ক মরু-বালুপুঞ্জ দিগন্ত-বিস্তারী
জীবন-হননকারী জ্বলে অনুক্ষণ।
মাঝে — মাঝে মরু-ঝঞ্ঝা নির্মম পীড়ন
করিতে— করিতে প্রাণ নিতে চায় কাড়ি'।
অগ্নি-বর্ষী সূর্য-তাপ সহিতে কি পারি! —
তবু সেই বহ্নি-লাভা উদ্‌গারে তপন।

এই পরিমন্ডলের মাঝে মর্ম-মূল
তবু বিস্তারিয়া যাই মরুর গভীরে;
সলিলের সঞ্জীবনী সরস অতুল
যদি কভু মিলে যায়! শীর্ণ শাখী-শিরে
ভুলেও ফুটিয়া যদি ওঠে কভু ফুল! —
মরীচিকা পরিণত হয় যদি নীরে!

তড়াগ-তটের শাখী

সলিল-মুকুরে শাখী মূর্তি দেখে তা'র
তড়াগের তট-লগ্ন থাকি' মহা সুখে
তড়াগের বক্ষে মেঘ সলিল-সম্ভার
ঝরায় আনন্দ-ভরে। মহাশূন্য বুকে
অসীমের স্পর্শে ফুল্ল মেঘও অনিবার।
সহজ সংযোগে সবে বিশ্বের সম্মুখে
মিতালি বিস্তার করে চির-চমৎকার।
মহালীলা কোন দিন যাবে না তো চুকে।
সৃষ্টি-রহস্যের স্বাদ পেলে কভু আর
আহ্লাদের লয় নাই; সত্তায়-সত্তায়
সহজাত সূক্ষ্ম-প্রীতি-লীলা কী অপার!
এ লীলার পরিমাপ কভু করা যায়!
ধন্য এই নর-জন্ম — ধন্য এ সংসার —
পত্র-পুঞ্জে নিত্য শাখী এই গানই গায়।

ডিগ্রির চোতা

এ দিয়ে কী হবে! এ যে ডিগ্রির চোতা
জীবিকা লাভের ছল-ভরা হাতিয়ার;
পাড়ি দিতে গেলে জীবনের পারাবার
ভীত হয় মন, পাড়ি দিতে নারে সোঁতা,
সর্ব-ভাবেই আহরণ এত ভোঁতা।
বাড়িয়ে কেবলই বৃথা দম্ভের ভার
সাঁতার না শিখে নদী হ'তে চাই পার।
মুখস্থ বুলি, মৌলিক ভাবে তোতা।

হাতেনাতে যদি বিদ্যা না শেখা যায়,
অহংকৃতের তাসের সৌধ-গড়া
এ জীবন-পথে বার বার শুধু হায়
ব্যর্থই হবে; ভুলও পড়িবেই ধরা।
আঁখি-জলে শেষে খেয়া-ঘাটে সন্ধ্যায়
আত্মঘাতেই নিদারুণ হবে মরা।

বস্তুবিলাসী

বস্তুবিলাসীর কথা বোলো না—বোলো না!
তা'রা শুধু চিনিয়াছে তাল-তাল সোনা।
ভূজঠর ভিন্ন করি' ঘৃণ্য হিংসা-ভরে
খনির ঘুমন্ত সোনা ক্লেদ-ক্লিন্ন করে
ছিন্ন করি' আনি' তা'রা মদমত্ততায়
দাপাদাপি করে নিত্য সহিষ্ণু ধরায়।
মুনাফা-শিকারী তা'রা; গড়ি' করখানা
শ্রমিক-শোণিত শুষি' ছলে ষোল-আনা
থিতায়ে সে রক্ত-ধার স্বর্ণ-খণ্ড গড়ে।
নর-রক্ত পরিণত হয় যে মোহরে।
সে মোহর ব্যাঙ্কে—ব্যাঙ্কে করি' আমানত
লভে মেকী সভ্যতায় খেতাব-মহৎ।
বস্তু-ফাঁস ফাঁসি হ'য়ে শেষে একদিন
বস্তুবিলাসীরে করে বিপ্লবে বিলীন।

চিড়িয়াখানার জীব

অধ্যাপক-দলে সৃজি' পক্ষ প্রতিপক্ষ
আলগোছে অবিরত হাঙর-অধ্যক্ষ
এর ওর হস্ত—পদ কেটে নিতে থাকে;
অবশেষে কামড়েরই লোভে পায় তা'কে।
গভীর জলের এই হিংস্র জানোয়ার
উপায় এ ভাবে করে আপন খাবার।
এই তা'র শৃঙ্খলার নতুন নমুনা।
এই তা'র লৌল্য-ভরা জোলো পড়াশুনা।

হাঙর-অধ্যক্ষ হয় ডাঙর যখন,
ক্ষুধা আরও বাড়ে তা'র; উদর তখন
বাড়িতে—বাড়িতে হয় কুমীরের প্রায়;
কখনও কখনও শেষে ঘাটে আঘাটায়
ধরা পড়ে সকলের প্রয়াস-গৌরবে,
চিড়িয়াখানায় তা'রে নিয়ে আসে সবে।

কেতাবী ডাক্তার

সে কহিল চুপে চুপে করি' ফিস্-ফিস্ :
দিয়ে শেষে এক-ধামা ধোঁয়াটে 'থিসিস্'
হ'য়েছে সে ধামাধরা কেতাবী ডাক্তার।
সহিতে না পারি' ঝাঁজ মেজাজী বিদ্যার
চালাতে সে চায় তা'র ভেজাল রসদ।
দ্বিপদের বদলে সে লভি' চতুষ্পদ
অলঙ্কৃত করিবেই বিশ্ববিদ্যাগার।
ডিগ্রির দৌলতে জমে অজ্ঞেরও পসার।

হাতুড়ে হ'লেও, তবু ডাক্তার তো বটে;
কাগুজে বিদ্যায় হেথা খ্যাতিও যে রটে।
ভাবী শ্যালকের লভি' হামেশা কুর্নিশ
ডাক্তার সে হ'ল দিয়ে গণ্ডল 'থিসিস্'।
হেন রত্ন 'থ্রম্বসিসে' অক্কা যদি পায়,
এ দেশের বৈদগ্ধ্যের কি যে হবে হায়!

দশমহাবিদ্যা

শব-রূপী শিব-বুকে চির-নৃত্যরতা
ভৈরবী — ভুবনেশ্বরী — মাতঙ্গী — কমলা —
ছিন্নমস্তা — ধূমাবতী — ষোড়শী — বগলা —
কালী — তারা সৃষ্টি — লয়ে নিয়ত উদ্যতা।
আদি-অন্ত-হারা কালে রাজে অজ্ঞেয়তা।
আদ্যা মহাবিদ্যা দশ রূপেই বৎসলা —
প্রজ্ঞাদাত্রী; কৃপা করে হিয়া সমুজ্জ্বলা,
ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাই বিশ্বে বীভৎসতা।

তন্ত্রে — মন্ত্রে শক্তি-বরে হ'তে কালোত্তর,
সাধনা-নিরত নর নানা মূরতিতে
আদ্যারে নেহারে, দিগম্বরী — দিগম্বর
অর্ধ-নারীশ্বর-রূপে ধরা দেয় চিতে—
এ বিশ্ব-শ্মশান-পীঠে ভীষণ — সুন্দর;
তুষ্ট করে কাল-ক্লিষ্টে অমেয় অমৃতে।

ছিন্নমস্তা

লক্ষ লক্ষ প্রজ্বলন্ত চিতা ভয়ঙ্কর;
ব্যোম - ব্যাপ্ত অগ্নি - ধূমে ব্রহ্মাণ্ড - শ্মশান
ধূম্র - নীল তাম্র বর্ণ চির - বহ্নিমান;-
কঙ্কাল - করোটি - অস্থিপূর্ণ চরাচর।
ভীষণ সে ধ্বংস - ক্ষেত্র বীভৎস সুন্দর।
পাষণ্ড চন্ডতা সেথা নিষ্ঠুর নিষ্প্রাণ।
উদ্ভাসিয়া সংহারের সেই পীঠ-স্থান
মুন্ড-হীন রক্ত-স্রাবী ভীম কলেবর;
খর্পরে বিচ্ছিন্ন - মুণ্ড, লোল রসনায়
অনর্গল রক্ত - ধারা লুব্ধতার ভরে
তৃপ্তি - সুখে পান করে; রক্তের ধারায়
চিতা - বহ্নি শত গুণ রক্ত-মূর্তি ধরে।
ছিন্ন-মস্তা রূপও মা'র, শ্মশান আভায়
দেখায় সে আচম্বিতে সন্তানে আদরে।

মহাকালী

চিতা-বহ্নি-প্রজ্জ্বলন্ত ভীষণ শ্মশানে
করালী কালীর পূজা অমাবস্যা রাতে
অনুষ্ঠিত হয় যবে, নির্ভয়ে তাহাতে
যোগ দিয়ে জেনে নিয়ো জীবনের মানে।
মৃত্যু-ভীতি অর্থহীন — এ সত্য যে জানে
দু'দণ্ডের দেহ-রূপে মোহের মৌতাতে
হয় না সে সমুদ্‌ভ্রান্ত। সহস্র সংঘাতে
অবিচল গতি তা'র সত্যেরই সন্ধানে।

মহাসত্য দ্বন্দ্বময রূপ বিশ্বে ধরে।
শ্মশান-কালীতে স্তুত ধ্বংসেরই প্রতীক।
চারিধার যবে স্তব্ধ তমিস্রায় ভরে,
তাহারই অন্তরে আলো করে ঝিক্‌মিক্; —
এই শুভ বার্তা সবে জানাবারই তরে
সৃষ্টি করে লীলাময়ী আঁধার অলীক।

শিব - লিঙ্গ

শিব - লিঙ্গ সৃজনের সাকার প্রতীক।
নিত্য - তরঙ্গিত এই জন্ম - জলধির
ঊর্মি - রঙ্গ উত্তরিলে, আছে দিব্য তীর।
ভব - সিন্ধু পার হ'তে মানব - পথিক
ব্যস্ত তাই; সৃষ্টি-চক্রে ব্যাপ্ত চতুর্দিক;
এই সৃষ্টি - প্রহেলিকা সত্তারে অথির
করে শুধু; ঘুচে না যে মোহের তিমির।
শিব - লিঙ্গ ধ্রুব - তারা চির - অনিমিখ।

সেই শিব - লিঙ্গে যোগী সর্ব - সত্তা তা'র
সমর্পিয়া সৃষ্টি - মূল সংহার যে করে।
জন্ম - মৃত্যু - মায়াকীর্ণ জঙ্গম সংসার
আর তা'রে ভুলাবেনা কভু চরাচরে।
শিব - লিঙ্গ — সৃষ্টি - মূল প্রতীক সাকার; -
ধ্যানে তা'র জাগে শিব জীবের ভিতরে।

কবিতা-নিকুঞ্জে রাজো অয়ি চতুর্দশী,
বল্কল-বসনা! ধ্বনি তব মর্মে পশি'
করে মুগ্ধ; তুমি বুঝি সনেট-সুন্দরি!
অনঙ্গ তোমার অঙ্গে উঠিছে শিহরি';—
নগ্ন হ'য়ে স্তন দুটী পড়ে বারংবার,
নগ্ন হয় ক্ষীণ কটী, সৌন্দর্য-সম্ভার
বহে সুখে শ্যাম শষ্প। বন পুষ্প-হার,
ব্রততীর কম শোভা, শ্যাম-রাধিকার
যুগল-মিলন-মূর্তি অবয়বে তব।
সর্বাঙ্গের কাম্য শোভা অতি অভিনব;
প্রেম-রস জাগে কবি-চিত্তে, পরশের
চঞ্চল পিয়াসা। আসি' তব হৃদয়ের
অতি কাছে কবি করে রূপের স্তবন;
এই চতুর্দশী হরে রসিকেরই মন।

কবিতা

কবিতা আত্মার গন্ধ আনন্দ-বিহ্বল,
স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমাপ্লুত শুভ্র অশ্রুধার,
আহ্লাদিত দীপ্তি যেন অভ্র-তারকার,
সারদার অর্চনার প্রফুল্ল কমল।
যোগীর প্রার্থিত বুঝি মুক্তি-মোক্ষ-ফল;
জানি না কেমন সত্তা পরিপূর্ণতার,—
মুক্ত-পক্ষ কবিতার সঙ্গমে সংসার
তা'রই উপলব্ধি বুঝি লভে অবিরল।

যুগ-যুগ-প্রধাবন্ত নিরবধি কাল,
দেশে-দেশে-পরিব্যাপ্ত নির্বারিত স্থান,
মানবের সভ্যতার স্বপ্ন সুবিশাল,
কবিতারই মহাভাব-রসে করি'-স্নান
অনর্গল হয় শুধু উল্লাসে উত্তাল।
প্রাণারাম প্রেরণায় কাব্য অনির্বাণ।

সঙ্গীত

কথার সমাপ্তি যেথা, সুরের সূচনা
নিত্য - ব্যঞ্জনায় - ভরা সেই চিত্ত - তলে।
অবাচ্যেরে আত্মা বুঝি রুদ্র - কুতূহলে
সুরের তাণ্ডবে করে দীপ্ত আবাধনা।
আত্মারে হেরিতে, মূর্ত উন্মত্ত বন্দনা
আত্মারই অতল হ'তে হেথা ভূমণ্ডলে
নাদ - ব্রহ্ম - নট - নৃত্যে চলে পলে পলে;
সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত — ধৃত তা'রই যে মূর্চ্ছনা।

সঙ্গীতের ধ্রুবপদী - খেয়ালী সম্ভোগে
সুর - সূর্য - দীপ্তি ঝরে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
অনুদাত্ত - স্বরিতের - উদাত্তের যোগে
আত্ম - রস - পানে তৃপ্ত হয় দৃপ্ত হিয়া।
গীত - শব্দ - সিন্ধু - রঙ্গে তরঙ্গ - উদ্যোগে
সর্ব - সাকারতা যায় অদ্বৈতে গলিয়া।

গীতি - কবি

গীতি - কবি স্বল্পতম শব্দের প্রতীকে
মুহুর্মুহুঃ রূপ - কল্প বিরচিয়া চলে
লীলা - মুগ্ধ মহাবিশ্বে নিত্য কুতূহলে।
লক্ষ বিম্বে - প্রতিবিম্বে প্রেমে সত্তাটিকে
বিচ্ছুরিত — বিস্ফারিত করি' চতুর্দিকে
ক্রমাগত - সৃষ্ট রূপ প্রজ্ঞা - প্রীতি - বলে
অতিক্রম ক'রে ক'রে চলে পলে পলে
সুসমৃদ্ধ করে কাব্যে মহাপৃথিবীকে।

বুদ্ধি - জাত যুক্তি যায় বোধিতে চূর্ণিয়া
বিগলিত মহাভাবে গলায়ে রসায়ে
অহরহ - সৃষ্ট যত ধ্বনি-রূপ দিয়া
আনন্দ - মানসী - মূর্তি সর্ব - সমবায়ে
গড়িতে গড়িতে তৃপ্ত অতৃপ্ত সে হিয়া।
সৃজ্যমান সৃষ্টি তা'রে রাখে যে ভুলায়ে।

ধ্বনি - ধন্য

ধ্বনি কি শোনো না! সে ডাকে তোমারে পথে।
ঘরে থাকিয়ো না, পথেতে বাহির হও;
তা'র সে ডাকের ইশারাটি পথে লও;
মাতো মধুময় তাহার প্রীতির ব্রতে।
জীবন - দোলায় দুলায়ে সে নানা মতে
ভুবনে এনেছে; তুমি তো অবুঝ নও,
পথে পথে তা'র প্রীতির কথাটি কও;
শুনুক্ সে কথা তব কাছে শতে শতে।

জনতা - মিছিল পথে পথে যত চলে,
তা'র সাথে চলো; ডেকে ডেকে শুধু বলো,—
তা'রই ধ্বনিময় — বাণীময় ধরাতলে,
পরম সে প্রেম করিছে যে ঝলোমলো।
প্রীতি - ফুল - মালা সবাই সবার গলে
পরায়ে পরায়ে তা'রই গান গেয়ে চলো।

কবি - তীর্থ

কবি - তীর্থে চলো যাই আহ্লাদে — আগ্রহে।
ভূমণ্ডলে সে তীর্থের তুলনা কি মেলে!
কল্পনা সেথায় যায় দ্যুতি নিত্য ঢেলে।
মর্ত্য-তীর্থ, — তবু যেন এ মর্ত্যেরই নহে।
অনির্বাচ্য লাবণ্যের ধারা সেথা বহে;
অনিন্দ্য আনন্দে কা'রা দিব্য ছায়া ফেলে
জ্যোতিষ্ক - দীপালী চলে চুপে চুপে জ্বেলে;
কাব্য - সুধা - স্বাদে সবে সেথা মগ্ন রহে।

গ্রন্থে — গ্রন্থে কবি - তীর্থ - সঞ্চিত সলিলে
শাশ্বত তৃষ্ণারও তৃপ্তি লভে বিশ্বজন;
এ নিখিলে এত মিল তাই দিলে দিলে;
সমপ্রাণতায় পূর্ণ সবারই জীবন।
স্থান - কাল - পাত্র-ভেদ আছে যে নিখিলে,
সর্ব - ভেদ - সাম্যে কবি - তীর্থ অতুলন।

মহাশিল্পী-বক্ষ

লক্ষ লক্ষ কল্পনার যে-বক্ষে উদয়,
মুহুর্মুহুঃ আনন্দের — বেদনার ভরে
অনিন্দিত অভিনব শিল্প-মূর্তি ধরে
যে-বক্ষের অন্তরালে কল্পনা নিচয়,
সে-বক্ষের মাধুর্যের তুলনা কি হয়!
অমূল্য মানব-প্রেম পৃথিবীর 'পরে;
নিত্য-আন্দোলিত সেই বক্ষের ভিতরে
হয় না কি সেই প্রেমই আরও স্বাদময়?
সেই মহাশিল্পী-বক্ষ যা' প্রিয়া-নিলয়,
ধন্য সেই নিরূপমা। অপূর্ব আদরে
স্পন্দিত — নন্দিত সে যে, শিল্প সূক্ষ্ম করে
ব্যঞ্জনা-বন্দিত সদা। আহ্লাদ অক্ষয়
লয়হীন তা'র মাঝে; আমৃত্যু বিস্ময়; —
এত ভাগ্যবতী আর কে বা চরাচরে!

অন্তর-চিত্রশালা

চিত্রশালা বুঝি সব মানবেব মন!
শত শত স্মৃতি-চিত্র টানানো সেথায,
তাই যেই কর্ম-ফাঁকে অবসর পায়
নিরালায় ব'সে বুঝি করে নিরীক্ষণ।
যত দিন যেতে থাকে — যাপে সে জীবন,
তত আবও অগণিত চিত্র জ'মে যায়।
অবশেষে ধীরে — ধীরে সায়াহ্ন ঘনায়;
চিত্রেও নামিতে থাকে ছায়া-আবরণ।

স্মৃতি-চিত্রশালা যদি না হোতো মানস
ফুরাতো না কল্পনার মায়াজাল বোনা?
উবিয়া যেতো না যত জীবনের রস?
ব্যঞ্জনা-মাখানো যত বর্ণালীর সোনা
উরস পরশি' কভু জাগাতো রভস?
আমৃত্যু সুখেই হোথা করি আনাগোনা।

প্রজাপতি

এত বর্ণে পক্ষ দু'টি পরম লীলায়
রঞ্জিল যে অনুরাগে, চাহেনি সে জন —
তোমারে করুক সবে সুখে নিরীক্ষণ?
কা'র চিত্ত ভরিবে না প্রীতি - মুগ্ধতায়
ওগো কান্ত প্রজাপতি, হেরিয়া তোমায়!
শত পুষ্পে রমনীয় এ শান্ত কানন; —
মনে হয়, তা'রও তুমি শ্রেষ্ঠ আভরণ।
স্রষ্টারে তোমারে হেরি' মনে প'ড়ে যায়।

রূপ দিয়া — গুণ দিয়া — মধুরিমা দিয়া
সে ভ'রেছে অফুরন্ত বিশ্বের ভান্ডার;
কী ভাবে তাহারে হেথা রহিব ভুলিয়া!
কোটি কোটি সৃষ্টি শুধু ঘোষে কীর্তি তা'র।
প্রজাপতি কী আশ্চর্য! ব্রহ্মান্ড ভরিয়া
অজানিতে করে তা'রই আহ্লাদ প্রচার।

কীট

সিন্ধু - সৈকতের বালু গণিতে কে পারে?
কে গণিবে যত কীট এই পৃথিবীর!
অর্বুদ অর্বুদ তা'রা, বিচিত্র সৃষ্টির
উল্লাসের বার্তাবহ; নিত্য - চেতনারে
সপ্রকাশ করে তা'রা হেথা চারি ধারে।
চতুর্দিকে অফুরন্ত তাহাদের ভিড়
অজস্র সহস্র বর্ণ - আকৃতি - শরীর -
প্রকৃতি, মানায় হার কল্পনা-চিন্তারে।

কে শত্রু - কে মিত্র তা'রা মানব - সত্তার,
সে কথা ভুলিয়া যবে মহাপ্রাণোল্লাসে
সংখ্যাতীত তাহাদের হেরি অনিবার,
সৃজন - বিস্ময়ে প্রাণ স্তব্ধ হ'য়ে আসে।
সূক্ষ্ম — স্থূল অগণিত প্রাণ - সিন্ধু - ধার
মৃত্যুহীন প্রাণ - কথা সতত প্রকাশে।

পিপীলিকা

অবাক নয়নে নিত্য হেরি গৃহাঙ্গণে
পথে-ঘাটে মায়ামাখা আলোকে ছায়ায়
শ্রেণীবদ্ধ পিপীলিকা আসে আর যায়।
কর্মব্যস্ততায় তা'রা বিচিত্র ভুবনে
নিঃশব্দ সৌন্দর্য রক্ষা করি' সর্ব ক্ষণে
অভিনব মৈত্রীপূর্ণ সহযোগিতায়
লক্ষ লক্ষ মিলে মিশে ঢিবিও গড়ায়।
ধন্য তা'রা ধরণীতে অপূর্ব মিলনে।

প্রতিরোধী শক্তি-চক্রে পর্যুদস্ত করি'
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে রাখে বংশধারাটিরে;
অস্তিত্ব যে মহাকালও নিতে নারে হরি';
অতিশয় ক্ষুদ্র, তবু একত্বে সুধীরে
যে কাণ্ড করিতে থাকে, যত তা-ই স্মরি,
বিস্ময় না এসে পারে চিত্ত-লোক ঘিরে!

বল্মীক

অগণিত উই-পোকা অন্ধ অনুরাগে
বল্মীক গড়িয়া তোলে; মৃত্তিকার তলে
এক-যোগে এক-ভাবে তাহারা সকলে
সারা বেলা সম-কর্মে সম-প্রাণে জাগে।
ঢিপি-গড়া লক্ষ্যটিরে রাখি' পুরোভাগে
নিজ নিজ স্বার্থ সবে বিসর্জিয়া চলে;
আজীবন মহোল্লাসে তা'রা দলে দলে
সঙ্ঘ-সেবা-ধর্মে মাতে সকলের আগে।
অতি তুচ্ছ, তবু তা'রা কর্ম-প্রেরণায়
স্তম্ভিত-বিস্মিত করে বিজ্ঞ মানবেরে।
গণ্য তা'রা একনিষ্ঠ দলবদ্ধতায়;
শৃঙ্খলা শিখাতে পারে সর্ব জগতেরে।
বার্ধক্যেরও আয়ু তা'রা সঙ্ঘের সেবায়
ঢেলে যায়, মানে না তো মিথ্যা মরণেরে।

শুঁয়াপোকা

লোমশ শরীর নিয়া ধীরে — অতি ধীরে
বুকে ভর দিয়া চলে শুঁয়াপোকা সুখে;
বাধা কিছু পড়ে যদি পথের সমুখে
সঙ্কুচিত করি' তা'র শঙ্কিত শরীরে
যত দূর দৃষ্টি যায় ক্ষুদ্র পুঞ্জাক্ষিরে
প্রসারিয়া চলে তবু আশা-ভরা বুকে।
উচ্চাবচ পথ-বাধা গেলে শেষে চুকে
এলায়ে আলসে দেয় কৃষ্ণ কায়াটিরে।

জীব-তত্ত্ব গবেষণে কাটে মোর দিন,
শুঁয়াপোকারেও তাই করি সমাদর;
জীবনের অভিব্যক্তি এত সীমাহীন;
বিস্ময়ে অন্তর মোর ভরে নিরন্তর;
প্রাণ-রঙ্গে কোটি কীটও চির অমলিন —
প্রাণোর্মি-বিভঙ্গে ভরা সিন্ধু-চরাচর!

পোকা

কিল্‌বিল্‌ করে পোকা জলের ভিতরে :
কী রহস্য! এত পোকা কোথা হ'তে আসে?
সলিলে সাঁতার কাটে, মহোল্লাসে ভাসে;
মিলিয়া মিছিলে সবে উদ্যমের ভরে
ক্লেদ-পঙ্ক-পূর্ণ জলে বিচরণ করে।
যে গলিত জঞ্জালের দুর্বাসিত বাসে
শ্বাসও হয় রুদ্ধ-প্রায়, প্রাণও কাঁপে ত্রাসে,
কী বিচিত্র! সেথা পোকা পূর্ণ-কান্তি ধরে।

অফুরন্ত প্রাণ-লীলা হেরিতে — হেরিতে
বিস্মিত-বিমূঢ় শুধু হই পলে-পলে।
সংখ্যা-হারা পরিবেশে সদা সর্ব ভিতে
সংহারক — সংবর্ধক প্রাণেরা ভূতলে
যা'র যা'র রঙ্গ যত দেখায়ে চকিতে
জন্ম-মৃত্যু-তরঙ্গেতে তরঙ্গিয়া চলে।

মৌমাছি

মৌমাছি গুঞ্জন করে। সুরের ঝঙ্কার
পুষ্পে-পুষ্পে কী রোমাঞ্চ সঞ্চারিয়া যায়!
অমনই আনন্দাবেগে যে-জন ধরায়
গুঞ্জরিয়া যেতে পারে শুধু অনিবার,
নিশ্চিত সে মধু লভে মুগ্ধ বসুধার;—
তা'র আহ্লাদের আর অবধি কে পায়!
গান শুনাতেই আসি মোরা মৃত্তিকায়;
যত গাই, তত মধু দেয় যে সংসার।

গান গাহিবার শক্তি মৈত্রী-বলে পাই;
মৈত্রীতে মালঞ্চ-সম বিশ্ব মনে হয়।
দু'দণ্ডের জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই;
ভালোবাসা সকলেরে দিতে লীলাময়
জন্ম দিলো; মৌমাছির মধু-ব্রত তাই
পালিতে—পালিতে যেন আয়ু হয় লয়।

ফড়িং

ধরিতে চেয়ো না রম্য ফড়িংটিরে;
সবুজ পাতায় বসিতে সুযোগ দাও;
দেখো তা'র ওড়া—কৌতুক যা'তে পাও;
স্বেচ্ছা-সুখেই উড়িবে সে ফিরে—ফিরে,—
কভু উল্লাসে, শান্ত সমীরে ধীরে
কখনও আয়েশে,—সব কিছু দেখে যাও;
উড্ডীনতার উৎসাহ-স্বাদও নাও;
ওড়ে,—বসে সে যে তা'রই পরিবেশ ঘিরে।

পতঙ্গ-প্রাণ ক্ষীণজীবী, তবু সুখে
বাঁচার—বাড়ার তাগিদেই চলে—ফেরে;
বংশ-ধারাও রেখে যায় মহী-বুকে
কুতূহলী করি' উৎসুক মানবেরে।
উদয়-বিলয় যায় না যদিও চুকে,
স্মরণে মরণ নিতে নারে কভু কেড়ে।

মশার গান

নিস্তরঙ্গ বদ্ধ জলা এখন মুখর
মশার মধুর গানে। দলে দলে তা'রা
ঝোপে ঝাড়ে চারিধারে জাগাইয়া সাড়া
বাতাসে ভাসায় সুখে স্বরের লহর।
অন্ধকার ধীরে ধীরে হ'লে গাঢ়তর,
তা'দের যাবে না দেখা; শুধু শব্দ-ধারা
সুখ-সুপ্ত শর্বরীর প্রাণের কিনারা
স্পর্শ ক'রে ক'রে যাবে সমৃদ্ধ সুন্দর।

সমীর-নির্ভর শব্দ ভেসে ভেসে যায়;
কিছু তার হেথা হোথা ছলকিয়া পড়ে,—
নক্ষত্র-চুম্বিত জলে, বন-গুল্ম গায়,
পুষ্প-গুচ্ছ-সমাকীর্ণ পল্লবের স্তরে।
দংশক মশক-শব্দে ঝিঁঝিঁরা ঝিমায়;
বদ্ধ জলা পোষে মশা তাই কি আদরে!

পতঙ্গ-রঙ্গ

কোটি কীট-পতঙ্গের লীলা-রঙ্গ হেরি'
রোমাঞ্চ হবে না কা'র! বিস্ময় অপার
কা'র চিত্তে বার বার সৃজন-লীলার
বুনিবে না ইন্দ্রজাল! এই মর্ত্য ঘেরি'—
মানুষের নয়নের চারিধার বেড়ি'
ওরা নিত্য নৃত্যশীল; বিপুল বিস্তার
স্রোত-পারা, নাহি যেন কভু থামিবার;
মৃত্যু হ'লে, জন্ম নিতে নাহি [illegible]

নিঃসঙ্গ হেরিলে কভু ক্ষুদ্র মনে হবে
তুচ্ছ তাই করে নর কীট-পতঙ্গেরে
যৌথ-ভাবে অফুরন্ত প্রাণের বৈভবে
মুগ্ধ ওরা করিবে না কোন্ মানুষেরে?
এক-যোগে অগণিত তারা হেরি' নভে
যে বিস্ময়, সে বিস্ময় ঘিরেছে ওদেরে।

পতঙ্গপুঞ্জ

পতঙ্গেরা মোর ঘরে বেআদবি করে
আলো জ্বালালেই তা'রা ঝাঁকে-ঝাঁকে আসি'
দেয়ালে — দেয়ালে বসে শোভা পরকাশি'
আলোকেরে আলিঙ্গিতে চাহে সমাদরে।
সহজাত আকর্ষণ সুন্দরের তরে
তা'দের উদ্‌ভ্রান্ত করে? দেয় কি বিনাশি'
সর্ব বাধা — সর্ব ভয়? আলোকেরও হাসি
তা'দের হেরিলে আরও বেশি বুঝি ঝরে?

পতঙ্গের দু'দণ্ডের ওই প্রাণোল্লাস
ভালো কা'র লাগিবে না! আলোর উচ্ছ্বাসে
কা'র প্রাণে অজানিত অপূর্ব উল্লাস
জাগিবে না! ভালোবাসা কে না ভালোবাসে!
পতঙ্গেরা উচ্ছ্বসিয়া মানস-আকাশ
নিত্য বেআদবি যেন করে মহোল্লাসে।

ঝিমন্ত মৌমাছি

আফিম-ফুলের 'পরে মৌমাছি যখন
বসিলো আসিয়া সুখে মধুর আশায়,
আফিমের নেশা-ধরা তন্দ্রাতুর বায়
পরশিয়া গেলো বুঝি; কী এক স্বপন
আবেশের — আবেগের রোমাঞ্চে মোহন
আতুর করিলো তা'রে! তা'র সারা গায়
ঢুলে-পড়া ঘুম যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়;
ঘুমাচ্ছন্ন করে শেষে পুষ্পেরও চুম্বন।

এ কী হ'ল! এত ঘুম কোথা হ'তে আসে!
পরাগ-মাখানো পাখা ঢুলে-ঢুলে পড়ে।
ঘুমের আলস্য মিশে বাতাসে-বাতাসে
সঞ্চারিত হ'তে থাকে সত্তার ভিতরে।
ঝিমানোর ফাঁকে সে কি ভাষে না আভাসে :
ঘুম নিয়ে চুপে চুপে বেসাতি কে করে!

অক্সিজেন

বর্ণ - বাস স্বাদ - রূপ কী আছে বা তা'র!
তবু তা'র প্রসাদেই চলন্ত জীবন।
দহন - বিহনে হবে কিসে বিবর্তন! —
সে - দহনে সাহায্য সে করে অনিবার।
সলিলে, সমীরে থাকি' জড় মৃত্তিকার
যত ভার দূরীভূত করে অনুক্ষণ;
রূপান্তর তরে তা'র যত আলোড়ন;
চুপে চুপে চংক্রমিত করে সে সংসার।

বুঝিবার সাধ্য কা'র তাহার অভ্যাস! —
নিরবধি দহনের শক্তি সে যোগায়;
ভারসাম্য রক্ষা করি' অক্সিজেন - গ্যাস
সৃষ্টি - ধারা অব্যাহত রাখে বসুধায়;
বিশ্ব - সংরক্ষণে চাই সম্যক সন্ন্যাস, —
জ্বলা - জ্বালা একাকার সে মহালীলায়।

হাইড্রোজেন

অগ্নির স্ফুলিঙ্গ - মাত্র অঙ্গ পরশিলে
সে আসঙ্গ - রঙ্গে সর্ব সত্তা অনিবার
বহ্নিময় হয় শুধু; আনন্দ তাহার
অনির্বাচ্য বস্তু - কীর্ণ এ রুক্ষ নিখিলে।
গরমিলে মিলাইয়া প্রেম দিলে দিলে
দীপালী জ্বালায়ে তোলে; জ্বলার — জ্বালার
সে যে ভাব - সম্মিলন কি বা চমৎকার,
অমিলের মিলে আর মিলের অমিলে।

ধ্বংসকর বিস্ফোরণে তীব্র অগ্ন্যুদ্‌গারে
প্রলয় ঘটায় কভু দগ্ধিয়া ভূতল;
স্বাদ - গন্ধ - বর্ণ - হীন লঘু ভাবি যা'রে
অক্সিজেন সাথে মিশে সে-ও হয় জল।
আত্মার রহস্য যত কে নির্ণিতে পারে!
শুধু বুঝি, প্রেম করে আকাশ - পাগল।

থার্মোমিটার

তাপমান যন্ত্র কত মানব-নির্মিত
ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা করে নির্ধারণ।
বিশ্ব ভরি' যত চুল্লী জ্বলে অগণন,
যত তাপ সর্ব দিকে হয় সংবাহিত
মুহূর্তেকে মাত্রা সবই যথার্থ নির্ণীত
তাপমান যন্ত্রে হবে। চলন, বহন,
বিকিরণ, তাপশক্তি-জাত সংবেদন
স্থূল-সূক্ষ্ম কভু কি তা' থাকে অবিদিত?

প্রেমোত্তাপ প্রাণে—প্রাণে তবু অবিরাম
যত দাহ দুর্নিবার আনিতেই থাকে,—
সম্ভব কি হ'তে পাবে পরিমাপ তা'র?
নিত্য বহ্নি-জ্বালা বহি' যত মনস্কাম,
স্ফুলিঙ্গে ফুল্লতা লভে, পন্থা-বাঁকে-বাঁকে
আঁকে স্বপ্ন,—সাধ্য কা'র সে তাপ মপার!

রঞ্জন-রশ্মি

কত কি আশ্চর্য ঘটে হেথা পৃথিবীতে;
মানুষ জানে না তাই ভাবে অজ্ঞতায়
অদৃশ্য আশ্চর্য সবই,—জানা নাহি যায়।
অদৃশ্য হ'তেছে দৃশ্য রঞ্জন-রশ্মিতে।
কত তো অস্বচ্ছ বস্তু রাজে চারিভিতে
রঞ্জন-রশ্মির স্পর্শ পড়িলে সেথায়
অস্তিত্ব-সঙ্কেত সবে সহজে জানায়,
দুর্মর কী নর-চর্যা বিশ্বে সংবোধিতে!

অগম্য মানব-গম্য হয় সাধনায়,
অধরাও ধরা দেয় আনন্দের ভরে;
সাধনাই দিব্য দীপ্তি বিচ্ছুরিয়া যায়
বিমূর্তেরে মূর্ত করে অন্তরে অন্তরে।
রঞ্জনের প্রতিভার প্রজ্ঞার আভায়
ভাবী লক্ষ সাধকেরে দুর্বারিত করে।

কৃতঘ্নতা

কৃতঘ্নতা পৃথিবীর পাষণ্ডী রাক্ষসী।
স্বার্থপর লুব্ধতায় জঘন্য ঘৃণায়
কার্যসিদ্ধি করিবার হীন অভিপ্রায়
পোষে প্রাণে। অমাবস্যা - অন্ধকারে বসি'
অন্ধ - অভিসন্ধি - সুখে ওঠে সে উচ্ছ্বসি'।
বাহ্যিক সৌজন্য তা'র বিভ্রান্তি জাগায়।
লুব্ধ পুরুভুজ সম পাতে লোলতায়
মৃত্যু - ফাঁদ। মহত্বেরও অঙ্গে মাখে মসী।

যে বৃক্ষের ফলে-পুষ্পে সমৃদ্ধি তাহার,
তা'রই ধ্বংস সাধনের জল্লাদী উল্লাসে
ভিতরে ভিতরে তার চেষ্টা অনিবার।
মনুষ্যত্ব-মহিমার ক্রূর সর্বনাশে
মড়ক জীবাণু সে যে। আহা, বিধাতার
বসুন্ধরা দহে তা'র বিষাক্ত নিঃশ্বাসে!

অবিশ্বাস

খিল, তালা, বাক্স, ডেক্স, প্রকোষ্ঠ, প্রাকার
মানবের সভ্যতার শত উপাদান
করে না কি বিবর্ধিত শুধু ব্যবধান?
অহিংসারে - বিশ্বাসেরে করে না সংহার?
উদার আকাশ - তলে জন্ম হ'ল যা'র;
প্রকৃতির প্রেরণায় বাঁচিল যে প্রাণ,
চাহিল অন্তর হ'তে সবারই কল্যাণ,
ফাঁদে সে পড়িল শেষে মেকী সভ্যতার!

মানুষ মানুষে করে সবচেয়ে ভয়,
বিকাশের পথে তাই বাধা সুদুস্তর
দিনে দিনে অবিরত শুধু সৃষ্ট হয়।
সভ্যতা হবে না কভু সর্বাঙ্গ সুন্দর
না করিলে অগ্ররোধী জুগুপ্সা বিলয়।
ভণ্ডতা - বর্জিত কবে হবে নারী-নর?

অজ্ঞানতা

মোরা করি হাহাকার; অহঙ্কার-বশে
ভাবি,—সৃষ্টি জাহান্নামে যাবে এইবার
শক্ত হাতে মোরা যদি না করি সংস্কার।
মত্ত হ'য়ে অনিবার হায়, আত্ম-যশে
পৃথিবী ভরিয়া ফেলি যত ধ্বংসধসে;
বাদ-বিসংবাদে করি সঙ্কটই বিস্তার;
সভ্যতার নামে করি হিংসা অনাচার;
দলগত দৃপ্ত দম্ভ আকাশ পরশে।

কৌতুকে তুমি কি হাসো এ সব দেখিয়া!
বালসুলভতা তব ভালো লাগে বুঝি!
তুমি জানো কালে কালে শান্ত হবে হিয়া,
বন্ধ হবে অন্ধতার যত যোঝাযুঝি।
কালের প্রবাহ বহে সকলেরে নিয়া,—
তুমি জানো সবে মোরা তোমারেই খুঁজি।

গরল-সাধনা

অমৃত-পিয়াসী হ'যে পাগলের প্রায
কাটালে তো এত কাল পৃথিবীর 'পরে
অমৃত-পরশ কভু পেলে কি অন্তরে?
কী লাভ তা' হ'লে বলো ব্যর্থ সাধনায?
বিষের সাধনা করো এবার ধরায।
বিষে যদি পূর্ব-লব্ধ প্রাণ-শক্তি হবে,
ভণ্ড অমৃতের ভাণ্ড বিষে যদি ভরে,
[illegible]রিবে পুঞ্জিত পাপ বিষময়তায়।

অমৃত—অমৃত করি' বাহ্য আড়ম্বর
করিতে করিতে হায় বৃদ্ধ হ'ল [illegible]
ভণ্ডতারে পরিহার করো অত[illegible]র;
ভাণ্ডে বিষ পান করো স্মৃতি-ভ্রংশ-করা।
নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় সর্বাঙ্গ-সুন্দর
বিষোত্তীর্ণ মহামৃতে ভরিবে পসরা।

মহামৃত্যুঞ্জয় শোপেনহাওয়ার

ধাতৃ ধরা জীবিতেরে রাখে বুকে ক'রে।
মৃত্যু দেয় দ্বারে দ্বারে বারে বারে হানা,
মানে না সে জীবনের সীমানারও মানা;
প্রাণ-পক্ষীবৃন্দে লয় শ্যেন-সম হ'রে।
তবু মহামৃত্যুঞ্জয়-সভ্যতার ক্রোড়ে
বিবর্ধিত হয় যা'রা, তাহাদের ডানা
উল্লঙ্ঘিয়া চ'লে যায় মৃত্যুরও নিশানা;
বিশ্ব যায় বিচ্ছুরিত প্রাণ-রঙ্গে ভ'রে।

জ্বলদর্চি-প্রজ্ঞা-দীপ্ত সেবা-তৃপ্ত প্রাণ
আফ্রিকার কাফ্রীদের কল্যাণে সঁপিয়া,
যুদ্ধ-দীর্ণ এ যুগেও করিলে প্রমাণ
সভ্যতা-সংবাহী যায় উল্লাসে ভাঙিয়া
ভেদ-জাত গণ্ডী যত। অমর মহান,
মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্র গেলে এ মর্ত্যেরে দিয়া।

রোমাঁ রলাঁ-স্মরণে

মহাত্মারা অর্নিবাণ জ্যোতিষ্ক প্রোজ্জ্বল।
এ মর্ত্যের ক্রম-ব্যাপ্ত বর্ত্মে সভ্যতার
কল্যাণ-সুন্দর দীপ্তি ঢালে অনিবার।
দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ আন্দোলিত মানব-ভূতল
পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত করে অবিরল।
মহাত্মারা অপাবৃত করে অন্ধকার।
কর্মে-ভাবে আজীবন জ্বলার—জ্বালার
অবসানে; মরণেও তা'রা মহাবল।

মহাত্মারা কীর্তি-বাস, মানব-নির্যাস;—
মানবোত্থ দীপ্তি-স্তম্ভ ঊর্মিল বিস্তারে।
তা'দের ভাবের সত্তা ঘিরিয়া উচ্ছ্বাস
প্রধাবিত জনতা কি না করিয়া পারে?
মৃত্যুঞ্জয় ভাব-ধন্য রলাঁর উদ্ভাস
উল্লসিত করে না কি সংগ্রামী সবারে?

মহাকবি দান্তে - স্মরণে

মধ্য-যুগ-মোহময়ী মহা অন্ধকারে,
মানব-প্রেমিক কবি, দীপ্ত প্রতিভায়
মোহ-মুক্তি আনিবার নিত্য সাধনায়
অসাধ্য সাধিলে তুমি। মানব-আত্মারে
সত্যের সন্ধান দিলে মর্ত্য-কারাগারে।
নরকাগ্নি-জ্বালা যত শুনালে সবায
পাপ-ভীতি সঞ্চারিতে; জর্জ্জর ধরায
মূর্তি দিলে অনির্বাণ মর্ত্য-তপস্যারে।

পাপ-ভীতি— পৃথ্বী-তপ ধীরে ধীরে শেষে
স্বর্গে উত্তরিত করে ঈশ্বর-কৃপায,—
সে-কথা শুনালে শুভ্র সঙ্গীতের রেশে।
ভেদ-রেখা লুপ্ত করি' জানা-অজানায়
ভাসালে সবারে প্রেমে অসীম উদ্দেশে;
মহামিলনের সেথা তুলনা কোথায়!

শেক্‌স্‌পীয়ার

জীবন - মন্থন - বাণী : অমোঘ নিযতি;—
স্বেচ্ছাবৃত আদর্শেরে শিরোধার্য করি'
জঙ্গম জীবন - পথে অহোরাত্র ধরি'
বহি' সর্ব দুঃখ-দাহ-ক্ষত-ক্ষয-ক্ষতি
চলিতেই হবে কোন ধ্রুব লক্ষ্য প্রতি।
যায় যদি বৃক্ষ-পত্র ঝঞ্ঝা-বাতে ঝরি,'
মহাদ্রুম শহীদের মৃত্যু তবু বরি'
শিশু-দ্রুমে ক'রে যায় ঝঞ্ঝা-রোধ-ব্রতী,—
ক্রান্ত-দর্শী মহাকবি, এ জ্বলন্ত বাণী
নানা নাট্যে ভাষা পেলো দুন্দুভির রোলে,
যোগায় অমিত শক্তি-দীপ্তি যে কল্যাণী
প্রধাবন্ত জনতার প্রাণের কল্লোলে।
দেশে-কালে সমাহৃত প্রীতি-মাল্যখানি
মৃত্যুঞ্জয় বক্ষে তব মহানন্দে দোলে।

চৌমাথা

পথের চৌমাথা চির চিত্ত-ভ্রান্তিকর।
চৌমাথায় এলে পরে পথিকেরা ভাবে,—
কোন্ পথে যাবে কে বা — কোন্ ভাবে যাবে?
পাবে কোন্ পথে গেলে মঙ্গল-সুন্দর,—
যা'র তরে অবিরত চলা নিরন্তর।
ভারাক্রান্ত হয় মন বিচিত্র হিসাবে,
জল্পিত-কল্পিত যত লুব্ধ লাভালাভে;
রহস্যে রসালো পন্থা তবু মনোহর।

নীলাম্বর-বিচ্ছুরিত জ্যোতির ধারায়,
ধারাবদ্ধ বিটপীর বিচিত্র মর্মরে
বুঝাতে পারে না প্রাণ নির্দিষ্ট কী চায়!
পন্থার চৌমাথা শুধু চিত্ত মুগ্ধ করে।
কী আশ্চর্য! সবে ভাবে যে যে পথে যায়,
তা'রই পথ শুভ্র শুদ্ধ চল-চরাচরে।

কাক-স্নান

রাজপথ - পার্শ্বগত নর্দমার ঢালে
কাকেরা করিছে স্নান ক্ষীণধারা জলে;
সূর্য বুঝি দেখে তাই কৌতুকের ছলে
ছায়া - নামা নম্র নত পড়ন্ত বিকালে।
কৃষ্ণ-চঞ্চু কালো কাক প্রাণের খেয়ালে
পীচ - ঢালা কালো পথে শ্যাম-শাখী তলে
বিধূনিত করি' পক্ষ কল - কোলাহলে
স্নান করে তৃপ্তি-ভরে ছায়া - অন্তরালে।

পথচারী যেতে যেতে দেখে মুগ্ধ হয়
কাকের স্নানের লীলা ঢালে নর্দমার।
মহানগরীরও পথে পুঞ্জিত বিস্ময়;
অফুরন্ত কত স্নেহ প্রকৃতি - মাতার!
উপযোগী যাহা যা'র, দিয়ে সমুদয়
কে কহিবে কত তৃপ্তি তা'র অনিবার!

নিদ্রিত কুকুর

পথ - পাশে অনাদৃত পথের কুকুর,
নির্ব্বিবাদ নিদ্রাটুকু উপভোগ করে।
অঘোরে - ঘুমানো - রূপ দূর্ব্বাগুচ্ছ 'পরে
বড়ো তৃপ্তিকর লাগে। পরন্ত দুপুর
মন্থর - সমীরে শ্রান্ত - বিহঙ্গের সুর
সন্তর্পণে কর্ণে তা'র আবেগে-আদরে
ঢেলে দেয়। অফুরন্ত পত্রের মর্ম্মরে
স্বপ্ন-ঘোর বোনে বুঝি সুন্দর সুদূর!

বিটপীর ছায়া দোলে; নূপুর নদীর
কূলে কূলে বহু দূরে বেজে বেজে যায়;
দুরন্ত মাছেরা করে পলি-জলে ভিড়;
লুকানো লেজের দাগে পলির কাদায়
আঁকা-বাঁকা লেখা পড়ে। নিদ্রায় নিবিড়
শান্ত রূপ স্বর্গ-সূর্য দেখে মুগ্ধতায়।

হে নগর !

হে নগর, অজগর-সদৃশ নগর,
নিরন্তর অতি-স্ফীত উদর-গহ্বরে
পল্লী-জাত সর্ব-বস্তু লুব্ধতার ভরে
গ্রাস ক'রে চলিয়াছ,—কী ক্ষুধা দুর্মর!
ক্ষুধা-ক্ষোভে পার্শ্ববর্তী যত চরাচর
লেহন করিছ শুধু। কে বাঁচে—কে মরে
সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; হায়, অকাতরে
ভরিতেছ হে বুভুক্ষু, উদ্দাম জঠর।

উদগ্র এ লোভ কবে প্রশমিত হবে?
খাদ্য-খাদকের ভাব পল্লী-নগরের
কবে বিদূরিত হ'য়ে, সমতায় সবে
কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হবে? কবে সংযমের
অভ্যুদয়ে, সুবন্টিত বিপুল বৈভবে
ঘুচিবে নির্লজ্জ লৌল্য এ ধনতন্ত্রের?

পল্লী - দীঘি

রোমাঞ্চিত বারি কেন কাঁপে কূলে কূলে?
আনন্দ-পরশ বুঝি সূর্যের-চন্দ্রের
লভ তুমি চুপে চুপে শুভ্র আলোকের!
তাই বুঝি তব সত্তা ওঠে দুলে দুলে!
তীরোপান্ত-জাত যত বৃক্ষ-গুল্ম-মূলে
নীরবে ঢালিয়া দাও তব হৃদয়ের
সঞ্চিত সহজ প্রীতি, — দূর আকাশের
আশিস-বিধৌত-সুধা দাও স্বার্থ ভুলে।

ঘটে ঘটে ঘরে ঘরে রসোজ্জ্বল জল
পল্লী-দুলালীরা লয় সুখ-তৃপ্ত মুখে;
তোমারে করিয়া কেন্দ্র পল্লীর মঙ্গল
সঞ্চারিত হয় ধীরে সকলের বুকে।
দীঘিময় যদি হয় রুক্ষ ধরাতল,
সকলে যে হবে ধন্য সকলের সুখে।

দীঘির ঘাট

ধাপে ধাপে দীঘি-ঘাট নামে কি নিতলে
অন্তহারা আনন্দের পিপাসার ভরে!
শত প্রশ্ন শত ভাবে ব্যাকুল কি করে?
ভাবে কি, মিলিবে শান্তি রসাপ্লুত জলে,
সোনা-গলা সূর্য-ধারা হিল্লোলে উছলে,
মীন-রূপসীরা করে পরম আদরে
আগাছারে আন্দোলিত, শৈবাল-শিয়রে
শরীর এলায়ে দেয় শালুকের দলে।

চতুর্দিকে রূপ-ভাতি, — এত প্রলুব্ধতা,
স্নানার্থীর এত সব কল-কোলাহল,
সবই সে ছাড়ায়ে খোঁজে শান্ত নীরবতা।
সে কি চায় নিতলের নির্বেদ নির্মল?
স্তব্ধ যেথা নিখিলের সর্ববিধ কথা
শেষ ধাপে মেলে শেষে অমেয় অতল?

বর্ষার বিল

বর্ষার ভরন্ত বিল থই থই করে,
লহরে লহরে তা'র উল্লসিত গান
দূর-দূর পল্লী-প্রান্ত করে বেপমান।
যত জল যত ঠাঁই — এক মূর্তি ধরে,
সে মিলনে — সুখে আরও বর্ষা ভেঙে পড়ে।
সমবায়ে - সহযোগে দৈন্য অবসান,
একাকার - ধরা জল লভে আরও প্রাণ; - —
কী কল্লোল! কী হিল্লোল বিলের ভিতরে!

পঙ্কিল পল্বলময় পল্লী আর নাই;
ব্যবধান - গড়া গ্রীষ্ম ভয়ে চ'লে যায়;
থই থই করে জল যত দূরে চাই।
পরিপূর্ণ সহযোগে জলেরা ভাসায়
পূর্ব বিচ্ছিন্নতা যত। ভাবি সুখে তাই, —
কী না হয় সহৃদয় সহযোগিতায়!

দামাচ্ছন্ন দীঘি

বসিল সে - দূরযাত্রী ঘাটের সোপানে।
সিঁড়ি - শ্রেণী ধীরে ধীরে নামি' দীঘি - জলে
বুঝি-বা অনতিক্রম্য কোনো কুতূহলে
হারালো বাস্তব-সীমা নিতলের টানে।
কত জল দামাচ্ছন্ন দীঘি-মাঝখানে?
জনপদবাসীগণ কভু দলে দলে
পরিত্যক্ত দীর্ঘিকায় হেথা নানা ছলে
আসে নি কি - মাতে নি কি নিত্য সুখ-স্নানে!
গাগরি - বাহিত বারি নারী - বক্ষ ছাপি'
ঝরে নি কি সিক্ত করি' সরমের বাস?
তীর - তরু - ছায়া জলে উঠিত না কাঁপি'? —
পরদেশী-বক্ষ ভরে উদাস - উচ্ছ্বাস।
নহে কি নরেরা যত পথ - পার্শ্ব - বাপী?
শ্রান্ত পান্থে লুব্ধ করে ঘাটেরও বাতাস।

দূর্বা

আকাশ-বাহিত উষার শিশির মোবে
বিধৌত করে সোনার সকাল বেলা;
অঙ্গে রঙ্গে রশ্মিরা করে খেলা;
অভ্র-সূর্য আশিস্ ঝরায় ভোরে।
পেলব পুষ্প বাতাসে সহসা ঝ'রে
সুরভিত ক'রে তোলে যে মাটিরও ঢেলা;
প্রভাতের এই শান্ত মিলন-মেলা
পূজাময় মোরে নীরবে দেয় যে ক'রে।

শ্যামায়িত দল পূজার থালায় তুলে
দেব-মন্দিরে মোরে নিয়ে যায় যবে,
সঁপে দেয় ধীরে বিগ্রহ-বেদীমূলে,—
আমি শুধু ভাবি,—ধন্য জীবন ভবে।
এ কী লীলা তা'র কাল-পারাবার-কূলে!
তুচ্ছে বরে সে উচ্চ শঙ্খ-রবে।

ধান গাছ

জানি না আদিমতম পূর্বপুরুষেরে।
কবে তা'রা জন্ম নিল পৃথিবীর বুকে
বিকশিত প্রাণাবেগে বিকাশের সুখে
বন্য সাথে আলিঙ্গিয়া আদিম বন্যেরে!
সে কথা শুধানো বৃথা অনন্ত কালেরে।
সকলেই ভেসে চলে কাল-স্রোত-মুখে।
আমারও ওষধি-আয়ু ক্ষিপ্র যাবে চুকে;
তবু ধন্য মানি এই স্বর্ণাভ জন্মেরে।

মনুষ্যের সঞ্জীবনে সর্বস্ব সঁপিয়া
মহনীয় মৃত্যু হবে আনন্দের কথা;
পূর্বপুরুষেরা গেছে আদর্শ রাখিয়া;—
ধান্যপূর্ণ মাঠে মাঠে—এই তো বারতা।
সেই ত্যাগে—সেবাদর্শে নৃত্য করে হিয়া;
বীজে—বীজে থাকে যেন এই আকুলতা।

কচুর পাতায় শিশির

শিশির-শীকর পড়ি' কচুর পাতায়
ঝল্‌মল্‌ করি' বুঝি কহে চারিধারে :
"যতক্ষণ আলো আছে, ঝলো এ সংসারে;
স্ফটিকের পারা শুভ্র করো আপনায়;
মহাশূন্য সেথা যেন ছায়া ফেলে যায়;
দু'দণ্ডের এই দীপ্তি,—কে কহিতে পারে
কখন্‌ শুষিয়া যাবে সূর্যের বিস্তারে!
আয়ু—সে তো ক্ষণিকেরই, ক্ষণে লয় পায়।

ঝলো—ঝলো; টলমল করো প্রাণ-ভরে
স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ—অনাবিল প্রীতি-শুভ্রতায়;
সঙ্গ যা'রা পাবে, যেন ভাবে সমাদরে,—
"দুস্তর পথেরে সে-ও ক'রেছে স্বেচ্ছায়
আনন্দের অনুকূল; অম্বু-বিম্ব 'পরে
মহাকালাম্বুধি - শোভা দেখেছে সে ভায়।"

আমের মুকুল

উল্লসিত পল্লী-বীথি আমের মুকুলে,
ভ্রমরের গুঞ্জনের নাহি অবসান;
পিক-কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ বেজে ওঠে গান,
কচি কিশলয়-গুচ্ছ ওঠে দুলে দুলে;
আনন্দের ঢেউ খেলে যায় ফুলে ফুলে;—
সমাগত বসন্তের সাথে নব প্রাণ।
আবার সবার হবে নব রূপ দান;—
যৌবন-তুফান জাগে জয়-ধ্বনি তুলে।

বিদীর্ণ দ্রুমের সাথে জীর্ণ পাতা নিয়া
শুষ্ক শীর্ণ শীত যায় পন্থারোধকারী;
আমের মুকুল তা'রই বার্তা যায় দিয়া,
চিত্তে চিত্তে নবোল্লাস নীরবে সঞ্চারি'।
সূর্য-দীপ্তি চতুর্দিক তোলে উজ্জ্বলিয়া;
গন্ধ-মত্ত পথে চলো ব্যগ্র নর-নারী।

বাদলায়

ধুন্দুলের দেহ বেয়ে ঝরিছে বাদল
সারাটি সকাল ধরি' ভিজে শ্যাম ঘাসে;
বাদলের পোকা যত অসীম উল্লাসে
আহ্লাদের আনাগোনা করিছে কেবল।
কচি কচি শশা সব সবুজ কোমল
মৌসুমী বাদলে ভেজে; ঝিঙে তা'রই পাশে
দুলিতেছে সকালের বাদল-বাতাসে,
ভীরু ভেকদল করে সুখে কোলাহল।
সাপেরা সাঁতার কাটে কাছের জলায়, —
জল-ভালোবাসা সাপ বিচিত্র প্রকার;
প্রভাতের এই চিত্র সিক্ত পাড়াগাঁয়
ভালো লাগে—ভালো লাগে বড়ই আমার
সম্ভোগ-আলস্যে তৃপ্ত সূর্যে দেখা যায়
মেঘ-বাসে, ত্বরা নাই তা'রও উঠিবার।

মার্গশীর্ষ

সোল্লাসে নবান্ন বহি' ক্ষেত্র খাঞ্চা ভরি'
বঙ্গে বঙ্গে আবির্ভূত মার্গশীর্ষ মাস।
হাটে-বাটে-মাঠে-ঘাটে আহ্লাদ-উচ্ছ্বাস
রোমাঞ্চিত রৌদ্রে ওঠে ঝিক্‌মিক্ করি'।
সৌরভ সমীরে মেশে সারা বেলা ধরি'।
ঊর্ধ্বে অভ্র-নীলাম্বরী, নিম্নে কাশ-বাস
উড়ায় আনন্দে কা'রা! কমল-বিকাশ
মৃত্তিকায়, নাচে সুখে সরসী-লহরী।

নবান্ন-নন্দিত বলি' মার্গশীর্ষ এলে
শীর্ষ-মার্গ-সন্ধান কি সন্ধানীরা পায়?
প্রাচুর্যের পরিণামে ঔদাসীন্য মেলে।
শীত তা'র শুভ্র শান্ত ধ্যান-মৌনতায়
বলে নাকি—'অন্নময় বিশ্ব এসো ফেলে,
হেথা সবই সমাহিত শুভ্র কুয়াশায়।'

হিম - স্পর্শ

ক্ষুদ্র শুভ্র মূলা-ফুলে বুলে বুলে ভুলে
মৌমাছিরা পুষ্পান্তরে করে আনাগোনা।
নীলাভ্র বাহিয়া ঝরে হেমন্তের সোনা
মাঠে মাঠে—স্বচ্ছতোয়া শান্ত নদী-কূলে
তট-লগ্ন পীত-পত্র বিটপীর মূলে
উড়ন্ত কুয়াশা জাল তুলাসম ধোনা
লঘু বায়ে উড়ে যায়, যেন স্বপ্ন-বোনা
স্মৃতি-জাল নিদ্রা-শেষে পড়ে খুলে খুলে।

ধীরে ধীরে হেমন্তের তপন-স্বপন
ওই মূলা-ফুলে ঝ'রে পড়িবে না আর।
মাঠে-বাটে ভৃঙ্গ-গীতি — পতঙ্গ-স্পন্দন
হিমাচ্ছন্ন অন্ধকারে হবে একাকার।
রূপ ঝরে, স্মৃতি তা'র বুঝি চিরন্তন!
স্মৃতি-রোমন্থন কভু নহে থামিবার।

সরিষা - ফুল

অজস্র সরিষা-ফুলে ভরিল প্রান্তর;
নিরন্তর বৃন্ত 'পরে দোলে লীলাভরে;
মনে হয় শ্যামকান্ত প্রান্তর-সাগরে
নাচে সুখে অফুরন্ত হলুদ লহর।
শীর্ষে শীর্ষে পড়ি' তা'র স্বর্ণ-সূর্যকর
পীত বর্ণ-কান্তি আরও সমুজ্জ্বল করে;
বসে সেথা ভৃঙ্গবৃন্দ সোহাগে-আদরে
নাহি ঝরে যতক্ষণ পুষ্পেরা সুন্দর।

এ মর্ত্য-প্রান্তরে ফোটে মানব-কুসুম;
খেলে-দোলে-ঢোলে-ভোলে সমান লীলায়।
যতক্ষণ নাহি নামে ফুল-ঝরা-ঘুম
জীবনের মরসুমে মাতিয়া মাতায়;
রেখে যায় বিশ্ব-ক্ষেত্রে প্রীতি-ফুল্ল চুম্।
নব নর-পুষ্পে ফিরে ক্ষেত্র ভ'রে যায়।

আগমনী

শত শত স্বতঃস্ফূর্ত আগমনী-গানে
বাৎসল্য-বিপ্লুত চিত্ত বঙ্গ-মেনকার
অভিনব অভিব্যক্তি লভি' অনিবার
কী আকুল আর্তি শুধু প্রাণে প্রাণে আনে!
দুর্গম কৈলাস দূরে; পন্থা নাহি জানে
মা মেনকা; তবু মাগে মমত্বে উমার
স্নেহ-সিক্ত স্পর্শ-সঙ্গ; গিরিপুরী তা'র
নন্দিনী-নন্দিত হ'য়ে শান্তি দিক্ প্রাণে।

নন্দিনী-বিহনে নাই আনন্দ ভুবনে,
উমা-উচ্ছ্বসিত তাই মেনকা-জীবন;
আশা-স্নিগ্ধ আগমনী স্মরি' ক্ষণে ক্ষণে
উমাময় আরও হয় বুঝি প্রাণ-মন।
শারদ-শুভ্রতা নিয়া উমা এসে ভণে,—
"কভু মা'র কথা কা'রও হয় বিস্মরণ!"

বিজয়া

আগমনী আসিলেই বিজয়া আসিবে।
সর্ব-শক্তি-সমন্বয়ে অসুরতা-নাশ,—
আগমনী তা'রই শুভ-শুভ্র পূর্বাভাস :
ঐক্য উদ্দীপনা-মন্ত্র বুকে-বুকে দিবে,
সম-সাম্যাদর্শে সুখে সকলে মিলিবে,
সঞ্চারিবে আগমনী মঙ্গলে বিশ্বাস।
মেঘ-মুক্ত হ'য়ে শান্ত শারদ আকাশ
বিশ্ব ভরি' দৃশ্য-দীপ্ত রৌদ্রে ঝলকিবে।

বিজয়ার জয়ধ্বনি-মুখরিত ভবে
সমরান্ত শান্তি-স্নিগ্ধ ক্ষমাময়তায়
সৌহার্দ্যের প্রীতি-ফুল্ল উদার উৎসবে
সকলেরই চিত্ত যেন সর্ব-কাম্য পায়;
তখন পার্থক্য আর কী করিয়া র'বে!
সেই মহাদিনই শীঘ্র আসুক ধরায়।

মেনকার কথা

চার দিন তিন রাত উমা কাছে আছে;
এবে তা'র বিদায়ের আসিল লগন,
উমা-মুখী মন মোর তাই উচাটন।
প্রাণ কাঁদে; অকল্যাণ হয় তবু পাছে,
চোখে জল আসিলেও সকলের কাছে
শত ভাবে করি তা' যে যতনে গোপন।
উমাময় এ হৃদয় ফিরে আগমন
বিজয়ায় শুধু হায় প্রাণপণে য়াচে।

তবু ভালো, ভাগ্যবতী মানি আপনারে,
বছরে-বছরে উমা তিন দিন আসে,
বাকী দিন রাতি কাটে স্মরিযা যে তা'বে।
আমারে যে উমা মোর কত ভালোবাসে
সে কথা আমিই জানি, বুঝাবো বা কা'রে;
গিরিপুরে আসে উমা কাঁদায়ে কৈলাসে।

মেনকার উক্তি

চার দিন তিন রাত গেলো যে কখন্
উমারে আদরে ধরি' এ বুকে আমার!
এ বার উথলি' ওঠে অশ্রু-পারাবার।
বিজয়ার বেদনায় হিমাদ্রি-ভবন
গুমরি' গুমরি' ওঠে শুধু অনুক্ষণ।
উমা না থাকিলে হায় সকলই আঁধার।
কী মাধুরী—কী যে লীলা কি কহিব আর!
উমা মা যে মেনকার পরশ-রতন।

বিজয়ায় তাই বলি অশ্রু-রুদ্ধ প্রাণে :
আগমনী প্রতীক্ষিয়া রহিব নীরবে,
আবার আসিয়ো উমা, সানন্দে এখানে
মাতায়ে রাখিতে মায় স্নেহের উৎসবে।
গিরিপুরী-শিবপুরী দোটানায় টানে,—
মা কি পারে বাধা দিতে জেনে শুনে তবে!

নিঠুর বিদায়

নিঠুর বিদায়, কঠিন - কুটিল প্রাণ,
মানব-প্রীতির লেশও কি তোমার নাই?
মিলন - মেলার মাধুরী - পূরিত ঠাঁই
লহমায় কর বেদনায় ম্রিয়মাণ।
সহসা রচিয়া সুকঠোর ব্যবধান,
যা'রে মোরা সবে নিকটে রাখিতে চাই
তা'রে দূরে নাও। সজল - নয়নে তাই
তোমারে শুধাই, — এ কেমন প্রতিদান!

মোরা তো তোমার ভাবের মূরতিখানি
মরমের কাছে পরম দুখেও রাখি;
প্রীতি - স্মৃতি - মাখা ভাবময়ী মৃদু বাণী
ভুলি না কিছুতে; ছায়া - ছবি শুধু আঁকি।
ব্যবধানে - ভরা এ ধরার পথও জানি;
একটু দরদী হ'তে তবু পারো না কি?

আয়না

মুকুরেতে মুখ সেদিন দেখিতে গিয়া
শিহরিয়া ওঠে সহসা রূপসী নারী,
এত দিন ধ'রে দেহ সে দেখিল তা'রি,
দেখা তো হ'ল না গহন গোপন হিয়া।
মুকুরে যে রূপ - ওঠে তা'র ঝলকিয়া,
সে তো রূপ - ছায়া; ছায়ার মায়ারে ছাড়ি'
মরমে পারে না কিছুতে দিতে সে পাড়ি;
বাস্তবাতীত যায় তা'রে ফাঁকি দিয়া।

বুঝিল তখন স্বরূপ দেখিতে গেলে
এ মায়া - মুকুর ভাঙিয়া ফেলিতে হবে।
বাহিরের রূপ বর্জিয়া অবহেলে
বিশ্ব-প্রীতির অভিনব অনুভবে
আয়না গড়িয়া, দেখিলে মুকুর মেলে
সত্য - স্বরূপ তখনই দেখে যে সবে।

বর-বধূ

শাশ্বত বাসরে শুধু নিরবধি কাল
বর-বধূ যাপে বুঝি আগ্রহে অধীর;
প্রেম-তৃষ্ণা-দীপ জ্বালে সৃষ্টির তিমির
আলোকিয়া পুলকিয়া; সর্ব অন্তরাল
কোন্ শুভ সুখ-লগ্নে করি' সুরসাল
ভরি' বক্ষ, রোমাঞ্চিত করি' তনু-তীর
অব্যক্ত অতনু ধর্মে সমস্ত শরীর
বিগলিত বুঝি হয় - রসে বেসামাল!

বর-বধূ যাপে কাল শাশ্বত বাসরে;
সৃষ্টি - সুখোল্লাসও তাই হেথা সীমাহারা।
বর-বধূ হ'তে বর-বধূ মূর্তি ধরে;
চলে ক্রমবিকশিত অ-ব্যাহত ধারা।
চল-কালোর্মির শুভ্র জ্বলন্ত শিখরে
অঙ্গময় অনঙ্গের জাগে অক্ষি-তারা।

লবণ-সমুদ্রতীরে

লবণ-সমুদ্র-তীরে জীবন-বাসর
আমরা গড়িতে চাই শুধু আজীবন;
সূর্য-স্নান করি' নিত্য আমাদের মন
শুচি-শুভ্র করিবার তৃষ্ণা নিরন্তর
জাগ্রত রাখিতে চাই। অনন্ত সুন্দর
আমাদের অনিবার করে আকর্ষণ;
ফেনায়িত-ফণায়িত অম্বুধি গহন
দুরন্ত—দুর্বার বেগে বালুকার ঘর
লেহিয়া লইতে চায়। লবণ-জলধি
বিস্বাদ করিবে বুঝি জীবন-এষণা,
ঊর্মিমালা তোলপাড় করে নিরবধি;
তবুও চলিতে থাকে দিব্য আরাধনা;
সার্থক সমৃদ্ধ হবো প্রীতি লভি যদি,—
যদি পাই কোন ভাবে অমৃতের কণা।

পূর্ব-স্মৃতি

এক দিন স্বপ্ন-দীপ্ত দুরন্ত যৌবন
আকুল করিত মোরে, নানা প্রেরণায়;.
চতুর্দিকে ছুটে যেত চিত্ত ব্যগ্রতায়;
নানা রসে রোমাঞ্চিত হ'তো গুপ্ত মন।
সে-দিনের আনন্দের নির্ঝর-নর্তন
স্তব্ধ-শান্ত; স্মৃতি তা'র মনে প'ড়ে যায়।
কভু আর ফিরিবার নাহি তো উপায়;
যাহা যায়, চির তরে করে পলায়ন।

চলমান সবই হেথা,—মানব-নিয়তি
পরিবর্তনের ভবে কোন আশা নাই;
শিরোধার্য করি' তাই মহাকাল-গতি
জরা-রুগ্ন চাহিবারও করে না বড়াই।
শুধু চেয়ে নবাগত-যৌবনের প্রতি,
জরা-রুদ্ধ হয় সবই, জানায় তাহাই।

নিষ্ফল প্রেম

করুণ মূরতি তা'র মনে যবে পড়ে
বিসর্পিত জীবনের কর্মের ভিতরে,
আমি ভাবি—কাহার-ও তো কোন দোষ নাই
তবু প্রেম রহিল না কভু এক ঠাঁই;
বাঁধিল না এক সাথে সুখ-তৃপ্ত নীড়,
চিরকালই কেন হায় হ'ল গো অথির!
কেবল গোপন প্রেম দু'জনেরই প্রাণ
সর্বদা রাখিল হায় করি' মেঘ-ম্লান!
অবর্ষণে ঊষরতা বাড়িয়া—বাড়িয়া
নিষ্ফলই রাখিল হায় দু'টি দগ্ধ হিয়া।
কেন হায় এই মত হয় গো ধরায়,—
বুঝিতে চাহিলে তবু বুঝা কি তা' যায়!
সব প্রেম হয় না তো মিলনে মধুর;
সব বীজে কখনও কি গজাবে অঙ্কুর!

পক্ষী - দম্পতি

হেরিতেছি বৃক্ষ-শাখে পক্ষী-দম্পতিরে
চঞ্চু-চুম্বনের সুখে রোমাঞ্চিত কায়;
কৌতূহলী সমীরণ পল্লব-প্রচ্ছায়
মাঝে মাঝে আন্দোলিয়া যায় ধীরে— ধীরে
সোহাগের অভিব্যক্তি তবু ফিরে ফিরে
কিছুতেই যেন আর থামিতে না চায়;
পক্ষ দোঁহে দুজনার কায়ায় বুলায়;
প্রেম যেন করে ভর যুগল শরীরে।

এই প্রেম কোথা নাই? কা'র বুকে নাই?
এই প্রেমে পরিপূর্ণ নিখিল সংসার;
আজীবন পথে-ঘাটে যে দিকেই চাই,
এই প্রেমই উচ্ছলিত হেরি অনিবার;
এই প্রেমে মৃত্তিকায় স্বর্গ-স্বাদ পাই;
এই প্রেমে মহাসৃষ্টি—সৃষ্টিরও বিস্তার।

প্রেম

যত বার যত ভাবে মোরে দেখা যায়,
তত বার তত ভাবে নেহারি' আমারে
ধন্য সে মানিছে শুধু সুখে আপনারে।
উল্লসিত সে প্রীতি যে মোরও চিত্তে ভায়;
প্রেমোচ্ছ্বাস দিবা-রাতি মোরেও জাগায়।
প্রেমে প্রেম জাগিবে তা' কে রোধিতে পারে!
মুগ্ধ মত্ত মধুমাস বন-বীথিকারে
পুষ্পিত যে করিবেই প্রমত্ত ধরায়।

এই প্রেম পলে-পলে আপনারই রসে
সঞ্জীবিত হ'তে থাকে—সঞ্জীবিত করে,
এ ভাবেই অলক্ষিতে প্রেম নিজ বশে
সব কিছু নিয়ে আসে এ বিশ্ব-বাসরে :
জলময় পারাবার নদী-বুকে পশে,
জলোচ্ছ্বাসপূর্ণ নদী মিশায় সাগরে।

ভালোবাসা

ভালোবাসা—অফুরন্ত সুগন্ধের মত
চিত্ত-লোক গন্ধ-মত্ত করি' ধীরে—ধীরে
বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'তে হ'তে সারা পৃথিবীরে
রোমাঞ্চিত ক'রে বুঝি তোলে অবিরত।
ভালোবাসা—বুঝি বিশ্বে সুর আছে যত
তা'রই শুদ্ধ সমন্বয়; রোমাঞ্চিত মীড়ে
অশরীরী হ'য়ে সুখে সর্ব তনু-তীরে
গুঞ্জরণ তুলি' চলে বুঝি বা সতত!

ভালোবাসা প্রাণোচ্ছ্বাস—সমুদ্র-তুফান—
অবিশ্রান্ত স্নিগ্ধ-গান—ঊর্মিল উল্লাস—
সূর্যালোকে অভ্র যেন রৌদ্র-বহ্নিমান—
জীবন্ত প্রাণীর নিত্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।
ভালোবাসা—এ প্রাণেরই অন্তঃশীল প্রাণ—
আকাশেরও উদ্ভাসের ঊর্ধ্বের আকাশ।

রূপার্তি

তব রূপে মুগ্ধ আমি; তাই অবিরাম
সঙ্গীতে বাজিতে থাকি নূপুরের প্রায়—
যে নূপুর পদ-নৃত্যে উচ্ছ্বসিয়া যায়,
প্রতি পদ-পাতে গায় তব মধু নাম।
সমীরণে অসংবৃত তব কেশদাম
উল্লসিত উদ্দামতা যে ভাবে জানায়,
যে ভাবে অসংখ্যবার অঙ্গে চুমা খায়,
তেমনই উত্তুঙ্গ হ'য়ে ওঠে মনস্কাম।

আত্মারই যে বর্হির্বাস রূপ মনোরম।
রূপের মাধ্যমে তাই আত্মারই আকৃতি
বহুরূপী হ'য়ে লভে বুঝি উপশম,
জাগায় রোমাঞ্চময় লক্ষ অনুভূতি।
প্রেমার্তির অভিব্যক্তি রূপে অনুপম;
রূপ-বাসে স্ফুরে প্রিয়, তব প্রেম-দ্যুতি।

দেহ-ভোগ

দেহ-ভোগ — সে কি শুধু দেহেরই সম্ভোগ?
সর্ব সত্তা স্থূল দেহ অন্তরালে থাকি'
প্রেম-লাবণ্যের সর্ব-সুধা-গন্ধ মাখি'
দেয় না কি মহানন্দে একই সাথে যোগ?
দেহ-ভোগে আর সবই করিলে বিয়োগ,
স্থূলতার তমিস্রায় যায় না কি ঢাকি'
আকাশের আলোকের আহ্লাদিত আঁখি? —
স্থূল বস্তু-লাভেচ্ছা যে তাই মহারোগ।

সম্ভোগও সাধনা-লভ্য কাম্য মহাধন;
আধার তাহারই দেহ। দেহ-মুখ দিয়া
নিস্যন্দিত আনন্দের নিত্য-প্রস্রবণ,
বিচ্ছুরিত সে ধারায় ওঠে সঞ্জীবিয়া
বস্তু-সীমাবদ্ধতায় ভারাক্রান্ত মন।
কেন্দ্র-পরিধির লীলা কে যাবে ভুলিয়া!

আসল প্রেম

দেহে দেহ রাখো, পরাণে মিশাও প্রাণ,
তবুও প্রেমেরে না-ও তুমি পাবো পেতে।
অনাদি লহরী-লীলায়িত সাগরেতে
মিলিবে কখন মুকুতার সন্ধান
কে কা'রে কহিবে! সে শুধু ভাগ্যবান
সাগর যাহারে অপার লীলায় মেতে
মিলায় মুকুতা, অশেষ সন্ধানেতে
মিলিলেই হিয়া আহ্লাদে আটখান।

বাস্তবাতীত অমূল মূলেরও বাড়া,
আসল প্রেমের প্রেমেতেই পরিচয়;
যে-তারাটি ওই অসীমের ধ্রুব-তারা,
তাহার তুল্য কী আছে বিশ্বময়!
প্রেমে যা'র হিয়া হ'য়েছে আপন-হারা
সে-ই পেলো প্রেম, অক্ষয় বিস্ময়।

প্রেমালোক

কত মানুষেরা জ্বালে কত ভাবে আলো!
তা'র শত স্মৃতি-কথা মোর প্রাণে—প্রাণে
কোথায় লুকানো থাকে কেহ কি তা' জানে!
তাই এ জীবনে আর জমিল না কালো।
নিয়তই নত প্রাণ পুলকে রসালো
ভরিয়া উঠিতে থাকে অনিবার গানে;
সে সব গানের কলি কহে বুঝি কানে:
এ জীবন ভ'রে ওঠে বাসিলেই ভালো:

নানা মানুষের রূপে আসে ভালোবাসা।
নদীটিরে নানা বন মর্ম্মরে-মর্ম্মরে
সঞ্চারিয়া সংগোপনে দুর্বার দুরাশা
নিয়ে আসে অবশেষে সত্যই সাগরে।
ভালোবেসে ভালোবাসা করিলে প্রত্যাশা—
অমর প্রণয়ী - প্রেমই নর-কান্তি ধরে।

দাম্পত্য-জীবন

বিবাহের পরবর্তী ঘরকরনার
সীমা-ঘেরা প্রত্যহের বাঁধা-ধরা কাজে—
গণ্ডীবদ্ধ সমাজের নানা চর্যা মাঝে
অফুরন্ত স্বপ্ন-পূর্ণ প্রণয়-লীলার
উল্লাস-মত্ততা যত নাহি থাকে আর।
শান্ত—স্নিগ্ধ সেবা-স্নাত মাধুর্য বিরাজে
যুগলের চিত্ত-লোকে; কল্যাণের সাজে
সুপ্রসন্ন নির্ভরতা তখন দোঁহার
সর্ব বৈপরীত্য ধীরে করি' অবসান,
সামঞ্জস্য-পরিপূর্ণ সংসার-সঙ্গীতে
ভরি' তোলে শুচি-সৌম্য প্রীতি-বদ্ধ প্রাণ;
সন্তান-বাৎসল্য সুধা ঢালে পৃথিবীতে।
স্বাভাবিক পরিণতি বিশ্বেরই বিধান;—
মহাকাল তা'রই স্বাদ চলে দিতে—দিতে।

মর্ত্য - বাসর

পুরুষ নারীর ভালোবাসা — উন্মাদনা
মুগ্ধ মত্ত আলিঙ্গনে যুগ্ম কলেবরে;
চুম্বনে — পিপাসা - শান্তি উষ্ণ ওষ্ঠাধরে।
ধমনীতে উচ্ছ্বসিত প্রতি রক্তকণা
এ মিলন লাগি' বুঝি একান্ত সাধনা
সংগোপনে করে শুধু! এ মর্ত্য - বাসরে
এই দেহ - রসাস্বাদ মানবেরে করে
কালোত্তীর্ণ বাসনায় যোগায়ে রসনা।

সম্ভোগ - মুহূর্তে লুপ্ত কালাকাল জ্ঞান;
দু'টি প্রাণ এক প্রাণে মিশে একাকার।
একাত্মক করে আরও দেহ - ব্যবধান;
ভালোবাসা না থাকিলে এ বস্তু - সংসার
অমেয় আনন্দে হতো কভু বহমান?
নর - নারী সৃষ্টি - স্রোতে — রহস্য অপার।

জ্বলন্ত যৌবন

অধর উন্মুখ পেতে উদ্বেল চুম্বন।
জ্বলন্ত যুগল দেহ কতক্ষণ জ্বলে!
হুঁশিয়ার, হন্তারক মহাকাল বলে
মৃত্যু-জল এ অনলে ঢালে যে কখন।
বেশি ক্ষণ ভোগাপ্লুত এ যৌবন - মন
থাকে না তো; বিশুষ্কতা জীবন - কমলে
ধীরে ধীরে অজানিতে আসে পলে পলে।
দাও — দাও বহ্নি - দীপ্ত মত্ত আলিঙ্গন।

তিলে তিলে তনু - পুষ্প বিকশিত হয়,
উল্লসিত বসন্তের উদ্দাম পবনে
সে পুষ্পে রোমাঞ্চি' ওঠে অপার বিস্ময়;
হেলায় হারায় কে বা সে মাহেন্দ্র ক্ষণে!
পরিপক্ক দেহ হ'লো প্রেম - রসময়,
ধন্য করো কালোচিত তৃষার্ত লুণ্ঠনে।

আইস্‌খুলোস্‌

ঈগল পাখীর মত ঊর্ধ্বে সমাসীন
সমুড্ডীন সমুজ্জ্বল কল্পনা-পাখায়, . .
দীপ্তি তা'র নাট্যে তব বিচ্ছুরিয়া যায়
প্রতিভার রশ্মি যত। যা'-ই বিমলিন
বিলীন করিতে চাহে চির-ক্ষমাহীন
তপস্যার হোমানলে হেথা মৃত্তিকায়।
নিয়তির ক্রূর-চক্র যত ব্যাপ্তি পায়
তত প্রাণ হ'তে চায় স্বয়ম্ভু স্বাধীন।

অদৃষ্ট-বেষ্টিত নর—তবু সে মহান;
মর্ত্য-যূপকাষ্ঠে বলি হ'তে হ'তে, তা'র
গেয়ে ওঠে ব্যথা-বিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ,—
'অনিবার্য বহ্নি-দাহে মানিব না হার'।
আইস্‌খুলোস্‌, তাই তব নাট্যে অনির্বাণ
গান শুনি মানবের মূর্ত মহিমার।

সোফোক্লেসের সৃষ্টি

কোমলতা—বিষণ্ণতা—মাধুর্য—সূক্ষ্মতা-
সংমিশ্রিত নাট্য তব রস-প্রস্রবণ।
কারুণ্যে কখন্‌ স্নাত হ'য়ে ওঠে মন।
মর্ত্য-গেহে পুঞ্জীভূত মানবের কথা—
অসম্পূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন কত না বারতা,
মিশানো সবারই মাঝে নিরুদ্ধ রোদন।
রোদনেই জীবনের চ'লেছে শোধন।
নিয়তিরই ফাঁদ পাতা হেথা যথা-তথা।

কত শক্তি—তবু নর কত না দুর্বল!
কত প্রীতি—তবু হায় সম্প্রীতি দুর্লভ!
সবই কোন্‌ রাহু-গ্রাসে হয় যে বিফল!
ব্যর্থ হয় কষ্টার্জিত আয়োজনও সব।
তবু কি অপূর্ব হেথা চিত্ত-শতদল—
কালোত্তর সৌরভের-রসের বৈভব!

এউরিপিদেস্

এ বাস্তব জীবনের ক্লেদ — ভ্রান্তি যত —
বীর্য — ত্যাগ — প্রীতি — দম্ভ — অজ্ঞতা — বিজ্ঞতা
একাকার করি' সব তা'রই নাটকতা
উদ্‌ঘাটিত করিয়াছ; সার্থক-সংহত
বস্তুনিষ্ঠ কল্পনায় রহিয়া সতত
আত্ম-মগ্ন; হৃদ্য তাই তব নাট্য-কথা।
বস্তু-সত্যদর্শী কবি, কোন প্রগল্‌ভতা
নারিল করিতে নষ্ট সমাহিত্ ব্রত।

আত্ম-শোধনের ধারা — রাষ্ট্র-শোধনের
ঋত-পন্থা নির্দেশিলে সৃষ্ট নাট্যচয়ে।
কল্পনার — কারুণ্যের — ভাব-রোমাঞ্চের
গূঢ় — গুপ্ত রহস্যেরে ত্যাজিলে নির্ভয়ে।
মৃত্তিকা-সংস্পর্শ-জাত তব নাটকের
প্রভাব অম্লান আজও সবারই হৃদয়ে।

রোমাঁ রলাঁ

যে-সত্তা মহান তা'র সবই যে মহান।
জন্ম-লগ্ন হ'তে তা'র মৃত্যু-মুহূর্তের
বিদায় অবধি সবই ভাবের — কর্মের
বিচ্ছুরিত বিস্ময়ে যে দীপ্ত অনির্বাণ।
উচ্চাবচ-পথবাহী প্রবাহের গান
বার্তা যথা উভ তটে দেয় সমুদ্রের,
আলোক-বর্তিকা যত জ্বলন্ত সূর্যের
জাজ্বল্যমানতা যথা করে সপ্রমাণ,
ঈশ্বরেরও অভিব্যক্তি তেমনই প্রোজ্জ্বল
মহতেরও মর্ত্য-কর্মে। আনন্দ আত্মার
তাই স্মৃতিচারণায়। দীর্ণ চিত্ততল
স্মৃতি সমুল্লাসে লভে গতি চলিবার।
কে না জানে, মহাঝঞ্ঝা মাঝেও মঙ্গল
আমৃত্যু-সাধনা ছিল অদম্য রলাঁর।

শিল্পী অবনীন্দ্র-স্মরণে

পূজ্য তুমি, ভারত-শিল্পের নব-প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়।
শিল্প-রসিকের তরে সাজালে যে আনন্দ-পসরা—
সে-সুন্দর শিল্প-সৃষ্টি রস-স্নিগ্ধ, শান্ত, মনোহরা।
বরণের বিরলতা যথাযথ বিরল রেখায়,—
শিল্প-রস-গভীরতা—মোহনতা ধরা পড়ে তায়।
অনর্থক এক সাথে বহু বর্ণ একাকার করা,—
শিল্প-সৃষ্ট অসুন্দর তারল্য যে পড়ে তায় ধরা,—
এ পরম বার্তা তুমি দিয়ে গেলে সৃজন-প্রভায়।

বিশ্ব-স্রষ্টা নিরবধি অনির্বাচ্য শিল্প সৃষ্টি করে;
তা'রই রস সঞ্চারিত হ'য়ে চলে মানব-শিল্পীতে।
যে আনন্দ তরঙ্গিত অবিরত হৃদয়-সাগরে,
তা'রই পরিচয় যায় আজীবন শিল্পী দিতে দিতে;
তাই তা'রে রসজ্ঞেরা রক্ষা করে চির-সমাদরে;—
অবনীন্দ্র, তব রসও রেখে গেলে এ মুগ্ধ মহীতে।

শিল্পী যামিনী রায়-স্মরণে

কালীঘাটী পোটোদের লোকায়ত শিল্প-রচনারে
আয়ত্ত করিলে শিল্পী, আপনার প্রতিভার বলে,
শাক্ত-শৈব—বৈষ্ণবীয়-বাউলের রসার্তি কৌশলে
মিশালে সরল শিল্পে; না ভুলিয়া বিদেশী বাহারে,
বঙ্গ-লোক-সংস্কৃতির শিবময় শুভ্র স্নিগ্ধতারে
রূপায়িত করিলে যে অনায়াস-লব্ধ কৌতূহলে।
অকৃত্রিম শিল্পে তাই খুশী হয় রসজ্ঞ সকলে।
বিদেশীও মুগ্ধ হয় মধুময় শিল্পের সম্ভারে।

দেশে দেশে—যুগে যুগে অলক্ষিতে যে শিল্প-সাধনা
রূপায়িত হ'তে হ'তে অবিশ্রান্ত প্রবাহিয়া যায়,
তা'রই শত উপাদানে প্রতিভারা করে যে রচনা
স্থায়ী যত শিল্প-রূপ, স্থিতি দিতে কালের বেলায়।
আজীবন সাধনারে রেখে গেলে হে অনন্যমনা,
কালই জানে কি রাখিবে—না রাখিবে শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায়।

গালিব-স্মরণে

মরণান্তে যাহাদের মর্ম্মের সুবাস
ভরে দেশ-দেশান্তর কাল-কালান্তর.
মানবের মাঝে তা'রা অজর-অমর
মনো-মূর্ত্তি করে লাভ। মানস-আকাশ
জ্যোতিষ্কের মত তা'রা উজ্জ্বল উদ্ভাস
বিকীর্ণ করিয়া করে দিব্য মনোহর।
জঙ্গম জগতে হায় সবই যে নশ্বর,
তবু তা'র মাঝে নাই তা'দের বিনাশ।

মোরা মুগ্ধ বিগতের সৌরভে মধুর;
মোরা লুব্ধ ভবিষ্যের স্বপ্ন-সুষমায়;
অন্তরে গুঞ্জরে যত গজলের সুর,
সে গজল প্রীতি-গীতি কভু ভোলা যায়!
স্মৃতি-সুরভিত গীতে হ'য়ে ভরপুর
হই তব সঙ্গ-ধন্য তব কবিতায়।

লালন শাহ ফকির-স্মরণে

মর্ম্ম মাঝে মরমী যে করে অবস্থান,
সে-কথাটি গানে গানে করিলে প্রকাশ।
ঘুচাবারে অহেতুক যত অবিশ্বাস,
অপূর্ব সঙ্গীতে দিলে গুরুর সন্ধান,
মুসাফির সে-ফকির নিশিদিনমান
প্রাণ ভিক্ষা করি' ফেরে, অনাদি উদাস
শাণিত সুরেতে দেয় কেটে মোহ-পাশ।
গীতি-রসে ভরপুর ক'রে গেলে প্রাণ।

লালন করিতে হবে আকুল আবেগে
দিলে দিলে দিল্‌-ভোলা অনন্ত দরদ;—
প্রেম-বারি, বারি যথা ঢালে ত্যাগী মেঘে,
আহ্লাদে ফুটাবে ভবে লক্ষ কোকনদ।
মহাবার্তা চিত্তে যা'র যেই ওঠে জেগে
সে-ই লভে সর্বময় সাঁইয়ের সম্পদ।

মাতৃ - সঙ্গহারা

শারদীয়া মাতৃ - পূজা সমাগত - প্রায়
রঙ্গ - ভরা বঙ্গ-ভূমে; তাই বেসামাল
মহানগরীর মত্ত জনতা উত্তাল
রাজ-পথে বাসে-ট্রামে-মোটরে-রিক্সায়
অফুরন্ত; হলহলা শুধু শোনা যায়!
আচম্বিতে ছিন্ন-ভিন্ন করি' মায়া-জাল
আড়ম্বরে আর্তনাদ বাজিল ভয়াল
মাতৃ - সঙ্গ - হারা এক শিশুর কান্নায়।

বিশাল বিশ্বের জন - স্ফীত নগরীর
ভিড়ে সে হারায়ে গেছে। মা না পেলে তা'র
শিশু - চিত্ত হবে না কি নিঃসঙ্গ অধীর?
মাতৃ - যোগে মজাদার আনন্দ - বাজার;
নতুবা সবই যে ব্যর্থ। বুঝিলাম স্থির —
মা হারালে কান্না-ভরা অসার-সংসার।

স্তন্য - তৃপ্ত

হৃষ্ট পুষ্ট মসীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ চঞ্চল
মহিষের শাবকেরে হেরিনু বাথানে
মাতৃ - দুগ্ধ - লুব্ধতায় মাতৃ-সন্নিধানে
ক্রীড়ামোদে আনাগোনা করিছে কেবল।
লেহন করিছে গাত্র বাৎসল্য - বিহ্বল
মহিষী বিমুগ্ধ সুখে স্তন্য-স্নেহ-দানে;
শুভ্র-দুগ্ধ-ফেনপুঞ্জ তৃপ্ত স্তন্য পানে
মুখ - প্রান্ত - লগ্ন যেন শত শতদল।

মাতৃ - স্নেহ ফেনায়িত উদ্বেল উল্লাসে
বৎস বদনাগ্রে বুঝি হ'য়েছে কহ্লার;
কিম্বা বুঝি শুভ্র ফেনা উদ্‌গারিয়া হাসে
বাছনি লভিয়া স্পর্শ বৎসলা মাতার;
পশুরাও মানুষেরই মত ভালোবাসে; —
সাদৃশ্যের এই দৃশ্য চির - চমৎকার।

গুরু - শিষ্য

শাশ্বত সে ছাত্র এক শত জিজ্ঞাসায়
আনন্দ - জর্জর হ'য়ে মোর কাছে আসে।
শত প্রশ্ন শত ভাবে আমারে জিজ্ঞাসে:
শাশ্বত গুরুরে মোর সর্বদা জাগায়।
অতলান্ত প্রশ্ন - সিন্ধু - চলোর্মি লাগায়
সর্ব জাড্য তমোভাব সহজে সে নাশে;
গুরু শিষ্য নিরন্তর সংশয়ে — উল্লাসে
উচ্চাবচ প্রশ্ন - পথে চলে এ ধরায়।

শিষ্য আছে - গুরু আছে। শিষ্য গুরু হয়,
ছাত্র - ভাবে গুরু করে শিষ্যেরে জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন - সূত্রে পরস্পর স্থান - বিনিময়
করিছে যে; মেটে না তো প্রশ্নের পিপাসা।
এই গুরু - শিষ্য রাখে বিশ্ব - বিদ্যালয়
মুখরিত; কী করিবে কাল সর্বনাশা!

বিদায়ী শিক্ষক - ধারা

মহাকাল - সরণীতে একান্তে নির্জনে
শিক্ষা লিপ্সু পান্থবৃন্দ সাথে বেলা যায়;
শুভ - শুভ্র - সাহচর্য - স্মৃতির প্রভায়
উজ্জ্বলিত সত্র শুধু হয় ক্ষণে ক্ষণে।
জ্ঞানানন্দ - সঙ্গ - সুধা দিতে পান্থ - জনে
এলে সত্রে ঋদ্ধি-দীপ্ত কিরণ - মালায়
উল্লসিত হে পথিক! দু'দণ্ডে হেথায়
প্রীতি - স্নিগ্ধ স্থান করে নিলে সর্ব - মনে।

আবার চলন্ত - পথে শিক্ষা - সত্রান্তরে
স্বেচ্ছা - সুখে চলিয়াছ। স্মৃতি - পুঞ্জ যত —
ইতিহাস - কথা - কলি নিভৃত প্রহরে
মর্মরিবে মর্মে শুধু স্মৃতি - ভার নত।
যা'রা যায় তা'রাও কি পূর্ব - স্মৃতি স্মরে?
এই চির - চলাচলই হায়, প্রাণ ব্রত?

বাল্মীকি

দস্যু ছিলে, দস্যুতার দুর্দান্ত হিংস্রতা
চূড়ান্ত মূরতি পেলো দুর্বার রাবণে।
আবার সীতার মূর্তি অশোক-কাননে, .
সার্থক যোগী যে হ'লে সে মহাবারতা—
দিব্য অহিংসার শুভ্র সৌম্য সাত্ত্বিকতা
প্রকাশ করিল ধ্যান-লব্ধ রামায়ণে।
বিপরীত যুগ্ম সত্তা পাঠকের মনে
প্রতিষ্ঠিত করে সত্যাদর্শেরই শ্রেষ্ঠতা।

বিশ্বের অশোক-বনে দিব্য অহিংসার
আত্মিক মূরতি সীতা; কে ভুলিবে তা'রে!
রত্নাকর-রাবণের শক্তি চুরমার;
বাল্মীকি-সীতারই জয় হবে এ সংসারে।
আত্মজীবনীর ভাষ্য এ কী চমৎকার!
প্রাণ-ক্রৌঞ্চ-বিদ্ধ কাল-তমসার পারে।

শবরী

পম্পার পশ্চিম তীরে মতঙ্গ-আশ্রম।
শ্রমণী শবরী সেথা বার্ধক্য-জর্জর
যাপে কাল, ইষ্ট-নাম জপি' নিরন্তর।
ঋষি-মন্ত্র-সিদ্ধ ক্ষেত্র শান্ত অনুপম।
আজীবন সেবা-শুদ্ধ-সাধনা-উদ্যম
আচম্বিতে রামচন্দ্রে লব্ধ-কলেবর
উদিল সম্মুখে তা'র সর্বাঙ্গ-সুন্দর।
অন্তিমের ব্রহ্মানন্দ পেলো সে পরম।

শবরী যে সিদ্ধাশুদ্ধা, সেবা-শুভ্রতায়
সশিষ্য মতঙ্গ-জ্যোতি রেখেছে অম্লান।
বাল্মীকির তপার্জিত কাব্য-মহিমায়
শাশ্বত স্বীকৃতি পেলো ব্রাত্য-অবদান।
তৃণ-পুষ্প শতদল সাথে শোভা পায়,
নির্মাল্য মাত্রই লভে বিশ্ব-টাটে স্থান।

গুহ

ক্রৌঞ্চ-হন্তা নিষাদেরে শোকাহত মনে
প্রতিষ্ঠা দিলে না কবি, অভিশপ্ত করি'।
নিষাদ গুহেরে তবু প্রতিষ্ঠায় গড়ি'
কর্ম-লব্ধ স্থান দিলে ঋষি, রামায়ণে।
সঙ্গ তা'র উপযোগী রাম-বির্বতনে।
সখ্য-ধন্য বহিত্রের যোগ্য হাল ধরি'
অযোধ্যার রামে দিলো বনে সে উত্তরি;'—
সর্ব-সম্পূর্ণতা তা'র এলো শেষে বনে
জন-গণ-ধারা সাথে সার্থক সংযোগে,
সর্ববিধ বিঘ্ন সাথে পূর্ণ পরিচয়ে,
মুক্ত বিশ্ব-প্রকৃতির রসের সম্ভোগে
পূর্ণ রাম ত্যাগে-বীর্যে-পরম বিজয়ে।
আর্য অনার্যের যোগ গুহের উদ্যোগে;
গুহেরও প্রতিষ্ঠা তাই হৃদয়ে হৃদয়ে।

শম্বূক-বধ

প্রভাব সুরক্ষা তরে প্রজার সংহার
আবশ্যক ভাবিলেই, লঘু-গুরু-নীতি—
বিচার আসিতে বাধ্য রক্ষিতে সম্প্রীতি
সর্ব-রাজ্যে। শম্বূকেরও শূদ্রত্ব বিচার
তাই আসে। ব্যক্তিগত তা'র সাধনার
প্রয়োজন, অর্জিতে যে স্থান-কাল-ভীতি-
উত্তরণ চির-তরে লভি' ব্রহ্ম-স্থিতি।
পারত্রিকে অধিকার নাই যে রাজার।

রাম-রাজ্যে প্রজা-হিতে শম্বূক-নিধন—
সীতা-নির্বাসন—ঠিকই নয় মনে হয়।
লীলাদর্শে শিবময় রাম-সুশাসন।
নিরাকার-লীলা সবই অচিন্ত্য বিস্ময়
ভাবিলে, প্রশান্তি লভে যুক্তিধর্মী মন।
একাত্মক রাজা—প্রজা সবই ব্রহ্মময়।

বৃদ্ধ বৃক্ষের প্রতি

তুমি কি আক্ষেপ কর যযাতির মত
হৃত - পত্র বৃদ্ধ বৃক্ষ, প্রয়াণ - প্রহরে?
জীবন - বসন্তে কবে মধুর মর্ম্মরে
সোল্লাসে সঙ্গীত যত বাজিত সতত,
সে - সব বসন্ত - মত্ত দিনও হয় গত;
মরে না আকাঙ্খা তবু; বৃক্ষের গহ্বরে
সম্ভোগ - স্বপ্নের তৃষ্ণা হাহাকার করে;
তবু হায় হ'তে হয় কাল - বজ্রাহত।

পিতৃ - মাতৃ - যৌবনের দুর্বার প্রবাহ
তবু ভালো সন্তানে যে সংরক্ষিত হয়।
শিশু-বৃক্ষে সঞ্জীবিয়া বাসন্তী প্রদাহ
লুপ্তি লাভ, সে তো রিক্ত অবলুপ্তি নয়।
যযাতির যাচ্ঞা নয়; হৃষ্ট ত্যাগে চাহ
সন্তানাদিক্রমে হোক যৌবন অক্ষয়।

পাকা পাতার বার্তা

শীতের বাতাস হাহাকার ক'রে বয়;
পাকা পাতা ঝরে ভরিয়া কানন - বীথি।
কচি পাতা ভাবে, —"এ কী নিষ্ঠুর নীতি
পাকা পাতাদের কেন হায় হবে লয়?"
পাকা পাতা বুঝি ঝরিতে ঝরিতে কয়, —
তোমাদেরই মাঝে রহিল মোদের স্মৃতি —
আমাদের ভীতি - গীতি আর যত প্রীতি;
পথ ক'রে দিতে, মোদের ঝরিতে হয়।

"কচি কিশলয়, জীবনের জয় গাও;
পরিবেশ হ'তে শুষে লও রস-ধারা;
জীবনই যে বড়ো, —মরণেরে ভুলে যাও; —
তোমাদের মাঝে আমাদেরই পাবে সাড়া।
বংশধারায় যা'র যাহা দেয়—দাও,
মরণে তা' হ'লে হবে না তো আয়ু-হারা।"

মৈত্রী - ভাবনা

রাষ্ট্রান্তরে মা কি নাই? পিতৃত্ব কি মৃত?
ভ্রাতৃত্ব - বন্ধুত্ব - মৈত্রী সবই বিদ্যমান।
সম - ভাবে চলে যত আদান - প্রদান,
সম - ভাবে প্রাণ - নাট্য হয় অভিনীত।
প্রকৃতির সম - স্পর্শে চিত্ত হয় প্রীত।
মানবের উচ্ছ্বসিত ঊর্ধ্বগামী গান
মর্ত্য - তল উল্লঙ্ঘিয়া আনন্দে মহান
অনন্তে সমান ভাবে হয় সংরক্ষিত।

তবে কেন রাষ্ট্রপুঞ্জ এত মারমুখী
হ'য়ে ওঠে পরস্পর ঘৃণ্য হিংস্রতায়?
পরস্পর পরস্পরে করিবারে সুখী
উন্মুখ হয় না কেন সাগ্রহে ধরায়?
যুদ্ধ - জর্জরিত যত অন্তর্দাহ চুকি'
শুদ্ধ তা'রা কবে হবে মৈত্রী - ভাবনায়?

সমরান্তক সখ্য

এবার সংগ্রাম শেষ নীলাভ্রের তলে
বিশ্ব - মাতৃ - হস্তে - পাতা শষ্পের শয্যায়
এসো বন্ধু, অস্ত - সূর্যে বসি' নিরালায়
বিশ্ব - প্রকৃতির গ্রন্থ পড়ি' কুতূহলে
আবার দু'জনে হাসি — ভাসি অশ্রুজলে
রোমাঞ্চিত হই এসো আনন্দে-ব্যথায়,
যেমন হ'তেম মোরা ভাবোদ্বেলতায়
বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বে পঠনের পলে।

ভিন্ন রাষ্ট্রবাসী, তবু সমশিক্ষালয়ে
মুঞ্জরিত যৌবনের যাপিনু জীবন;
সমাভাবাবেশে মোরা সমান বিস্ময়ে
সমপাঠে হেরেছিনু সমান স্বপন,
ঢাকিল তা' ঝঞ্ঝা - দ্বন্দ্বে কৃষ্ণ মেঘোদয়ে;
এবে শান্তি। বিশ্ব - রাষ্ট্র হবে না গঠন?

মহর্ষি মার্কস

উনবিংশ শতাব্দের উদ্দাম-উত্তাল
ভাব-সৃষ্ট কুজ্ঝটিতে আচ্ছন্ন আতুর—
ভাবালুতা-লূতাকীর্ণ জালে ভরপুর
যেথা পৃথ্বী-পরিবেশ, সভ্যতা বিশাল
কোন্ খাতে প্রবাহিত করে মহাকাল
ধরা যেথা সুকঠিন, কঙ্কর-বন্ধুর
বর্ম্মে যেথা মরে শুভ্র সাম্যের অঙ্কুর,
নাহি পায় নর সেথা সত্যেরও নাগাল।

দ্বান্দ্বিকতা-সমুদ্ভুত বস্তু-বাদে ভবে
হবেই যথার্থ বস্তু-সত্য-নির্ধারণ;
অসাম্যেরও ভার-মুক্তি বিশ্বে যবে হবে,
সেদিনই বুঝিবে সবে মার্কসীয় দর্শন
শিব-সুন্দরেরে যা'তে বিশ্ব-লোক লভে
তা'রই ভিত্তি-সংস্থাপনে মহর্ষি-সৃজন।

লেনিন

দ্বান্দ্বিকতা - সমাশ্রিত মার্কসীয় দর্শন
পরীক্ষিত বস্তু-সত্যে হ'ল সমাসীন
যা'র কর্মে—মনীষায় সে-ই তো লেনিন;—
শুধু মাত্র নাম নহে লেনিন এখন।
কল্লোলিত জন-সিন্ধু-সমুখ জীবন
স্বার্থ-দুষ্ট শ্রেণী-দ্বন্দ্ব করি' অবলীন
সমবায়ী সৌম্য-সাম্যে সমৃদ্ধ স্বাধীন
যা'র যোগ্য চালনায়,—সে যে মহাজন।

নাম নহে, পথ-স্তম্ভ লেনিন এখন।
ক্রমোন্নত সভ্যতার সে মহাদিশারী,-
উজ্জীবন-মানদণ্ড, মানব-গগন—
নির্ধারক ধ্রুব-তারা সর্ব-শুভকারী,
শ্রেণীলুপ্ত মানবের প্রথম স্বপন;—
কি ক'রে তাহারে আর ভোলে নর-নারী!

দিব্য রহস্য

তলায় তলাও বন্ধু, আরও খোঁজো তল,
সত্তা সমর্পিয়া হও নিত্য অগ্রসর;
বাহ্য-বিভ্রমের শেষে পাবে অভ্যন্তর;
স্ফূর্তি-ফুল্ল নেহারিবে সেথা ভূমণ্ডল
সঙ্কুচিত-বিস্ফারিত নিয়ত কেবল।
সেথা হ'তে হয় সৃষ্টি অপূর্ব সুন্দর;
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে প্রাণ মনোহব
উৎসারিত হ'তে থাকে সৃজন-পাগল।

নিতলের তল খোঁজা,—সাধ্য আছে কা'র।
তলাতে তলাতে তাই নিতলেব তলে
স্বাদ-মত্ত হ'য়ে খোঁজো মহাপারাবার;
ঊর্মিমালা বক্ষে লও নিত্য কুতূহলে,
আদি নাই—অন্ত নাই এ মহালীলার;
লীলাই লীলার সূত্র বিরচিয়া চলে।

ধ্রুপদী

হায় - হায়, ক্ষীণ-ক্ষুদ্র এই আয়ু যদি
অনন্ত - বিস্তৃত হ'ত চলন্ত সংসারে!
পর্যুদস্ত না করিত যদি মৃত্যু তা'রে!
বাজিত না গান তবে তা'রও নিরবধি?
এ জঙ্গম ক্ষণ - স্ফূর্ত জীবনের নদী
আদ্যন্ত - বাহিত কোন্ মহাপারাবাবে
অস্তিত্ব হারাবে কবে - কে বলিতে পাবে।
মহাকাল - সিন্ধু - নটই শাশ্বত ধ্রুপদী।

নিত্য - স্থায়ী সঙ্গীতের অস্থায়ী - অন্তরা—
সঞ্চারী - আভোগে তা'র স্ফূর্তি অনিবার।
প্রাণ - কুম্ভ সে ধ্রুপদী গানে যা'র ভরা
মৃত্যু - রসে অমৃতত্ব করায়ত্ত তা'র।
বিন্দুমাত্র শিশিরেও সূর্য পড়ে ধরা;
ধ্রুপদী হবারও তরে নহে কি সংসার!

মহাভারত - ভারতী

বিশ্বে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারতের
যুধিষ্ঠির ধর্ম-বৃক্ষ, কৃষ্ণ তা'র মূল,
কান্ড পার্থ, শাখা ভীম, পল্লব নকুল,
সহদেব ফুল, দ্রোণ-বিদুর-ভীষ্মের
সদা-সমাদৃত; তবু বিরুদ্ধ পক্ষের
দুর্যোধন—শকুনির এরা চক্ষুশূল।
ঈর্ষা-শাঠ্য-অধর্মের ব্যাপ্তি যে বিপুল;
দুঃশাসন-কর্ণও যে পক্ষে সমরের।

কুরুক্ষেত্র-ধর্ম-ক্ষেত্র,—ধর্মাধর্ম-রণে
ধর্ম-বৃক্ষ-ছত্র-ছায়ে মহাভারতের
সকলের চতুর্বর্গ-সাফল্য অর্জনে;
তবু সবই সীমিত যে স্থানের-কালের
বিবর্তনে; স্বার্থ-দ্বন্দ্ব প্রশান্তি ভুবনে
নষ্ট করে; ভারতী যে সর্বজ্ঞ ব্যাসের।

যুধিষ্ঠির

জীবনের জয়-রথ চলিতে চলিতে
মহাপ্রস্থানের দেশে অবশেষে এসে
থামিবেই সন্ধ্যাগমে। সেথা সবই মেশে
অনন্ত গহন দিব্য মহাপ্রশান্তিতে,
যত দ্বন্দ্ব - বিপর্যয় হেথা চারিভিতে,
কুরুক্ষেত্র রণ-রোল, যত হিংসা-দ্বেষে
সমুত্থিত আর্তনাদ—সবই যায় ভেসে
অসীম প্রশান্ত স্নিগ্ধ শূন্যে যে চকিতে!

মানবের অন্তরের ধ্যানী যুধিষ্ঠির
এ মহা সত্যেরই রূপ ধ'রেছে অন্তরে।
ঘিরে থাকে তা'রে তাই যতই তিমির
অভ্যন্তর স্নাত তা'র শুভ্র সূর্য-করে।
বিশ্ব-কুরুক্ষেত্র-রণে কে নহে অথির!
সে-ই শুধু শান্তি-স্বর্গে নির্দ্বন্দ্ব বিচরে।

সঞ্জয়

দিব্য-দৃষ্টি-লব্ধ মন্ত্রী,—হে সূত সঞ্জয়,
'যেথা ধর্ম, সেথা জয়'—এ বাণী তোমার
ধৃতরাষ্ট্র শুনিলে কি হয় কভু আর
কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধ—বিপর্যয়-ক্ষয়
এ জগতে হায়—হায়, এমনই যে হয়:
কী যে ধর্ম—কী যে পন্থা বুঝা তাই ভার;
বুঝিলেও মায়া-বশে নানা ব্যভিচার
করিবার প্রবৃত্তির নাহি হয় লয়।

ধৃতরাষ্ট্র-রাষ্ট্র নহে ভূখণ্ড ভারত;
রাষ্ট্র তা'র অন্তরেরই রাজ্য সনাতন।
স্থিত-প্রজ্ঞ-দৃষ্টি-বলে নির্দেশিলে পথ।
রাষ্ট্র তা'র ধৃত তবু অন্ধ রিপুগণ
করিল যে সহজেই। যে হারাবে সৎ,
সে জন্মান্ধ-জৈব-জন্মে আমৃত্যু ক্রন্দন।

ধৃতরাষ্ট্র

জন্মান্ধের রাজত্বের অধিকার নাই;
কনিষ্ঠ পাণ্ডুর তাই রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে।
নিয়তি নির্মম ভবে; শক্তি তা'রই বটে
চিরদিন দুর্নিবার; অতি-লৌল্যে তাই
অন্ধ স্নেহে সংগোপনে চেয়েছি সদাই,
ঘটনা-সংঘট্ট-দীর্ণ স্রোত-তূর্ণ তটে
পুত্র তরে রাজাসন,—ভাগ্যেব নিকটে
পক্ষপাত-পুষ্ট ভিক্ষা। বিনষ্ট বড়াই।

কৃষ্ণ-সুদর্শন-চক্র-চালিত সংসারে,
'যেথা ধর্ম—সেথা জয়'—নিয়তি-নিয়ম;
অন্যথা কি কভু তা'র হেথা হ'তে পারে!
ঈর্ষান্ধ বিক্রমে হবে সত্য অতিক্রম!
চক্ষু-উন্মীলক রম্য-রুক্ষ শিক্ষা যা'রে
দেয় ধর্ম-কুরুক্ষেত্র, থাকে তা'র ভ্রম!

দুর্যোধন

রাজত্ব পাননি পিতা জন্মান্ধ বলিয়া,
পিতৃব্য-দেহান্তে তাই রাজত্ব আমার।
শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রণা লব্ধ পাণ্ডবেরা তা'র
অধিকার নিতে চায় সমর করিয়া।
আমিও সূচ্যগ্র ভূমি ভুলেও দানিয়া
করিব না প্রশমিত অগ্নির উদ্গার;—
কালানল—জ্বালানল জ্বলুক হিংসার;
কুরুক্ষেত্র সর্ব-দাহ দিবে নির্বাপিয়া।

রাজধর্ম—জয়-লাভ, বলে বা কৌশলে;
হিংসাশ্রয়ী ক্ষত্রিয়ত্বে কোন পাপ নাই;
আমারণ চলে রণ হেথা ভূমণ্ডলে।
হিংসা আছে প্রাণে প্রাণে,—প্রাণ বাঁচে তাই।
নিয়ন্তা দেয়নি জ্বালা কা'র বক্ষ-তলে?
দুর্যোধন-ও জ্বলে তাই,—ছড়ায় জ্বালাই।

হিড়িম্বা

আর্য-অনার্যের প্রেম হেরি নিবেদিত
হিড়িম্বা-ভীমের গল্পে। হিড়িম্ব-ভ্রাতারে
পরিহরি', হিড়িম্বা যে নর্ম কামনারে
ধর্ম-স্থান দিল যাচি' দাম্পত্য বিহিত।
পুত্র-স্নেহপূর্ণ কুন্তী সূক্ষ্ম নারী-চিত
জ্ঞাত বলি', পুত্র-বধূ করি' হিড়িম্বারে
যোগ্য স্থান দানি' ক্ষাত্র-নৃপতি-সংসারে
নিলে, তা'র সুনীতিই হ'ল যে স্বীকৃত।

ভীম-হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ বীর
কুরুক্ষেত্র-ধর্ম-রণে বিসর্জিলে প্রাণ;—
কীর্তি-ধন্য লভে শ্রদ্ধা শাশ্বত গভীর।
গার্হস্থ্য আশ্রমাশ্রিত এ গল্প অম্লান,
দম্পতি-পুত্রের, সৃষ্টি কবি মহর্ষির,
রস-ক্ষুধা-নিবৃত্তিতে সুধা করে দান।

গান্ধারী

পদ্ম-ফুল্ল নেত্র রুদ্ধ রাখিবার কোন প্রয়োজন
ছিল তব সুকল্যাণী বধূ-ভার্যা-জননী গান্ধারী!
জন্মান্ধের ভার নিতে শুদ্ধ মতি, অন্তঃপুরচারী
অরুদ্ধ লোচনই লাগে; শুভ্র দৃষ্টি দানে যে তপন;
এ দর্শনে ভ্রান্তি হবে; সর্ব-শুদ্ধ হয় বিলোকন।
গার্হস্থ্যে সন্ন্যাস-দৃষ্টি সম্ভবতঃ নহে হিতকারী;
অপত্য অবাধ্য হয়, ভর্তা হয় ধর্মধ্বজাধারী;—
নেত্র নিয়ে তাই চাই অব্যাহত্ দিব্য সন্দর্শন।

হস্তিনাপুরের ভাগ্য সুনির্ভর দৃষ্টি দানে যা'র,
নেত্র রুদ্ধ থাকি' তা'র, অহৈতুক সংস্কারের ফলে,
আত্যন্তিক অন্ধতায় জ্ব'লে পুড়ে গেল যে সংসার।
দিবসে নামিল রাত্রি, দাবাগ্নি যে রম্য বনে জ্বলে।
চক্ষুষ্মান-ও অন্ধ থাকে। অনিবার্য নিয়তি সবার
ধর্মময়ী নর্ম নারী, অধর্মে যে জ্বলিলে ভূতলে।

শিখণ্ডী

নপুংসকও ভালবাসে, সৃজন-অক্ষম
যদিও সে প্রাকৃতিক সৃষ্টি-বঞ্চনায়।
অদৃষ্ট-সংগুপ্ত-লীলা বুঝা তো না যায়,
সৃষ্টি-প্রবাহেই ঘটে নানা ব্যতিক্রম;
প্রেম-বৃত্তি লঙ্ঘি' তবু শত অনিয়ম
বিকশিত হ'য়ে যত পুষ্পার্ঘ্য ফুটায়,
তা'-ও গ্রাহ্য—সমাদৃত হয় সভ্যতায়;
অক্ষমও ভুলিতে ভীষ্ম শিখণ্ডী-বিভ্রম।

প্রতিহিংসা-প্রতিজ্ঞাই লক্ষ্য-মূল নহে,
রিরংসা-উত্তীর্ণ প্রেমই স্ফুট শিখণ্ডীতে;
ভালোবাসা নপুংসকও নর্ম মর্মে বহে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন - দ্রৌপদীর - পাণ্ডবের হিতে
ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে একনিষ্ঠ রহে
শিখণ্ডী যে; দ্বৈপায়নও ভোলেনি বর্ণিতে।

বিশ্বমাতা

সৃষ্টি - বশে সৃষ্টি-রসে হ'য়ে আত্ম-হারা
সর্ব - শক্তি - স্বপ্ন - প্রেম পুঞ্জীভূত করি'
তন্ময় উল্লাসে তা'রে তুলিলে যে গড়ি';
গড়িয়া বিস্ময়ে শেষে হ'লে মত্ত - পারা।
মানুষে মিলিল তব সর্ব - সৃষ্টি - ধারা;
তাই তা'র এত গর্ব; দিবা - রাত্র ধরি'
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলতা চতুর্দিকে ঝরি'
পড়ে শুধু, যেন এক উদ্দাম ফোয়ারা।

পাছে সে তোমারে ভোলে গতিমত্ততায়
পঙ্ক তা'র চলিবার হ'ল চিরসাথী;
আত্ম - সৃষ্ট ক্ষতি - ক্ষয় হ'ল অন্তরায়;
ব্যাপ্তি বাড়ে - পঙ্ক বাড়ে। হ'য়ে আত্মঘাতী
তুমি জানো খুঁজিবে সে অন্তিমে তোমায়;
রাখিলে যে তাই মহামায়া জাল পাতি'।

মহালীলা

পুষ্প হেরি না, আসে যে পুষ্প - বাস;
নাসার সে বাসে নয়নই পুষ্পাতুর।
অন্ধ ছাড়া কে করিবে অবিশ্বাস
লীলা - রহস্য এত সব বন্ধুর!
কায়া তো হেরি না, ভেসে আসে তবু সুর;
কর্ণ - কুহরে তোলে শুধু কল-ভাষ
শ্রবণে নয়ন দর্শনে ভরপুর; —
লীলা - রহস্য এই তা'র বারো মাস।

সিদ্ধ - সাধক - দেবতা - যক্ষ যত,
আমি কোন্ ছার লীলায় মত্ত সবে।
ইন্দ্রিয়গ্রাম একাকার অবিরত;
লীলার প্রসার চলে তা'র শুধু ভবে।
প্রেম ছাড়া আর কী আছে জীবন - ব্রত!
এ মহালীলার থই পাবে কেবা কবে!

মহাসত্য

বীজে বৃক্ষ—বৃক্ষে বীজ সমুদ্ভূত হয়
কোন্ বিবর্তনে ভবে—কী ভাবে—কেমনে!
জড়ে জীবে আত্মীয়তা-নিত্য সংগোপনে
যত যোগাযোগ সবই জাগায় বিস্ময়।
মানবের জীবনের পূর্ণ পরিচয়
উদ্‌ঘাটিত হবে কভু বিচিত্র ভুবনে?
এ ব্রহ্মাণ্ডে বাচ্যাতীত লীলা-বিলসনে
সবই কি অচিন্ত্য সূত্রে বিজড়িত নয়?

বস্তুবাদ, ভাববাদ, বস্তু-ভাববাদ—
সরল কি বিসর্পিত—দ্বান্দ্বিক-শঙ্কিল
শত পথে পেতে চাই মূল-সত্য-স্বাদ,
আস্বাদিতে পারি তবু কভু এক তিল!
মীন-মনুষ্যেরে ঘিরে উদধি অগাধ,
সামিল কে হবে তা'র—নিত্য সে ঊর্মিল!

শূন্যের প্রেরণা

যদি নভ না থাকিত মাথার উপর,
ধন-ধান্য-পূর্ণ এই ধরিত্রী মোদের
এত কি করিত মুগ্ধ! রুক্ষ বাস্তবের
স্থূলতার ভারে হায় হেথা নিরন্তর
হ'তো না কি ক্ষণিকের জীবনও দুর্ভর?
নিরুদ্ধ অন্তর কভু চির-সুন্দরের
অনির্বাচ্য রোমাঞ্চিত পরম স্পর্শের
সুধা-স্বাদ লভিত কি? তুলিত মর্মর?

ঊর্ধ্বের অসীম শূন্য দেয় অসীমতা,
সীমাবদ্ধ মোরা তাই সীমা ভুলে যাই;
শূন্যের সংস্পর্শে লভি প্রীতি-প্রফুল্লতা,
দ্বন্দ্বে-মিলে রহস্যের অবধি না পাই।
শূন্য যে সংযোগ-সূত্র; গূঢ় আত্মীয়তা
অনুভব করিব না—হেন সাধ্য নাই।

পক্ষী - প্রবাহ

শাখী-শাখে পাখী তা'র বাসা বেঁধে থাকে,—
এ-ও কি বিস্ময় নয়! যখন ঘুমায়
ভুলেও তো কখনও সে প'ড়ে নাহি যায়;
ডিম পাড়ে; তা দিয়া সে ফুটায় বাচ্চাকে
পরস্পর শব্দ করি' পরস্পরে ডাকে;
প্রাণের গোপন কথা অন্যেরে বুঝায়;—
যত ভাবি চিত্ত মোর থই নাহি পায়;
বিস্ময়ে প্লাবিত শুধু করে যে আমাকে।

এ ভাবেই সব কিছু অপার বিস্ময়ে
দুলিতেছে ভূলোকের মালঞ্চ ভরিয়া;
কালের চলন্ত ধারা,—প্রবাহ-নিচয়ে
প্রতিবিম্ব পড়ে যত, তত এই হিয়া
আবেগাকুলিত হ'য়ে এই বিশ্বালয়ে
অশ্রান্ত সংগীতে শুধু ওঠে উল্লসিয়া।

এক ঝাঁক পাখী

এক ঝাঁক শুভ্র পাখী নিশীথ-অম্বরে
হেরিলাম গোল হ'য়ে চ'লেছে উড়িয়া।
কোন্ পাখী, এলো কোন্ মধু-বার্তা নিয়া
কোথা হ'তে কে কহিবে? বুকের ভিতরে
ডানার তরঙ্গ শুধু তোলপাড় করে।
যত জ্যোৎস্না ঝরে দিব্য আকাশ বাহিয়া
নাহিয়াই ওঠে সবে; মর্ম-নেত্র দিয়া
এ অপূর্ব দৃশ্যটিরে হেরি লীলা-ভরে।

রূপে-রূপে রূপময় এ বিশ্ব-সংসার।
কত রূপ কত ভাবে এ মন মাতায়।
এ রূপার্তি কিছুতে যে নহে ঘুচিবার;
দিন নাই—রাত নাই শুধু ভ'রে যায়
রূপে-রূপে চারি ধার। এ নেশা যে কা'র!
কোন্ সর্বনাশা প্রেম রূপে মূর্তি পায়!

ময়ূর

ময়ূর পেখম তুলে অরণ্য-নিবাসে
নৃত্যপর হয় যবে কেকা-ধ্বনি করি',
রোমাঞ্চিত চিত্ত কা'র নাহি ওঠে ভরি'
মহানন্দে! অকস্মাৎ অনামা উচ্ছ্বাসে
উল্লসিত শিহরন জাগে না কি ঘাসে!
পুলকিত হয় না কি পুষ্পিত বল্লরী!
অনুরাগে পরাগেরা যায় না কি ঝরি'!
থমকিয়া মেঘেরা কি থামে না আকাশে!

গুড়ু-গুড়ু-ভাষে শেষে করে না বন্দনা!
রূপের এ আকর্ষণ চির-দুর্নিবার,
অলক্ষিতে অন্তরে যে জাগায় প্রেরণা,—
শিখায় বাসিতে ভালো এ বিশ্ব-সংসার।
রূপে—রূপে প্রকাশিয়া কোটি গুণপনা
সে অরূপই টানে না কি নিত্য কাছে তা'র।

বলাকা

মেঘাচ্ছন্ন অম্বরের অন্ধকার দিয়া
দলবদ্ধ বলাকারা দৃপ্ত বেগ-ভরে
উড়িয়া যেতেছে কোন্ দূরে-দূরান্তরে।
পক্ষ-তাড়নায় শূন্য যায় আকুলিয়া।
শুভ্র শব্দ ব্যাকুলিত ক'রে তোলে হিয়া।
দলবদ্ধতার গুণে উদার অম্বরে
কী অশ্রান্ত গতি-বেগ! যত বারি ঝরে,
পক্ষ-শব্দে তত শূন্য ওঠে রোমাঞ্চিয়া।

স্বার্থপর ভিন্নতায় নাই কোন সুখ।
দলবদ্ধতায় গতি হয় দুর্নিবার,
আশায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে সব বুক,—
দলবদ্ধ বলাকারা দৃষ্টান্ত যে তা'র।
সাময়িক মেঘে যদি ঢাকেও সম্মুখ,
দু'দণ্ডে উবিয়া যায় ঐক্যে অন্ধকার।

মেঘদূত

আষাঢ় - প্রারম্ভ - দিনে মত্ত মেঘ হেরি'
বপ্রক্রীড়ারঙ্গময় মাতঙ্গের মত
তা'রেই প্রেমার্ত প্রাণে দিলে দৌত্য - ব্রত,
হায় যক্ষ - যক্ষ - স্রষ্টা, সহিল না দেরি।
আসিবে শ্রাবণ - মেঘ স্নিগ্ধ শূন্য ঘেরি',
শ্যাম - কান্ত - অনুদ্‌ভ্রান্ত - সম্প্রীতি - সন্নত -
পরিপক্ক - সেবা - দক্ষ, সে নহে উদ্ধত
নাহি তা'র আষাঢ়ের প্রচারের ভেরি।

বিদগ্ধ দৌত্যের সে যে যোগ্য অধিকারী;
বার্তা তা'র - প্রেমিকের প্রিয়ার সান্ত্বনা।
প্রগল্‌ভ আষাঢ় - মেঘ আড়ম্বর ছাড়ি'
দৌত্য কি করিতে পারে? দৌত্য যে সাধনা।
শ্রাবণের মেঘই পারে হ'তে মর্মচারী।
'মেঘদূতে' দৌত্য কোথা, সবই তো কল্পনা।

কুয়াশার আবৃতি

কুয়াশার আবরণে আকাশ - উদধি,
পৃথিবীর সমুদ্রের স্থান বায়বীয়
সমাবৃত; শীত - শেষ বড় লোভনীয়;
এ কুয়াশা এ ভাবেই থেকে যেতো যদি
গগন - মণ্ডল ব্যাপি' সূর্যাস্ত অবধি
বিলায়ে প্রশান্তি - স্নিগ্ধ বিশ্রাম - অমিয়!
স্বপ্নালস জাগরণ কা'র নহে প্রিয়!
ধীরে বহে কুয়াশায় চেতনার নদী।

কুয়াশার কম্বলের আচ্ছাদন মাঝে
ধ্যানস্থ নিখিল বিশ্ব; ধ্যান - মগ্ন মনে
বস্তু - বিশ্ব - বিবিক্ততা স্বতঃই বিরাজে;
জনতারে কুজ্ঝটিকা আনে যে নির্জনে।
অভ্রে—মর্ত্যে হেরিলেই কুয়াশার সাজে
শত - জন্ম - ছায়া পড়ে মর্মের দর্পণে।

আলোক-কেন্দ্র

চিরকাল কেহ দেহ নিয়ে নাহি র'বে, —
দু'দিনের আয়ু দু'দিনেই লীন হবে
অনাদি অতল মহাকাল-পারাবারে;
আলোক-কেন্দ্র করো তাই আপনারে,
জ্বলিয়া — জ্বালাও পৃথিবীর পরিবেশ
শেষ হ'লে তবু নাহি হও যেন শেষ।
বকুল ঝরিলে তবু তো তাহার বাস
সুরভিত করে চলার পথেরও ঘাস;
ঝল্‌মল্-করা শিশির শুকায়ে যায়
মেঘ-ভার সে কি হয় না আকাশ-গায়?
স্রোত-পারা এসে স্রোত-পারা যাবে ভেসে;
তবু এসেছিলে ভেসে যে এ মর-দেশে
চিহ্ন তাহার প্রীতি-ভরে রাখা চাই;
আলোক-কেন্দ্র আপনারে করো তাই।

কৃপা-রহস্য

ঘাসের আগায় ক্ষুদ্র নীহার-বিন্দু
ভাবে কৌতুকে,-আমি তো নহি গো সিন্ধু,
তবু সূর্যের উদার আলোর স্ফূর্তি
কিরণোজ্জ্বল করিল যে মোর মূর্তি;
কাহার কোমল কৃপার পরম তৃপ্তি
সজল শিশিরে মাখালো অভ্র-দীপ্তি,
বন্য বনেও ছিল না যে কভু গণ্য
সহসা হ'ল সে সূর্য বিত্তে ধন্য।

এমনই কি হয়? কে জানে উচ্চ ধর্ম!
তুচ্ছ কি ক'রে ধরিবে সূর্য-মর্ম!
ঘাসের আগায় ধূলার ধূসর বর্ণে,
বিস্মিত-প্রীত সে শুধু ফুটিল মর্ত্যে!
মরমী-লীলার কি ভাবে কে পায় অন্ত!
কে জানে কখন্ কে হবে ভাগ্যবন্ত!

সুন্দর - স্মরণে

দেখেনি কে পদযাত্রী চলন্ত পান্থেরে
চলিতে আনন্দ-ভরে বন্ধুর পন্থায়?
চতুর্দিকে নিসর্গের অপর্যাপ্ততায়
সহস্র সহস্র প্রাণ ইতস্ততঃ ফেরে,
তা'রা তা'রে প্রীতি - ভরে পদে পদে ঘেরে;
দেবদত্ত সমীরণ স্পর্শ রাখে গায়;
সূর্য তা'র অঙ্গে রঙ্গে আনন্দ মাখায়;
ভালো সে বাসিয়া গেছে হেথা মানুষেরে।

সে পথিকে মর্ত্য - পথে হেরিবে না আর;
তবু তা'র ভাব - মূর্তি অহরহ মনে
পড়িবে এ মৃত্যু - লোকে বান্ধব সবার;
তারপরে তাহারাও পরম লগনে
একে একে মহাযাত্রা করিয়া ধরার
বস্তু - বাধা পার হবে; মিলিবে নন্দনে।

ঝোড়ো পাখী

ওরে পাখি, বজ্র - শব্দে বক্ষ কেঁপে ওঠে,
বাহিরে উন্মত্ত ঝঞ্ঝা তুলিছে তাণ্ডব,
দুর্বার বর্ষার বন্যা ভাসালো যে সব,
লণ্ডভণ্ড চতুর্দিক মৃত্তিকায় লোটে।
তবু তো নির্ভীক বাণী তোরই ঠোঁটে ফোটে;
নহিলে নিষ্ঠুর ঝড়ে ওড়া কি সম্ভব?
শিরে বজ্র ধরি' পারে কে করিতে রব?
ত্রস্ততা স্বভাবে তোর নাহি বুঝি মোটে?

ওই তোর ভীতিহীন গতি অবিশ্রাম
লক্ষ বক্ষে উদ্দামতা করে যে সঞ্চার;
জীবন নহে তো শুধু নির্দ্বন্দ্ব আরাম,
পথে ঝঞ্ঝা গর্জিবেই - নামিবে আঁধার,
রৌদ্র ফিরে ধৌত করি' দেয় ধরা - ধাম;
অগ্রগতি নিত্য ধর্ম স্বাধীন সত্তার!

'গঙ্গা - হৃদি'

বঙ্গের বিজয় ঘোষে বঙ্গোপসাগর :
রঙ্গে-ভঙ্গে নৃত্যানন্দে তরঙ্গ উদ্দাম
মৌসুমী সঞ্চারি' সাধে সর্ব-প্রাণায়াম।
উজ্জীবন আনে হ'য়ে বর্ষা নিরন্তর,
চারিধার স্ফূর্তি ফুল্ল বর্ষণ-মুখর;
পূর্ণ করে গঙ্গা-হৃদি বঙ্গ-মনস্কাম।
শাশ্বত সুষমা-ভরা স্নিগ্ধ শান্তি-ধাম—
সুন্দরবনের ব্যাপ্তি রম্য—মনোহর।

বঙ্গ-হৃদি—গঙ্গা-হৃদি মুগ্ধ মোহানায়
ভাঙা-গড়া-লীলা-খেলা বিশ্বপ্রপঞ্চের
অনাদ্যন্তে, নিরবধি সবারে দেখায়,
বিশ্ব-বোধ উদ্বোধিত হয় সকলের।
সাংখ্য—শৈব—বৌদ্ধ—শাক্ত—বৈষ্ণব-ধারায়
নিরাকারে ভেদাভেদও লুপ্ত সাকারের।

নদী

পলি, জল, প্রবাহের প্রাণ-বন্যা-ঢালি'
চ'লেছে সে প্রতি দিন চেতায়ে দু'পার,
ছড়ায়ে চ'লেছে শুধু আনন্দ দেদার;—
জ্যোতি-স্নাত করে তা'রে তাই অংশুমালী,
চন্দ্র-তারা ঢেলে দেয় নীলাভ্রের ডালি।
স্নেহ-ভরা উদাসীন চল-মূর্তি তা'র
অলক্ষিতে ভ'রে তোলে এ রুক্ষ সংসার,
চিরযাত্রী চলে সুখে সকলেরে পালি'।

পাছে মায়াবন্ধনের আবেশে জড়ায়
নিত্য-গতি তাই বুঝি নৃত্যানন্দময়!
পালিত পুষ্পিত বীথি পিছে রেখে যায়।
কত সেবা-উপকারে দুর্গমতা জয়
ক'রে ক'রে চ'লেছে সে অসীমে কোথায়!
তা'রই সঙ্গ-ধন্য হ'লে সার্থক হৃদয়।

'মঙ্গল'- কাব্য

গল্প শুনিবার ক্ষুধা শাশ্বত ধরায়:
প্রাণাবেগে গল্প তাই রচে গল্পকার;
সুসমৃদ্ধ হ'তে থাকে মানব-সংসার
গল্প-লব্ধ নব নব ভাব-কল্পনায়।
মঙ্গল-কাব্যের গল্প যা'রা দক্ষতায়
সৃজিল প্রথম বঙ্গে, তা'দের কথার
মৌলিক মাধুর্য কভু নহে হারাবার।
এ গার্হস্থ্য-বিবরণে বক্ষ ভ'রে যায়।

মধ্যযুগ - মধ্যমণি বঙ্গ - কবিদল
দেবতারে কেন্দ্র করি' রচিল যে গান,
হ'ল আর্য পুরাণের দোসর-মঙ্গল,—
জনতার জীবনের আলেখ্য মহান।
নর - নারী — দেব - দেবী - কল - কোলাহল
ভেসে আসে কাব্যে লভি' মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ।

মনসা - মঙ্গল

সর্পাকীর্ণ বঙ্গ রঙ্গে সর্প - পূজা করে
বিসর্পিল শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারায়।
সর্ব - সর্প - ক্রুর - শক্তি মূর্ত মনসায়;
মানব - মহিমা মূর্ত দৃপ্ত চন্দ্রধরে;
লক্ষ্মীন্দ্র বিষেতে মরে এ বিশ্ব - বাসরে,—
হায় — হায়, যত নর কত অসহায়।
মৃত্যুঞ্জয় প্রেম - শক্তি মূর্ত বেহুলায়,
মনসা - মানব - দ্বন্দ্ব প্রাণ - পণে হরে।

মনসা যে হিংসা - হিংস্র ক্রুরতা - কুটিল
বিষময়ী - সর্বনাশী। চিত্ত - বেহুলার
প্রেম - সঞ্জীবনে বাঁচে বিষার্ত নিখিল;
সন্ধি সে করায় চন্দ্রধর মনসার।
স্বর্গে মর্ত্যে বেহুলাই ক'রে দেয় মিল;—
প্রেমেতে প্রশান্তি ভবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার।

মনসামঙ্গলের কবি

চন্দ্রধরে — বেহুলারে ধ্যান-ধারণায়
যে — কবিরা মূর্তিমন্ত করিল 'মঙ্গলে',
ধন্য তা'রা চিরদিন বঙ্গ-সমতলে।
মানবেরে দেবোপম করি' বসুধায়
প্রতিষ্ঠিত করিবার দীপ্ত প্রতিভায়
প্রত্যয়-বলিষ্ঠ তা'রা কল্পনার বলে।
সপ্ত ডিঙা-মধুকর ডুবিলেও জলে,
চন্দ্রধর সমুত্তীর্ণ সর্ব পরীক্ষায়।

মুগ্ধ স্বর্গ বেহুলার অনিন্দ্য চরিতে।
কাল-নাগ ভয়ঙ্কর কী করিবে তা'র!
পদে পদে পরীক্ষা-ই মর্ত্যে দিতে দিতে,
লব্ধ হয় মৃত্যুঞ্জয় প্রেম সর্ব-সার।
মঙ্গল-কাব্যের কবি দুর্লভ প্রীতিতে
আঁকিল আনন্দে মূর্তি-যুগ্ম সাধনাব।

বেহুলা

পাড়ি দিয়ে মহাকাল-গাঙুড় বিশাল
পতির পূতাস্থি-সহ বেহুলা যেদিন
উত্তরিল মর্ত্য-লোক প্রেমে অমলিন,
সেদিন সহসা স্বর্গ হয়নি উত্তাল।
ঘটনা যা' অবিশ্বাস্য ছিল এত কাল,
সাধিল তা' ভাব-মগ্ন প্রেম শঙ্কাহীন।
তা'রও পরে মহাপ্রেমে হ'য়ে সমাসীন
মহানৃত্যে বিদূরিত হ'ল ইন্দ্রজাল।

বেহুলার এ নৃত্যের তুলনা কোথায়!
একাকার শিল্প-প্রেম হ'ল মৃত্যুঞ্জয়।
উর্বশীর শিল্প-লাস্য লজ্জা বুঝি পায়।
চিরতরে নর-নারী লভিল অভয়।
সর্বাত্মক প্রেম-ভাবই বিষণ্ণ ধরায়;—
রাধিকা-বেহুলা এরই দেয় পরিচয়।

প্রতিমা - প্রতীক

দশভুজা - লক্ষ্মী - কালী - জগদ্ধাত্রী যত
সাধনার রূপ - কল্প বিশ্বে নানা মত
মানবের মানসের সমুন্নতি তরে ;
শত শত প্রতীকের লহরে লহরে
জনতা - সাগরে জাগে একত্ব মহান ;
একত্বের মহাসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ
অভিন্ন প্রীতির শুভ্র পূর্ণিমা - প্লাবনে
বিভিন্নতা ভুলে যায় নানা শুভ ক্ষণে।
পূজার পরম বার্তা — মানব ধর্মের
অভ্যুত্থান মহাবিশ্বে। সর্ব - কল্যাণের
প্রতিষ্ঠায় সৌভ্রাত্রের সাম্যময়তায়
চলন্ত মানব - ধারা যেন পথে ধায়।
পূজার বিশ্বাসে - প্রেমে ভরিলে সংসার
প্রতীকের প্রয়োজন কিছু থাকে আর!

অপূর্বা

চিন্তা - শক্তি, ভাব - শক্তি, ইচ্ছা - শক্তি যত —
সর্ব শক্তি যেথা হ'তে সমুদ্ভূত হয়,
সেথায় আবার শেষে তা'দের বিলয়,
মহাশক্তি অভিধায় তা'রেই সতত
ধ্যান - ধারণায় চাই! বিশ্বে অবিরত
অবারিত ব্যাপ্তি তা'র অচিন্ত্য বিস্ময়
সঞ্চার করিতে থাকে। সে-ই সর্বময়
অমেয় অবাচ্যে সর্ব - সমর্পণই ব্রত।

বিন্দু - বারি — সিন্ধু - বারি বারিরই বিস্তার ;
শিশিরে শিহরে তাই শূন্য - সিন্ধুরূপ ;
শিশির - মুকুর তাই মহাশূন্য চায়।
অব্যক্ত ব্যক্তিত্ব গড়ি' অনন্ত লীলার
এ কোন্ উৎসার তা'র! রহস্যে নিশ্চুপ
করে নিরবধি কাল ; থই কে বা পায়!

সপ্তশতী

সপ্তশতী চণ্ডী আর সপ্তশতী গীতা
অমর সমর-কথা কহিছে সবারে :
হিংসা যেথা মদ-মত্ত আপন বিকারে
প্রীতিরে করিতে চায় ক্রোধে ভূলুণ্ঠিতা,
প্রজ্ঞা যেন সেথা রয় কৃত্যে অবহিতা।
সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে সর্বদা সংসারে
প্রাণ যেন পর-প্রেমে সঁপে আপনারে।
বিজয়ান্তে আসে যেন করুণা অমৃতা।

জীবন-যজ্ঞের ফল : পরম কল্যাণ —
সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য-সাম্য — সর্ব-সমবায় —
বিশ্বভাবাত্মকতার আদর্শ মহান —
সেই কাম্যফল-লাভে শান্তি এ ধরায়
পরিপূর্ণ ক'রে দিক সকলেরই প্রাণ; —
অমর যুগল-গ্রন্থ এ বার্তা শুনায়।

চণ্ডী-পাঠ

শুনিছো না চণ্ডী-পাঠ মন্দিরে মন্দিরে।
মন্দির মানব-কায়া — পাঠরত প্রাণ।
ধ্বনি-মন্দ্রে অনির্বাণ উদাত্ত আহ্বান
ব্রহ্মাণ্ড মুখর করে; উল্লোল সমীরে
মাতৃ-কর্ণ উচ্চকিত করিছে না কি রে!
মা-মা ডাকে চলে নিত্য চণ্ডীর সন্ধান।
গণ্ডিবদ্ধ বস্তু-বিশ্ব দ্বন্দ্ব-স্পন্দমান; —
মায়া-যবনিকা-জাল মন্ত্রে যায় ছিঁড়ে।

সন্তানের প্রতি শব্দ — প্রত্যেক স্পন্দন
মাতৃ-লীলা বিবর্ধিত করিতেই থাকে।
সবই সেই চণ্ডী-স্তুতি, — চিন্তা অকারণ; -
মাতৃ-লুব্ধ সন্তান কি লভে না মাতাকে?
মা-ই করে মাতৃরোধী অসুর দলন;
খণ্ডনীয় খণ্ডে মাতা মণ্ডিতে বাছাকে।

মার্কণ্ডের ঋষি-সমাচার

শক্তি-তত্ত্ব জানো তুমি মুনি জ্ঞানময়!
তাই বুঝি বুঝিয়াছ ধ্যানস্থ অন্তরে :
শক্তির সাধনা যা'রা বিশ্বে নাহি করে
কী ভাবে লভিবে তা'রা অমৃত অভয়!
কী ভাবে করিবে তা'রা মোহ—মৃত্যু জয়!
মহাশক্তি সৃষ্টি - লয় করে লীলা-ভরে।
মহাসত্যে—অনির্বাচ্য মঙ্গলে - সুন্দরে
সে-ও চায় সৃষ্টি তা'র যেন ধন্য হয়।

এ বিশ্ব-চালিকা-শক্তি নিত্য বিবর্তনে
চলিয়াছে অন্তর্গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিয়া।
যতক্ষণ আয়ু আছে, তাই ক্ষণে ক্ষণে
উপলব্ধি করা চাই সর্ব-সত্তা দিয়া
তা'রই সাথে একাত্মতা জীবনে-মরণে।
যত বৈপরীত্য যাবে কখন উবিয়া।

মেধা ঋষির কথা

মহাজ্ঞানী মেধা মুনি। তা'র মর্ম মাঝে
বিরাজে পরম শান্তি—আনন্দ অমেয়।
প্রেয় নহে, যাহা কিছু নর-জন্মে শ্রেয়
তাহারই মাধুরী তা'র অন্তরে বিরাজে।
মাতৃ-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ মোরা বুঝি না যে—
লীলা-ক্ষেত্র বিশ্ব মা'র। যা'রে যা'-ই দেয়,
মা'-ই দেয়, নিজে থেকে দুর্জ্ঞেয়—অজ্ঞেয়
সর্ব-রূপ-অন্তরালে অন্তর্লীন সাজে।

তাই, রাজা সুরথেরে—বৈশ্য সমাধিরে
যথা-যুক্ত ঋদ্ধি আর মোক্ষ-প্রাপ্তি-পথ
নির্দেশিল মহামুনি। কাল-সিন্ধু-তীরে
ধর্মক্ষেত্র এ ধরণী—সাধনা-সৈকত।
মাতৃ-লীলা আস্বাদিতে আসি ফিরে—ফিরে
হেথা মোরা, মিশে যাই চলচ্চিত্রবৎ।

সুরথ রাজার উক্তি

রাজ্য-হারা — স্থৈর্য-ধৈর্য-বীর্য-হারা হ'য়ে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে মেধা-সন্ন্যাসীরে
জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম : সৃষ্টি-সিন্ধু-তীরে
ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি সকলেরে ল'য়ে
লীলা-খেলা ক'রে চলে। চলোর্মিরা ব'য়ে
চ'লেছেই অবিরাম, শুভ্র শোভা নীরে
বিকশিত হ'তে থাকে; ছায়া-রৌদ্রে ধীরে
যেথা যায়, ইঙ্গিতে তা' যায় নাকি ক'য়ে!

সকলেই মাতৃ-স্নেহে — বাৎসল্যে বিভোব;
মাতৃ-মন্ত্রে — মাতৃ-তন্ত্রে সবারই উল্লাস।
মা-ই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, গড়ে সুকঠোর
বন্ধনের মায়া-রজ্জু, খুলে দেয় পাশ।
শরণাগতি যে কাম্য। সে লীলার ওর
কে বা পাবে! তা'রই হাতে সৃজন-বিনাশ।

বৈশ্য সমাধি

বৈশ্যের বাণিজ্য বৃত্তি। ধন-কামনারে
বাড়াতে বাড়াতে শেষে জাগে মোহ-ভার।
তখন মনুষ্য-জন্ম — উদ্দেশ্য তাহার
ভুলে যায়; মায়াচ্ছন্ন বিকারে — বিকাবে
নষ্ট করে মাতৃ-দত্ত সহজ সত্তারে।
মাতৃ-নাম-জপা ভিন্ন তখন নিস্তার
পাবার তো পন্থা নাই। মাতার কৃপার
কণাও লভিলে হয় বিমুক্তি সংসারে।

সৃষ্টি-চক্রে সন্তানেরে মাতা-ই ঘুরায়, —
মোক্ষ-ফল-প্রদানেরই ছল বুঝি তা'র!
মানবের অন্তরের দৈত্য-দেবতায়
দ্বন্দ্বায়িত করি', তা'র অপার কৃপার
মাধুর্যে অশান্ত বুকে শান্তি ঢেলে যায়।
চরণে শরণ তাই চাই নিত্য মা'র।

ঘাস

শ্যামলিমা বিথারিয়া মৃত্তিকার 'পরে
মাটিরেও আচ্ছাদিয়া রাখি সযতনে;
তাই বুঝি অসীমের কৃপার কিরণে
আমার সর্বাঙ্গ শুধু পুলকে শিহরে!
নীরবে—বিনম্র-ভাবে সেবা যা'রা করে,
নগণ্যেও অগণিত স্নেহ-পরশনে
তা'রা নিত্য ধন্য হয়; দক্ষিণ পবনে
লভে তা'রা নবোল্লাস হৃদয়-ভিতরে।

সেবা-ভাবে উচ্চ নীচ হয় একাকার,
সহযোগিতায় প্রাণ হয় ভরপুর;
সঙ্গীতে বাজিয়া ওঠে ধূলার-সংসার;
জীবন স্বপ্নের মত লাগে সুমধুর।—
ঘাসের ইহার বেশী কী বা চাই আর!
শ্যাম-রাগে তুচ্ছতা যে প্রেম করে দূর।

প্রভাত-শিখা

যে প্রভাত-শিখা অসীম ঊর্ধ্ব বেয়ে
প্রতিদিন তব প্রাঙ্গণ ফেলে ছেয়ে,
তাহারে নীরবে বরণ করিয়া নিয়ো,
অনাদি প্রিয়ের সন্দেশ যত প্রিয়
বহিয়া সে আনে অন্ধ আঁধার-পথে,
তোমারে রাখিতে পরম প্রেমের ব্রতে
ব্রতী চিরদিন সহজ সুখের ভরে;
উদার আবেগে সে শুধু তোমার তরে
অসীম ঊর্ধ্বে জাগিয়া নীরবে থাকে;
প্রেমের আলোকে পুলকিত আপনাকে
অমেয় অশেষে মুসাফির দাও করি'
মুসাফিরতায় পরাণ উঠিবে ভরি'।
পৃথিবীর ভার—সকল অন্ধকার
কখন্ দেখিবে হ'য়ে গেলে তুমি পার!

আলোর সাধনা

প্রীতি-ভরে তম অপসারি' তাড়াতাড়ি
আকাশ বাহিয়া আলোক আসিয়া পড়ে
প্রতিদিন সুখে তোমার—আমার ঘরে;
অনায়াসে তাই পথে যে চলিতে পারি।
বিটপী-লতাও পথ-পাশে সারি সারি
পুষ্প-পাত্র আলোক লভিতে ধরে;
তটিনীও বুঝি আলো পেয়ে গান করে;
পশু—পাখীরেও আলো করে পথচারী।

এতো যে মরমী—মধুর—তুলনাহারা
তা'রই পিয়াসায় পরাণ পাগল হোক;
উন্মুখ হ'য়ে মর্ম-নয়ন-তারা
ভুলুক ভুবনে সকল দুঃখ-শোক।
আর তম নয়, অ-বারিত আলোধারা
লভিয়া ধন্য হোক এ বিশ্বলোক।

সাঁকো

তটিনীর দু'টি তীরে জল-ধারা যত
ব্যবধান রচে, তা'র প্রতিকার তরে
নীরব সাঁকোটি শান্ত যোগসূত্র গড়ে;
পারাপার চলে তাই শহরে সতত;
সম্ভার উভয় পারে আসে—যায় কত;
চল-জলে জনতার প্রতিবিম্ব পড়ে,
লীলাচ্ছলে চলাচলে নানা মূর্তি ধরে,—
মিলন-প্রেরণা গতি দেয় অবিরত।

সাঁকো—শুভ্র কল্যাণের সুন্দর প্রতীক;
ধৈর্যের—স্থৈর্যের মূর্তি; দুর্বার জলের
কলরোলে—ফেনোচ্ছ্বাসে একান্ত নির্ভীক,
সাধিয়া সে চলে ব্রত মৌন মিলনের
যত দূরে দূরে থাক এদিক-ওদিক
সহযোগ-কেন্দ্র-বিন্দু সাঁকো যে সবের।

অরফিউস্-ইউরিডিসী-প্রেম-কথা

অরফিউস্-ইউরিডিসী চিরন্তন প্রেমে বাঁধা।
শ্রেষ্ঠ বীণা-বাদনেতে সর্ব-দমী যমে মুগ্ধ করি'
অমর্ত্য-মর্ত্যের যোগ সুর-ধ্বনি-রস-সেতু গড়ি'
স্থাপিল যে বীণাবিদ্। অরফিউসের শোকে কাঁদা
রুদ্ধ তবু হ'ল না যে। জৈব মৃত্যু প্রেমে রচে ধাঁধা:
রূপ-কথা — লোক-গাঁথা জন-মন তোলে তাই ভরি'।
দেহ নয়, স্নেহ-স্মৃতি স্থায়ী রয় চির দিন ধরি'।
কিংবদন্তী দিয়ে হয় অনবদ্য প্রেম-কথা ফাঁদা।

অরফিউস্-ইউরিডিসী — দম্পতিরা মূলে সবে;
স্মৃতিই শাশ্বতী বীণা, সুর তা'র কালোত্তর রয়।
পৌরাণিকতার স্পর্শ যা'-ই লভে, স্মৃতির গৌরবে
কাল-ধর্মে কালোত্তর প্রীতি-লাভে করে মন জয়।
আগে-পরে মিথুনের স্বাভাবিক মৃত্যু যেথা হবে,
বাঁচিবে যে, প্রেম-শোকে বুঝিবেই — প্রণয় অক্ষয়।

টান্টালাস

এ কী শাস্তি স্বর্গরাজ পাষণ্ড পিতার!
আমি রাজা টান্টালাস পাতালে শীতল
নিঃসঙ্গ জীবন যাপি হ'য়ে হতবল,
অক্ষম শিকার হ'য়ে ক্ষুধা — পিপাসার।
জল মাঝে দাঁড়িয়েও নাহি পাই জল;
ফলবতী শাখীও যে স্বাদু ফল-ভার
দেয় না সুযোগ কভু করে ধরিবার।
ক্ষুধার্ত বন্দীর দন্ত একান্ত নিষ্ফল।

তুচ্ছ করি' ঘৃণ্য শাস্তি থাকি উচ্চ-শির।
অত্যাচার — অবিচারই অভ্যস্ত যাহার
উপযুক্ত নহে সে যে পিতৃত্ব দাবির।
প্রতিষ্ঠা না থাকে যদি আত্ম-মর্যাদার
মৃত্যুরও অধিক মৃত্যু তা' যে বিবেকীর।
বন্দী দেহ, মর্ম ঘোষে বিদ্রোহ আত্মার।

প্রমিথিউস

গিরি-শৃঙ্গে শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসেরে
রক্ষা করো হার্কুলিজ। নির্দোষ — মহান,
মানবেরে দিব্য বহ্নি সে করিল দান
সভ্যতার সমৃৎকর্ষে। চৌর্য বলি' এরে
যে নৃশংস স্বর্গরাজ ন্যায়ের দণ্ডেরে
ভণ্ড ভাবে ব্যবহার করি' অসম্মান
স্বর্গেরও সাধিছে তারে হে বিদ্রোহী প্রাণ,
রাজা চ্যুত করি' স্থাপো ন্যায়েরে সত্যেরে

প্রমিথিউসের এই ন্যায় নিষ্ঠা ভরে
সমদৃষ্টি — প্রীতি ভাব আনিবে অচিরে
হার্কুলিজ, তোমারও যে প্রতিষ্ঠাই হবে।
আলোক স্তম্ভের মত ভাতি' ধরিত্রীরে
বিদ্রোহী-যুগল কার্যে অনির্বাণ র'বে।
কিংবদন্তী বিরচিত হবে যুগ্মে ঘিরে।

ফস্ট

"জ্যোতিষ 'জ্যোতিষ্ক শাস্ত্র বহু চর্চা করি'
বুঝেছি মানব আয়ু অতি ক্ষণস্থায়ী
যম দণ্ডাঘাতে কারও নিস্তারই যে নাই।
কুযুক্তিই শয়তান দিবস শর্বরী
দিতে ব্যগ্র, রিপু সব বিভ্রমেই গড়ি'
ভোগ-বৃত্ত ব্যস্ত রয় দিতে সেথা ঠাঁই।
শয়তানী প্রলোভন কেমনে এড়াই'
শর্ত পালি ভোগ লক্ষ্য অবিলম্বে ধরি।'

ক্লিন্ন — ক্লিষ্ট ভোগে — ভোগে করি' বিবেকেরে
ফস্ট স্পষ্ট বুঝিল যে, — অমূল্য প্রণয়
আত্ম-দানে উদ্বুদ্ধ যে করে মানবেরে,
অন্তিমে যে মানবতা লভেই বিজয়,
স্কন্ধারূঢ় শয়তানও যায় শেষে ছেড়ে,
শর্ত-ভঙ্গে মনুষ্যত্ব পাপ মুক্ত হয়।

একক প্রত্যয়

দু'যুগের হুজুগের হাটে হট্টগোলে
জনতার মুখরতা যেথা ফেটে পড়ে,
সেখানেও কী আশ্চর্য প্রশান্তির ভরে
একক বিটপী - বৃন্তে গুচ্ছ - পুষ্প দোলে;
অভ্র - শুভ্র - দীপ্ত - সূর্য ঝরে তা'র কোলে।
সে - বিটপী স্বপ্ন - সূক্ষ্ম বিনম্র মর্মরে
শত শত পান্থ - চিত্ত রোমাঞ্চিত করে।
কুসুম - বিকাশ বৃক্ষ কিছুতে না ভোলে।

যুগের হুজুগ জমে, ক্রমে কেটে যায়;
হাটের মিছিলও বাটে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে
জঙ্গম কালের কোলে কোথায় মিলায়;
একক বিটপী শুধু পুষ্প - স্বপ্ন ল'য়ে
মন্থর মলয়ে মুগ্ধ সুগন্ধ ছড়ায়।
বন্ধু চিত্ত লভে বল একক প্রত্যয়ে।

জীবন্ত শহীদ

তুষার - ঝটিকা পামীর - চূড়ার 'পরে
ভাঙে বার বার; ঘন - ঘোর কুয়াশায়
চারি ধার তা'র অনিবার ঢেকে যায়;
তবু তো পামীর সহে সবই অকাতরে।
জগতের কাছে জ্যোতি সে তুলিয়া ধরে;
অসীমের আলো বুকে তা'র ভাতি পায়;
পামীর - চূড়া যে প্রাণপণে শুধু চায়,—
প্রেমের আলোকে এ পৃথিবী যেন ভরে।

পামীর - চূড়া যে সাধারণ চূড়া নয়,
ভাঙে না টলে না কিছুতেই কোনদিন;
মানে না জীবনে কোন ভাবে পরাজয়;
করিতে পারে না কেহ তা'রে পরাধীন।
বুকে ধ'রে তা'রে গরবিত হিমালয়.
দেশ - ভেদে তবু পামীরই হয় না ভিন্।

নপুংসকের ব্যথা

কা'র পাপে — অভিশাপে ওরা নপুংসক,—
উপেক্ষার - বিদ্রূপের পাত্র সমাজের
সর্ব - স্বাদ - বিবর্জিত মনুষ্য - জন্মের?
লোকে বলে - বিশ্ব - স্রষ্টা সবারই পালক;
যদি থাকে স্রষ্টা কেহ সাম্য - নিয়ামক,
তবে কেন নিসর্গের নানা বন্ধনের
বেড়াজালে বিপর্যস্ত জীবন ওদের?
আহাম্মক নহে কি সে - তা'রও যে স্তাবক?
জনতার উপেক্ষার ভাণ্ডারই ক্লীবেরা;—
অবহেলা করে নি কি ভীষ্ম শিখণ্ডীরে?
কী নিষ্ফল - ব্যথা - বিদ্ধ - ভাগ্য - হত এরা!
সম - প্রীতি - ভাব - দীপ্ত হ'য়ে পৃথ্বী - তীরে
ক্লীবদেরও বক্ষে ল'বে কবে মানবেরা
নিয়তি - চক্রান্ত - দুষ্ট দুস্তর তিমিরে?

আড্ডা

চলন্ত পথের পাশে শ্যাম-কান্ত বাঁকে
অফুরন্ত স্ফূর্তি-ফুল্ল আড্ডায় আড্ডায়
তা'রা সব ভিড় করে সবাই যেথায়;
হাসে - ভাষে, উচ্ছলিত প্রাণ - রস চাখে।
উদ্বেলিয়া অতলান্ত অন্তর - সত্তাকে
আবার পথের স্রোতে কোথায় মিলায়,
সন্তর্পণ স্পর্শ তা'রা প্রাণে রেখে যায়।
তা'রা যায়, তবু কত স্মৃতি পিছে থাকে।

সহস্র সে স্মৃতি - মূর্তি — ছায়া - সহচর
পদে পদে অনির্বাচ্য যোগ - সূত্র গড়ে;
আনন্দে বিষাদে ভরে গহন অন্তর;
কত না রহস্য বোনে পথের ভিতরে।
আড্ডার আসক্তি তাই দুর্বার দুর্মর,
আজীবন জীবনেরে কী সুস্বাদু করে!

সঙ্গম - স্নান

লক্ষ কোটি জনতার দুর্বার জোয়ার
যুগ যুগান্তর ধ'রে ছুটে ধেয়ে আসে
ভারতের চিরাগত অধ্যাত্ম-বিশ্বাসে,
সঙ্গমের পুণ্য-স্নানে তাপিত আত্মার
শান্তি-তৃপ্তি খুঁজে পায় হেথা সাধনার।
সূর্য - দীপ্তি উজ্জ্বলিয়া ঊর্ধ্বগ আকাশে
সঙ্গমে গলিয়া পড়ে, ঊর্মিরা বাতাসে
সঙ্গীত বাজায়ে যায়, — সে কি ভুলিবার!

জনতার স্পর্শ-ফুল্ল অমৃত হিল্লোল
প্রাণ - কুম্ভে ভ'রে নিতে সঙ্গমে সবাই
তুলি এক অনির্বাচ্য আনন্দের রোল;
বিশ্বাস কুড়ায়ে শেষে ফিরি গৃহ-ঠাঁই।
চতুর্দিকে বস্তু-বিদ্ধ যত হট্টগোল
সঙ্গমের স্নান - স্বপ্নে মোরা ভুলে যাই।

দীঘিটিরে ভালোবাসি

সাগরে যাবো না; সাগর হেরিলে হায়
নিজেরে হারাই সীমাহারা পারাবারে।
বালুর বেলার সুবিপুল বিস্তারে
ছুটে আসে ঢেউ বারে বারে নিরুপায়।
শঙ্খ শুক্তি ফেলিয়া চলিয়া যায়
প্রবাহের টানে কোথা কে বলিতে পারে!
সাগর আবার শূন্যের নিরাকারে
মিশে একাকার হয় কোন্ অজানায়?

সান্ত শীতল দীঘিটিরে ভালোবাসি।
বক্ষ-গাগরি তা'র নীরে ভরি সুখে;
অবকাশ পেলে লাবণি লেহিতে আসি;
কলালাপ তা'র ছাপ রেখে যায় বুকে।
সাগরে যাবো না, সত্তা সে ফেলে গ্রাসি';
নিরালার দীঘি চেয়ে থাকে স্মিত মুখে।

গণেশের সন্তোষ

হর-গৌরী-দাম্পত্যের গাঢ় গূঢ়তায়
অভিভূত—আনন্দিত গণেশের চিত;
বর-পুত্র বলি' তা'রে করি' অভিহিত,
সিদ্ধি-দাতা-রূপে তা'র ঋদ্ধ প্রতিষ্ঠায়
শনি-শাপ—করী-মুখ আমল না পায়।
যুগ্ম মাতৃ-পিতৃ-স্নেহ হ'য়ে একত্রিত
করিল যে তা'রে শ্রেষ্ঠ স্থানে সংস্থাপিত,
প্রতিবন্ধী পূজ্য তাই মর্ত্যে—অমরায়।

বরণীয় দম্পতির অপত্য সফল
পিতৃ-মাতৃ-ধারা-বহ স্বতঃই যে হয়,
শুন্ডধর-মুন্ড-মুখ কুরূপ, অবল
মূষিক বাহন, তবু দানে বরাভয়;
শিব-শক্তি-শুভাশিসে উপজে মঙ্গল;
জনক-জননী-প্রীতি-জাত গণ্য রয়।

'শকুন্তলায়'-য় কণ্ঠ

দীপকণ্ঠ শার্ঙ্গরব সাবধান-বাণী .
বাণ-বিদ্ধ করিয়ো না আশ্রম-মৃগীবে,
দুষ্যন্তের শ্রুতি-রম্য বাণীর ধ্বনিরে,
অনসূয়া—প্রিয়ম্বদা-কথা-কানাকানি,—
কে ভুলিবে! 'শকুন্তলা' শ্রেষ্ঠ নাট্যখানি
শুনায় বিচিত্র কণ্ঠ—কথা যে মহীরে।
রুদ্র-কণ্ঠ দুর্বাসার অভিশাপোক্তিরে
মনে হয়,—অদৃষ্টই গেল বজ্র হানি'।

পিতা-মাতা পরিত্যক্তা পালিতা কন্যারে
পতি-গৃহে প্রেরণের পরম প্রহবে,
বেদ-কণ্ঠ কণ্ব-কথা কে ভোলে সংসারে!
শকুন্তলা মর্মে মর্মে স্মৃত সমাদরে।
শাশ্বতী ভারতী বরে শ্রেষ্ঠ প্রতিভারে :
বাণী-ব্রহ্ম কালিদাসে চির-স্মর করে।

অভিনব বৈপরীত্য

প্রথম চুম্বনাবেশে সলজ্জ সোহাগে
থর-থর রোমাঞ্চিত তারুণ্যের ভরে
কুমারীত্ব-গুহারত্ন বলদৃপ্ত করে
হরিল যে ছায়াচ্ছন্ন গুপ্ত পুষ্পবাগে,
তারই আলিঙ্গনাবদ্ধ গাঢ় অনুরাগে;
তবু কেন পূর্ব কথা শুধু মনে পড়ে?
তবু কেন সে লুণ্ঠন সহিতে আদরে
ইচ্ছা করে? সে রোমাঞ্চ কেন ভালো লাগে!

সে দিনের সে দয়িত এবে মোর স্বামী,
দাম্পত্যের মাঝে নাই কিছু যে অম্লান,
কুমারীত্ব-কলঙ্কিত তবু সেই আমি
এ আমি হয় না কেন!—কেঁদে কয় প্রাণ।
স্বকীয়ার পরকীয়া রসে দিবাযামী
অনুরাগ এত কেন—কে দিবে সন্ধান!

শূন্য-শয্যা

প্রিয়া-হারা শূন্য-ঘরে শূন্য-শয্যা 'পরে
নিঃসঙ্গ রজনী যায়। চন্দ্র-তারকায়
বাতায়নে বুঝি চায় সমবেদনায়;
বাগানের নিশি-পুষ্পে ব্যথায় শিহরে
শিশিরাশ্রু; আর্ত্ত শব্দ করে নিশাচরে;
শীতার্ত্ত বাতাসে পাতা ভূমির শয্যায়
কখন লুটায়ে পড়ে; বিনিদ্র পাখায়
পোকারাও বুঝি হায় আনাগোনা করে!

প্রিয়াতুর শূন্য-শয্যা, শূন্য তবু নয়;
একদা যে প্রিয় ছিল, স্মৃতি-মূর্ত্তি তা'র
সঙ্গ দেয়, ভ'রে রাখে বিলাপী-হৃদয়,
সমুজ্জ্বল ক'রে তোলে রূঢ় অন্ধকার;
মাঝে-মাঝে মনে হয় সবই প্রিয়াময়,
মিশে আছে মানিনী যে সর্বাঙ্গে শয্যার।

প্রেম-কথা

ভালোবাসো মোরে—আরও ভালোবাসো প্রিয়া,
আরও ভালোবাসো—আরও ভালোবাসো রাণী,
তোমাময় করো সর্ব সত্তাখানি।
নিখিল ভরিয়া কেবল তোমারে নিয়া
প্রেমের সুবাসে বিমুগ্ধ হ'য়ে হিয়া,
যুগযুগান্ত-সঞ্চিত কানাকানি—
যত প্রেমিকের প্রেমিকার প্রিয় বাণী
শুনে—শুনে হোক একান্ত আকুলিয়া।

দেহ দিতে পারে এত সুধা—এত প্রীতি
বিশ্ব মাতানো এমন উচ্ছলতা!
কে জানিত আগে লক্ষ প্রাণের গীতি
মুখর করিবে এ বুকেরও নীরবতা!
ভালোবাসো আরও—না রাখিয়া পরিমিতি
শুনাও শ্রেয়সী নিরবধি প্রেম-কথা।

স্মৃতি-স্বপ্ন

প্রথম চুম্বনাবেগে যে নারী আমার
সর্ব-দেহে সঞ্চারিল আনন্দ-কম্পন,
তা'রই স্মৃতি-স্বপ্ন আজও করি' রোমন্থন
সমুদ্র-চুম্বিত এই পৃথ্বী বার বার
সুখাপ্লুত হ'য়ে ওঠে। কত কল্পনার
উদ্দাম আকৃতি-ভারে বিপ্লাবিত মন
সে রোমাঞ্চময় লগ্ন করিয়া স্মরণ
ভাটায় ফিরিয়া খোঁজে আবার জোয়ার।

যাহা যায় ফেরে না তো, তাই বুঝি তা'র
দুর্নিবার আকর্ষণ মানবের প্রাণে!
আত্মার সৌরভ প্রেম, তা'রে ধরিবার
অন্তহারা আকুলতা; তা'রই টানে-টানে
যে তরঙ্গ দেহ-তটে একদা আছাড়
খেয়েছিলো, ফিরি হায় তাহারই সন্ধানে।

স্মর-গরল

স্মর-গরলের জ্বালা এখনও তোমার
স্মরণে কি জাগে সখি? এখনও কি হায়
অতীত সহসা আসি' বক্ষ-দরজায়
আঘাত হানিতে থাকে শুধু বার বার?
স্মৃতি বুঝি অবশেষে হ'য়ে স্মৃতি-সার
যত দিন আয়ু আছে মরিতে না চায়?
আসল যে ভালোবাসা, তা' যে ভোলা দায়,
ভুলিলে জীবনে বলো, কি বা থাকে আর!

কেশে পাক ধরিলেও প্রেম সে কেশেরে
মেদুর মেঘের কান্তি রঙ্গে করে দান;
সহস্র যোজন দূরে নানা হেরফেরে
থাকে যা'রা, তাহাদেরও ব্যর্থ ব্যবধান
ঘুচায় নিভৃতে প্রেম। মরণও কি কেড়ে
নিতে পারে প্রেম-স্মৃতি অমেয় অম্লান!

মাতাও

মাতাও—মাতাও মোরে, আরও মত্ত করো।
ওই দেহ-লতাটিরে অতি-লালসায়
লীলায়িত করি' দেহ-বিটপের গায়
মিশায়ে মদির সুখে জড়াইয়া ধরো।
এক স্বপ্ন ভেঙে গেলে, ফিরে স্বপ্ন গড়ো।
কামনা-পুষ্পিত এই পৃথ্বী-বীথিকায়
সৌন্দর্যে—স্বপনে যেন এ জীবন যায়।
দুর্বারিত কাল-ভয় লহমায় হরো।

নিত্য-মত্ত কামনায় যে রাখিতে পারে
চিত্তটিরে ভরপুর, ভঙ্গিল ভুবনে
ভিখারীর মত মৃত্যু তা'রই দেহ-দ্বারে
উচ্ছিষ্ট-পিয়াসী থাকে সশঙ্কিত মনে।
যতক্ষণ আয়ু আছে প্রেম-কামনারে
উজ্জীবিত রাখো সখি, তপ্ত-আলিঙ্গনে।

অবিস্মৃত প্রেম

হয়তো বা তা'রা সে কথা গিয়েছে ভুলে,
যে কথায় প্রাণ উতলা নদীর মত
তরঙ্গময় হোতো সুখে অবিরত,
কল-কল্লোল তুলিত উভয় কূলে।
হয়তো বা তা'রা গোপন মর্ম-মূলে
এখনও বহন করে সে প্রেমেরই ব্রত,
বিগতের তরে ব্যাকুলতা জাগে কত,
ফিরে যেতে চায় অলিরা সাবেক ফুলে।

শুধু মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান;
কা'রও মন কা'রও জানিবার পথ নাই;
টনটন করে পিয়াসী প্রাণের টান,
ফিরে—ফিরে তাই অতীতেরে পেতে চাই।
আসল যে প্রেম, স্মৃতি-রস করি' পান
স্মৃতি দিয়ে ভরে পৃথিবীর সব ঠাঁই।

পুনরাহ্বান

ওগো তুমি ফিরে এসো যৌবন-নিবাসে;
আয়ু আর জীবনের আছে কত ক্ষণ!
বিদায় নেবার আগে সোনালী স্বপন
সম্ভোগ করিতে চাই আলস্যে-বিলাসে।
পলভর আয়ু শুধু পদ্ম-পত্রে হাসে;
হাসিতে হাসিতে পড়ে গড়ায়ে জীবন।
ওগো, তুমি ফিরে এসো, ক্ষণ-আস্বাদন
পূর্ণ হোক; এখনও যে বর্ণ আছে ঘাসে!

শিশির শুকায়ে গেছে, তবু তা'র দাগ
এখনও লাগিয়া আছে ঘাসের আগায়;
যুগলের অন্তরেরে এখনও সজাগ
সংগোপনে ক'রে তোলে প্রেম যে ধরায়;
ফিরে এসো, ফিরে এসো, পূর্ব-অনুরাগ
ভুঞ্জিতে—ভুঞ্জিতে যেন মরণ ঘনায়।

কাছে থাকো

আরও কিছু ক্ষণ কাছে থাকো—কাছে থাকো।
যে বারতা তব না ব'লে পারো না আর,
সে কথা কহিয়া এ সাধের নিরালার
সোনার সময় কথায় ভরিয়া রাখো।
এ কাল র'বে না; কথা দিয়ে তবু ঢাকো
কালের ফাঁকিরে; অসহ সে বেদনার
ভার হরিবার কী উপায় আছে কা'র!
প্রিয়-নামে তব ডাকো সখি, মোরে ডাকো।

কাছে থাকো সখি, কাছে থাকো—কাছে মোর।
কাছে থাকিবার অপরূপ আগ্রহে
এ হৃদয় হোক্ আপন স্বপনে ভোর;
সে-ও তা'র কথা তব কাছে যেন কহে।
মহাকাল সাথে খাটে কি কাহারও জোর!
কথা ছাড়া সে তো কিছুতেই বশ নহে।

প্রেম-পলাশ

চলিতে চলিতে পথে সে দিন দু'জনে
হেরিনি কি অকস্মাৎ আরক্ত পলাশ
অরণ্যের ঊর্ধ্বভাগে? আর অবিশ্বাস—
মাটি হোক্, তবু মর্ত্যে করিব কেমনে?
পল্লব ঝরিয়া গেলে দুরন্ত পবনে
তবু যে উজ্জ্বল থাকে পুষ্পিত বিকাশ;—
এই প্রেম সহজে কি হ'তে পারে নাশ
আগলি' থাকিলে তা'রে দোঁহে প্রাণপণে!

এই প্রেম—এ পলাশ ফুটাবারই তরে
কী উৎসাহ—উদ্দীপনা—উচ্ছ্বাস—উল্লাস!
তাই যবে কাল-বায়ু সব কিছু হরে,
তখনও অরণ্য-শীর্ষে উদ্ভাসি' আকাশ
পলাশ ফুটিয়া থাকে দীপ্ত সূর্য-করে
অট্টহাস্যে উপেক্ষিয়া দস্যু কাল-গ্রাস।

অকালের ফুল

অকালের ফুল যবে দিলে উপহার,
বুঝিলাম এই ফুল অন্তরে-অন্তরে
ফুটিয়াছে সংগোপনে আনন্দের ভরে;—
এ আনন্দ-মধুরিমা একান্ত তোমার।
প্রকাশ্যে শাখাগ্রভাগে যে পুষ্প-সম্ভার
ফুটিয়া বিলায় গন্ধ সবারে আদরে,
সে ফুল সবারই তরে। তবু তার পরে
ফোটে যদি কোন ফুল, জুড়ি কোথা তা'র।

আমারও আনন্দ তাই উথলিয়া ওঠে।
জীবনের লেনা-দেনা সমাপ্তির মুখে,
এবার আবার যদি গুপ্ত পুষ্প জোটে,
তোলপাড় জাগিবে না তখন কি বুকে!
মায়াময়ী, তুমি শুধু হাসো পুষ্প-ঠোঁটে।
মত্ত চিত্ত অকালের এ সুগন্ধ-সুখে।

প্রণয়-পরিণাম

যা'র সাথে পরিচয়—প্রণয়-বন্ধন—
রহস্য-রোমাঞ্চ যত তারুণ্য উচ্ছ্বাস,
যা'র সঙ্গ-বঙ্গ-রসে নিত্য অভিলাষ,
বুভুক্ষা ভুঞ্জিতে যা'র তপ্ত আলিঙ্গন,
স্বামীত্বে তারেই সুখে করিব বরণ
তা'রই শুভ লগ্ন এলো, মিটিল তিয়াষ।
সারা বেলা বিবাহের ওঠে কলভাষ
বর হ'য়ে এলো প্রিয়—ধন্য এ জীবন।

এত পরিচিত, তবু এ বরেণ্য দিনে
নূতন লাগিছে এরে বিবাহ-বাসরে;
প্রেমালোকে এলো যেন পথ চিনে চিনে;
পরিণয় সব কিছু অভিনব করে।
বাঁশরী বাজিছে শুধু জীবন-পুলিনে;
অমৃত উথলি' ওঠে অন্তরে—অন্তরে।

'অন্তিম অশন'

'ঈষৎ-উৎকোচ-লব্ধ ভণ্ড-ভক্ত কেহ
দ্বাদশ জনের মাঝে নিত্য-সহচর . .
শত্রু-হস্তে সমর্পিবে মোরে অতঃপর,
ক্রুশবিদ্ধ হবে শেষে মর-মর্ত্ত্য-দেহ।
তারপরে ধীরে ধীরে পৃথ্বী-পিতৃ-গেহ
নন্দন-নন্দিত হবে, বন্দিত — সুন্দর,
পাপ-মুক্ত, পূর্ণ-ভাবে ঈশ্বর-নির্ভর
পরম পিতার লভি' কৃপাপ্লুত স্নেহ।

স্থৈর্য-ধৈর্য হারায়ো না; একাদশ জন,
সেবা-শুদ্ধ সর্ব-ত্যাগে — প্রেমে — অহিংসায়
ক্রুশময় বর্ত্মে কোরো নিত্য বিচরণ;—
তা'-ই সাধ্য — সাধনীয়।'' শিল্পী-তুলিকায়
মূর্ত এই মহাবার্তা। 'অন্তিম অশন'
যীশু-ভাবে কা'র চিত্ত ভরে না ধরায়!

অনুবাদ - সাহিত্য

যুগ-যুগ-প্রবাহিত মানব-ধারার
বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গী বিবিধ ভাষায়
দেশে দেশে নানা ভাবে নানা মূর্তি পায়;
স্পর্শ করে বিদগ্ধের বক্ষের সেতার;
সম-অনুভূতি আনে চিত্তে বার বার;
তাই তা'র অনিবার শুধু ইচ্ছা যায়
ভাষান্তর-মাধুরীর আনন্দ-সুধায়
ভরিবারে আপনার ভাষার ভাণ্ডার।

নানা ভাষা-ভাব-চর্চা জাতিতে জাতিতে
আত্মীয়তা দিনে দিনে বিবর্ধিত করে;
মানবেরা একই জাতি; তাই বিশ্ব-হিতে
অনুবাদ-সাহিত্য যে যোগ-সেতু গড়ে;
বিশ্ব-মানবিকতার পরম প্রীতিতে
ব্যবধান ঘুচে যায় দেশ-দেশান্তরে।

দেস্‌দিমোনা

উদ্‌ভ্রান্ত তারুণ্য - তীব্র রোমাঞ্চনাময়
সে দুরন্ত দিনগুলি আজও মনে পড়ে;
সাহিত্য - কাননে - কুঞ্জে ফুল্ল নেশা-ভরে
মকরন্দ - লুব্ধ মত্ত ভ্রমর - হৃদয়
করিয়াছে আনাগোনা। অহো কী বিস্ময়,
উত্তাল 'ওথেলো'- মহাকান্তার - মর্মবে
যে-দিন আনিল আর্তি এ ভৃঙ্গ - অন্তরে!
সে রস - রোমাঞ্চ-মূর্চ্ছা বিস্মৃতিরও নয়।

'ওথেলো'- কান্তার - কান্তি অমৃত - মন্দার
'দেস্‌দিমোনা'র মূর্তি, দাম্পত্য - প্রেমের
ক্রুশ - বিদ্ধ - খ্রীষ্ট - সত্তা। সাহিত্য - সংসার
স্বর্গের সমৃদ্ধি পেলো হেন সৃজনের
অচিন্ত্য দীধিতি লাভে। সে কি ভুলিবার!
'দেস্‌দিমোনা' যে পুষ্প অনিন্দ্য স্বর্গের!

পাপের ফুল

(ফরাসী-কবি শার্ল বোদলেবের 'ফ্লাব দ্যু মাল'-স্মবণে)

পাপ-জাত ফুল মূলে, পাপেরই ফসল
হাসি—বাস—মধু প্রলুব্ধ করিবারে;
এড়ায়ে না গেলে মায়াময় সংসারে
অচিরে যে করে প্রণয়ীরে হতবল।
নিকষিত প্রেমই ক্ষণায়ুর স্থিতি-স্থল।
সহানুভূতিতে গেহে বারবনিতারে
স্নেহে ঠাঁই দিলে, সাধকও এড়াতে নারে
প্রলোভন যত, আয়ু হয় নিষ্ফল।

পঙ্কজ তা'র দিব্য সাধনা-বলে
অভ্র-শুভ্র-সুষমা মরতে লভে;
পুণ্যময়তা প্রণয়ের হিয়াতলে
নিবেদনময় মহাভাব আনে যবে,
শয়তান-মার প্রলোভনে কোন ছলে
ভুলাতে নারে যে; পারিজাতই যাচে সবে।

শ্মশান

শ্মশানের শিক্ষা লও জন্মান্ধ মানব,—
প্রজ্জ্বলন্ত চিতা-বহ্নি বস্তু করে ছাই;
ভস্ম-পরিণাম হ'তে নিস্তার যে নাই;
শিব-ভাব না এলে যে নর-দেহ শব।
বৃথা বিত্ত-বসুধার রূপের বৈভব;
বৃথা গর্ব; চিতাগ্নি যে জ্বলে সর্ব ঠাঁই;
পূর্ণ কি কখনও হবে যাহা সবে চাই?
শুধু হায়, প্রমত্তের চলে কলরব।

শ্মশান কহিছে বুঝি, কান পেতে শোনো,
পরম পরাণ-প্রিয়ে লভিবার তরে,
সমষ্টি-মঙ্গল-ব্রতে মোহ-বশে কোনো
ভ্রান্ত-বাধা নাহি যেন পথ-রোধ করে।
দেহ-পাত করি' শুধু শিব-ভাব বোনো;
শিবতায় শিব-ভাব বাড়ে মর্ত্য 'পরে।

কাপালিক

অমাবস্যা - পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড - শ্মশান।
সর্ব - রূপ সমাচ্ছন্ন গাঢ় তমিস্রায়।
ধিকি - ধিকি - প্রজ্বলন্ত চিতার আভায়
ধ্যানমগ্ন কাপালিক। সর্ব - বাহ্যজ্ঞান
বিলুপ্ত ক'রেছে বিশ্ব - চিতা বহ্নিমান।
মহাকালী - বিভূতিতে নেত্র - তারকায়
নৃমুণ্ডমালিনী - মূর্তি ঝলকিয়া যায়;
স্নেহামৃতে সঞ্জীবিত করে মৃত প্রাণ।

যোগমগ্ন কাপালিক আশ্চর্য আবেশে
শবাচ্ছন্ন শ্মশানের সর্ব - জ্বালা - হরা
অপরূপ রূপ - হেরে। সহসা নিমেষে
লুপ্ত হ'ল জন্ম-চক্র, মৃত্যু, ব্যাধি, জরা।
লক্ষ - মায়া - ছায়া মূর্তি কোথা গেল ভেসে,-
ব্রহ্মাণ্ড - জননী হেসে বক্ষে দিল ধরা।

মহাকাল

সম্মার্জনী নিয়ে কাল অপেক্ষাই করে;
অপ্রয়োজনের বোঝা সহে না তাহার।
ঝটিতি সে ঝাঁট দিয়ে করে পরিষ্কার
নূতনের পদ-পাত পথে ফিরে পড়ে।
আবার তরুণ বৃক্ষে শ্যাম-পত্র ধরে;
বেজে ওঠে কলগান বাতাসে আবার;
মধুপ-ঝঙ্কার বুঝি থামিবে না আর;—
চিরদিন যৌবনেরই রাজ্য পৃথ্বী-ঘরে।

তারপরে একদিন সে যৌবনও শেষে
বার্ধক্য-জর্জর হ'য়ে কালগ্রস্ত হয়।
আবার নূতন আসে উল্লসিত বেশে
ঘোষণা করিতে মর্ত্যে যৌবন-বিজয়।
বর্জন-বিজ্ঞপ্তি দিলে কাল পক্ক-কেশে
ভাবিয়ো না বন্ধু, তাই এ মর্ত্য নির্দয়।

যোগী

পূর্ণ-জ্ঞানে মায়াময় কায়া-মন্দিরের,
যোগ-কৃচ্ছ্র সাধি' যোগী ষট্-চক্র-ভেদে
ষড় রিপু-জয়-লব্ধ ধ্যানের নির্বেদে,
শিরোস্থিত সহস্রার-পদ্মস্থ শিবের
সঙ্গ-প্রাপ্ত থাকি', স্বাদ নিতে অমৃতেব
মগ্ন রয় স্থান-কাল ভুলি' অবিচ্ছেদে।
আচ্ছন্ন হয় না আর দেহ-কুট-ক্লেদে,
এ সিদ্ধিই দিব্য দান তন্ত্রের-যোগের।

মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুর ছাড়ি'
আজ্ঞাচক্র, অনাহত, বিশুদ্ধেরও পরে,
শিরোস্থিত সহস্রার-পদ্ম মন কাড়ি'
শিব-সঙ্গী যোগসিদ্ধে অমৃত বিতরে;
স্থান-কালান্তক অতিমানস-বিহারী
যোগী রাজে দেবোত্তম নর-কলেবরে।

প্রহ্লাদ

হিরণ্যকশিপু হ'তে জন্ম প্রহ্লাদের।
দৈত্য-শক্তি দেব-দ্বেষী দম্ভ-দামামায়
বিবর্তন-বিঘ্নকর আত্ম-ঘোষণায়
উচ্চকিত; বিরোধী সে বিশ্বের ধর্মের,
দিকে দিকে বিস্তারিয়া মত্ত-আতঙ্কের
সর্বগ্রাসী সর্বনাশ ধাবন্ত ধরায়
মদ-স্ফীত মোহাবেশ আনিতে সে চায়;
বোঝে না যে আবির্ভাব হবে নৃসিংহের।

ধর্ম-চক্র-সুদর্শন পরিপূর্ণতার
প্রহ্লাদের আদর্শের শহীদ-সাধনা।
হিরণ্যকশিপু যেথা বিশ্বের বিকার
আনিবার দুর্নিবার করে কুমন্ত্রণা,
হিরণ্যকশিপু-জাত প্রহ্লাদও তাহার
সর্ব-সমর্পণে রোধে সে-বিশ্ব-লাঞ্ছনা।

ত্রিশঙ্কু

দ্যাবা-পৃথিবীর মাঝে অবস্থিতি তা'র
বিস্ময় সঞ্চারে মনে। হরিশ্চন্দ্র-পিতা
ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গবাসেচ্ছার
পরিণামে, বিশ্বামিত্র-তপোশক্তি-ধৃতা
বিভূতিতে যোগ্য স্থান লভে নৃপ-মিতা।
অনন্য এ সুস্থিতিতে ঋষির—রাজার
সংহৃত শক্তিরে পুরাণাদি-রচয়িতা
মৃত্যুঞ্জয়তায় ভূষি' করে চমৎকার।

সৌম্য রাজা—সিদ্ধ ঋষি হ'লে সমন্বিত,
প্রজারঞ্জনাদর্শের মান রক্ষা হয়।
পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রে ত্যাগ মূর্তায়িত,
অসামান্য দানে সে যে হ'ল মৃত্যুঞ্জয়।
কিংবদন্তী এ কাহিনী পুরাণে কীর্তিত
অশঙ্ক ত্রিশঙ্কু শূন্যে তারা-নিভ রয়।

যযাতির উপলব্ধি

ভোগাকাঙ্খা বার্ধক্যেও হেরি' বর্ধমান
পুত্র পুরু কাছে যাচে যযাতি যৌবন।
ভক্তি-ঋদ্ধ পুত্র দানি' যৌবন আপন
নৃপ-পিতৃ-তৃপ্তি সাধে। পুরাণ-আখ্যান
উপাদেয়; মৃত্যুজিৎ হবার সন্ধান
করে দান; সংযমেই মঙ্গল-সাধন
সম্ভব এ মর-মর্ত্যে; এড়ায়ে মরণ
ত্যাগে-প্রেমে কালোত্তর হয় নর-প্রাণ।

সভ্যতায়—সংস্কৃতিতে অস্তিত্ব সবাব
পুঞ্জীভূত থাকি' করে অলক্ষ্যে সবাবে
লয়োত্তর মর-লোকে। সম্বুদ্ধ সত্তাব
মৈত্রী-প্রীতি-ত্যাগ-ব্রতে জঙ্গম সংসারে
কালোত্তীর্ণ হয় নর কায়ার মায়ার
গণ্ডি লঙ্ঘি'। স্মৃতি-মূর্তি বিশ্ব-দৃষ্টি কাড়ে।

সাবিত্রীর মৃত্যু-জয়

সাবিত্রীর সত্যবানে সমর্পিত-চিত
বর্ষান্তে জেনেও মৃত্যু বনবাসী তা'র।
সত্য-প্রেম সন্তর্পণে নিষ্ঠায় রক্ষার
নির্ভীকতা সবারেই করে যে স্তম্ভিত।
যমও হয় সংকল্পের স্থৈর্যে সংযমিত।
কালের আয়ত্ত-গত অখিল সংসাব;
পঞ্চ বর-লব্ধা হ'য়ে সাবিত্রী এবার
আত্ম-হিতে সুচর্যায় সাধে সর্ব-হিত।

যুধিষ্ঠির-নারদের কথোপকথনে
সাবিত্রীর পাতিব্রত্য মহাভারতের
মহিমা-বর্ধক হ'য়ে বিশ্বজনমনে
দানে বিদিশায় দিশা মৃত্যু-বিজয়ের।
জন্ম-মৃত্যু-সমাধান-প্রয়াসই জীবনে
মৌল কৃত্য বিশ্বযাত্রী সব মানবের।

নচিকেতার মরণ-বিজয়

কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান-যোগ-সমন্বিত হ'লে,
সর্ব-প্রাণই এক-প্রাণ উপলব্ধ হয়;
এই দিব্য সমন্বয়ে উদ্ভাস চিন্ময়
আসে বলি', স্থান-কাল-গন্ডি যায় চ'লে;
জড়-চেতনের ভেদ-ও প্রেমে যায় গ'লে;
রূপান্তর-রোধ-বোধই মরণ-বিজয়।
প্রাজ্ঞ কালোত্তীর্ণ হ'য়ে ব্রহ্মবিৎ রয়;
বোধি-লব্ধ কাল-দোলে মায়াতে না ভোলে।

উদ্দালক-বংশোদ্ভূত নচিকেতা তাই
মহাকাল-সাক্ষাতেই ব্রহ্ম-লব্ধ হয়।
মহাকাল-বর-প্রাপ্ত অজর সদাই,
নিরাকার সাকারতা হরে সমুদয়।
জন্মান্তরে — রূপান্তরে অন্তিমে সবাই
একাত্মক হবেই যে, মৃত্যু তা'-ই কয়।

কণ্বাশ্রমে শকুন্তলা

"পান করো — পান করো সুনির্মল জল
সাদরে সোহাগে - পালা হরিণী আমার,
শ্যামাক তুলিয়া দেবো মুখে আর বার,
চর্বণে যে সুখময় তৃণ সুকোমল।
পান করো — পান করো সলিল শীতল —
বৃষ্টি-ধোয়া মালিনীর মিষ্টি বারি-ধার।
অস্তে যায়-যায় হ'ল তপন সোনার;
এখনই আশ্রম-শঙ্খে বাজিবে মঙ্গল।

সমুদিত হবে শশী নভে ক্ষণ-পরে;
ঢল-ঢল নেত্র তব ঢুলিবে তন্দ্রায়;
পান করো — পান করো বারি তৃপ্তি-ভরে,
চিবাও শ্যামাক-তৃণ নম্র নিরালায়।" —
শুনিলাম শকুন্তলা কহে সমাদরে
স্মৃতি-সঞ্জীবিত শুভ্র আশ্রম-ছায়ায়।

যাজ্ঞবল্ক্য

অর্জিত ঐশ্বর্য যত বাঁটি' সমভাবে
যাজ্ঞবল্ক্য দিল দুই সহধর্মিণীরে।
কাত্যায়নী শিরোধার্য করিল তা' ধীরে।
যাজ্ঞবল্ক্য কহে তা'রে, "সুখ ভবে পাবে"।
মৈত্রেয়ী সন্তুষ্ট নহে শুধু প্রেয় লাভে;
বর্জিতে সে পারে না তো হেথা শ্রেয়টিরে;
মৃত্যু রাজে মানবের বিত্ত—চিত্ত ঘিরে;
কাল-ধর্মে ধর্ম ছাড়া সবই ভেসে যাবে।

স্বার্থ সাথে বিশ্বে তাই পরমার্থ চাই;
বিত্ত সাথে চিত্ত যাচে বিত্তাতীত ধন।
যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীবে নির্দেশে যে তাই;
শোনে বিশ্ব সে অমৃত আরণ্য কথন।
মৃত্যু উত্তরিতে আর অন্য পন্থা নাই।
মৈত্রেয়ীর মত হোক কাত্যায়নী-মন।

রুদ্রপ্রয়াগের ঋষি-বাক্য

রুদ্রপ্রয়াগের ঋষি কহিল আমারে
উদাত্ত মধুর রবে, "খুঁজিয়া জীবন
মিলিবে কি কভু তা'র রহস্য গোপন!
জীবন যাপন করো আনন্দে সংসারে।
তরঙ্গে তরঙ্গে নদী তা'র দুই ধারে
ঢেলে ঢেলে চলে তা'র যত আহরণ,
শুনাতে শুনাতে সুখে সূক্ষ্ম সংকীর্তন;
প্রশ্নাকীর্ণ করে না তো সহজ ধারারে।
অসম্ভব যে রহস্য উদ্‌ঘাটন ভবে,
তা'রই তরে সংশয়ের দোলাচলতায়
আবর্ত রচনা করা কেন বৃথা তবে!
আগে পিছে জীবনেরই ধারা ব'য়ে যায়।
প্রবাহের যোগ রাখি' চলো কলরবে,—
সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে অজানা জানায়।"

কেন মূল

কেন মূল?—মূলে ফুল, ফুলে ফুল্ল ফল,
ফলে রস,——রসাস্বাদে—তৃপ্তি রসনার;
সে-তৃপ্তি আনন্দ আনে অন্তরে সবার;
সর্ব সত্তা রসানন্দে হয় সুনির্মল।
মূলেরই মাধুর্য-মুগ্ধ এই ভূমণ্ডল।
অমূল্য মূলের মূল্য এ ভুবনে কা'র
ভুলিবার সাধ্য আছে! জঙ্গম সংসার
মূলের ছায়ারও তরে সতত পাগল।

মূলের মহিমা মহীমণ্ডলে মানব
বিমুগ্ধ মানসে ঘোষে সব সাধনায়।
লক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল বিভব
বিস্তারিত—বিস্ফারিত চরিতার্থতায়
জগৎ-জনে কি ভণে—মূলে লব্ধ সব;
মূলের নির্মিতি সৃষ্টি, মূলই পেতে চায়।

কেন সর্প?

কেন সর্প? কেন ব্যাঘ্র? মশকাদি যত
হিংস্র ক্রূর প্রাণী—কীট—পতঙ্গনিচয়—
নরঘাতী সংখ্যাতীত শত্রু সমুদয়
বিশ্বময় বিচরণ করে অবিরত?
নিরীহ মানব-মিত্র জীব শত শত
এ ভুবনে অধিষ্ঠিত কেন শুধু নয়?
সহসা অন্তরে শুনি যেন কেহ কয়:
রহস্য যে থাকা চাই হেথা অব্যাহত।
কোটি কোটি বিপরীতে এ ব্রহ্মাণ্ডময়
অফুরন্ত স্ফূর্তি-ফুল্ল প্রাণ-লীলা কত
হিংসা-প্রেমে দ্বন্দ্বে-মিলে অভিনীত হয়;
থামিতে পারে কি তাই কভু জৈব-ব্রত!
তরঙ্গ-বিভঙ্গ সম উদয়-বিলয়
ক্রম-বৈপরীত্যে থাকে চলন্ত সতত।

কণ্টকারী

কুন্দ-পুষ্প-শুভ্র কেন হ'ল না ভুবন?
কণ্টকারী সৃজনের কোন্ প্রয়োজন?
এই প্রশ্নে দিশাহারা মানবের মন।
সর্বত্র বৃহৎ-ক্ষুদ্র বৃক্ষ অগণন;—
সৃজন-কল্পনা যাঁ'র, তাহার স্বপন
কে বুঝিবে? কে করিবে সত্য উদ্‌ঘাটন?
মানবের দৃষ্টি হায় হেথা অনুক্ষণ
সীমাচ্ছন্ন; তাই গুল্মে ঘৃণা কী ভীষণ!

কণ্টকারী সৃজনের প্রয়োজন নাই,—
মানুষ বলিতে পারে। সৃষ্টি-লীলা যাঁ'র
তাঁ'র রহস্যের মূল জানিতে যে চাই;
তবু তা' কি যাবে জানা! প্রশ্ন করিবার
ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বৃথা চলে যে বড়াই।
সম-ধন্য কাঁটা-গাছও আশীর্বাদে তাঁ'র।

সমন্বয় কেন নয়?

কোটি বৈপরীত্যে তা'র সৃষ্টি যে অমেয়।
শত যত্ন করিলেও রহস্যের তল
মিলিবে না কোন দিন; অন্তর বিহ্বল
কি ভাবে জানিবে, যাহা জগতে অজ্ঞেয়।
যা'র যাহা কাম্য হেথা—যা'র যাহা ধ্যেয়,
তাহারে তা' মত্ত-মুগ্ধ রাখে অবিরল;
তবু তা'র সব জানা করিয়া বিফল
নিবিড় রহস্যে রচে প্রেয় আর শ্রেয়।

সমন্বয় কেন নয়? কেন বিপরীত?—
লীলার চরিতই এই; অন্তরালে তা'র
একাকার করিবার গোপন ইঙ্গিত
বহন করিয়া চলে দ্বন্দ্ব অনিবার।
ক্রম-চরিতার্থতায় প্রেমের সংবিৎ
হারাবার ভয় কভু নাহি থাকে আর।

বাঘ

বাঘে তা'র রুদ্র সৃষ্টি দীপ্ত বহ্নি-সম
ঘন ঘোর অরণ্যেরে করে না উজ্জ্বল?
হয় না কি শব্দে তা'র সর্ব-বনতল
প্রকম্পিত? শক্তি তা'র নহে ভীমতম?
হিংস্র বটে, তবু সে কি নহে অনুপম?
মহাস্রষ্টা সৃজনের লীলায় কেবল
সৃষ্টি ক'রে চলিয়াছে আনন্দে বিহ্বল;
কে নির্ণিবে সে সৃজন-রহস্য পরম!

লক্ষ লক্ষ ভাব তা'র — সৃষ্টি লাখ লাখ।
ক্ষুদ্র হিংসা — অহিংসার মানদন্ড দিয়া
কী হবে মূর্খের মত বিচার করিয়া?
বিস্ফারিত নেত্রে দেখি, — হই হতবাক্।
ভাবি ভয় — সবিস্ময়ে ভক্তিতে ভুলিয়া,
ব্যাঘ্র-স্রষ্টা কোন্ সুখে গড়ে ক্ষুদ্র কাক!

উট

সুদুস্তর মরুভূমি পরম নির্ভয়ে
পার হ'য়ে চ'লে যায় বালু-ঝঞ্ঝাবাতে;
বল-দৃপ্ত নির্বারিত দৃঢ় পদাঘাতে
সুদক্ষ সে লক্ষ্য-লাভে। বিপদনিচয়ে
বিঘ্নিত বঙ্কিম পন্থা, শত অবক্ষয়ে
শঙ্কাকুল, করে না সে ভ্রূক্ষেপও তাহাতে।
নক্ষত্রনিকরে দীপ্ত অন্ধকার রাতে
চলিলেও, প্রশমিত হয় তা' যে জয়ে।

খর্জুরের কুঞ্জভরা শান্ত মরূদ্যান
সম্মুখে সে দেখে যবে নিশান্ত-লগনে,
শোনে যবে আহ্লাদিত বিহঙ্গের গান
ধন্য মানে আপনারে সেই শুভ ক্ষণে।
বুঝেছে সে,—ধ্রুব লক্ষ্যে সঁপিলে পরাণ,
সে তৃপ্তিরও তুলনা যে মেলে না জীবনে।

জলহস্তী

নাসা-রন্ধ্র নির্বিবাদে সলিলোর্ধ্বে রাখি'
অতি-স্থূল দেহ-গিরি নিমজ্জিত করি'
জলহস্তী রহিয়াছে বহু ক্ষণ ধরি'।
রৌদ্র ঝরে স্বর্ণ-স্বপ্ন রশ্মি-রাগ মাখি'।
জল-বিম্বে অপরূপ শোভা থাকি' থাকি'
বিস্তার করিয়া চলে। বৃক্ষ-পত্র ঝরি'
প্রশান্তির পরিবেশ তোলে আরও গড়ি'।
এ সংগুপ্তি হস্তী যত ভালোবাসে না কি!

নিরবধি-সৃজনের অপূর্ব খেয়ালে
কোন্ মহাস্রষ্টা সুখে ধ্যান-মগ্ন রয়!
বিসদৃশ মূর্তি গড়ি' সৃজনের তালে
বিস্ময়ের পরে রচে আবার বিস্ময়।
হস্তী-কীট-বিরচন রসে একই কালে
কোন্ রসমগ্নতায় সাধ্যায়ত্ত হয়!

গাভী

সুকৃষ্ণ গভীর নেত্র ওই গাভীটির
বড় মুগ্ধ করে মন স্নিগ্ধ সুষমায়।
শান্তি—তৃপ্তি এক সাথে অক্ষি-তারকায়
স্ফূর্তি পায় ফুল্লতায়—মাধুর্যে নিবিড়।
ধবল সহাস্য কান্তি, নেত্র সুগম্ভীর,—
প্রীতি-ভাব উচ্ছলিত সজল শোভায়।
আত্ম-মগ্ন দিঘি যেন নিভৃত মায়ায়
সমাচ্ছন্ন,—দীর্ঘায়ত প্রশান্তির নীড়।

আরণ্যক ভারতের ধ্যানের প্রতীক
এই গাভী,—সুসমৃদ্ধ কৃষি-সভ্যতার
প্রতিচ্ছবি; ষণ্ডারোহী শিব সর্ব দিক
ব্যাপ্ত তাই করিয়াছে; ধেনু চরাবার
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-মূর্তি। ক'ব কি অধিক
গাভীর প্রতীকই প্রাচ্যে সর্ব-সাধ্য-সার।

পুষ্প-শাখী

বাতাসের সাথে বাজাই পাতার বাঁশী,
শাখা-বাহু সুখে শূন্যে তুলিয়া ধরি'
ফুলে ফুলে চাই নিজেরে তুলিতে ভরি';
পরিবেশ-ভরা সকল আঁধার নাশি'
সকলের মুখে এনে দিতে চাই হাসি।
ছোট-পরিবেশ হাসিমুখে আলো করি।
অসীমের আলো অঙ্গে রঙ্গে ঝরি'
এ ক্ষণ-জীবন তোলে শুধু উদ্ভাসি'।

ছোট পরিবেশে অটল অচল থাকি'
আনন্দ যত সবারে বিলাতে চাই;
আশ্রয় লভে কত পতঙ্গ-পাখী;—
প্রীতি বিলাবার সুখেরও তুলনা নাই।
যা'র রসে ভবে হ'য়েছি পুষ্প-শাখী,
তা'রই রসে ফুল ফুটায়ে-বিলায়ে যাই।

মেঘ-সন্দেশ

আকাশ সাজাই সুখে—বাজাই বাজনা;
মহাশূন্যে করি বটে উৎসুক ভ্রমণ,
তবু যে মাটির মাঠে মোর সারাক্ষণ
হৃদয় পড়িয়া থাকে। হই অন্যমনা
হেরি যবে চষা ক্ষেতে বীজের সাধনা
ঊর্ধ্বে উঠিবার তরে করে অন্বেষণ
আমার উদাস মূর্তি। রসের গোপন
পরশনে বিদূরিতে চাহি সে বেদনা।

সাধক সাধকে বোঝে খোঁজে সাধকেরে।
বাহিরের ঔদাসীন্যে—ভ্রাম্যমাণতায়
বুঝিবে কে সে-ও প্রাণই ঢেলে দিতে ফেরে!
প্রেম শুধু দেয়-নেয় এই দুনিয়ায়।
যে-চর্যা শিখায় সুখে মাটি যেতে ছেড়ে,
সে-চর্যা-ই আনে ফিরে প্রেমে মৃত্তিকায়।

ভোরের পাখী

ভোরের পাখীরা আমার দুয়ারে ভাট;
ঠাট-ঠমকেরও অন্ত তা'দের নাই।
তা'রা গাহিবেই, না-ও যদি আমি চাই;
শুধু বাড়ী নয়, ভরিবেই মাঠ-বাট।
গ্রীষ্মে কি শীতে তা'দের মিলন-হাট
মানা-মানিবে না,—ভরিবে উঠান-ঠাঁই।
এত আহ্লাদ কোথাও কি কেহ পাই!
থামে না প্রভাতে দুয়ারে পাখীর নাট।

গীতি-হুল্লোরে না জাগিয়া কেহ পারে!
এত উল্লাসে আহ্লাদ হবে না কি!
কেহ কা'রও কাছে উৎসাহে নাহি হারে;
করিবেই ওরা অবিরাম ডাকাডাকি।
সে গানের রেশ বাজে যে প্রাণের তারে;
প্রীতি-ভাব যায় সে গান পরাণে রাখি'।

ভোরের বাতাস

ভোরের বাতাস এত যে সুরভি-পূর্ণ—
বহিয়া আনিছে পুষ্প-পরাগ-চূর্ণ
সংগোপনের বন্ধুর গেহ থেকে
নিশীথ রাতের রহস্য যত মেখে।
ভোরের বাতাস বহিছে চপল তূর্ণ
তারই সন্দেশে - সুরভিত - সুখ-পূর্ণ।
ভোরের বাতাস প্রবাসী আমার হিয়া
কী এক আবেগে যায় যে ভরিয়া দিয়া!
পৃথিবীর পথে প্রত্যহ ভোর বেলা
আলগা আবেশে মোর সাথে করে খেলা;
ভোরের বাতাস পরশিয়া বুঝি কয় :
বন্ধু তোমার ঘোষিতে বিবিধ জয়
ভুবন ভরিয়া তুলিছে হাজার দানে;
ছড়াও সে দান সেবা-প্রীতিময় প্রাণে।

আকাশ কহিছে

আকাশ কহিছে তা'র উজ্জ্বল বারতা
স্বর্ণ-সূর্যে দিবারম্ভে আনন্দের ভরে;
ওঠো—জাগো, বিশ্ব-ব্যাপ্ত অনিন্দ্য সুন্দরে
সাগ্রহে স্বীকার করি' সে রম্যময়তা
আবেগে গ্রহণ করো; তমিস্রার কথা
সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও; ধরিত্রী-ভিতরে
প্রাণ-পদ্ম পূর্ণ রূপ যদি নাহি ধরে,
কি করিয়া প্রকাশিবে তব অনন্যতা!

অনন্য মানব-জন্ম; প্রতি পল তা'র
সূর্য-স্নাত—সূর্যময়—সৌন্দর্য-আধার—
প্রীতি-ফুল্ল; মোহাবৃতি তাই তমিস্রার
অপসৃত করিবার বার্তা অনিবার
নক্ষত্রে নক্ষত্রে চন্দ্রে সূর্যে পরিষ্কার
দিয়ে যাই; ওঠো-জাগো, খোলো রুদ্ধ দ্বার।

পৃথিবী কহিছে

পৃথিবী কহিছে তা'র কথা মমতার
লক্ষ কোটি বীজোদ্ভূত অঙ্কুরে—অঙ্কুরে
সম্মুখের মুক্ত মাঠে-বাটে বহুদূরে :
ওঠো—জাগো, আলস্যের তন্দ্রা নহে আর।
জাগিয়াছে—লাগিয়াছে কর্মে চারিধার;
বিহঙ্গ উড়িছে মত্ত মুগ্ধ আত্ম-সুরে,
নদী-তরঙ্গেরা ধায়, জন-পদ জুড়ে
ধ্বনি-মন্দ্র মুখরিত হয় অনিবার।

পৃথিবীর সন্তর্পণ স্নেহ-সিক্ত বাণী
অন্তরে অন্তরে তব তুলুক উল্লাস;
লভিলে পরম জন্ম, দাও সুখে আনি'
দেয় যাহা—শ্রেয় যাহা; জড়ত্ব বিনাশ
মুহূর্তে করিয়া হও সত্যের সন্ধানী;
স্পর্শ করো অনির্বাচ্য অনন্ত আকাশ।

নিশীথ-তারার বার্তা

নিশীথের তারা নিভৃতে সবারে কয়:
এ রাত র'বে না — প্রভাত হবেই হবে;
মিছে কেন হয় তিমিরের ভয় তবে!
চলিতে চলিতে তিমিরেরও হয় ক্ষয়।
অনল-লিখনে লিখি তা'রই পরিচয়:
ভানুর আশার আলোকে আঁধার ভবে
নিশাচর যত বিহগের কলরবে,
জাগি দূর নভে — গাহি' পথিকের জয়।

এ রাত র'বে না — জানে তা' পথিক-প্রাণ।
নিশি-তিমিরে কি প্রবাহ থামায় নদী?
আঁধার ছাপায়ে বহে না ফুলের ঘ্রাণ?
বায়ু কি বহে না পথে পথে নিরবধি?
আঁধারে লুকানো থাকে যে দিনের দান;—
হয় কি অতুল — তিমির না থাকে যদি।

লীলার উৎস

বৃক্ষ কহে, "আমি তা'র সঙ্গীত বাজাই;
মর্ম্মর থামে না তাই এ জন্মে আমার।"
সাগরও কহিছে, "আমি গান গাই তা'র;
তাই মোর নৃত্যেরও যে শেষ আর নাই।"
মেঘ কহে, "তা'রই তরে আনন্দে ভাসাই
মোর ভেলা সীমাহারা অম্বরে উদার।"
এমন যে মরুভূমি — সেও অনিবার
জ্বলিয়া জ্বলিয়া কহে,—"আমি তা'রে চাই।"

বিশ্ব-প্রকৃতিরই যদি হেন ধারা হয়,
মানুষ উন্মত্ত হবে — কি আশ্চর্য তা'য়!
যতক্ষণ দেহ-সত্তা না হয় বিলয়,
উদ্দাম আবেগে শুধু তারই পানে ধায়
সর্ব সত্তা; লীলাতে যে সবই লীলাময়,
লীলা-ই লীলার উৎসে শেষে নিয়ে যায়।

চক্ষু

দু'টি চক্ষু লভি' যদি চক্ষু বুজে থাকি,
ভাবি যদি চক্ষু আছে আমারই কেবল
গর্বিত চোখের দৃষ্টি হবে না বিফল·
অর্বুদ অর্বুদ নর-পশু-কীট-পাখী
সকলেরই রহিয়াছে দৃষ্টিময় আঁখি;
অসংখ্য অক্ষিতে ভরা অপূর্ব ভূতল.
কে কবে গণিতে পারে নয়ন সকল·
সৃষ্টি-লীলা-রহস্যের থই পাবো না কি

অগণ্য ইন্দ্রিয়পুঞ্জ নয়নেরই মত,
অগণ্য যে অবয়ব মহাবিশ্ব মাঝে,
অভিভূত — রোমাঞ্চিত করেই নিয়ত;
হায় মূঢ় মত্ত গর্ব, গর্ব কভু সাজে!
সব নিয়ে চলে যা'র সৃষ্টি-লীলা যত,
ওরে দৃষ্টিহারা, দেখ্ কোথা সে বিরাজে!

কর্ণ

শুধু মোরই কর্ণ নহে, কর্ণ অগণিত
এক সাথে শুনিতেছে ধ্বনি-মন্দ্র যত
সৃষ্টিতে বাজিয়া যায় উল্লাসে সতত;
সব শব্দ কে শুনিবে, — শক্তি যে সীমিত!
যথা-শক্তি ধ্বনি-সুরে সবে হই প্রীত।
সব ধ্বনি সৃজনের — শ্রবণের ব্রত
যে পালিছে অলক্ষিতে শুধু অবিরত, —
সর্ব-শক্তি-স্রষ্টা — সে কি করে না স্তম্ভিত!

যুগ-যুগান্তরবাহী ধ্বনি-পারাবার, —
ভাবিতেও কর্ণ-যুগ্ম হয় না বধির!
সবই যে অসীম; তাই সাধ্য আছে কা'র
দু' দণ্ডের আয়ুষ্কালে রহে হেথা স্থির!
কর্ণ-যোগে যে জানিল একই কর্ণধার
সবই শোনে, সে-ই পায় শব্দ-সিন্ধু-তীর।

বিদ্যাসাগরের প্রতি মহাবিদ্যালয়

ঈশ্বরের কথা হেথা কে ভুলিতে পারে!
নির্ব্বিকার সত্তা তা'র সংবেগে কখন
আমারে করিল মূর্ত্ত! জ্যোতি-বিচ্ছুরণ
প্রতিষ্ঠা যে দিল মোরে হেথা চারিধারে।
মহাসত্ত্ব মনীষীরা আসিয়া সংসারে
বহন—বপন করে আদর্শ-স্বপন,—
সমৃদ্ধ সম্পদে তা'র সৃষ্টি অতুলন,—
বীজে বৃক্ষ ব্যাপ্তি লভে শ্যামাভ্র-বিস্তারে।

লক্ষ শিক্ষালাভেচ্ছুর সাহচর্য-সুখে
নন্দিত-বন্দিত আমি মহাবিদ্যালয়।
ঈশ্বরের মহাধ্বনি মন্দ্রে মোর বুকে;
মোর জয়ে মূর্ত্ত সেই অমূর্ত্তেরই জয়।
পশ্চাতে অজস্র স্মৃতি—স্বপ্নেরা সম্মুখে
টানে নিত্য, বক্ষে রাজে ঈশ্বর অক্ষয়।

নিশীথে জাতীয় গ্রন্থাগার

হে জাতীয় গ্রন্থাগার, গভীর নিশীথে
পাঠার্থীর আনাগোনা বন্ধ যবে হয়,
স্তব্ধতায় ভ'রে যায় যবে সমুদয়,
কেবল স্তিমিত চাঁদ থাকে আলো দিতে,
তখন গ্রন্থেরা তব রহি' চারি ভিতে
ধীরে ধীরে চুপে চুপে কোন্ কথা কয়?
লক্ষ লক্ষ গ্রন্থে ফোটে কোন্ পরিচয়?—
সাধ জাগে একবার শুধু তা' জানিতে।

লক্ষ গ্রন্থে লক্ষ মত; পাঠার্থীর দল
বাদানুবাদের তাপে সারা দিন ধরি'
দিশাহারা হ'তো না কি! এখন কেবল
ঘুমে ঘুমে চারিধার ওঠে বুঝি ভরি'!
নিশীথের রহস্য যে নিবিড়-নিতল,—
গ্রন্থাতীত লোকে দেয় কখন্ উত্তরি'।

মোহেন্-জো-দড়োর স্নান-বাপী-স্মৃতি

খনন-সৌকর্যে শেষে এ কোন্ বিস্ময়—
এ কী দৃশ্য আচম্বিতে হ'ল উদ্‌ঘাটিত!
এ প্রশস্ত স্নান-গেহ ইষ্টক-নির্মিত,
এই বাপী, আবিষ্কৃত বস্তু সমুদয়—
প্রাগার্য ভারত-কথা ঘোষে বিশ্বময়।
কত শত রূপসীর স্নান-লীলা-প্রীত
হিল্লোলিত হোতো বারি—হোতো উচ্ছলিত!
কালে কালে কালগ্রাসে সবই হ'ল লয়।

যাট শত বর্ষ-পূর্ব জীবন-জোয়ার—
উচ্ছ্বাস, উল্লাস তা'র—রোমাঞ্চ-কল্লোল
ঠেলিয়া মোহেঞ্জো-দড়ো—কবরের ভার
রূপ ধ'রে কল্পনায়, চিত্তে দেয় দোল।
কত রত্ন আচ্ছাদনে থাকে মৃত্তিকার!—
শুনি যেন স্নান-তৃপ্ত দীপ্ত-কণ্ঠ-রোল!

মোহেন্-জো-দড়োর নর্তকী - মূর্তি - দর্শনে

কা'দের করিতে মুগ্ধ নৃত্য-পটীয়সী
রাগ-রঙ্গে রূপময় অঙ্গ-সঞ্চালনে
লাবণ্য-ললিত লাস্যে অনিন্দ্য নর্তনে!
হেরিত তাহারা যবে রঙ্গমঞ্চে বসি'
ভাবিত কি নাট-নভে উদিল উষসী
তৃপ্তি-ভরা দীপ্তি তা'র শুধু ক্ষণে ক্ষণে
বিচ্ছুরিয়া! নৃত্য-স্নাত শত শত মনে
কত ভাব-স্বপ্ন-রস উঠিত উচ্ছ্বসি'!

তা'রা সব বিস্মৃতির তমিস্রার তলে
কোথায় হারায়ে গেছে! মূর্তি-রূপে তুমি,
নিস্পন্দ হ'লেও, আজও নৃত্য-শিল্প-বলে
চলমান মানবের মৌন মনোভূমি
অধিকার ক'রে আছো। ভাবি কৌতূহলে,—
অমর সে হবে, যা'রে শিল্প যাবে চুমি'।

মোহেন্-জো-দড়োর চিত্রিত মৃৎ-পাত্র-দর্শনে

মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্র বিচিত্র চিত্রণে
চির-নিদ্রা-মগ্ন দেশে বহি' নীরবতা
মোহেঞ্জো-দড়োর শিল্প-সমৃদ্ধির কথা
নিয়ত জাগ্রত করে মুগ্ধ পান্থ-মনে।
কবে কা'রা জীবনের আনন্দ-লগনে
উচ্ছলিত হ'য়েছিল, তাহারই বারতা
পাত্রে কে আঁকিয়া গেছে! এ শিল্পপ্রাণতা
সঞ্জীবিয়া সভ্যতারে রাখিছে ভুবনে।

সূক্ষ্ম শিল্প-রস-ধারা দেশ দেশান্তরে--
যুগ-যুগান্তরে শুধু চলে প্রবাহিয়া।
লভি যেই নিদর্শন, কৌতূহল ভরে
আনন্দে কল্পনা বোনা চলে তা'রে নিয়া।
ব্যক্তি-নর জনমিয়া যদিও বা মরে,
শিল্প-ধারা স্মৃতি রাখে শাশ্বত করিয়া।

মোহেন্-জো-দড়ো—হরপ্পা-বারতা

হরপ্পা—মোহেঞ্জো-দড়ো কহে কি বারতা :
মৃত মাটি না খুঁড়িলে মোদেরও সন্ধান
মিলিত কি কোন ভাবে। শুধু আর্য-দান,
গড়িয়াছে ভাবিতে না, ভারত-সভ্যতা?
জানিতে পারিতে সিন্ধু-সমৃদ্ধির কথা?
মহাকাল করে ধীরে সবই যে নিষ্প্রাণ—
চির-নিদ্রা-সমাচ্ছন্ন। জীবনের গান
তবু তো ধ্বনিয়া ওঠে ভেদি' নীরবতা।

মানবেরই মহাপ্রেম—ব্যগ্র কৌতূহল
বর্তমান সূত্র ধরি' খোঁজে অতীতেরে।
হেরো, তাই প্রীতি-স্নিগ্ধ খননের ফল,—
কাল-গ্রাস হ'তে আনে সুপ্ত স্মৃতি কেড়ে।
সিন্ধু-সভ্যতায় সবই হয়নি উজ্জ্বল!
মৃত কি বাঁচিতে পারে জীবিতেরে ছেড়ে!

স্বাধীনতা-দিবসের শঙ্খ-ধ্বনি

প্রতি বর্ষে একবার তা'র অভ্যুদয়
চুপে চুপে কানে কানে প্রাণে প্রাণে বুঝি
কহিবার তরে শুধু, প্রতি পল যুঝি'
মানুষেরে দিতে হয় আত্ম-পরিচয়।
জীবনের উজ্জীবনে স্ব-দেশের জয়
বিঘোষিত হয় বিশ্বে। সভ্যতার পুঁজি
বাড়ে, যদি সত্য-শিব-সুন্দরেরে খুঁজি'
প্রতি নর—প্রতি নারী অগ্রসর হয়।

মহাধ্বনি শুনি' তা'র সহসা দু'ধারে
চাহিতেই হেরিলাম, পথে সারে সারে
আত্মোৎকর্ষে বৃক্ষ সব পুষ্প-গন্ধ-ভারে
পরিপূর্ণ, প্রস্ফুটিত ক'রেছে সত্তারে।
শপথ করিনু ভাবি'—বৃক্ষ যদি পারে,
পুষ্পিত হ'তেই হবে আমৃত্যু সবারে।

উপলব্ধি

প্রভাতে পথের পাশে ঘাসের শয়নে
শারদ শেফালী শুভ্র কে ছড়ায়ে রাখে?
ঘুম ভাঙে ভোর-বেলা বিহঙ্গের ডাকে;
সূর্যালোক ঝরে ধীরে বিস্মিত নয়নে;—
অজস্র শুভ্রতা আসি' চুপে চুপে মনে
বাসা বাঁধে; আনন্দের গন্ধে আপনাকে
মনে হয় বিহঙ্গম বিশ্ব-বৃক্ষ-শাখে
আত্ম-মগ্ন গাহি গান নম্র নিবেদনে।

এই যে প্রকৃতি-স্পর্শে শুভ্রতা-নম্রতা—
আত্ম-তন্ময়তা-লাভ নিত্য অতুলন,
ক্ষুদ্র জীবনের মাঝে অনন্ত বারতা—
ব্রহ্মাণ্ড-মাধুর্য সুখে শুধু আস্বাদন,
ভাষা-হারা অব্যক্তের আলাপন-কথা,—
সর্ব-ধন্য হ'তে সে কি দেয়নি জীবন!

জীবন্ত জাপান

মহাসিন্ধু-মেখলিত জীবন্ত জাপান;
ঊর্মিল প্রবাহে রচে একাত্মতা কত!
সহযোগে দ্বীপপুঞ্জ সংশ্লিষ্ট সতত
ঘুচে গিয়ে রঙ্গময় বারি-ব্যবধান।
উচ্ছ্বসিত সেথা সিন্ধু-শকুনের গান,
রৌদ্রোজ্জ্বল নীলাম্বর দিগন্তে সন্নত,
সংক্ষুব্ধ চর্লোমি চতুর্দিকে অবিরত,—
উল্লসিত ক'রে তোলে উদ্বেলিত প্রাণ।

প্রকৃতি-মানব সেথা কর্মে অনলস;
সহজ সৌন্দর্যে স্নাত শুভ্র চারিধার;
কলা-কাব্যে সেথা চিত্ত সুস্নিগ্ধ সরস।
'ফুজিয়ামা' অগ্নি-গিরি দীপ্ত দেবতার
মহিমায় ঘোষে বুঝি, 'সবই কাল-বশ;
গানে-প্রাণে পূর্ণ করো ক্ষণিক সংসার'।

সাফল্য

যা'র যাহা সাধ্য-সাধ অতি চুপে চুপে
কখন্-কী ভাবে তা' যে পরিপূর্ণ হয়,
ভাবিতেও চিত্তে জাগে রোমাঞ্চ-বিস্ময়;
পূজার মণ্ডপ ভরে দীপে, গন্ধ-ধূপে,
পুষ্পে, পত্রে, নৈবেদ্যের উপচার-স্তূপে,
বাদ্য-ভাণ্ডে-শব্দে-মন্ত্রে নিবেদনময়;
ধীরে ধীরে ধ্যান-ধন্য মহাভাবোদয়
একাকার করে শেষে সর্ববিধ রূপে।

জীবনের সাধ্য-সাধ অনির্দেশ্য কা'র
প্রীতি-নিয়ন্ত্রণে বুঝি সুন্দর-মধুর!
যবনিকা উত্তোলিয়া তা'রে হেরিবার
সমাগত সুসময়, সে সঙ্কেত-সুর
বাজিয়া বাজিয়া ওঠে; ভয় নাই আর;
বুঝি ক্লান্তি এতদিনে হ'ল বন্ধু, দূর!

মৃত্যু নহে সৃষ্টি-রোধী

জানি তুমি এ কেশেরে পলিত করিবে,
ধীরে ধীরে দন্তহীন তুন্ড হবে জানি;
তোমার অজেয় শক্তি মনে মনে মানি;
দৃষ্টিকৃচ্ছ্রতায় হায় এ নেত্র ধরিবে;
জরাজীর্ণতায় যত শক্তিও হরিবে।
বিশ্বের নিয়ন্ত্রীশক্তি তবু যে কল্যাণী
এ বিশ্বাসে ভর ক'রে ক্ষীণজীবী প্রাণী
পথ চলি; স্বেচ্ছাসুখে মৃত্যু নেয়, নিবে।

মৃত্যু নহে সৃষ্টিরোধী; সৃজন-সহায়
নব সৃষ্টি-নিয়ামক সে যে বিশ্ব 'পরে;
অপ্রয়োজনীয় যাহা তা'-ই লয় পায়;
সৃষ্টি নিত্য সেজে ওঠে নব কলেবরে;
হে মৃত্যু, তোমারে তাই চলন্ত পন্থায়
সুন্দর বলিতে আর অনিচ্ছা না করে।

বানপ্রস্থ

ডেকো না — ডেকো না — ডেকো না অমন ভাবে,
বনের বিহগ, ডেকো না — ডেকো না তুমি;
তুমি ডাকিলেই মন মোর চ'লে যাবে
যেথায় শ্যামল আরণ্যকের ভূমি,
যেথায় শূন্য অরণ্য-শির চুমি'
পত্রে-পুষ্পে অবিরাম বেহিসাবে
ঝরায় আশিস্, পল্লবে ঝুম্‌ঝুমি
বাজায় বাতাস, বিহ্বল গীতে পাবে
পতঙ্গে যেথা, নৃত্য-রঙ্গে যায়
আরণ্য নদী যেথায় মুক্তি-সুখে।
দেহের দুর্গে মন কি থাকিতে চায়!
জৈব-ধর্ম ত্যজি তবু কোন্ মুখে?
ফেলো না বিহগ, ডেকে আর দোটানায়;
সন্ন্যাসই সার গৃহ-ভার গেলে চুকে।

সর্বভুক মহাকাল

সর্বভুক মহাকাল চির ঔদরিক;
তাহার নিকটে নাই কাহারও নিস্তার;
উদর সবার ভরে, ভরে না তাহার;
চর্বণ-চোষণ তা'র চলে অনিমিখ।
অহোরাত্র অবিরাম ভুলি' দিগ্বিদিক
গোগ্রাসে সে গিলিবেই; হিংস্র নির্বিচার
সূচনা-সমাপ্তিহারা দুর্বার ক্ষুধার
নিত্য-জঠরাগ্নি তা'র জ্বলিবেই ঠিক।

নিষ্কৃতি যেথায় নাই, নির্ভীকতা ভালো।
দেহ-ভোজ-গৃহ তাই স্বেচ্ছাবৃত-সুখে
সাজাও; মশাল সেথা মহানন্দে জ্বালো;
তুলে দাও সর্ব সত্তা মহাকাল-মুখে।
দণ্ডেকও সে ভাবে যদি এ ভোজ্য রসালো,
অমৃত-আস্বাদে তা'র মৃত্যু যাবে চুকে।

'অপাবৃণু'

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।। ঈশোপনিষৎ, ১৫

'অপাবৃণু—অপাবৃণু'—মন্ত্র-মন্দ্র-রবে
অকস্মাৎ অম্বরের পাত্র হিরণ্ময়
উন্মোচিয়া, সৃষ্টি করি' পরম বিস্ময়,
অমৃত বরষি' মিত্র ত্রিতাপিত ভবে
ব্রহ্ম-মধু—সুধা-স্বাদে মাতায় যে সবে।
সভ্যতায়—সংস্কৃতিতে এ ভাবেই হয়
বিঘোষিত সত্য সদা; পূষন্ অভয়
দানে, বরে প্রার্থী যত কৃতার্থতা লভে।

'অপাবৃণু—অপাবৃণু'—অংশুমালী ভণে
প্রার্থিতের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে বুঝি;
আদান-প্রদানে সদা ভুবনে—গগনে
চলিছেই চিরন্তন দিব্য যুঝাযুঝি।
'অপাবৃণু—অপাবৃণু'-প্রণব-প্লাবনে
শান্ত হয় অন্তিমে যে যত খোঁজাখুঁজি।

দেয়াল

দেয়াল দিয়ো না আর থরে থরে তুলে;
আকাশের আলোকের পথ-রোধ করি'.
ঘনায়ে তুলো না আর হেথায় শর্বরী;
দরজা-জানালা যত দাও — দাও খুলে।
প্রচলিত পুরাতন নিয়মেতে ভুলে
প্রাচীর কেবলই শুধু তুলিবে কি গড়ি'?
দেয়ালে দেয়ালে হায়, ধরা যায় ভরি';
অন্ধ অহমিকা আছে বন্ধনের মূলে।

ভাঙো-ভাঙো-ভাঙো যত প্রাচীর-বেষ্টন,
আকাশের অনির্বাণ আলোক আসুক;
দেহ-দুর্গ-মুক্ত হোক্ মুক্তিকামী মন;
উদার আলোর ধারে এ বিশ্ব হাসুক্;
প্রেমের প্রত্যয়ে ধন্য হোক্ সর্ব জন
সাম্য-সমুৎফুল্ল হোক্ সকলের মুখ।

ঘরে ফেরা

দিনান্তের আলো ধীরে ম্লান হ'য়ে আসে;
মন্থর বাতাসে কান পাতিলে সন্ধ্যায়
ঘরে-ফেরা পাখীদের শব্দ শোনা যায়;
পতঙ্গের সঞ্চরণ থেমে যায় ঘাসে।
দিবসান্তে এই শান্তি নিবাসে — নিবাসে
নেমে আসে চুপে — চুপে। বিশ্ব বুঝি চায় —
শ্রমে-বিশ্রামেতে মিলে জীবন-ধারায়
আসুক পরম শান্তি অধ্যাত্ম-বিশ্বাসে।

উষার গোধূলি আর সন্ধ্যার গোধূলি —
পথে-নামা — ঘরে-ফেরা — যুগল নিয়ম;
নিসর্গ যায় না কভু এ নিয়ম ভুলি';
মানবও করে না যেন এর ব্যতিক্রম।
ঈশ্বর রেখেছে তা'র বিশ্ব-গ্রন্থ খুলি';
শুভ্র জীবনান্তে মৃত্যু প্রসাদ পরম।

মরণ-মিলন

জীবন-প্রকোষ্ঠ-প্রান্তে মৃত্যু এসে কয়
সহসা সুধীরে তা'রে, "অমৃত মন্দিরে
তোমারে এলাম নিতে, স্তম্ভিত তিমিরে
নীলাভ্র-নীলিমা সম নিথর সময়
স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ যেথা, আনন্দে অক্ষয়
স্নিগ্ধ শান্তি অন্তহারা যে মন্দির ঘিরে
মর্ত্যে মহামৃতময় করে ধীরে ধীরে।"
সে কহে, "কেমনে ভুলি মর্ত্য-পরিচয়?"

মৃত্যু কহে, "মমতার এ মাধুর্য যত
সন্তান-তরঙ্গে যাবে মর্ত্যে তরঙ্গিয়া
দেহান্তরে—দেহান্তরে ঊর্মি-রঙ্গে কত
সতত সময় রাখে ভুবন ভরিয়া।"
নেত্র তা'র মহাপ্রেমে হ'ল কি সন্নত!
সে কি আছে? সে কি নাই?—ভাবে মুগ্ধ হিয়া।

দিগন্ত-রেখা

যত দূরে চাই আমার ডাহিনে বামে
দিগন্ত রেখা গোল হ'য়ে বুঝি নামে;
যতই আগাই—ধরিবারে যাই তায়,
ধরা তো কখনও কিছুতেই নাহি যায়;
তবু মনে হয় ধরিবারে যেন পারি;—
এ কেমন লীলা—যাই শুধু বলিহারি!
ধরা দিতে দিতে ধরা যে দিবে না কভু,
সে-ও তা'রই টানে টানিবে আমারে তবু।
কিছু নাহি হোক্—মশগুল হ'য়ে থাকি।
গতি তালে তালে অবিরাম তাল রাখি'
চলিতে চলিতে জীবন-রজনী নামে,
আঁধারে আঁধার সবই হয় ডানে—বামে;
দিগন্ত-রেখা দেখা তো যায় না আর,
নয়নে সহসা বুঝি হয় একাকার।

শঙ্কর মঠ

জ্যোতির্মঠ - গোবর্ধন - শৃঙ্গেরি - সারদা
অদ্বৈত - বেদান্ত - দীপ্ত কেন্দ্র চতুষ্টয়
মহাভারতীয় ভাবে নিত্য মগ্ন রয়,
সোঽহং - সামের মন্ত্রে মন্দ্রময় সদা।
ধ্যান-ধন্য অগ্রগণ্য শঙ্কর একদা
ঘোষণা করার তরে সবই ব্রহ্মময়,
বিদূরিতে বিশ্বব্যাপ্ত স্থান-কাল-ভয়
মঠ-শঙ্খ মুখরিল প্রাণদা — মোক্ষদা।

হিমাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গে — সিন্ধু-চলোর্মিতে
চতুর্মঠ-শঙ্খ-শব্দ এখনও মুখর।
শাশ্বত ভারত বিশ্বে চাহে যে কহিতে :
সবই ব্রহ্ম — ব্রহ্মময় — কেহ নয় পর;
আত্ম-লোপে আত্ম-প্রাপ্তি লব্ধ পৃথিবীতে,
ব্রহ্ম-যজ্ঞে হুত হোক্ জন্ম-জন্মান্তর।

আবু পাহাড়ের ডাক

পঞ্চ জৈন মন্দিরের মাধুর্যে মণ্ডিত
আবু পাহাড়ের গুরু শিখরের ডাক
করে না কি তোমারেও বিস্মিত অবাক?
মৈত্রী-তীর্থ-স্পর্শাতুর হয় না কি চিত?
চলো তবে — চলো পান্থ, হ'য়ে আনন্দিত
বাজাইয়া পথে পথে মিলনের শাঁখ;
জুটুক তোমার সাথে যাত্রী লাখে লাখ
পরিপূর্ণ প্রীতি-যোগে হ'য়ে উল্লসিত।

আবু পাহাড়ের 'পরে মন্দিরে মন্দিরে
আরতির ধ্বনি-মন্দ্রে বিহ্বল বাতাস
বাজিয়া বুঝি বা কহে, — "হেথা পৃথ্বী-তীরে
ব্যক্তি মরিলেও নাই প্রাণের বিনাশ;
ভালোবাসো পূর্ণ-ভাবে এই পৃথিবীরে;
ভালোবাসো শুভ্র শূন্যে উদার উদাস।"

মূর্তি - পূজা

নিরাকার - ধারণার সহজ সোপান
সাকার-মূরতি পূজা মর্ত্যে নিয়মিত।
দেব-দেবী-মূর্তি যত বাহন-চিহ্নিত
ভারতের ঋষিদের ধ্যানলব্ধ দান।
সচ্চিৎ-আনন্দ-ঘন নিত্য-ভগবান
সাকার মাধ্যমে ক্রমে হ'য়ে সম্পূজিত
প্রজ্ঞা-পূর্ণ করে শেষে সাধকের চিত;
অধিকারী-ভেদে আসে দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান।

যথাবিধি মূর্তি-পূজা — সাকারে বিশ্বাস
অজ্ঞেরা নিষ্ফল ভাবে, নিষ্ফল তা' নয়।
মানবের জীবনের পরম বিকাশ
মূরতির আরতিতে মূরতি-বিলয়।
নিরাকারে লীন হ'লে নাই কালগ্রাস,
বিন্দু সিন্ধু একাকার — সবই ব্রহ্মময়।

দারু-ব্রহ্ম

মানবের প্রেমার্তির অবধি কে পায়!
দারু-ব্রহ্ম-জগন্নাথে শ্রীক্ষেত্র পুরীতে
নব কলেবর দান করি' মুগ্ধ চিতে
মন্দিরে আনন্দে মাতে ভক্তি-বন্দনায়।
সুসজ্জিত করি' দিব্য দারু-ব্রহ্ম-কায়,
রথে তুলি' উচ্ছ্বসিত মহানৃত্যগীতে
লক্ষ জন জয়ধ্বনি পথে দিতে দিতে
গুণ্ডিচা-বাড়ীতে সুখে তা'রে নিয়ে যায়।

আবার সে মহারথ হর্ষে টেনে আনে।
ত্রিমূর্তিরে শ্রীমন্দিরে করি' সংস্থাপন
পূজে নিত্য ভক্তি-ভরে শত ভোজ্য দানে;
বেদীমূলে লক্ষ দ্রব্য করে নিবেদন।
জগন্নাথে সমর্পিত এ কী প্রেম প্রাণে
লীলা-সিন্ধু-ঊর্মি-রঙ্গ তোলে অনুক্ষণ!

ইদুজ্জোহা

খোদারে করিতে খুশী আনন্দের ভরে
সর্বাধিক প্রিয় বস্তু করি' নিবেদন
সার্থক ভুবনে হয় যা'দের জীবন,
কালোত্তর হয় তা'রা 'সেবার ভিতরে।
সেবা-শুভ্র স্বার্থ-ত্যাগ যা'রা হেথা করে,
তা'রাই পরমানন্দ লভে অনুক্ষণ;
খোদাব প্রসাদে পূর্ণ তাহাদের মন
লীলা-রহস্যেবও মর্ম বোঝে মর্ত্য 'পরে।

এ পরম বার্তাটিরে বর্ষ বর্ষ ধরি'
'ইদুজ্জোহা' মূর্ত করে সবার সমুখে;
সর্বস্ব খোদারে সুখে নিবেদন করি'
মোরাও অপূর্ব বল লভি না কি বুকে!
কেটে যায় লহমায় সংশয়-শর্বরী
সেবা-ভাবে, সর্ব পাশও যায় না কি চুকে।

মহাজনস্তম্ভ

জনসিন্ধু-সমুত্থিত দিব্য অবদান
তুঙ্গ-শীর্ষ তরঙ্গেরে কে ভুলিতে পারে!
জলস্তম্ভ-মহিমার মাধুর্য সংসাবে
কে ভুলিবে! সুদুর্লভ স্মৃতি সুমহান
যোগায় জীবন্ত বেগ নিশি-দিনমান
গতি-মত্ত ঊর্মি মাঝে সহস্র প্রকারে।
নানা ভঙ্গে—নানা রঙ্গে ভাটায়—জোয়াবে
জন-তরঙ্গেতে করে সঞ্চারিত প্রাণ।

জল-স্তম্ভ নিসর্গের দীপ্ত মহোল্লাস।
জন-স্তম্ভ বিধাতার অব্যক্ত লীলার
আচম্বিত স্ফূর্তি-ফুল্ল অচিন্ত্য প্রকাশ;—
নির্বিশেষ মানবের ধাবন্ত ধারার
নির্দেশক—নিয়ামক মূর্ত ইতিহাস;
মৃত মর্ত্য-লোকে তাই মৃত্যু নাই তা'র।

মহাসমাধির মহাদর্শ

(আদর্শের জন্য আততায়ীর গুলিতে নিহত আমেরিকা - যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি
জন.এফ.কেনেডি ও তাঁর ভ্রাতা সেনেটর রবার্ট কেনেডি - স্মরণে)

ঘুমাও — ঘুমাও পাশাপাশি দুই জনে
সম - স্বপনের সমান অংশীদার,
ঘুমের মাঝেও আততায়ী - আত্মার
আত্মিক বোধ যাচি' ক্ষমাময় মনে।
সমাধি - বাহিত সুমন্দ সমীরণে
স্বপ্ন ছড়াক ভুবনে অহিংসার,
মানুষেরা পাক মানুষের অধিকার,--
যা'র লাগি' দোঁহে যুঝিলে পরাণ - পণে।
ঘুমাও — ঘুমাও; জাগিয়া রহিল যা'রা
আদর্শ তা'রা ছড়াবেই অক্ষয়,
লুপ্ত হবে না যুগলের ওই ধারা;
মর - মানবের ঘুচালে মৃত্যু - ভয়।
আদর্শবাদ হয় না জগতে হারা, —
চির - ঘুমে তা'রই রেখে গেলে পরিচয়।

মরণ - বিজয়িনী

(১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা - যুদ্ধে রোশেনারা শহীদ হন)

দেশ - প্রেমানন্দে মৃত্যু বরিয়া নির্ভয়ে
অমর হ'য়েছে যা'রা অবনী - মণ্ডলে,
জ্যোতির্ময়ী রোশেনারা তাহাদের দলে
লভিল সুযোগ্য স্থান। সবে সবিস্ময়ে
হেরিল হোমাগ্নি - দীপ্তি তরুণী - হৃদয়ে;
সে দীপ্তি সহজে দেখা দেয় না ভূতলে।
অকম্পিত সংকল্পের অনিবার্য বলে
লভিল সে মহাকীর্তি মরণ - বিজয়ে।
জ্বলন্ত স্বদেশ - প্রেমে পুষ্পিত জীবন
অনায়াসে বিসর্জন সংকল্প সাধিয়া
করিতে জগতে পারে বীর্যে কয়জন!
মহামৃত্যু চিরকাল কাঁদিয়া — কাঁদিয়া
কহিবে, "পেয়েছি তা'র পুণ্য পরশন;
অমৃতত্ব রোশেনারা গেলো যে দানিয়া।"

ধুনুচি

ধুনুচিতে ধূপ-ধুনা পুড়িয়া পুড়িয়া
গন্ধামোদে ভরপুর ক'রে রাখে ঘর।
বাতাস আনন্দ-ভরে সুগন্ধ-লহর
ছড়ায় সর্বত্র ধীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া—
উড়িয়া উড়িয়া সুখে। আলয় জুড়িয়া
পূজা-পূজা-ভাব শুধু রাজে নিরন্তর;
গৃহস্থালি হ'য়ে ওঠে সুবাসে সুন্দর;
দুষ্ট গন্ধ জঞ্জালের যায় বিদূরিয়া।

ধুনুচিতে ধূপ-ধুনা পুড়িতে পুড়িতে
ইঙ্গিতে কি কহিছে না—অন্তর-সুবাস
সেবাময়তায় শুধু বিলাইয়া দিতে!
সর্ব স্থূলতারে করি' বহ্নিতে বিনাশ
প্রাণ-বাস যে বিলায় সকলের হিতে
ধন্য তা'রই নর-জন্ম—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

চন্দন

দেবতারে পূজিবারে ঘষিলে চন্দন
কর্কশ পাটাও পায় মসৃণ মুরতি।
চন্দন-চর্চিত রূপে মধুর মিনতি—
শান্ত সুরভিত ভাব ফোটে অতুলন;—
সে-মাধুর্যে মুহূর্তেই মুগ্ধ হয় মন।
কত রুক্ষ পথ ধরি' জীবনের গতি;
পথেরে ভাবিলে পাটা নাহি আর ক্ষতি;
চন্দন-সন্নিভ করি' তোলে না জীবন!

বন্ধুর কর্কশ যত পথের কঙ্কর—
রুক্ষ পাটা, ঘষিবারে জীবন-চন্দন;
যে ঘষিতে পারে তা'র সকলই সুন্দর;
দৈবী কৃপা-ধন্য সে যে—সৌরভে মোহন।
সংসার চন্দনময় বুঝি' নিরন্তর
অপূর্ব স্নিগ্ধতা নিত্য সে করে ভুঞ্জন।

ঢোলক

ঢোলকের ধ্বনি-মন্দ্রে মণ্ডপ মুখর
মত্ত-পারা মানবের জাগে কোলাহল;
পূজার প্রাঙ্গণে পল্লী-বালকেব দল
আনন্দ-চঞ্চল সবে শব্দে নিরন্তব।
শব্দ-মন্ত্র বাদ্য-ভাণ্ডে করিল কি ভর!
দৈন্যাতুর জনতারে আনন্দ-বিহ্বল
করিল উচ্ছল শব্দ; ধ্বনি-পরিমল
অবাধে মুহূর্ত মাত্রে ভরিল অম্বর।

মৃত ছাগ-চর্মাবৃত শুষ্ক কাষ্ঠাধারে
এত স্ফূর্তি-ফুল্ল শব্দ কোথা হ'তে আসে?
শব্দে শব্দে উদ্বেলিত করে জনতারে।
আত্ম-নিবেদিত যাহা, সেথা কি প্রকাশে
অভিনব রহস্যের দ্যুতি বারে বারে!
তা'রই রাগ-রঙ্গ বুঝি তরঙ্গে বাতাসে!

মধুপর্ক

পঞ্চেন্দ্রিয়-লব্ধ যত অভিজ্ঞতা-জ্ঞান-
অনুভূতি-ভাবাবেগ সুমিশ্রিত করি',
সর্ব রস-সার তা'র প্রাণ-পাত্র ভরি'
মহানন্দে মানবের দেবতারে দান
যেন করি,—যেন রাখি আত্মার সম্মান।
প্রেম-মধুপর্ক শুধু আহ্লাদে আহরি'
সবারে করাবো পান, বিশ্ব-মৈত্রী স্মরি'
সবার পরাণে যেন মিশাই পরাণ।

দুর্লভ মানব-জন্ম; সাধনা তাহার
সুদুর্লভ—সুকঠিন; ইন্দ্রিয়াদি যত
বিশ্ব-মৈত্রী মধু-ব্রতে হেথা অনিবার
নিবেদনময় করা চর্যা অবিরত
হয় যেন, ধর্ম তা'ই; তা'-ই সাধ্য-সার;
মধুপর্কে পূজা হোক্ সম্পূর্ণ সতত।

কুলীরক

ওগো কুলীরক, অসীম সাগর-তীরে
স্বর্ণ-বালুতে গর্ত গড়িছ সুখে;
ফেনিল সাগব মেতে ওঠে সম্মুখে;
আসে-যায় জল অবিরল ফিরে ফিরে।
বিবর ছাপায় লবণাম্বুধি নীরে;
তবু উচ্ছ্বাস মরে না তোমার বুকে,
গর্তে যেমনই ফেনা-জল যায় ঢুকে,
আবার বিবর খুঁড়ে চলো ধীরে ধীরে।

তুমি বুঝি বোঝো গর্ত গড়াব ছল!—
বালু-সৈকতে আলো-আঁধারের খেলা!
সাগরের কোলে তাই বুঝি অবিরল
খেলার লীলায় কেটে যায় তব বেলা!
গর্তেরও তব মিলিবে কি তবু তল!
ছলে নিতলের লভ কি মিলন-মেলা?

সিন্ধু-বেলা

এই বেলা-ভূমি সাগর নহিলে কা'রে
মানবে এমন! বালুকার সমাহার —
অন্ত-হারানো অভিনব বিস্তার —
মরীচিকা-ভার কে আর রচিতে পারে!
ঊর্মি-মুখব ফেন ফণা চারি-ধারে:
লম্ফ ভঙ্গ নৃত্য-রঙ্গ আর
থামিবে না বুঝি — অপরূপ অনিবার,
প্রদীপ্ত করে কেবলই কল্পনারে।

বিপুল বেলায় বালু-ঘর-রচনায় —
শুক্তি-শঙ্খ কুড়াবার নেশা-ভরে
সময় কখন্ — কী ভাবে উবিয়া যায়।
সসাগরা বেলা হৃদয় আকুল করে।
সাগর তো নয়, — মহাকালোর্মি ধায়;—
রহস্য তা'র কাহার সাধ্য ধরে!

সমুদ্র-সম্পদ

অতল সমুদ্র-তলে যে রহস্য র'য়েছে লুকানো,
কতটুকু জানা তা'র অদ্যাবধি আছে মানবের।
অনন্ত ভাণ্ডারে তা'র সরীসৃপ-কূর্মের-মৎস্যের
শঙ্খের—কীটের কত অভিব্যক্তি র'য়েছে ছড়ানো।
অহঙ্কৃত হে মানব, তুমি তাহা জানো বা না জানো,
কী তাহাতে আসে যায় অত্যাশ্চর্য এই ব্রহ্মাণ্ডের।
ক্রম-বিবর্তিত এই কালবাহী বিচিত্র প্রাণের
অন্তহারা কৌতূহলে যা'-ই জানোঁ, তা' শুধু বাখানো।

ধীর-স্থির হ'য়ে করো, তুমি ছাড়া অন্য সবাকার
অদৃশ্য অনধিগম্য রহস্যের ব্যাখ্যান ভুবনে।
সর্ব দিক-পরিব্যাপ্ত সর্বত্রই রহস্য অপার,—
লীলারও যে শেষ নাই; তা'রই স্পর্শ অনিবার মনে
জাগায় জানারও স্পৃহা; নম্রতার না হ'লে সঞ্চার
মৌল মূল্যে একাত্মতা লভিবে না কোন শুভ ক্ষণে।

ঔর্ব

অমাবস্যা-সমাচ্ছন্ন সিন্ধু তমিস্রায়।
জগন্নাথ-পুরীধাম সমুদ্রের তীর
গাঢ়-গূঢ় অন্ধকারে রহস্য-নিবিড়।
নৃত্য-মত্ত ঊর্মিদল বিপুল বেলায়
ফেন-ফুল্ল শুভ্র হাস্য বিস্তারিয়া যায়;
দলে দলে কোলাহলে করে তা'রা ভিড়;
তরঙ্গ-মৃদঙ্গ বাজে অশ্রান্ত অধীর;
শীকর-প্রসাদ-বৃষ্টি পরাণ জুড়ায়।

অকস্মাৎ উদ্ভাসিত ঊর্মিল সাগর
দিক্‌চক্রবালে হেরি যেন বহ্নিমান;
সে মহাবাড়বানল জ্বলি' নিরন্তর
চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত দীপ্তি করে দান।
আহা! সেই ঔর্বে কৃষ্ণ শর্বরী সুন্দর;—
অনন্ত উদধি-লীলা অপূর্ব—মহান।

সমুদ্রের খাঁড়ি

এখানে নীলাম্বুরাশি খাঁড়ির ভিতরে
শান্ত ভাব ধরিয়াছে; তীর-ভাগে ধীরে
তরঙ্গেরা জল-জাত গুল্মদের ঘিরে
নৃত্য করে প্রবাহের লহরে—লহরে।
মাছেরাও লঘু জলে খেলে লীলা-ভরে;
সূর্য ঝলে লীলায়িত ফেনায়িত নীরে,
ঝলে সূর্য সারা বেলা গুল্মগুচ্ছ-শিরে,
পড়ি 'পরে বিচ্ছুরিত শীকরে-শীকরে।

রুদ্র সমুদ্র যে এত শান্ত হ'তে পারে—
খাঁড়ি না হেরিলে কভু হবে কি প্রত্যয়?
সমুদ্রের খাঁড়ি মুগ্ধ করিবে না কা'রে!
কে যাচে না জীবনেও হেন সমন্বয়!
পাশাপাশি সিন্ধু—খাঁড়ি বিরাজে সংসারে,—
কে ভুলিবে মহাদৃশ্য বৈপরীত্যময়!

শুধু ঢেউ

শুধু ঢেউ—শুধু ঢেউ—ঢেউ শুধু ওঠে,
অনন্ত তরঙ্গ-তোড়ে রঙ্গে ভেসে চলে।
সূর্য রাগে-বিরঞ্জিত আনন্দ-কমলে
রূপ ধরে কখনও বা। ঘূর্ণি যেথা ফোটে
বোন্ লীলা-খেলাচ্ছলে সেথা মাথা কোটে।
[illegible] ছোটে কভু; কভু দলে দলে
[illegible] কূলে কল্লোলিয়া আহ্লাদে সকলে
[illegible] কথা শুনাতে থাকে; থামে না তো মোটে।

[illegible] ঢেউ—শুধু ঢেউ—অনন্ত প্রবাহ;—
[illegible] কেন ঢেউ। কেন ঊর্মি-রোল।
[illegible] উল্লাস স্ফূর্তি, গতি-মত্ত দাহ
ভিতরে ভিতরে বুঝি হিন্দোলের দোল
নিয়ত জাগাতে থাকে। গাহ—গান গাহ,
ঊর্মি-রূপে হও ঊর্মি-মিছিল-পাগোল।

ভারতীয় সংস্কৃতি

ইতিহাস-পুরাণের বহু ধারা ধরি',
অতীতের ভারতের বহু পথ বেয়ে,
সাগ্রহে ভ্রমিনু কত কল্পনায় নেয়ে
অগণিত তথ্যাবলী আনন্দে আহরি'।
বৈশিষ্ট্য হেরিনু যত নেত্র-যুগ্ম ভরি' :
আশ্রমে-আশ্রমে গেছে বর্ষ সব ছেয়ে;
শান্ত—স্নিগ্ধ তপোবনে শুধু চেয়ে চেয়ে
এ মাধুর্যে মর্ম ওঠে পুণ্য-স্নান করি'।

সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনার বারি-ধৌত দেশে
পারত্রিক—ঐহিকের কী সৌম্য সঙ্গম।
মৈত্রী-ভাবে সভ্যতারে সবে ভালোবেসে
ভারতীয় সংস্কৃতির সুধা অনুপম
সবারে বিলায় সুখে। সকলেই এসে
লভে শেষে শাশ্বত যা' দিব্য সর্বোত্তম।

সংস্কৃতি-সমন্বয়

আর্য আর ইসলামী সংস্কৃতি-সংঘাতে
বঙ্গ-ধর্ম-সাহিত্যের নব অভ্যুদয়
মধ্য যুগে এনে দিলো অনন্য বিস্ময়।
মঙ্গলকাব্যের গল্পে, পদাবলী-খাতে,
অনুবাদে, জীবনীতে নব দীপ্তি-পাতে
বিকশিল সভ্যতার শুভ্র সমন্বয়।
সাহিত্য সহসা হ'ল স্বাদ-গন্ধময়।
ভাতিল—মাতিল সবে স্বপ্ন—কল্পনাতে।

বিগত শতাব্দে ফিরে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের
সভ্যতার-সংস্কৃতির সমন্বয় হ'লে,
উর্বরতা-বিবর্ধিত নিখিল বঙ্গের
সর্ব ক্ষেত্রে উঠিল যে স্বর্ণ-শস্য ফ'লে।
শাপে বর এ ভাবেই আসে সকলের;
গণ্ডিবদ্ধতাও যায় যুগে যুগে চ'লে।

মন্দির

অসংখ্য মন্দিরে গাঁথা চিন্ময় ভারত।
মৌন মহিমায় তা'রা উর্দ্ধে তুলি' শির
কহিছে ভারত-কথা গম্ভীর-গভীর।
নিত্য সমন্বিত করি' ভিন্ন ভিন্ন মত
নির্দেশিছে সবে তা'রা অমৃতের পথ।
ভারতের মূর্ত-বাণী — স্তম্ভিত মন্দির,
সর্ব অস্থিরতা ধীরে ক'রে দেয় স্থির।
মন্দিরে — মন্দিরে ধন্য অরণ্য-পর্বত।

ভারত মন্দিরময়। সাধনা তাহার
সহজেই সর্বজন মন্দির-প্রসাদে
লভে তাই। সমাহিত ভাবত-আত্মার
ঔদার্যের অমেযতা বাদে-প্রতিবাদে
প্রকাশিত — প্রচারিত হেথা অনিবার।
ওঙ্কার-মন্দ্রিত মর্ত্য মন্দির-নিনাদে।

ভারত-শিল্প

ইলোরা-অজন্তা-গুহা, সাঁচী, খাজুরাহ
কোণাবক, চিদাম্বর, মহাবলিপুর,
মাদুরা, হিমাদ্রি-তীর্থনিচয় মধুর,
অপূর্ব ভুবনেশ্বর, যেদিকেই চাহ,
তুমি কি ভাবত-শিল্পে নাহি অবগাহ!
তরঙ্গ-বিভঙ্গময় শিল্প-সিন্ধু-সুর
ভরপুর করে না কি! মর্ত্য-দ্বন্দ্বাতুর
চিত্তে কি বহে না মহারসের প্রবাহ!

বিচিত্র সুষমা-স্নিগ্ধ, চরম-পরম,
মনোরম শিল্প-স্ফূর্তি মহাভারতের
গুহা-গুম্ফ-চৈত্য-মঠে নিত্য অনুপম
ঝলকিছে অনিন্দিত চির আনন্দের।
সর্ব সৌন্দর্যের সার শিল্প সর্বোত্তম —
অব্যক্তের অভিব্যক্তি বিস্ময় বিশ্বের।

খাজুরাহোর ভাস্কর

খাজুরাহো-মন্দিরের প্রাকারের ধারে
অপরূপ নগ্ন-মূর্তি প্রসন্নতা-ভরা।
শ্লীলতার রসহীন রীতি বাঁধা-ধরা
পরিহার করি' শিল্পী জীবন্ত যে তা'রে
করিল ব'লেই মূর্তি গুণী-মন কাড়ে।
বাস্তবের রূপায়ণ ব্যাধি-জরা-হরা
হ'লেই যে নগ্ন আর থাকে না সে-গড়া;
পূর্ণতাই সঞ্জীবন দানে যে তাহারে।

সুষমাই শিল্পে কাম্য; লাবণ্য-ব্যঞ্জনা
রচনারে রস-মূর্তি করে যেই দান,
সম্পূর্ণতা লাভ করে শিল্পীর রচনা;
নিষ্প্রাণ যা' লাভ করে মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ।
কবি—শিল্পী—ভাস্করের পরম সাধনা—
একাত্মক লীলা-রূপ করা মূর্তিমান।

তাজমহল

অযুত বরষ আরও হবে যবে পার
এত কি অপূর্ব র'বে এ তাজমহল।
তিল তিল করি' কাল মাধুর্য সকল
ল'বে না কি হরি' শেষে! সৌন্দর্য-সম্ভার
শোষিত হবে না সবই! শুধু স্মৃতি তা'র
সে যুগের মানবের মৌন চিত্ত-তল
সহসা হয়তো কভু ব্যথিবে কেবল!
সৌন্দর্যেরও নাই ভবে স্থায়ী অধিকার।

রূপ ফোটে, সে রূপও যে লয়-প্রাপ্ত হয়।
কালে—কালে থাকে না যে স্মৃতিও তাহার।
বুঝি বা তাহাই ভালো, নব অভ্যুদয়
আবার ভরিতে থাকে জঙ্গম সংসার।
অত্যুক্তি কি নহে বলা—প্রেম মৃত্যুঞ্জয়!
কাল-গ্রাস হ'তে নাই তাজেরও নিস্তার।

ভক্তি ও গবেষণা

কৃষ্ণ-ভক্ত কৃষ্ণে পায়; অপূর্ব আবেশে
বিশ্ব-বৃন্দাবন ভরি' মুরলী-ধ্বনিতে
বৈকুণ্ঠের প্রেম-বার্তা লভিতে লভিতে
কৃষ্ণ-সমর্পিত প্রাণ হ'য়ে অবশেষে
নদী-সম রসোর্মিল সিন্ধুতে সে মেশে;
তরঙ্গ-বিভঙ্গে রঙ্গে থাকে তরঙ্গিতে।
নর-জন্ম মহাজন্ম লীলায় মিলিতে
প্রেমানন্দে, চির-গতি কৃষ্ণেরই উদ্দেশে।

কৃষ্ণ-গবেষক কিন্তু শুদ্ধ সম্মানের
জ্ঞানৈষণা-বৃত্তি-জাত সুখ শুধু পায়;
তা-ও লব্ধ নহে হেথা কভু সকলের,—
তা'রও যে প্রেরণা জাগে কৃষ্ণেরই ইচ্ছায়।
জ্ঞান-চর্যা বুঝি শেষে পরম রসের
ভিয়ানের পানে ধীরে বিজ্ঞে নিয়ে যায়।

গীতা-মাহাত্ম্য

প্রশ্ন-পারাবারে বিশ্বে কে বা পায় পার!
তাই বুঝি জিজ্ঞাসার অন্ত লভিবারে,
মহা সত্যে পরিপূর্ণ করিতে সত্তারে,
মহাগ্রন্থ বিরচিত সর্ব-শাস্ত্র-সার
সপ্তশত শ্লোকে শুধু! অপূর্ব গীতার
কে করিবে উপলব্ধি পূর্ণ মহিমারে!
ক্ষুদ্রতম কলেবরে বরিষ্ঠ সত্তারে
এ ভাবে মনুষ্য-জাতি লভেনি তো আর।

জঙ্গম সংসারে মূল সত্য-সন্দর্শন,—
বিন্দুতে সিন্ধুর দৃষ্টি—সিন্ধুতে বিন্দুর,
তা'রই লাগি' অনাদ্যন্ত মানব-জীবন;
সেই মহামহোল্লাসে 'গীতা' ভরপুর।
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডের সুধা-আস্বাদন,—
ব্রহ্ম-স্থিতি প্রশ্নোত্তর নহে কি মধুর?

গির্জার ঘড়ির ঘন্টা

গির্জার ঘড়ির ঘন্টা মুহুর্মুহুঃ বাজে
নির্দিষ্ট সময়-শেষে, কালের গতিরে
মাঝে মাঝে জানাতেই থাকে ফিরে ফিরে।
ধীরে ধীরে পৃথিবীর মানব-সমাজে
নির্বারিত মহাকাল-গতি-বার্তা তা' যে
ব্যক্ত করি' গূঢ়তম প্রশ্নে ফেলে ঘিরে,
কেন জন্ম, উত্তরণ কী ভাবে তিমিরে,
আত্ম-লোপে আত্ম-লাভ কোন্ পুণ্য কাজে!

ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধূলায়—ধূলায়
অবিশ্রান্ত ঝ'রে যায় সন্তানেরই তরে;
পরম প্রত্যয়ে যা'র চিত্ত ভ'রে যায়,
গির্জা তা'র সর্ব ঠাঁই হেথা চরাচরে।
গির্জা-ঘন্টা-শব্দে সদা শুনিতে সে পায়:
অতন্দ্র পিতার ডাক একান্ত আদরে।

মন্দিরে বাজিছে শঙ্খ

মন্দিরে বাজিছে শঙ্খ—মিনারে আজান।
জীবনের অঙ্ক-কষা করি' অবসান
অর্থনীতি—রাজনীতি ভুলে গিয়ে সব,
ঘুচিয়ে সকল চিন্তা সর্ব কলরব
শান্ত হ'য়ে শুনে লও সঙ্গীত মহান
শান্তি-ভরা দূরাগত অনন্তের গান।
মন্দিরে বাজিছে শঙ্খ—মিনারে আজান।

শান্তিময়ী সন্ধ্যা তা'র তমিস্রার বাসে
সব দুঃখ—সব ক্ষতি ফেলেছে ঢাকিয়া;
গভীর গম্ভীর ওই উদার আকাশে
অনন্তের ছায়াপথ দিয়াছে রচিয়া,
কি যেন রহস্য-ধারা হোথা বহমান!
কি এক মধুর ুর, শোনো পেতে কান!
মন্দিরে বাজিছে শঙ্খ—মিনারে আজান।

নববর্ষ - লীলা

বর্ষ - শেষ — বর্ষারম্ভ অনৃত কথন।
মহাকাল অনাদ্যন্ত অভিধা - বিহীন;
তবু তা'রে সমাদরে শুধু চিরদিন
আপনার করিবার এ কী আয়োজন!
মিথ্যা মায়া! তবু মায়া কী স্বপ্ন - মোহন!
অলক্ষ্যে হরিয়া চলে যে চির - অচিন্
সময় সহস্র ভাবে, প্রাচীন - নবীন
কত তা'র রূপকল্প রচে মুগ্ধমন!

নর - নিয়তির অন্য সাধ্য কিছু নাই।
অবিচ্ছিন্ন মহাকালে শত ভাগ করি'
জীর্ণ ভাবি' কোন ভাগে ভুলে যেতে চাই,
কোন ভাগে বহু ভাগ্যে বক্ষে তুলে ধরি'
যতক্ষণ কাল - স্রোতে মোরা না হারাই,
কালের কত না মূর্তি বৃথা ভাঙি গড়ি'।

বৈশাখী ঝঞ্ঝা

আসন্ন - অশনি - খড়্গ উঠিল ঝলসি';
বজ্র-গর্ভ মেঘে বাজে বৈশাখী-বিষাণ;
যাহা স্থূল — জরা-জীর্ণ কদর্য নিষ্প্রাণ,
পন্থা - রোধকারী যাহা, সবই যাক্ খসি'।
পুঞ্জিত জঞ্জাল - মাঝে দৃপ্ত তেজে পশি'
মৃত্তিকারে নব-রূপ করিবারে দান
চতুর্দিক বাত্যা - বেগে করি' কম্পমান
বজ্র-ঝঞ্ঝা সগৌরবে উঠিছে উচ্ছ্বসি'।

অভ্রে চাও; বজ্র-ঝঞ্ঝা-মন্ত্রে দীক্ষা লও;
বক্ষ প্লাবি' যেন ঝরে কল্যাণ-আসার;
আদর্শের বর্ত্ম ধরি' অগ্রসর হও;
শহীদের মৃত্যু বরি' মৃত মৃত্তিকার
কানে কানে অমৃতের মহামন্ত্র কও; —
মানুষই চৈতন্য-মূর্তি বিপ্লবী ঝঞ্ঝার।

শ্রাবণের দান

শ্রাবণের ধারা যদি অবিশ্রান্ত ঝরে,
দুর্যোগ ভাঙিয়া পড়ে মস্তকের 'পরে
তবুও পন্থার টান বড় দুর্নিবার;
ছুটি নাই কভু তাই পথিক-আত্মার।
চলা তা'র অব্যাহত রাখিতেই হবে;—
দুর্যোগ আসিবে কভু; সূর্যের বৈভবে
আবার হাসিবে সুখে গগন-অঙ্গন।
অন্তরের আদর্শের দীপ্তি-বিচ্ছুরণ
পন্থার নির্দেশ দেয় সুদিনে—দুর্দিনে;
সকলের সহযোগে পথ চিনে চিনে
আদর্শের আনুগত্যে আনন্দের ভরে
মৈত্রী-ভাব আনিতেই হবে বিশ্ব 'পরে।
ঝঞ্ঝা আসে, ক'রে যায় প্রেরণা সঞ্চার,
বর্ষাই বর্ষান্তে খোলে শারদ-দুয়ার।

পূজার মাস

আশ্বিন-কার্তিক এই শুভ্র দু'টি মাস
পূজার পুষ্পের গন্ধে বঙ্গে ভরপুর।
গীতে-বাদ্যে মন্দ্র-মন্ত্রে অনির্বাচ্য সুর
বেজে ওঠে, পূর্ণ করে প্রাণের আকাশ।
কেটে যেতে থাকে যত মত্ত মোহ-পাশ।
অন্তর্যামী দেবতার লুব্ধ সঙ্গাতুর
চিত্ত বোঝে,—সে তো নহে সংগুপ্ত সুদূর,—
সে যে করে অন্তরের মন্দিরেই বাস।

অন্তর-মন্দির তাই দেব-আয়তন,—
বন্ধুর বিহার-ভূমি; নির্মলতা তা'র
করিতেই হবে হেথা নিত্য সম্পাদন;
তা'রই লাগি' নর-জন্ম—এ মর্ত্য-সংসার।
পূজার যুগল মাস করায় স্মরণ;—
সর্ব বিশ্বে অধিষ্ঠান প্রিয়েরই সবার।

শিশির - স্পর্শ

কুয়াশায় কুয়াশায় শীতের সকালে
তন্দ্রাতুর সম্মুখ সুদূর; দিগ্বধূর
বদন গুণ্ঠনে ঢাকা লীলা - ভরপুর;
বালার্ক - সিন্দুর - বিন্দু সুমধুর ভালে
আবরণ - অন্তরালে স্নিগ্ধ শান্তি ঢালে।
বিহঙ্গের - পতঙ্গের স্বপ্নাতুর সুর,
কুহেলিকা - মাখা পল্লী—নদীর ঘুঙ্গুর
সমাচ্ছন্ন করে মন শত স্বপ্ন - জালে।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ে, শিশির শুকায়;
স'রে যায় কুয়াশার সূক্ষ্ম আবরণ
দিবা - দাহে বস্তু-ভার চাপে চেতনায়;
অন্তর্জ্ঞান স্তরে শেষে মিলায় স্বপন।
আবার ধূসর ম্লান শিশির - সন্ধ্যায়
কুয়াশায় কুয়াশায় ছেয়ে যায় মন।

পৌষ

মাড়াই—ঝাড়াই সারা, খামারে খামারে
সঞ্চিত সোনার ধান; স্বর্ণ - বর্ণ খড়
প্রাঙ্গণেতে স্তূপীকৃত দেখায় সুন্দর;
পরিপূর্ণ পল্লী সব স্বর্ণ - শস্য - ভারে।
ধান্য - গুল্ম - গুচ্ছমূল এধারে-সেধারে
হিম - সিক্ত স্মৃতি চিহ্নে বৈরাগী প্রান্তর
রিক্ততায় ভরিয়াছে। অভ্র-সূর্য-কর
নন্দিত - বন্দিত করে পৌষে বারে বারে।

দাতা সে যে; পরিপক্ক মাঠের ফসল
নির্বিবাদে তুলে দেয় মানব - সেবায়
আপনার তরে রাখি' শিশিরের জল
প্রীতিপূর্ণ বৈরাগ্যের শুভ্র নম্রতায়।
পরার্থে যে সঁ'পে দেয় চতুর্বর্গ-ফল
সে - দানই সার্থক তা'রে করে মৃত্তিকায়।

ফাল্গুনী পবন

হিমাচ্ছন্ন মুক্ত মাঠে, স্বচ্ছ - তোয়া শান্ত নদী - তীরে,
কুহেলিকা - সমাবৃত হৃত - পত্র বৃদ্ধ বৃক্ষ - মূলে
মৌন মাঘ সংগোপনে ধ্যান - মগ্ন বস্তু-বিশ্ব ভুলে;
ধূসর জটার ভার আন্দোলিত উত্তর - সমীরে।
মৃত্তিকায় - পরিব্যাপ্ত ইতস্ততঃ - বিক্ষিপ্ত শিশিরে,
রবি - শস্যে, মসুর - মটর - মুগ - সরিষার ফুলে,
পাণ্ডুর প্রভাত - রবি পলি - পড়া বারি - শুষ্ক কূলে
সন্তর্পণ - রশ্মি - স্পর্শ বুলাইয়া যায় ধীরে ধীরে।

বস্তু - বিশ্ব - দৃশ্য - পট সমাধির প্রশান্তির সুখে
মাঘের সম্মুখ হ'তে অপসৃত হ'য়েছে কখন;
একেরই অনন্ত স্ফূর্তি প্রতিভাত ধ্যান - ধন্য বুকে।
অপাবৃত হবে যবে কুহেলীর ধূম্র আবরণ
ধ্যান - লব্ধ মৈত্রী - বার্তা দীপ্ত - তৃপ্ত বিশ্বের সম্মুখে
উল্লাসে বাজায়ে যাবে মাঘোত্তর ফাল্গুনী পবন।

বর্ষারম্ভ - বারতা

মহাকাল, অফুরন্ত ভান্ডার তোমার;
সামান্য সময় ধার সবারেই দাও;
ধার - শোধ — সুদে - মূলে অনেক যে চাও;
মোরা তব মুনাফার শাশ্বত শিকার; —
এরই নাম গালভরা সভ্যতা - সম্ভার।
যা'-ই দাও, তা'রও চেয়ে বহুগুণ পাও;
বঞ্চক মালিক সম সবই তুলে নাও;
অবশেষে ভাগ্যে মেলে চিতা - কারাগার।

জীবনে জীবন্ত বহ্নি - তীব্র জ্বালানল,
মরণে পুড়িয়া হই অঙ্গারের ছাই; -
এরই নাম মানবের আয়ু সমুজ্জ্বল;
এর বেশী হায় - হায় কা'রও ভাগ্যে নাই।
মত্ত মোরা তবু তব মায়ায় পাগল
তোমারই নির্দেশে শেষে গুম্ হ'য়ে যাই।

কাক-কোলাহল

ফেলে দিয়ে গেছে কা'রা ভুক্ত-অবশেষ,
কাকের জটলা সেথা আঁস্তাকুড়-পাশে।
প্রভাতের পুণ্য-লগ্ন আতিথ্য-সম্ভাষে
শব্দময়, সমীরণে বাজে তা'র রেশ।
রবাহূত যত কাক আহার্য-উদ্দেশ
কেমন করিয়া লভে? হিম-সিক্ত ঘাসে
শিশির দুলিতে থাকে কাকের উল্লাসে;
সূর্য ঝলে, চেয়ে থাকে পুষ্প অনিমেষ।

প্রকৃতির মহাভোজে নষ্ট নাহি হয়
কোন কিছু; অসংখ্য প্রাণের লীলা চলে;
যে যা' যাই ফেলে সবই অন্যে তুলে লয়;
মহানন্দে মহাভোজে প্রত্যহ ভূতলে
মাতে সবে, গাহে দীপ্ত জীবনের জয়;
অপূর্ব আনন্দ বাজে কাক-কোলাহলে।

পথের নিশানা

সুদূর পথের দিশা কি দিবার তরে
সন্ধ্যা-তারা সে জ্বালায় আপন হাতে
পাছে ভুল করি অজানা আঁধার রাতে;
তাই কি জ্বালালো গোধূলির অম্বরে?
সারা দিন গেলো, এবার কি মোরে স্মরে
মমতার ভরে নিরালার শয্যাতে?
জমে কি কুহেলী কোমল নয়ন-পাতে?
মনে পড়ে ঘর সারা দিবসের 'পরে।

শ্রান্ত ক্লান্ত ফিরিব তাহার কাছে,
সে মোর সবার আপনার জন জানি;—
আর বেশী সুখ কে কোথায় কবে যাচে!
সন্ধ্যাতারারে তা'রই ইঙ্গিত মানি।
এই ব্যবধানে সে-ও বুঝি বুঝিয়াছে
পরম-লীলার আমি তা'র কতখানি!

বার্ধক্য

হে যৌবন, বার্ধক্যের পরিপক্কতারে
স্বীকার করিয়া নিয়ো; বিদগ্ধ ধরায়
প্রশান্তির আনন্দের সৌম্য স্নিগ্ধতায়
পূর্ণ সে যে; অসহিষ্ণু রূঢ় অহঙ্কারে
বর্জন কোরো না তা'রে। গাঢ় রস-ভারে
অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য যে অঙ্গে তা'র ভায়;—
লাবণ্যের লোলতায় বুঝি ঝ'রে যায়;
দিব্য মাধুর্যের দ্যুতি ঢালে সে সংসারে।

যৌবনের যৌবরাজ্যে—খণ্ডিত উল্লাস;
দু'দণ্ডের দম্ভ-দৃপ্ত যৌবনের দ্যুতি
উচ্চকিত করে জানি বিশ্বের আকাশ,
তবু পুষ্প ফল নহে—ফলের আকৃতি।
পরিপক্কতায় ঘটে বাহুল্যের নাশ
ফলে আসে সাফল্যের সর্ব অনুভূতি।

যাতায়াত

এক যায়—অন্যে আসে। শুষ্ক ঘাসে ঘাসে
অশ্রু ঝরে, যা'রা যায় তাহাদেরই তরে।
ব্যথা-ভরা দীর্ঘ-শ্বাস সমীরে শিহরে।
পথ-পাশে ম্লান ছায়া ধীরে নেমে আসে
আবার যাহারা আসে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে
তাহাদের জয়-ধ্বনি পত্রের মর্মরে
জনপদে পথে পথে ব্যগ্র বায়ু-ভরে
বেজে ওঠে, চারি-ধার সূর্যালোকে হাসে।

বিপরীত দু'টি ধারা এ ভাবে ধরায়
পাশাপাশি দেখা যায়। মানবের মন
যুগপৎ কাঁদে—হাসে; অনির্বাচ্যতায়
আলোড়িত হয় হায় শুধু অনুক্ষণ।
যা'রা যায়, তা'রা যেন হাসি চেখে যায়,
যা'রা আসে, বোঝে যেন প্রস্থান-বেদন।

মেঘ

শ্যাম কান্ত শূন্য-লগ্ন জলদ-সুন্দর,
সর্বস্ব-প্রদান-বৃত্তি তোমারই তো হবে।
মাটি হ'তে উর্ধ্বে উঠি' মল্লারের রবে
তুমি যে নিজেরে মগ্ন রাখ নিরন্তর।
আনন্দের অশ্রু-ধারা ঝরে ঝরঝর
নিত্য-শ্রান্ত তৃষ্ণা-তপ্ত দৈন্য-ক্লান্ত ভবে;
ধন্য হয় পুণ্যময় তব দানে সবে;
ভ'রে ওঠে তৃপ্তি-সুখে রিক্ত চরাচর।

অভ্র-নির্ভরতা যা'র পূর্ণ-ভাবে আসে,
ঢেলে দিতে সে-ই পারে নিঃশেষে নিজেরে।
অনির্বাচ্য অনন্তের জ্যোতির উদ্ভাসে
পরম আনন্দ রাখে ভরি' সে চিত্তেরে।
কৃষ্ণ-মেঘ শুভ্র বৃষ্টি ঢালে তাই ঘাসে;
ঘাসও স্পর্শ করিবারে চাহে যে শূন্যেরে।

অপূর্ব সেবা-ধর্ম

সেদিন চলিতে পথে বিস্মিত নয়নে
হেরিনু বিপুল বৃক্ষে, ত্যাগ-নম্রতায়
কাঠুরিয়া-কুঠারের আঘাতেরে হায়
সহিছে নীরবে। তবু প্রচন্ড তপনে
ঘন ছায়া বিস্তারিয়া বেদনার্ত ক্ষণে
হিংসকের কল্যাণে সে সূর্যেরে ঠেকায়।
মায়া-মাখা ছায়া লাগে ছেদকের গায়;—
এ মহিমা জাগাবে না শ্রদ্ধা কা'র মনে!

ফুল দেয়—ফল দেয়—ছায়া দেয় শাখী,
সঙ্গীত শুনায় নিত্য আনন্দ-মর্মরে;
এ ভাবে হনন তা'রে অপরাধ না কি?
হিংসকেরা তবু এই নিষ্ঠুরতা করে।
মৃত্যুমুখী শাখী তবু আচ্ছাদনে ঢাকি',
কী আশ্চর্য! ঘাতকের যত শ্রান্তি হরে।

মানব-ফসল

লাঙলে চষিতে মাঠ মানুষের খুলি
হঠাৎ মাটির সাথে উঠে এলো যবে,
কাহার করোটি হায়, বেঁচে ছিলো কবে,—
ভাবে চাষা কিছুকাল জমি-চাষ ভুলি'।
সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে হাতে লয় তুলি';
মনে জাগে, অনুরাগে জীবন-উৎসবে
সে-ও তো মাতিত ভবে কত কলরবে!
এখন আশ্রয় তা'র তুচ্ছ জড় ধূলি।

ওগো, তুমি মূর্তিমন্ত হ'তে কি পারো না?
কা'র প্রেমে কতকাল ছিলে কা'র ঘরে?
এখনও ঝরিছে দেখ সূর্য হ'তে সোনা,
চারিধারে প্রাণোল্লাস উপচিয়া পড়ে।
মানব-ফসলও তবে চলে কাটা-বোনা!
স্তব্ধ চাষা খুলি-ভরা এ বিশ্ব-কবরে।

আগাছার লীলা

বন্ধু বলিল,—সাধের বাগান তা'র
যত আগাছায় ক্রমেই যে যায় ভরি',
অনেক যতনে অনেক দিবস ধরি'
সাজানো বাগানে কোথা হ'তে আগাছার
এত উদ্ভব ঘটে হায়, অনিবার?
তুলিছে বাগান নিয়ত বন্য করি':
আনন্দ তা'র আগাছায় নিলো হরি';
কবিরও পরাণে নামে তাই গুরু ভার।

বন্ধুর সাথে কবিও একদা শেষে
বাগানে আসিয়া অবাক হইল দেখি',
আগাছার ফুল সূর্য-শোভায় হেসে
চারিদিক আলো করিয়া তুলিছে; এ কী!
—মহালীলা তা'রই চলিয়াছে কোটি বেশে,
রহস্যে তা'র মুগ্ধ করে না সে কি!

ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্ধ্বে উড়িতে থাকে,
আকাশের টান অনুভব করে বুঝি!
বাতাস কাটিয়া করে কি সে খোঁজাখুঁজি?
হাতছানি দিয়া আলো কি তাহারে ডাকে?
সচল জলদও তা'রে কি আকুল রাখে?
আলোক-বর্ত্মে চলিবার যোঝাযুঝি,
অসীমে ওড়াব অভিজ্ঞতার পুঁজি
মাটি বুঝি পায়?—ফুল ফোটে তাই শাখে?

লাখে লাখে পাখী শূন্যে উড়িয়া যায়,
ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে পতঙ্গ পৃথিবীর,
কোন্ সে অনাদি আনন্দ-পিয়াসায়
মহানভে সবে জমায় কেবলই ভিড়?
নীলাভ্র-নেশা দুর্বার দুনিয়ায়—
মানুষও কি তাই থাকিতে পারে না থির?

শাঁখা-সিন্দুর

বৈশাখের শাঁখ বাজে; নক্ষত্র নিকর
ভিড় করে অম্বরের অলিন্দের 'পরে;
আলোর সলজ্জ-শিখা তা'রা বুঝি ধরে;
মর্ত্ত্য-হর্ম্য করে আরও মধুর—সুন্দর।
বর-বধূ চুপে চুপে যাপিছে বাসর;
রাশি রাশি নিশি-পুষ্প শ্যাম শষ্পে ঝরে;
স্নিগ্ধ গন্ধে সর্ব দিশি আমোদিত করে;—
এ শাশ্বতী লীলা-মুগ্ধ চল-চরাচর।

নর্ম নম্র কত কথা কম্প্র সমীরণে
হিল্লোলিয়া ধ্বনি-রসে ভরে চারিধার;
পূর্বাপর যোগসূত্র জীবনে—জীবনে
গ'ড়ে তোলে, করে ধীরে সুস্বাদু সংসার;
ব্যথাবিষ্ট মিলনাশ্রু নয়নে নয়নে,—
কে করিবে পরিমাপ রহস্য তাহার।

শান্ত মনে সুন্দরের ক'রেছি সাধনা;
মধুরের স্বপ্নাবেশে পুলকিত হিয়া;
অবকাশ-রসালসে বসিয়া বসিয়া
চয়ন ক'রেছি শুধু আনন্দের কণা।
কতবার চারিধার হ'ল অন্ধকার,
ফেলিল প্রলয়-ঝঞ্ঝা বিষাক্ত নিশ্বাস,
মেঘ-মন্দ্রে প্রকম্পিল ঊর্ধ্বের আকাশ,
অন্তরের অন্তরালে তবু সাধনার
শুভ দীপশিখাটুকু রেখেছিনু জ্বালি';
জীবনে জমেনি তাই ধূমাঙ্কিত কালি।
দেবতার লীলাভূমি এই ধরণীতে
ধন্য আমি, সুন্দরের আনন্দের ধারা
চিরদিন অব্যাহত পেরেছি রাখিতে,—
অভ্রলোকে দেখিয়াছি অনিন্দিত তারা।

গুপ্ত বার্তা

প্রচ্ছন্ন প্রয়াস যবে ফলপ্রসূ হয়,
কী আনন্দ! কী আনন্দ! কেমনে বুঝাই!
আকস্মিক আহ্লাদের তুলনা তো নাই।
দুন্দুভি-নিনাদ শুনি' সর্ব দেশময়
হয় নি কি কবি-চিত্ত এবে অসংশয়?
সন্তর্পণ বিচরণ করি' নানা ঠাঁই,
যে যোগ্যেরে প্রাপ্য ফলে তৃপ্তি দিতে চাই,
সে ফল লভিলে—সে কি নহে মহাজয়?

মহাকাল-মহাস্রোতে কোথা হ'তে আসি!
হারাই—ফুরাই ফিরে আঁধারে কোথায়!
দু' দণ্ডের জীবনের ভালোবাসাবাসি—
অসামান্য সে-মাধুর্য, সে কি মাপা যায়!
পরস্পর প্রাণালোকে অন্ধকার নাশি,—
শ্রেষ্ঠ সেই পুরস্কার, যে পায়—সে পায়।

সাময়িক বঞ্চনা

তোমারই লাগিয়া বন্ধু, তব কামনারে
উপেক্ষা করিয়া শেষে, অন্তরে — অন্তরে
কাঁদিয়া কাটাই কাল; তুমি ক্রোধ-ভরে
দোষারোপ করো মোরে জানি নির্বিচারে;
তবু প্রেম প্রেম - বলে সহিতে তা' পারে।
তুমি — আমি যুগ্ম - প্রাণে যে - মহাসুন্দরে
সর্ব প্রেম নিবেদিয়া হেথা পৃথ্বী 'পরে
পেতে চাই, স্মরাবো না সে কথা তোমারে,
সে কি হয়! সে যে যুগ্ম প্রেমেরই লাঞ্ছনা।
কল্যাণের প্রতিরোধী বাসনারে তাই
যেন রুদ্ধ করি দোঁহে, হ'য়ে একমনা
পরস্পর পরস্পরে যেন গো বাঁচাই;
সাময়িক বঞ্চনার ক্রোধান্ধ গঞ্জনা
প্রেমানন্দ-গীতে যেন মোরা ভুলে যাই।

পুষ্পলোভী

প্রত্যহ প্রভাত - লগ্নে পুষ্পলোভী দল
তোমারে পীড়ন করে পুষ্প ছিন্ন করি'।
স্বার্থ - মত্ত হিংস্রতার সে - দৃশ্যে শিহরি'
দু' নয়ন হ'য়ে ওঠে ব্যথায় সজল।
বারণ মানে না তা'রা, মিনতি নিষ্ফল,
প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জে ডালা তোলে ভরি';
রিক্ত ডাল বেদনায় বুঝি বা মর্মরি'
ছিন্ন পুষ্পদের স্মৃতি স্মরে অবিরল।

পীড়নের প্রসাধনে সভ্যতা যা'দের
স্ফীতকায়, এ ধরায় কখনও কি তা'রা
শোষণ - বিমুক্ত রাষ্ট্র সর্ব - কল্যাণের
গড়িতে পারিবে আর? প্রত্যহ তাহারা
কর্মের — কথার যদি করে হেরফের,
মুক্তি কোথা? চলিবে কি এই হিংসা-ধারা?

সূর্য-রচনা

আকাশে সূর্য নিত্য ধৈর্য ধরি'
নিরলস-ভাবে যে লেখা লিখিয়া যায়,
সে-লেখা পড়িতে কা'র না পিপাসা পায়!
সে-লেখায় কা'র পরাণ ওঠে না ভরি'!
উদ্দীপনায় সকল জাড্য হরি'
গতি-বেগ আনে সে-লেখা মৃত্তিকায়।
সে-লেখারই রসে তুচ্ছ শিশিরও চায়
বাষ্পায়মাণ মেঘ-রূপ মরি মরি!

যত ফুল ফোটে—পল্লবে বাজে গান
সূর্য-স্বর্ণ-লেখারই সে-সব ফল।
অমৃতময়তা লভিয়া মানব-প্রাণ
অপরূপতায় ভ'রে তোলে ধরাতল।
সূর্য-লেখা যে অভিনব অবদান—
করো-করো তা'-ই জীবনের সম্বল।

নিসর্গ-সংসর্গ

ক্ষুদ্রতায় যদি পায় কখনও তোমারে
সিন্ধু-তীরে, মহারণ্যে, পর্বতের 'পরে,
বিপুলা নদীর কূলে, বিশাল প্রান্তরে,
মহান মরুর তীর্থে, মেরুর তুষারে,
জলপ্রপাতের কাছে শুধু আপনারে
বিস্তারিয়া দিও সুখে; প্রকৃতি আদরে
অনন্ত সম্পদ আনি' মহিমার ভরে
তোমারে করিবে পূর্ণ আনন্দ-বিস্তারে

তা-ও যদি নাহি পারো, নিতান্ত নির্জনে
একেলা বসিয়ো আসি'; শান্ত সমীরণে
শত সূক্ষ্ম সঙ্গীতের মৃদু আলাপনে
প্রকৃতি বিস্মিত করি' দিবে ক্ষণে ক্ষণে।
নিসর্গ-সংসর্গ-লব্ধ নিত্য লভে মনে
অপূর্বতা—এ কথাটি ভুলো না জীবনে।

অবিশ্বাস - অভিশাপ

অবিশ্বাস - বিষে বিশ্ব হ'লে বিষময়
মানবের সভ্যতায় কোন্ শুভ থাকে?
আকাশের সূর্য যা'রে নিত্য তৃপ্ত রাখে
কেন অবিশ্বাসে হায়, ভরে সে হৃদয়?
সুখ-নিদ্রা শ্রান্তি যা'র ক'রে দেয় লয়,
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে বায়ু সর্বদা যাহাকে
প্রাণ-পূর্ণ ক'রে তোলে, হায়-হায় তা'কে
উদ্বেজিত কেন করে ঘৃণা-ক্লিন্ন ভয়?

স্বার্থান্ধ হিংসার পাপে - মদে - মত্ততায়
মানুষ পীড়িত র'বে আর কত কাল?
বিজ্ঞানের আবিষ্কারে বিশ্ব ভ'রে যায়;
ভুবন-ভবনে তবু জমিবে জঞ্জাল?
ভালোবাসো, ভরো বিশ্ব প্রাণের সোনায়
বিপুল বিশ্বাসে গড়ো সভ্যতা বিশাল।

বৈপরীত্য

পশু-ধর্ম—দেব-ধর্ম যুগলের মাঝে
স্তর-পরম্পরা কত নির্ণিতে কে পারে!
যত কোটি নর-নারী রয়েছে সংসারে
হয়তো বা তত কোটি স্তরে তা'রা রাজে;
লক্ষ বৈপরীত্য তাই মানব-সমাজে।
যে লক্ষ্য লভিতে চাই বিশ্বে বারে বারে,
বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়; ধ্যান-ধারণারে
স্থায়ী রূপ দিতে নারি বাস্তবের সাজে।
মানবের 'পরে তবু কভু অবিশ্বাস
ভুলেও না যেন করি,—তা' তো দাম্ভিকতা।
এ ক্ষণ-জীবনে কেহ সম্পূর্ণ বিনাশ
করিতে কি পারি রিপু? সর্ব অপূর্ণতা
করিতে কি পারি দূর? মাটির নিবাস
কে না চাই স্বর্গ হবে—মানুষও দেবতা।

দুঃখবাদীর প্রতি

দুঃখবাদ-বিশারদ হে বন্ধু আমার,
একবার প্রীতি-সুখে—পরম বিশ্বাসে
এ বিচিত্র বসুধার জীবন-উল্লাসে
যোগ দাও; একবার অনন্ত উদার
আনন্দ-নন্দিত ওই শুভ্র শূন্যতার
সূক্ষ্ম স্পর্শ অনুভব করো মর্ত্য-বাসে,—
অনাদ্যন্ত প্রাণোর্মিতে—আহ্লাদে—উচ্ছ্বাসে
তব প্রাণও পূর্ণ হবে; যাবে দুঃখ-ভার।

চির-মত্ত মহোদধি-তরঙ্গের প্রায়
আসি—যাই মোরা যত অফুরন্ত প্রাণ;
বিচ্ছিন্নতা বিন্দুমাত্র নাহি তো হেথায়;
অভিব্যক্ত না হ'য়ে কি পারে হেথা গান!
নিজেরে নিঃসঙ্গ কেন ব্যর্থ ভাবো হায়,
সব নিয়ে পূর্ণ তুমি মহাভাগ্যবান।

হায় বন্ধু!

হায় বন্ধু, নিরর্থক অর্থ-অন্ধকূপে
স্বেচ্ছাবন্ধ হ'য়ে ভুলে রহিলে পড়িয়া;
জনতা-জোয়ার যায় এই পথ দিয়া,
প্রকৃতি ভরিয়া তোলে বর্ণ নানা রূপে,
ভরিল যে বায়ু-স্তরও পুষ্পে-দেব-ধূপে;
হেরিলে না; পৃথিবীর সৌন্দর্য ছানিয়া
গড়িলে না কল্প-মূর্তি আহ্লাদে গলিয়া;
হ'লে না সন্তৃপ্ত রসে হায়, চুপে চুপে!

উপলক্ষ্য কেন হবে লক্ষ্য হ'তে বড়ো?
লক্ষ্য-বস্তু মহানন্দ; মানব-জীবনে
কি হবে হেথায় বৃথা অর্থ ক'রে জড়ো
আনন্দ না পেলে বিশ্ব-লীলা-নিকেতনে?
কালের প্রবাহ বহে অতি খরতরো;
পারিবে এড়াতে মৃত্যু মদ-স্ফীত ধনে?

আত্মপ্রচার

আচরণ-নিষ্ঠাহীন নিছক প্রচারে
পৃথিবীর পথচারী যত জনতারে
উদ্বেজিত—উত্তেজিত ক'রে তোলে যা'রা,
আত্মপ্রচারেরই বক্র পন্থা খোঁজে তা'রা।
কোনো নমস্যের নাম ওষ্ঠে উচ্চারিয়া,
তা'রা চায়, হায় - হায়, শুধু ফাঁকি দিয়া
কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে জনতায়;
সর্ব-সুবিধাই তা'রা মূলে কিন্তু চায়।

জুডাসের সমগোত্র— খল শয়তান
এই সব ভেকধারী হ'তে সাবধান।
স্বার্থসিদ্ধি তরে করে শুধু উচ্চরোল
আবার সুবিধা মত ফিরাবেই ভোল।
শরণ্যের স্মৃতি-চর্যা—উদ্‌যাপন মুখে,
আসলে প্রচার-স্পৃহা সদা জাগে বুকে!

মৌন কর্ম

বৃক্ষ শব্দ নাহি করে। অবাক বিস্ময়ে
অসীমের অত্যাশ্চর্য আলোকের ধার
পল্লবিত শত শাখা করিয়া বিস্তার
সানন্দে গ্রহণ করে। মধুর মলয়ে
আত্মগত উল্লাসেরে ফুল্ল পুষ্পচয়ে
আহ্লাদে তুলিয়া ধরে। মৌন মৃত্তিকার
মহিমারে দৃষ্টি-পথে আনে যে সবার;
মৌনতা রক্ষার স্পৃহা যোগায় হৃদয়ে।

মূঢ় নর নিরন্তর বৃথা বক্তৃতায়
প্রচার-প্রমত্ত কেন এত বেশী তবে?
অদমিত প্রীতিময় কর্মপ্রেরণায়
মাতে না মঙ্গলে কেন তা'রা নিত্য ভবে?
সাম্য-স্নিগ্ধ মৌন কর্ম শ্রেষ্ঠ যে ধরায়,—
মদগর্বী মানবেরা বুঝিবে তা' কবে?

আকাশের সভা

চাহিয়া আকাশ-পানে তারা-ভরা রাতে
কাহার হবে না মনে অসীম ব্যাপিয়া
জাগে এক সর্বদর্শী জ্যোতির্ময় হিয়া!
লক্ষ লক্ষ তারকায় তা'রই দীপ্তি-পাতে
ব্যোম-ব্যাপ্ত ভাস্বরতা অনির্বাণ ভাতে!
সাধ্য নাই তা'রে থাকি ভবেও ভুলিযা।
ওই দীপ্তি ধূলাতেও ওঠে ঠিকরিয়া;
ঝলকে পুলকে তুচ্ছ শিশিরকণাতে।

অসাম্য-অশান্তি যত হিংসা-হানাহানি
মানবের মর্ত্যে আনে জটিলতা-জাল,
মনে হয় তারা-ভরা মহাশূন্যখানি
সব কিছু ভুলাবার লাগি' সুবিশাল
মহাজ্যোতিষ্কেরই সভা, শুনাতে এ বাণী—
তা'রই রাজ্যে প্রেমাবেশে থাকো চিরকাল।

কোটি প্রশ্ন

আত্মার অতল হ'তে প্রশ্ন শুধু জাগে:
কা'র অনুরাগে প্রাণ এত আত্মহারা!—
উল্লঙ্ঘিয়া পৃথিবীর নিষ্করুণ কারা
ধেয়ে যেতে চায দূরে শূন্য পুরোভাগে।
নক্ষত্র-নয়ন নিয়ে দিব্য অনুরাগে
কে সেথায় আনন্দের অনিন্দ্য ফোয়ারা
উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, একা মত্ত-পারা
চিত্ত নিয়ে প্রশ্নাতুর-স্পর্শ নিত্য মাগে?

আত্মার অতল-তল কে লভিতে পারে?
লক্ষ বারও ডুব দিয়ে থই কেহ পায়!
বুদ্বুদ জাগিতে থাকে প্রশ্নের আকারে;
যত তলে যাই, তত তল নেমে যায়,
তবু সেই নিতলের টান নাহি ছাড়ে;
আমি জাগি, কোটি প্রশ্ন আমারে জাগায়।

চিন্ময় বঙ্গ

বঙ্গে রঙ্গে বিহঙ্গ নভে ওড়ে
অঙ্গে অঙ্গে নানান্ রঙের মেলা;
শাখী-শাখে-শাখে কভু ব'সে করে খেলা,
কভু মাঠে-বাটে খাবার খুঁজিয়া ঘোরে;
কভু ভেসে চলে বাতাসের তোড়ে তোড়ে;
শূন্য-সাগরে শত সহস্র ভেলা
মনে হয় যেন ভেসে যায় সারা বেলা;
এ সব দৃশ্য নিত্য মাতায় মোরে।

খুশির আমেজে মিলিয়া মিশিয়া সবে
কখনো কখনো কূজনে আবার মাতে,
সুজনের শুধু মহাসুখে মনে হবে
সকলেই যেন যুক্ত সবার সাথে;
এই চিন্ময় বঙ্গের বৈভবে
মশগুল কে বা হবে না কল্পনাতে!

'চোখ গেল'-পাখী

'চোখ গেল'-পাখী হয়রাণ হ'ল ডেকে।
কবে চোখ গেল—কেন গেল, জানা নাই;
বনে-বনে ডাকে অগোচর থেকে, তাঁই
ধ্বনি-সুর যায় পরাণে বিষাদ রেখে;
কত স্মৃতি-ছবি কারুণ্য এঁকে এঁকে
ভরে হৃদি-পট, অবাক যে হ'য়ে যাই;
চোখ খোয়াবার বেদনায় ব্যথা পাই;
চর্ম-নয়ন মর্ম কী কভু দেখে!

তবু 'চোখ গেল' - পাখীটি যখনই ডাকে,
নয়নের মণি কাড়ে যে নয়নমণি
নির্মম তা'র প্রেম-লীলা সত্তাকে
ফকির ক'রেও করে যে পরম ধনী।
এ কথাই মন প্রণয়ে স্মরিতে থাকে
ভব-অরণ্যে নিজেরে সুভগ গণি।

'ইষ্ট-কুটুম'-পাখী

'ইষ্ট-কুটুম'—'ইষ্ট-কুটুম'-রব
গ্রাম-পরিবেশে অতি-মিষ্টতা-ভরা;
শুনিলেই, মনে প'ড়ে যায় মনোহরা
দিদিমার কাছে শোনা কথা অভিনব :
কুটুমের ভিড়ে আতিথ্য-বৈভব
গরবই বাড়ায়; বধূর উপোস-করা
দিনে—দিনে বেড়ে, ক্ষুধায় অশ্রু-ঝরা
বিশীর্ণ কায়া ক'রে তোলে যেন শব।

ইষ্ট-কুটুম-সমাগম-ভীতিতেই
বন-বাসে বধূ দেব-বরে হ'ল পাখী।
করুণ অবাক ডাক শোনে তা'র যে-ই,
আতিথ্য-কথা নিদারুণ জাগে না কি
দরদী মরমে! ঘরেও শান্তি নেই,
বনবাসী-ডাকে ঝুরিবে না কা'র আঁখি!

'বউ-কথা-কও'-পাখীর করুণ-কথা

'বউ-কথা-কও'—'বউ-কথা-কও'—ধ্বনি
কাননে—কাননে যখনই রণিত হয়,
মনে-মনে বুঝি এ সমাজ নির্দয়;
কোমল প্রাণের প্রত্যাশা নাহি গণি'
করা যা'রে ঠিক সোহাগে নয়ন-মণি,
পরিবাদে তা'র হিয়া করে বিষময়।
এর পরে বউ কথা যদি নাহি কয়,
দোষারোপ করে বেদরদী প্রিয়জনই।

সংসার ছেড়ে বনবাসে এলে তাই,—
বউ, কথা কও—বউ, কথা কও ভণে।
আপাত দরদে মেলে কি পুরানো ঠাঁই!
বেদনা থাকেই জমানো পেলব মনে।
উপকরণের অভাব তো মোটে নাই,
প্রীতিরই অভাব নির্মম নিকেতনে।

শঙ্খচিল

ঊর্ধ্বগামী শঙ্খচিল, সুন্দর আকাশে
মেঘ-লোকে উড়ে যেতে বুঝি ভালোবাসো?
ডানা মেলে মহোল্লাসে শূন্যে তাই ভাসো?
গতি-দীপ্ত সূর্য-স্পর্শে জাড্য না কি নাশে?
রৌদ্র যত শুভ্র যুগ্ম পক্ষে নেমে আসে
তত তুমি গতি-মত্ত মাধুর্য প্রকাশো।
মাঝে মাঝে উচ্চ-মন্ত্রে মোহ যত নাশো;
মোদেরও চলন্ত করে তব স্বরোল্লাসে।

ওই শুভ্র গতি যদি ঊর্ধ্বে উড়িবার
মোরাও পেতাম সবে মৃত্তিকার 'পর!
সে মাধুর্যে সুন্দর কি হ'তো না সংসার!
সে আলোকে আলোকিত হ'তো না কি ঘর!
ঊর্ধ্বগামী শঙ্খচিল; সাবলীলতার
শুভ্র স্পর্শে পূর্ণ হোক্ চিত্ত নিরন্তর।

মৎস্যরঙ্গ

মীন-রঙ্গ হেরিয়া কি হও হিংসাতুর?
ছোঁ মারিয়া সলিলের মৎস্যেরে কি তাই
ধরিয়া উড়িয়া যাও? ঊর্ধ্ব-মুখে চাই,
তব ক্ষিপ্র গতি-লীলা লাগে সুমধুর।
বাঁকের শাখীর শাখে সৌন্দর্যে সুদূর
মর্মর-সঙ্গীত তোলে; সুরে ভুলে যাই।
বেছে বেছে বসো এসে শেষে সেই ঠাঁই;
আহার্যের রসাস্বাদে কণ্ঠে ফোটে সুর।

হিংসার স্বভাব-ধর্মে আজন্ম তোমার
এই লীলা-যোজনার পটুত্বে বিস্মিত
চিত্ত মোর ভাবে,—বিধি যা'রে অধিকার
যে ভাবে বণ্টন করে তা'তেই সে প্রীত।
তর্ক বৃথা অহিংসা-হিংসার। রঙ্গাধার
মৎস্যরঙ্গ রঙ্গে করে, 'যা' বিধি-বিহিত।

লক্ষ্মী পেঁচা

পূর্ব-স্মৃতি এ প্রবাসে জাগে পাড়াগাঁর :
হিম-স্নাত স্নিগ্ধ রোদে হৈমন্তী সকালে
শান্ত পল্লী-বাগানের ডালিমের ডালে
লক্ষ্মী পেঁচা বসে সুখে; পক্ষ্মে পক্ষ্মে তা'র
নরম সুকান্ত শোভা; চোখের তারার
কোমল প্রশান্তি-ভরা দৃষ্টি-সুধা ঢালে।
ডালিমের পাতা নাচে বাতাসের তালে;
স্বপ্নালু করিয়া তোলে ধীরে চাঁদরি ধার।

খ'ড়ো চালে মৃদু তাপ দিতে থাকে রোদ।
ঝিল্‌মিল্‌ ক'বে ওঠে ডালিমের ডাল।
লক্ষ্মী পেঁচা মনে আনে অজানা—অবোধ,
অপরূপ অনুভূতি। এমন সকাল
কে ভুলিবে! প্রবাসেও পুরানো আমোদ
বুনিতেই থাকে তা'ব মুগ্ধ মায়াজাল।

টুনটুনি

টুনটুনি দোল্‌ খায় শেফালি-শাখায়,
টুপ্‌টাপ্‌ সাদা ফুল ঝ'রে পড়ে তায়;—
এই ছবি যত হেরি গোধূলি-বেলায়
কেন যেন বাল্য-কথা মনে প'ড়ে যায়!
কত ফুল-তোলা শত বীথি-বাগিচায়!
কত মালা-গাঁথা বসি' বিনম্র ছায়ায়!—
মেতে থাকা সাথী সাথে কত না কথায়!
যত মনে পড়ে তত আঁখি জলে ছায়।

যে চাপল্য ফিরিবে না—যে তারল্য গত,
তা'রই লাগি' প্রাণ কেন কাঁদে অবিরত!
টুনটুনি দোল্‌ খায়, রাত হবে যত
খেলা সব থেমে যাবে তা'রও একই মত।
সবই বুঝি,—তবু কোন্‌ লীলায় নিয়ত
আকুলিত করে প্রাণ যাতায়াত-ব্রত!

কাদাখোঁচা

কাদাখোঁচা ব'সে থাকে নদীর কিনারে :
ভাটায় জলের বেগ হ'লে প্রশমিত,
শামুক-গুগ্‌লি-লাভে হ'য়ে পুলকিত,
ছোট চাঁদা, পুঁটী-লোভে ঘোরে ধারে ধারে।
কী আনন্দ সুমসৃণ পলির বিস্তারে
লভে যেন! রঙ্গময় জলে অভিনীত
কত লীলা! তরঙ্গেরা কেন সঞ্চালিত!
কী রহস্য বিকশিছে ভাটায়—জোয়ারে!

কাদায় কী যাদু আছে কাঁদায়—হাসায়
ধাঁধায় ধাঁধিয়া তোলে হৃদয়-নদীরে!
এ অচিন্ত্য অভিব্যক্তি-সীমা কে বা পায়!—
প্রাণ রক্ষা—খোঁজা শুধু চলে ফিরে ফিরে।
এ সীমা তো সীমা নয়, অনাদি মায়ায়
ইঙ্গিত—সঙ্গীত কত কাল-নদী-নীরে!

চাতক

স্বর্গ-বারি না হ'লে কি করিবে না পান?
হে চাতক, শূন্যচারী পিয়াসী-বিশ্বাসী,
বাতাসের তালে তালে তাই ভাসি' ভাসি'
করো বুঝি অভ্র-ঝরা সলিল-সন্ধান?
গুড়ু-গুড়ু মেঘে যবে বেজে ওঠে গান,
বিন্দু-বিন্দু বারি যবে চঞ্চু-পুটে আসি'
আশিসের সম ঝরি' তৃষ্ণা যায় নাশি'
ধন্য হয় তৃপ্তিতে কি তখন পরাণ!

সাধারণ পিপাসার সাধারণ বারি;
অসামান্য পিপাসার অনন্য সলিল—
পার্থিব সত্তারে করে গগন-বিহারী;
কেবল মর্ত্যেরই নয় মনুষ্যের দিল,
চাতকের মত সে-ও অমৃত-ভিখারী
তৃষ্ণা-তৃপ্তি-সূত্রে বাঁধা নীলাভ্র-নিখিল।

'কীর্তনখোলা' নদী-স্মৃতি

পররাষ্ট্রে ফিরে যাবো, উপায় তো নাই।
কীর্তনখোলার কথা আজও মনে জাগে;
আজও গান শুনি তা'র পূর্ব-অনুরাগে;
অন্তরে সে নদী-কথা—একা শুনে যাই।
সুনির্জনে থাকিলেই ধ্বনি-রসও পাই;
স্মৃতি-রোমন্থন তাই বড় ভালো লাগে,
স্মৃতি-ভাগ হয়নি তো স্বদেশ-বিভাগে;—
কীর্তনখোলার গান ভেসে আসে তাই।

শত ক্রোশ ব্যবধান—কী করিবে তায়!
কৈশোরে নদীর সাথে একান্ত মিলন,—
মনে তা'র ঊর্মিমালা হিল্লোলিয়া যায়;
বাহিরের অদর্শনে অন্তর-দর্শন
দিনে-দিনে প্রীতি-যোগে আরও বৃদ্ধি পায়।
কীর্তনখোলার স্মৃতি—মোর শ্রেষ্ঠ ধন।

আমি যেতে চাই

আমি যেতে চাই—যেতে চাই সেই দেশে—
যেথায় আকাশ দিগন্তরালে মেশে
সরল—তরল তটিনীর কূল ঘিঁষে।
যেথায় বাতাস উদাস গানের শিসে;
বেজে—বেজে যায় যেথা বীথিকায় গান
আবেগের ভরে সারা নিশি-দিনমান।

আমি যেতে চাই—যেতে চাই সেই দূরে—
আলো-ছায়া যেথা নিরিবিলি ঠাঁই জুড়ে
খেলা করিতেই অবিরাম ভালোবাসে;
মনেরও শান্তি আপনি ঘনায়ে আসে
যেথায় নীরবে সারা দিন—সারা রাত।
ভুলায়—দুলায় তাহার নয়ন-পাত
যা'রে খুঁজে ফিরি জীবনের বাঁকে-বাঁকে,—
নিত্য সেথায় সে মোরে কেবলই ডাকে।

পল্লী-নদী-স্মৃতি

পল্লী-তটিনীর কথা ভুলিতে কি পারি!
নগরের যাঁতা-পেষা জৈব-কর্ম ফাঁকে
মাঝে মাঝে আলগোছে সে-স্মৃতি আমাকে
ক'রে তোলে কৈশোরক নদীকূলচারী:
কাঁকড়ার আনাগোনা আগাছা বিথারি'
পলি ঢেলে নদী যেথা চলে বাঁকে-বাঁকে,
যেখানে কূলের কোলে ওৎ পেতে থাকে
সাদা বক, যেথা দাঁড় বেয়ে চলে দাঁড়ী,—
ছপ্-ছপ্ ধ্বনি ওঠে উভ-তীরে তা'র;
চল-জলে দোলে ছায়া বন-বিটপীর,—
সেথা মন পলাতক হয় বার বার
খুলে ফেলে নাগপাশ মহানগরীর।
ভারসহ জীবনেরে করে স্মৃতি-সার;—
তারা-ভরা বুঝি হেথা সবারই তিমির!

বাল্য-স্মৃতি

বাল্য-স্মৃতি জীবনের প্রৌঢ়-প্রান্তে এসে
কাহার লাগে না ভালো—স্নিগ্ধ-রসময়!
চাপল্যের—সারল্যের কর্ম-কাণ্ডচয়
মাঝে মাঝে স্মৃতি-লোকে ওঠে শুধু ভেসে
ভারহীন মেঘ সম আকাশ-প্রদেশে,
উদাসীন আহ্লাদের চিহ্ন-সমুদয়
মানস-আকাশ ব্যাপি' বহুক্ষণ রয়,
বিষণ্ণ সায়াহ্ন-আলো তা'র সাথে মেশে।

অভিজ্ঞতা-ভারাতুর সায়াহ্ন-ছায়ায়
মনে হয় বাল্য-স্মৃতি বুঝি শ্রেষ্ঠ ধন!
ভুলে যাই অনির্বাচ্য তাহার মায়ায়
স্বার্থপর জীবনের অন্য আয়োজন;
কত ক্ষতি—ক্ষত-জ্বালা মানস-কায়ায়,
বাল্য-স্মৃতি সেথা যেন শান্তি-প্রলেপন।

এখন মোদের গ্রামে

এখন মোদের গ্রামে মত্ত মধুমাস :
আম্র-মুকুলের বাসে বাতাস মন্থর;
মুহুর্মুহুঃ বনে বাজে কুহু—কুহু স্বর;
সাথে সাথে শত পাখী করি' কল-ভাষ
সর্ব-ঠাঁই নিরন্তর করিছে মুখর।
পল্লী-বল্লী পত্র-পূর্ণ পুষ্পিত—সুন্দর।
উন্মনা মলয়ে নিত্য রোমাঞ্চিত ঘাস;
সূর্য-দীপ্ত নদীতেও ফেন-কলোচ্ছ্বাস।

অপূর্ব মাধুর্যময় উদার অম্বর
দিগন্তে আনত হ'য়ে চুম্বিছে প্রান্তর;
এখন মোদের গ্রামে যৌবন-বিকাশ
অনিন্দ্য আনন্দময়। ধূসর শহর
পাষাণের মত চেপে আছে বক্ষ 'পর।
পল্লী-কথা চিত্ত শুধু করিছে উদাস।

কীর্তনখোলা

কৈশোরের রঙ্গময়ী সঙ্গিনী আমার
কাহার কীর্তনে তুমি সর্বদা বিভোর
থাকো, তা'র অন্তর্লীন সূক্ষ্ম স্নেহ-ডোর
এত দিন পরে বুঝি হ'ল আবিষ্কার!
হে মোর কীর্তনখোলা, তব বারি-ধার
পারাবার-বক্ষ চায়। তাই বন্ধু মোর,
তরঙ্গিত—মুখরিত তব স্রোত-তোড়
দিবা-নিশি সিন্ধুমুখী ধায় অনিবার।

আজ তুমি বহু দূরে। প্রৌঢ়-প্রান্তে আসি'
গুপ্ত-কথা বুঝিবার জন্মিল প্রত্যয় :
আমাদের অন্তরের ভালোবাসাবাসি
তা'রই তরে, যে নহিলে সবই ব্যর্থ হয়।
তব সখ্য-লব্ধ শিক্ষা তুলিছে উদ্ভাসি'
আমারও সে প্রেমার্তিরে,—যাহা মৃত্যুঞ্জয়।

পল্লী - কথা

জামরুল - আম - জাম - লিচু - কাঁঠালের
শান্ত — স্নিগ্ধ শ্রীমণ্ডিত শ্যামায়িত বনে
কত দিন লীলা - লুব্ধ মন্দ সমীরণে
শুনিয়াছি স্বরগ্রাম গুপ্ত সুন্দরের।
আকুলতা কত দিন উন্মুখ চিত্তের
ব্যাপিয়াছে চারি ধার। রোমাঞ্চিত মনে
ভাবিয়াছি মনোহর কোন শুভ ক্ষণে
ধরা দিবে অন্তরাল ঘুচায়ে বনের।

কৈশোর — যৌবন - শেষে প্রৌঢ় - প্রান্তে আসি'
অতীতের শত কথা ব্যঞ্জনা - মধুর
গুঞ্জরিতে থাকে চিতে। সেই পল্লী - বাঁশি
বার বার শুনাতেই থাকে তা'র সুর।
এখনও প্রবাসে করে পরাণ উদাসী;
স্মৃতি - শাখী অন্তরে যে সঞ্চারে অঙ্কুর।

শৈশব - স্মৃতি

পঞ্চাশৎ বর্ষ - পূর্ব জীবনের কথা
মনে জাগে অনুরাগে এ রুক্ষ প্রবাসে।
তখন হরিৎ শোভা স্নিগ্ধ ছিল ঘাসে।
পাঠশালা ভরি' ছিল ফুল্ল সরবতা।
পতঙ্গ - বিহঙ্গ নিত্য শুনাতো বারতা।
শত শত রূপকথা সারল্যে — বিশ্বাসে
শুনিতাম প্রকৃতির লুব্ধ কল - ভাষে।
স্মৃতি সবই; নামে ধীরে সায়াহ্ন - ম্লানতা।

জীবন্ত সেথায় ফিরে যাবো সাধ্য নাই।
তুমিও তো বন্ধু, আর পারিবে না যেতে।
স্মৃতি - কথা কানে কানে — প্রাণে প্রাণে তাই
কহি এসো। অতীতের সেই নির্জনেতে
দু'টি শিশু এসো মোরা ফিরিয়া বেড়াই
যতক্ষণ নাহি ছায় সকলই ঘুমেতে।

বঙ্গমাতৃস্পর্শ

জন্মান্তর থাকে যদি, জন্ম যেন হয়
আবার এ বঙ্গদেশে এ গঙ্গার তীরে।
বলিষ্ঠ জীবনী-শক্তি সর্ব-অঙ্গ ঘিরে
গাঙ্গেয় তরঙ্গ সম প্রাণ-রঙ্গময়
প্রবাহিত হয় যেন। সত্যের প্রত্যয়
ঝলসিত সূর্য সম মেঘান্ধ তিমিরে
সমুজ্জ্বল থাকে যেন। এ মাতৃ-মন্দিরে
মহিমায় পূর্ণ থাকে যেন এ হৃদয়।

ঠাঁই যেন পাই মৌসুমী-মাধুর্য-ভরা,
বৎসলা বাংলার পলি-মাখা স্নেহ-ছায়ে
জন্মে-জন্মে ফিরে-ফিরে। চির-মনোহবা
শ্যামা মা এ অঙ্গে জানি পরশ বুলায়ে
অশান্ত সন্তানে দিয়ে আনন্দ-পসরা,
আজীবন রাখিবেই আদর্শে মাতায়ে।

ভীমকান্ত রূপ মা'র

ভীম-কান্ত রূপ মা'র চাও কি হেরিতে?
দুর্জয়লিঙ্গেতে যাও — বঙ্গোপসাগরে,
হাস্যময়ী মা মোদের সেথা খেলা করে
হস্তী নিয়ে — ব্যাঘ্র নিয়ে। মা'র চারি ভিতে
ভয়ঙ্কর অজগর — নক্রেরা খেলিতে
থাকে সেথা মুক্তি-সুখে রুদ্র লীলা-ভরে।
দুরন্ত দুর্বার তা'রা মায়ের আদরে; —
শ্যামাঙ্গী মা ভালোবাসে সন্তানে দেখিতে।

আবার গাঙ্গেয় ভূমে নিত্য লীলাময়ী
চিত্ত ভরে মাধুর্যের কোমল পরশে।
শ্যামায়িত সমতলে শুধু চেয়ে রই,
মৌসুমীর সুধা মা যে অজস্র বরষে।
অন্তহারা মূর্তি মা'র; কভু তা'র থই
মিলিবে কি! চেয়ে রই অবাক হরষে।

চষা ক্ষেত

চষা ক্ষেত কী সুন্দর! কত পরিপাটী!
লাঙলের ফালে ফালে চষিয়াছে চাষী;
না চ'ষে কে হ'তে পারে ফলের প্রত্যাশী!
চ'ষে চ'ষে ক্ষেতেরেও না করিলে খাঁটী
মাটিতে সবই যে হবে একেবারে মাটি।—
ছিদ্র না করিলে কভু হয় বাঁশ—বাঁশি!
অগ্নি-দীপ্ত অঙ্গারেই ফোটে ফুল্ল হাসি;
নিনাদ তুলিতে লাগে মৃদঙ্গেও চাঁটি।

চতুর্দিকে চষা ক্ষেত যত বেশী হেরি,
তত মন মেতে ওঠে মানবের জয়ে,
ফসলে ফসলে শেষে এ মৃত্তিকা ঘেরি'
বিশ্ব-যজ্ঞ হবে সর্ব স্বার্থের বিলয়ে।
চষো—চষো—আরও চষো, করিও না দেরি,
অক্ষয়ে লভিতে হবে সর্ব বিঘ্ন-ক্ষয়ে।

বনজ ফুল

কান্তারে কান্তারে ফুল কাতারে কাতারে
যৌথ শোভা সুনীরবে করিছে সঞ্চার;—
ওরা বুঝি স্নেহশীলা প্রকৃতি-মাতার
নিভৃত নির্দেশে নিত্য খুশি-ভরে বাড়ে!
সমবেত-আনন্দের তৃপ্তি মৃত্তিকারে
ঢেলে দেয় চুপে চুপে; আলো-বৃষ্টি-ধার
সহজে গ্রহণ করে। অনন্ত উদার
ঊর্ধ্বলোক আশীর্বাদ না দিয়া কি পারে!

সহজাত-প্রত্যয়ের এই সমজ্ঞান
ওদের প্রফুল্ল রাখে,—করে হাস্যময়।
এ মর্ত্যের জড়ত্বের নিম্নগামী টান
সহযোগী সম্প্রীতিতে করে ওরা জয়।
বনের মনের ওরা প্রেমে-মূল্যবান
নিত্য-ঝরা-নিত্য-ফোটা সম্পদ অক্ষয়।

স্বর্গ এ মাটি

উঠানে প'ড়েছে নধর নিমের ছায়া,
সূর্য উঠিলে সেখানেই ক্রমে ক্রমে
নানান্ পাখীর জমাট জটলা জমে।
পাশেই মাটির ঘরের মধুর মায়া
ভ'রে তোলে মোর মর্ত্য-লোকের কায়া।
স্বর্গ এ মাটি। আপনারে ভাবি ভ্রমে
স্বর্গীয় নব। জন্ম-ভূমিরে নমে
আনন্দে সব সন্তান — পতি-জায়া।

এখানে জনম, এখানে মরণ চাই;
আর সব সাধ মা-ই যে মিটায়ে চলে।
হেথা জনমিলে, অন্য কাম্য নাই।
জনম-ভূমির অযাচিত পরিমলে
পলে পলে শুধু ধন্য যে হ'য়ে যাই।
আমিও ফ'লেছি; এ মাটিতে কি না ফলে।

পল্লী-স্মৃতি

কীর্তনখোলার তীরে ওই দূর গ্রামে- -
যেথায় ডাহিনে — বামে শাখী আর শাখী,
হয়তো সেথায় কোনো 'চোখ-গেল'- পাখী
আমারে শুনাতে গান পরম আরামে
সুর ক'রে গাহিয়াছে। বসি' কুঞ্জ-ধামে
'বউ-কথা-কও' সুখে শুধু থাকি' থাকি'
গোপন শোভন কথা কহিয়াছে না কি!
'ময়না' কি ডাকিত না মোরে মোর নামে!

যত দূরে যাই তবু তা'রই মৃদু রেশ
এ জীবনে ক্ষণে ক্ষণে তুলিবেই ঢেউ।
আমিই জানিব শুধু সে রেশ অশেষ;
আর প্রিয়জন ছাড়া জানিবে না কেউ।
স্বদেশ বিদেশ কভু জীবনে কি হয়!
সে যে সূক্ষ্ম স্মৃতিময় চির প্রীতিময়।

মাতৃ - মন্দির

আহ্বান শোনো না তা'র রোমাঞ্চিত মনে!
নিষ্ঠুর নগরে থাকি' জীবিকার টানে
হঠাৎ-হঠাৎ কভু ও-পিষ্ট পরাণে
জাগে না মুরতি তা'র! অন্তর-ক্রন্দনে
মোহ্যমান হও না কি সে সব লগনে!
সে অমেয় মাতৃত্ব যে পদ্মার তুফানে,
জলাঙ্গীর বানে-বানে, মেঘনার গানে
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে উদ্বেল প্লাবনে।

জীবনও ফুরায়ে যায, স্মৃতি কি ফুরায়!
যেথা থাকো,—যে ভাবেই থাকো যত দূরে
অতীতের স্মৃতি সব করিবে তোমায়
উন্মনা যে,—আসিবেই তা'রা ঘুরে ঘুরে।
পলকও ভুলুক তা'রে—বঙ্গ-মা কি চায়!
ইচ্ছা হবে মুহুর্মুহুঃ যেতে মাতৃ-পুরে।

আরতির শঙ্খ-ধ্বনি

আরতির শঙ্খ বাজে মন্দিরে মন্দিরে;
ধ্বনি-পুঞ্জ পল্লী-পথে শান্ত সমীরণে
ভেসে যায়; স্পর্শ তার ভবনে ভবনে
প্রশান্তি ঘনায়ে আনে বুঝি ধীরে ধীরে।
শঙ্খ-শব্দে শুনি যেন বার্তা ফিরে ফিরে,—
"অন্তর অন্তরমুখী করি' শুভ ক্ষণে
জীবনের বাকী কাল শুচি-শুভ্র মনে
প্রীতি-ভরে জপো এই পৃথিবীর তীরে।

জীবন থাকে না জেনো, প্রীতি-ভাব থাকে,
এই প্রীতি ব্যক্তি হ'তে ব্যক্তির ভিতর
সঞ্চারিত হ'য়ে পৃথ্বী সরণীর বাঁকে
ভঙ্গুর জীবন করে সুন্দর-অমর;
এই প্রীতি বিবর্ধিত করে সভ্যতাকে;
ধ্বনি-ধন্য করিয়াছে মোরেও সাগর।"

সাঁজের আলো

শান্ত পল্লী সন্ধ্যাগমে দীপে ভ'রে যায়।
অন্ধকার-অবচ্ছেদে দূরে ঘরে ঘরে
জ্বলে দীপ দিবসান্ত সাঁজের প্রহরে।
ওরা যেন শিখা-মুখে কী বলিতে চায়!
দিন গেলো মাঠে-হাটে কর্মে-ব্যবসায়।
নানা বহির্মুখীতায় জীবিকার তরে
দিন গেলো বহুবিধ অছিলার ভরে।
এরা বুঝি বলে,—'আয়-ঘরে ফিরে আয়'।

অন্তর-ভিতরে আছে অমিত অমিয়,—
আস্বাদন-লগ্ন এলো, কোরো না বিফল।
সাঁজের আলো কি তাই নহে লোভনীয়?
দর্শন করায় আলো গুপ্ত হিয়াতল।
জীবনের কাম্য যাহা—সর্বাধিক প্রিয়,
দীপালোকে ধরা দেয় সে মহাসম্বল।

মীন-রূপসী

জল-তল হ'তে উঠায়ো না—উঠায়ো না।
জলে-ঝরা সোনা চিত্ত সহজে কাড়ে;
জল-জাত লতা শীতল দীঘির ধারে
হয়তো পেতেছে গালিচা কুসুমে-বোনা।
মাছরাঙা—বক করে সেথা আনাগোনা;
মানব-ধীবরও আসে—যায় বারে বারে,—
লোভাতুর ফাঁদ কেহ কি এড়াতে পারে!
ছাড়ে না তো তা'রা এমন কি ছোট পোনা।

হিংস্র কুটিল লোভের ক্লেদের ভারে
দুনিয়ারে তা'রা দিনে দিনে দীন করে।
নিরালা নীরের নিবাস মোহে যে ছাড়ে,
জালে-বঁড়শীতে সে-ও শেষে ধরা পড়ে।
হেথা প্রেম নাই, কামনাই চারি ধারে;
হে মীন-রূপসী, মোহে কে সাধিয়া মরে?

মহাবিজ্ঞানী নিউটন-স্মরণে

জ্যোতিষ্ক-লোকের সত্য উদ্‌ঘাটিতে গিয়া
জ্যোতিষ্ক-চিন্তায় তুমি ছিলে আত্মহারা।
কত শুভ্র সত্য তাই চন্দ্র-সূর্য-তারা—
শত জ্যোতিষ্কেরা দিলো নিভৃতে বলিয়া।
তুমি তা'রই মন্ত্রপূত নির্দেশিকা নিয়া
প্রকাশিলে বিজ্ঞানের নিয়মের ধারা
নানাবিধ, উল্লঙ্ঘিয়া জড়ের পাহারা।
বিশ্ব-সভ্যতারে গেলে ঋষি, সঞ্জীবিয়া।

মন্ত্রদ্রষ্টা — পন্থাস্রষ্টা — আবিষ্কারকারী,
বিজ্ঞানের শৃঙ্খলার সার্থক সাধক,
মর্ত্ত্য-বাসে রহিয়াও ওগো অভ্রচারী,
মহাকাশই হ'ল তব বৃত্তি-নিয়ামক।
বিজ্ঞানের অদ্বিতীয় আকাশবিহারী,
তোমার স্মরণই আনে অন্তরে পুলক।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র

এ জগতে অব্যক্তেরে ব্যক্ত করিবার
বাসনা স্বভাব-জাত; মানবের মাঝে
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হেথা থামে না যে;
থামিবে না কোন দিন। মানব-আত্মার
জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। যত জিজ্ঞাসার
উত্তর মিলিতে থাকে, তত নানা সাজে
প্রশ্নের প্রবাহ জাগে। প্রশ্ন-সিন্ধু রাজে
অপার তরঙ্গ-ভরা,— কে বা পায় পার!
প্রশ্ন-সিন্ধু-সাঁতারের আকুলতা ভবে
সে মহাবিজ্ঞানী চিত্তে ক'রেছিল ভর।
'জড়ে—জীবে ভেদ নাই; উদ্ভিদে—মানবে
ভেদ নাই— ভেদ নাই'—লভি' প্রশ্নোত্তর
মহোল্লাসে সে বার্ত্তা সে নিবেদিল সবে।
স্মরণীয় জগদীশ পরম-সুন্দর।

পদার্থ - বিজ্ঞানী

পদার্থ-বিজ্ঞানী ধ্যানী, পদার্থ যেথায়
অ-পদার্থে লীন হ'লে সহসা নীরবে
লীলাময় নিরাকার অদ্বয়তা লভে,
গূঢ়তম তত্ত্ব তা'র প্রাজ্ঞ পরীক্ষায়
প্রাপ্ত হ'য়ে, ধন্য মানে জন্ম বসুধায়।
পদে-পদে পলে-পলে বিস্ময় যে ভবে
রহস্যে চালিত করে সৃষ্টি-বৃত্তে সবে।
জীবন যে ভবপুর নিত্য-মুগ্ধতায়।

অখণ্ড যে বিদ্যা-বৃত্ত; প্রতি শাস্ত্র-চাপ
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডেরই দানে পরিচয়।
দিব্য বিদ্যা-সম্মিলিত সম্যক সংলাপ
নিরাকার — সাকারেরই লীলা-সমুদয়।
অনাবিল সৃষ্টি-লীলা; অমেয়ের মাপ
সম্ভবে না, মর্ত্যে তাই স্থিতধী তন্ময়।

কম্পাস

কম্পাস লাগে পাবাপার পার হ'তে।
পাথার-পথের লভিতে যে পরিচয়;
দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র না পেলে নয়, —
চলোর্মিময় উদ্দাম মহাস্রোতে
পারার্থী পায় নিরাপত্তা যে পোতে।
কম্পাস-ই দানে অকূলেও বরাভয়,
বর্ত্ম-বিজয়ী যাত্রীরা তাই হয়; —
সার্থকতাও লভে যে অর্কালোতে।

কম্পাস-কাঁটা অবিচল সদা থাকি'
ধ্রুব-দিশা দিয়া নিবারে অমঙ্গল;
শুভ শিবময় আদর্শে ব্রতী রাখি'
মিলিতেরে দানে চতুর্বর্গ-ফল।
প্রেমাশ্রু-ধারে পূরিলে সবারই আঁখি,
নন্দন-নিভ হবে যে মর্ত্য-তল।

মহাভারত

এ মহাভারত - গ্রন্থ - শাশ্বত - বিস্ময়; —
মহোর্মি - মন্দ্রিত যেন মহারত্নাকর;
জ্বলন্ত চরিত্রপুঞ্জ - সংঘট্ট - সুন্দর
অশ্রান্ত লহর যত; বিশ্ব সমুদয় —
মনুষ্যের কল্পনারও দিব্য দিগ্বলয়
রসোল্লাসে অসম্ভাব্য শব্দ - কলেবর
লভিল যে; - অভ্র - চুম্বী অনন্ত - শিখর
মনে হয় হিমালয় — ভাব - ধ্বনিময়।

বিশ্ব - বেদ - ব্যাসায়ন হবে কি এমন! —
সব্যসাচী - দিব্য - দৃষ্টি, সঞ্জয় - দর্শন
খর্ব - নিখর্বেও হেথা লভে কয়জন?
বিশ্ব - রূপ — মহাবিশ্ব - কুরুক্ষেত্র রণ
হেরিল ত্রিনেত্র কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন;
তা'র মহাভারতী যে তাই অতুলন।

উর্বশী

উদ্ধারিলে কেশী-দৈত্য-হৃতা উর্বশীরে
শৌর্যে-স্থৈর্যে পুরুরবা; স্বর্গের অপ্সরী
অনন্ত-যৌবনা নিল প্রেমী-চিত্ত হরি'।
পাশরিতে কে বা পারে অনন্যা নারীরে!
প্রীতি-প্রেম নিবেদিত হয় শাশ্বতীরে
সর্ব কালে। ঋগ্বেদের ঋষিও বিস্মরি'
যায় নি এ কিংবদন্তী। চিরদিন ধরি'
রূপার্তি যে দ্যুতি-দীপ্ত অন্তর-গভীরে।

সর্ব-রূপ-লাবণ্যের আধার-ভূতা যে
আরাধনা-লব্ধা হ'য়ে অন্তরান্তরালে
স্বর্গে-মর্ত্যে যোগ-সেতু স্থাপিয়া বিরাজে।
সম্পর্ক-বন্ধন-হারা রূপই সর্ব কালে
উদ্দীপনা সঞ্চারে যে বিদগ্ধের মাঝে;
মর-লোকে নিরবধি অমৃত যে ঢালে।

পরাশর ও সত্যবতী

সত্যবতী মৎস্যগন্ধা চল-যমুনায়
পারাপার করে সবে খেয়ার নৌকায়
নেত্রযুগ্ম হীরা-ধার— নেশার আকর।
তীর্থ-পর্যটন-শ্রান্ত কান্ত পরাশর—
পরাণ স্ফটিক-শুভ্র, স্নিগ্ধ নেত্রে চায়।
রূপধন্যা অনন্যাও কেন খেয়া বায়!
কন্যা কয়, অপুত্রক ধীবর পিতার
সানন্দে বহি যে খেয়া-পারাপার-ভার।
অক্ষির হীরার ধারে স্ফটিক-হৃদয়
নিটোল ভাঙায়, মুনি বিপর্যস্ত হয়।
লুব্ধ যুগ্ম-চিত্ত মুগ্ধ কবে কাম-রতি;
জন্মি' ব্যাস হর্ষে বচে ভারতী শাশ্বতী।
যে কাম— প্রেমের ঢল নিখিলে নিয়ত,—
অদৃষ্টই রাখে তা'রও লীলা অব্যাহত।

শান্তনুর মোহ

স্থবির শান্তনু ত্যাগে নৃপ-ধর্ম পালি'
দেবব্রত-বীর্য-শৌর্য সম্ভ্রমে স্মরিয়া,
মাতৃ-ত্যক্ত আত্মজেরে যৌবরাজ্য দিয়া,
মৃগয়ায় ভ্রাম্যমাণ অবসর খালি
যাপিত বিরহ-দীপ নর্ম মর্মে জ্বালি'।
পরাশর-পরিত্যক্ত সত্যবতী-হিয়া
শান্তনুর প্রেম-দীপে ওঠে উজলিয়া;
হস্তিনাপুরের অভ্রে জমে তায় কালি।

অচিরে শান্তনু মরে যুগ্ম-পুত্র রাখি',
এরও পরিণামে আসে কুরুক্ষেত্র-রণ;
শর-শয্যা বরি' ভীষ্ম, শমনে একাকী
ডাকি' করে ক্ষত্রিয়ত্ব মরণে পালন।
কাম বড় বিষময়; শুধু দিব্য আঁখি
লব্ধ হ'লে শান্তি-স্নিগ্ধ হয় নর-মন।

স্বেচ্ছামৃত্যু-যোগী ভীষ্ম

যাবতীয় শাস্ত্র-শস্ত্র-দক্ষতার ফলে
পিতৃ-বরে স্বেচ্ছা-মৃত্যু-যোগী দেবব্রত।
ভীষ্মের মহত্ত্ব তাই স্বীকৃত সতত
শত দ্বন্দ্ব-দ্বিধা-ক্ষুব্ধ মর-মর্ত্যতলে।
সর্বত্র মনুষ্য-যাত্রী চলে কোলাহলে;
শর-শয্যাশায়ী ভীষ্ম যুদ্ধ-ক্ষত যত
সহি', জ্ঞান ধর্মাত্মারে বিতরি' নিয়ত,
পুরাণ-পুরুষ-খ্যাতি লভে ভূমণ্ডলে।

কায়া-লোপকারী মৃত্যু স্বেচ্ছায়ত্ত তা'র;
এ সাধনা—আরাধনা স্বর্গজিৎই করে।
মোক্ষ-লব্ধ নিরাকারে সকল আকার
স্বেচ্ছায় অর্পিয়া চির-মৃত্যুরেই বরে।
রূপান্তর স্তব্ধ হ'লে, অমেয় পাথার
অরূপতা লভি' যত রূপোর্মি সংহরে।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গলাভ

ক্ষাত্র-শস্ত্র-শক্তি-ও যে শান্তিপ্রদ নহে,
সাত্ত্বিকতা-সমুদ্ভূত ধর্মবলই বল,—
পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত যে ধর্ম-রণ-স্থল
কুরুক্ষেত্র। যুধিষ্ঠিরও হিংস্র-তাপ সহে;
স্থিত-প্রজ্ঞ হ'য়েও যে স্থৈর্য-ক্লিষ্ট রহে;
মূঢ় ধ্বংস প্রাজ্ঞ হেরে; আপাত-সফল
রাজর্ষি-রূপেই সাধে রাষ্ট্রের মঙ্গল;
মহাপ্রস্থানিক কৃত্য কাল-বৃত্তে বহে।

সারমেয়-রূপী ধর্ম—লোকপাল কাল
চিরসঙ্গী স্বর্গেও যে। মৃত্যু-সঙ্গ তাই
ভার্যা-ভ্রাতা চতুষ্টয় হ'লে অন্তরাল
অন্তিমে যে লব্ধ হয়; মায়া-ছেদই নাই;
সর্ব-কর্ম-ফল-প্রাপ্তি অমৃতে রসাল
রূপান্তরোত্তীর্ণ রাখে সত্তারে সদাই।

শকুনির স্বগতোক্তি

পাশা-যুদ্ধ,—কেন নয়? নিয়তি নির্দয়
দ্যূত-দ্বন্দ্বে মাতে না কি অক্ষ-নরে নিয়া?
দাক্ষিণ্য ভণ্ডামি তা'র; ইচ্ছা-শক্তি দিয়া
বুঝাতে সে চায় না কি মোরা বীর্যময়?
অক্ষম অক্ষেরই সম—সে তবু না কয়।
এ নৃশংস পৃথ্বী-রীতি কী ভাবে ভুলিয়া
শকুনি অক্ষুব্ধ থাকে? অক্ষেতে রক্ষিয়া
দক্ষ পক্ষপাতে হানি' আনি কুরু-জয়।

নিয়তি-নিজিত বিশ্বে শাঠ্যই সবল।
সৌবলের বল তাই দ্যূত-ছলই ভবে।
সক্ষম পাণ্ডব পক্ষ; অক্ষ হলাহল;
ক্রীড়া-বিষে জর্জরিত পাণ্ডবেরা হবে।
দুর্বার কালেরে যদি দণ্ডেকও অচল
করা যায়, শকুনি তা' করিবে না তবে?

প্রজ্ঞা-প্রাপ্ত পরীক্ষিৎ

"তোমারে দিব না দোষ, তক্ষক, দংশিলে।
দংশন তোমার ধর্ম, বিষোদ্গারে তা'র
অনিবার্য আয়ু-নাশ হবে না কাহার!
বৈপরীত্যে অভিব্যক্ত নিয়ত নিখিলে।
মহালীলা সাধিছে যে হিংসা-প্রেমে মিলে।
সংহারক—রক্ষকের কার্যে অনিবার
নিবিড় রহস্যে দোলে ভঙ্গুর সংসার।
দিলে দিলে সুধা-বিষ কে গুপ্ত, ঢালিলে।

কালান্তক কে বা কা'র কোন্ ভাবে হবে
কে আগে কহিবে তাহা! কাল-ধর্মে শেষে
জন্ম-লব্ধ জীবদল অন্ত ফিরে লভে :
মৃত্যু আসে নানা পথে, আসে শত বেশে।
কাল-গ্রাস নিবারিত হবে কি বৈভবে।
পরীক্ষিৎ প্রজ্ঞা-প্রাপ্ত অন্ত্য লগ্নে এসে।"

দুঃশাসনের রক্তপান

কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ মধ্যাহ্নের রণে
গদাঘাতে ভূপাতিত দুঃশাসন-শির
ছেদি', উষ্ণ-রক্ত-পান-মত্ত মহাবীর
বৃকোদর উগ্র-মূর্তি বাহু-সঞ্চালনে
ধর্মক্ষেত্রে সেনাপতি অঙ্গরাজে ভণে :
পণ-রক্ষা হ'ল এবে চাখিয়া রুধির;
ভুজগ-সদৃশ বেণী সতী দ্রৌপদীর
শ্রীমণ্ডিত হবে এবে আরক্ত-বন্ধনে।

ঈশাশিসে ঐতিহাসী ভ্রাতৃ-রক্ত-পান —
নৃশংসের শিরশ্ছেদ সুকৃত্য নিশ্চিত;
সুবিহিত বিচারের আদর্শ মহান
সভ্যতা-সংকটে হয় এ ভাবে স্থাপিত।
ধর্মাদর্শী মনুষ্যত্বে হয় সপ্রমাণ
প্রতিহিংসা হিংস্রে হিংসা করে প্রশমিত।

কৃষ্ণার্জুন

শ্রীকৃষ্ণ-সারথ্য সুখে করিলে স্বীকার
জটিল জীবন-পথে আর ভয় নাই।
যাহা সত্য — যাহা শিব করিয়া যাচাই
পদে পদে, কুরুক্ষেত্র-সংক্ষুব্ধ-সংসার
পাঞ্চজন্যে পূর্ণ করি', প্রশান্তিতে তা'র
অবশেষে ভরি' দিবে সে-ই সব ঠাঁই।
সর্ব-কর্ম-ফলার্পণ করি' তা'রে তাই
চলা চাই; কাম্য নাই অন্য কিছু আর।

গীতার এ নিত্য-বার্তা উৎকর্ণ শ্রবণে
পশে যাহে, তা'রই লাগি' উন্মুখ সমরে
পার্থ-কৃষ্ণ-প্রশ্নোত্তর। মহাসন্ধি-ক্ষণে
কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগে-ধ্যানে চিত্ত ভরে।
জীবন-মরণ-ব্যাপ্ত শত শত রণে
বৈক্লব্য-বিমুক্তি মহামৃত্যুঞ্জয় করে

যুগ্ম মহাগ্রন্থ

মাতৃত্বের — পিতৃত্বের — দাম্পত্য — সেবার -
সৌভ্রাত্রের — বন্ধুত্বের আদর্শ সকল.
ধর্ম - অর্থ - কাম - মোক্ষ — চতুর্বর্গ ফল - -
লাভের সার্থক পন্থা যুগ্ম গ্রন্থকার
নির্দেশিল। সর্ববিধ কাহিনী - কথার —
চরিত্রের সমাবেশে প্রাণ - রসোজ্জ্বল
যুগ্ম গ্রন্থ। বিশ্বে তাই বন্দিত যুগল, —
বাল্মীকি-ব্যাসের সৃষ্টি — সর্ব - সৃষ্টি - সার।

কর্ম — জ্ঞান — ভক্তি — ধ্যান — চর্যা-সমুদয়
মূর্ত দুই মহাগ্রন্থে। কাব্য - ব্রহ্ম - স্বাদ
পরিপ্লুত করে প্রাণ; বৈষম্য বিলয়
যত হয়, আনন্দ যে ততই অগাধ।
কারুণ্যে যে রামায়ণ চিত্ত করে জয়; —
দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ নির্বেদে যে ব্যাসের আহ্লাদ।

বেদব্যাসের বিশ্বপথ

শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর, ভীষ্ম, পার্থ, যুধিষ্ঠির -
মহাভারতের পঞ্চ প্রবক্তা মহান।
অম্লান আদর্শ তাই রহি' বিদ্যমান।
ভারতেরে — জগতেরে উদার গভীর
কল্যাণের — আনন্দের ধ্রুব পন্থাটির
পরিচিতি নিয়ত যে করিছে প্রদান।
ঋষি - কবি বেদব্যাস চির - প্রজ্ঞাবান
গাহিল মানব - কৃত্য মহা পৃথিবীর।

প্রেয় পথ কৌরবের, শ্রেয় পাণ্ডবের —
দ্বন্দ্ব - দীর্ণ হ'য়ে শেষে কুরুক্ষেত্র দিয়া
ঘুচাইয়া প্রশান্তিতে সর্ব হেরফের
মহাভারতেরই পথ গেলো বিরচিয়া।
মর্ত্য - নর যুধিষ্ঠির মর্ত্যের - স্বর্গের
সশরীরে যবনিকা দিলো উত্তোলিয়া।

সপ্তর্ষি

সপ্তর্ষি জাগিয়া থাকে, নেত্র নির্নিমেষ;
দিক্‌ - চিহ্ন একাকার গাঢ় অন্ধকারে;
জ্বলন্ত দিশারী যত জঙ্গম যাত্রারে
সার্থক করিতে করে পন্থার নির্দেশ।
সপ্তর্ষি জাগিয়া থাকে; সংশয়ের লেশ
পর্যুদস্ত করে পাছে, পাছে ভীতি - ভারে
দুর্জ্ঞেয় দুর্গম স্তব্ধ মহা অজানারে
জানাতে তা'দের শুধু সাধনা অশেষ।

সপ্তর্ষি জাগিয়া থাকে; না জাগিলে তা'রা
অন্তহারা মহাকাল - মহোদধি তবে
পাড়ি দিতে প্রেরণা কি জনতার ধারা
পেতো কভু? সভ্যতার সেতু-গড়া ভবে
চলিত কি এক মহাপ্রেমে হ'য়ে হারা?
সপ্তর্ষি জাগুক — দীপ্তি দিক মহানভে।

ধ্রুবতারা

ওই ধ্রুব-তারকাব স্থির-সৌন্দর্যের
শান্তি-স্নিগ্ধ মূর্তিটিবে মনের দর্পণে
বিম্বিত করিয়া সুখে বিপুল জীবনে
অগ্রসর হয় যা'রা, তা'রাই লক্ষ্যের
চরিতার্থতায় ধন্য হ'য়ে জগতের
শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সুখী করে সর্ব জনে।
নিত্য নিয়োজিত থাকি' প্রীতি-বিবর্ধনে
আনন্দ বাড়ায় তা'রা বিশ্ব-মানবের।

তমিস্রায় সমাচ্ছন্ন শর্বরীরও মাঝে
আশ্বাসের মৌন মূর্তি অসীম অম্বরে
ওই ধ্রুব-তারকা যে নিশ্চল বিরাজে;
দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকেরে দুস্তর সাগরে
পন্থার নির্দেশ দিতে ভুল করে না যে
ওই ধ্রুব জ্যোতির্ময়ে বর সমাদরে।

চাঁদ

ওই চাঁদ বস্তু-পিণ্ড,— জ্যোৎস্নাময় নয়,—
ধ্রুবও পরীক্ষায় পড়িয়াছে ধরা।
ছিন্ন স্বপ্ন,—ভগ্ন-ভিন্ন সৌন্দর্য-পসরা।
এত দিনে নর-চিত্ত বিগত-বিস্ময়।
সবে কয়,—জয়—জয়—বিজ্ঞানের জয়;—
ধারণা করিল লয় চিরভ্রান্তি-ভরা;
তবু কভু বন্ধ হবে চান্দ্র-জ্যোৎস্না-ঝরা?
হবে না কল্পনাময় কা'র না হৃদয়!

বস্তু কি বাস্তব সীমা করে না লঙ্ঘন
মুহুর্মুহুঃ মানবের মানস-হিল্লোলে?
বস্তু-সত্যে—ভাব-সত্যে অচিন্ত্য মিলন
কেহ কি রোধিতে পারে বসুন্ধরা-কোলে?
ভুলাবেই শূন্য-লগ্ন ওই চন্দ্রানন;
স্থল-জল-পদ্মে কা'র নয়ন না ভোলে!

চন্দ্রশিলা

সদ্য-লব্ধ চন্দ্র-শিলা বিমূঢ় বিস্ময়ে
হেরি' ভাবে বৈজ্ঞানিক—কী ভাবে—কেমনে—
কবে কোন্ অন্তর্গূঢ় মহাবিস্ফোরণে,
অগ্নিস্রাবী আলোড়নে, অন্ধ অবক্ষয়ে,
মহাকাশ-মণ্ডলের ক্ষিপ্ত বিপর্যয়ে,
এ শিলার হ'ল সৃষ্টি গুপ্ত উৎক্ষেপণে?
তারপরে প্রদক্ষিণ গগনে—গগনে
চলে কত কোটি বর্ষ উদয়ে—বিলয়ে।

মানবের বিজ্ঞানের বিচিত্র জিজ্ঞাসা
প্রশমিত হবে না তো নিরবধি কালে।
চন্দ্র-শিলা-রন্ধ্রে সুপ্ত যে সংগুপ্ত ভাষা
মানবেরা সে দুর্ভেদ্য রহস্যের জালে
বিভ্রান্ত হবেই ভবে। এ কী সর্বনাশা
চন্দ্রাকর্ষ চিরকাল আমরণ ভালে!

বনের নিবেদন

তাপিত - তৃষিত - বিষণ্ণ বন বলে,
"বরষার মেঘ, ভরসায় ভরো বুক;
তব লাগি' সব শাখীরাও উৎসুক ;
ছায়া ফেলো মেঘ, ফুটি - ফাটা বন - তলে।
মুমূর্ষু কুঁড়ি তোমার ফটিক জলে
মুহূর্তে হোক্ প্রীতি - প্রসন্ন মুখ,
বারি - বর্ষণে ঘুচাও ধরার দুখ',
ডাকুক ডাহুক আনন্দ - কোলাহলে।

তোমারই আসার আশা - পথে চেয়ে থাকি,
নিঃশেষে দান ক'জনে করিতে পারে?
আগুন - ঝরানো নির্দয় নভ ঢাকি'
আর কে ঢালিবে আপনারে শত ধারে!
তৃষিত কানন হ'ল যে চাতক - পাখী;
মেঘ - সম্ভার ঢেলে দাও ভারে ভারে।"

কথা কও মহাশূন্য!

কথা কও মহাশূন্য। তব মেঘ - রবে
আমারে শুনাও সর্ব - সমর্পন - কথা।
পরার্থে মেঘের বারি - প্রদান - বারতা —
শুনিতে শুনিতে চিত্ত বিগলিত হবে।
তখন আমিও বিশ্ব - প্রীতি - মহোৎসবে
যোগ দিয়ে ধন্য হবো। প্রেমের নম্রতা
মরমে জাগাবে স্নিগ্ধ ব্যগ্র ব্যাকুলতা;
প্রসারিত হবে দৃষ্টি সীমাহারা নভে।

কথা কও মহাশূন্য। শূন্যময়তায়
মিলাবার বাসনারে চরিতার্থ করি',
শূন্যের সঙ্গীতে ভরি' সবই নিরালায়
মর্ত্য - বাধা যত আছে ধীরে লও হরি'।
শূন্য ধরা না দিলে কি শূন্য কেহ পায়!
মহাশূন্য, শূন্যতায় তোলো মোরে ভরি'।

প্রত্যাঘাত করিয়ো না

প্রত্যাঘাত করিয়ো না। যে তোমারে করিবে আঘাত,
তা'র পানে প্রীতি-ভরে বাড়াইয়া দিলে দুই হাত
অবিলম্বে অনুভূত হবে তব হৃদয়-গভীরে,—
তা'রই প্রীতি-স্মৃতি যত — যে সবারে হেথা পৃথ্বী-তীরে
এনেছে সৃজন-সুখে প্রীতি-ফুল্ল পরম লীলায়।
মনে হ'লে সে দাক্ষিণ্য, কা'র প্রাণ ভরিয়া না যায়
ভ্রাতৃত্বের মহিমায় — অবারিত উদার ক্ষমায়।
প্রত্যাঘাত প্রাণও হেথা স্বভাবতঃ করিতে না চায়।

তরঙ্গে প্রহার করো, মুঠি মুঠি স্নিগ্ধ মুক্তা-ফল
তোমারে সে ঢেলে দিবে। ছেয়ে দিবে শষ্প-শয্যাতল
পুষ্পে পুষ্পে শেফালিকা-শাখীটিরে নাড়া দিলে পরে।
প্রত্যাঘাত করিয়ো না, বিধাতার এই বিশ্ব-ঘরে
কাহারেও হিংসা-বশে। ভুলে যদি হিংসা মনে আসে,—
স্মরিয়ো স্রষ্টার কথা — সবারে যে সদা ভালোবাসে।

প্রীতি-ভাব

জঙ্গম জগতে যুক্ত পান্থ-ধর্মে সবে,
সূক্ষ্ম সেই যোগ-সূত্র চলিতে চলিতে
আবিষ্কার করি যবে হেথা চারিভিতে,
উল্লসিত হয় প্রাণ অকস্মাৎ ভবে।
কবে কা'র যাত্রা শুরু, হায় ফিরে কবে
যাত্রা সমাপ্তির লগ্ন আসে পৃথিবীতে,—
সে বারতা পান্থ পারে পূর্বে কি জানিতে?
যতদিন আয়ু, তা'রা চলে কলরবে।

তবু এই গতি-যোগে পন্থে — পান্থ-শালে
আনাগোনা — জানাশুনা আবেগ-উল্লাস:
অভ্রের আশিস্ কভু ঝরে শুভ্র-ভালে;
বিষণ্ণ মেদুর কভু হয় চারিপাশ।
পরস্পর পথে তবু যে সম্প্রীতি ঢালে,
এ মর্ত্যে অতুল্য তা' যে অমৃত-নির্যাস।

মেঘাদর্শ

সুদূর আকাশে সচল জলদ হেরি',
শুনিয়া তা'দের আনন্দময় ভেরী,
নেহারি' নীরবে তা'দের ত্যাগের ধারা
বনভূমি হ'য়ে আবেগে পাগল-পারা
কহিছে, - উতলা মেঘের ধারা-ই নিয়ে
আপনারে যাবো নিঃশেষ ক'রে দিয়ে
ফুলে আর ফলে, গীতি - মর্ম্মরে সুখে; —
ত্যাগের হাসিটি ধরিব ধরার মুখে।

হে মেঘ, নিভৃতে নামো এ তিয়াষী বনে;
ত্যাগময় তব সুধামাখা পরশনে
আদর্শময় করো গো জীবন - করো;
মাটির প্রাণেরে অসীমে তুলিয়া ধরো।
বর্ষণ - শেষে পূজারী শরৎ এসে
শারদারে দিক সবই তুলে মৃদু হেসে।

করণীয়

আত্মঘাতী হয় যেথা অন্ধ জনমত
ক্ষিপ্ত ক্ষমতার লোভে, ক্ষুব্ধ, দম্ভ-ভরে
বহুধা-বিভক্ত হ'য়ে হানাহানি করে,
পিচ্ছিল-পঙ্কিল যেথা হয় গতি-পথ,
সত্য-সন্ধী পান্থদল, দীপ্ত সূর্যবৎ
শুভ্রতা বিস্তার করি', সকলের তরে
মঙ্গল-মাধুর্য সেথা আনন্দে আদরে
আনো — আনো; মানবের জয়যাত্রা-রথ
নির্ব্বিবাদে অগ্রসর করাবার ব্রতে
সুনির্ভীক সুস্থিরতা রক্ষা করা চাই;
স্বাধিকার-মত্ততার অবরুদ্ধ পথে
না হ'লে যে অবক্ষয়ে লাঞ্ছিত লড়াই
আনিবে মানব-দ্রোহ; বিশ্বে সর্ব মতে
প্রেম-ভাব বৃদ্ধি বিনা সাম্য-ভাবও নাই।

পসারিণী

পসারিণী তা'র পসরা নামায় হাটে
বহু দূর গাঁয়ে তাহার আসল গেহ;
সে কথা কি ভাবে হেথায় হাটের কেহ!
বিকিকিনি নিয়ে চপল সময় কাটে;
কখন্ তপন আবার নামিবে পাটে,
ঘুমাতুর হ'য়ে ওঠে হায় সারা দেহ;
ঘরে টানে তা'রে আবার উতলা স্নেহ।—
এই লীলা চলে নিত্য হাটের নাটে।

বিকিকিনি নিয়ে দিবস কাটিয়ে শেষে
বিকিকিনি-হারা স্বধামে ফিরিতে চাই;
হাটুরের ভাব খেয়া-ঘাটে যায় ভেসে,
জানি না যে খুঁজি সবাই আপন ঠাঁই।
বিকিকিনি নয়, গেলে সবে ভালোবেসে
হাটে উটজে যে বিশেষ তফাৎ নাই।

বহ্নি-তৃপ্ত

বহ্নি-কুণ্ড-পাশে বসি' গোল হ'য়ে সবে
আগুন পোহায় সুখে শীতের সন্ধ্যায়।
মাঘ মাস; চারিদিক ঘন কুয়াশায়
ধীরে ধীরে ছেয়ে যায়। নক্ষত্রেরা নভে
ধ্যান-মৌন; নিস্তব্ধতা নামে নম্র ভবে;
শাখা-সন্ধি-মুখে-গড়া কোমল কুলায়
শব্দহীন; পল্লী-পথও ঢাকে তমিস্রায়;
পথ-পাশে বহ্নি-কুণ্ড শুধু প্রাণ লভে।

বহ্নি-তাপ-তৃপ্ত যত দরিদ্র জনতা
ঘেঁষাঘেঁষি পাশাপাশি সুখালাপে রত;
থামিতে চাহে না বুঝি প্রীতি-ফুল্ল কথা·
শ্রান্তি—শীত হরি' লয় অনলও সতত।
সারা বিশ্ব পেতো যদি এ বহ্নিময়তা!
ভাবি, যদি নিতো সবে হেন মৈত্রী-ব্রত।

জাড্য

বিহঙ্গ-পতঙ্গ-গীতে বাতাস মুখর।
বহুদিন-ব্যবধানে বর্ষণের সুখে
রোমাঞ্চ জাগিছে যত তৃণাঙ্কুর-বুকে;
বর্ষা-তুষ্ট শাখী সব তুলিছে মর্মর,
তুমি কেন হর্ষ-হারা—কেন নিরুত্তর!
পথের প্রবাহ ওই তোমারই সম্মুখে
মসৃণ—বন্ধুর কভু, তবু শঙ্খ ফুঁকে
চলে বুঝি দুর্বারিত—আশা-সুনির্ভর।

নিরুত্তর—নিরুত্তাপ কেন তুমি তবে!
পরাজয়-জয় কভু, ক্ষতি-লাভ হয়,
পতন-উত্থান নিয়ে জীবন-আহবে
মেতে থাকা মনুষ্যেরই যোগ্য পরিচয়।
চিরদিন থাকে না তো কিছু হেথা ভবে,
জঙ্গম জগতে নাই জাড্যের সময়।

সন্তুষ্টি

পথ-পাশে ব'সে থাকে শান্ত মুসাফির।
যে তাহারে যাহা দেয়, সে দানেই তা'র
চ'লে যায় ধন্দ যত স্থূল জীবিকার;
সূর্য তা'রে দেয় আলো; স্নিগ্ধতা সমীর;
নদী দেয় পিপাসায় সুনির্মল নীর;
বিধি-দত্ত দানে তুষ্ট স্বভাব তাহার।
অবিশ্বাসী আসি' তবু কহে বার বার :
"রুষ্ট কেন নাহি হও অসাম্যে পৃথ্বীর?"

মুসাফির কহে শুধু হাসিয়া নীরবে,
"যে সমৃদ্ধি তবু পাই, কয় জনে পায়!
আদি মাতা-পিতা হায়, মহারণ্যে যবে
যাপিত দুঃখের দিন কত অসহায়,
সে কথা ভাবো না কেন?" বুঝিনু এ ভবে
সে-ই ধন্য, তুষ্টি যাঁ'র সর্ব অবস্থায়।

ব্যত্যয়

দিবে তুমি ভাবিলেও, সুদীর্ঘ জীবন
সবারে দাও না নাথ! কেন এ ব্যত্যয়!
কেন মৃত্যু অকালেই রোগে আয়ু ক্ষয়
ক'রে, লয় করে তব আগ্রহী সৃজন।
কহাবে যে,— কর্ম-ফলই করে নিয়ন্ত্রণ
জৈব ধারা, নিয়তির নীতি যা'রে কয়,
অদৃষ্ট তা', মানবেরও জ্ঞান-গম্য নয়;
তবু যাচি আশু যেন আসে না মরণ।

প্রদত্ত বিবেক-ধার্য তব কার্য সাধি',
শুভ ফল তোমারেই করি' সমর্পণ,
যায় যেন ঋদ্ধ আয়ু, অমেয় অনাদি,
জন্ম-জন্মান্তর-পথে করি' বিচরণ;
তোমারেই নিয়ে যেন সদা হাসি-কাঁদি
গুপ্ত সঙ্গ-সুধা সুখে করি' আস্বাদন।

মৌচাক

মর্ত্য তা'র মধু-চক্র; মৌমাছি-মানব
নিত্য-ব্যস্ত সুধা-মধু সুখে আহরণে।
গুঞ্জনের গীত তাই উঠি' ক্ষণে ক্ষণে
ভুলায় যে অন্যবিধ অনেক আহব।
আরণ্য-ধ্বনির সাথে মিশি' গীতি-রব
মাধুরী সঞ্চারে নর্ম ভুবন-কাননে।
ঘর্ম-ঝরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণিক জীবনে
লীলা-স্পর্শ মুছে লয় মলিনতা সব।

দীনতার ছোপ-ছাপ উপরে-উপরে;
আসলে ভিতরে শুধু স্নিগ্ধ স্বপ্নাবেশ।
লীলা নিয়ে লীলাময় ভাঙে আর গড়ে;
গুঞ্জরিত মধুচক্রে অমৃত-সন্দেশ
পরিবেশ মৃত্যুঞ্জয় লীলা-মন্ত্রে ভরে।
সবারেই নিয়ে রাজে সানন্দে অশেষ।

মহাবীর-মহিমা

তখনও বুদ্ধের বাণী মৈত্রী-করুণার—
অহিংসার—শূন্যতার শোনে নি ভারত;
তুমি এলে, বাখানিলে অহিংসার পথ।
তুমি এলে মহাবীর পুণ্য-অবতার;
জিন-রত্ন, জৈন-পন্থা ত্যাগ-তিতিক্ষার—
সাম্য-সুষমার—চির-উদার মহৎ
নির্দেশিলে; নর-জন্মে যাহা শুভ্র—সৎ
গোচর করিয়া দিলে আনন্দে সবার।

বুদ্ধ-বাণী সমধিক পেয়েছে প্রচার
ভারতেরও বহির্ভাগে সারা বিশ্ব ভরি';
কি বা তায় আসে যায়! তব সাধনার
সার-ভাগ অহিংসায় আছে রূপ ধরি'।
হে বুদ্ধাগ্র-মহাপ্রাজ্ঞ, মহিমা তোমার
চিরন্তন ইতিহাসও ধন্য বক্ষে বরি'।

বুদ্ধদেব

মানবের সভ্যতার শুভ্র অভ্র-ভাগে
শাশ্বত জ্যোতিষ্ক সম শান্ত জ্যোতির্ময়
বুদ্ধ-মূর্তি—ধর্মাদর্শ নিত্য-দীপ্ত রয়:
অমিতাভ-মৈত্রী-ভাবে—বিশ্ব-প্রীতি-রাগে
অপ্রমত্ত নীতি-নিষ্ঠা নির্বিকার জাগে
অহিংসা-সাম্যের দিতে পন্থা-পরিচয়;
মর্ত্যে দ্বন্দ্বময়তার করিতে বিলয়
সৌম্যতম করুণার মাধুর্য সে মাগে।
বুদ্ধ-ভাবে—ধর্মে—সংঘে নিখিল প্রাণের
পরিপূর্ণ নির্বাণের তন্ময়তা-তরে
ক্রমবিকশিত বিশ্ব-সৃজন-চক্রের
মৌল মূল্যায়ন-জাত ধ্রুব-বৃত্তি 'পরে
ব্যাধি-জ্বরা-মৃত্যু-ভীত চল-মানবের
এষণা-উদ্দীপ্তি-দ্রুতি সে কি সৃষ্টি করে!

মহাভারত-পথিক রামমোহন

গুরুভার তমিস্রার একাকার - অন্ধকার যবনিকা ঠেলি'
তুমি এলে ভারতের পূর্বাশার অর্ধ-রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া,
বুদ্ধি-দীপ্ত বহ্নি-নর, প্রসুপ্তের জাগৃতির অগ্নি-মন্ত্র নিয়া।
সহসা সে মন্ত্র-মন্দ্রে তন্দ্রাতুর ঘুম-ভাঙা নেত্র-যুগ্ম মেলি'
চর্তুদিক নেহারিল জড়ত্বের জাড়া-ভরা আবরণ ফেলি'।
শত বুদ্ধিজীবী - চিত্ত তব দণ্ড যুক্তি-জালে ওঠে উজ্জীবিয়া;
তন্ত্র-পূত বেদান্তের যুক্তি-সিদ্ধ সঞ্জীবন গেলে তুমি দিয়া;
চিত্তে চিত্তান্তরে গেল অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত রৌদ্র-দীপ্তি খেলি'

ধ্যান-দৃষ্ট কর্ম-দৃপ্ত তব সাধনায় মহাভারত পথিক,
হ'ল যে সহজতর প্রতীচ্য-প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-মিলন।
এ দেশের মানবের যুগাদর্শ মহানর, নির্ধাবিলে ঠিক,
আরম্ভিলে নব যুগে সনাতন নব্য পথে নব জাগরণ।
ঊর্ধ্বে মহানীলাম্বরে বালার্ক যে রশ্মি-রাগে করে ঝিক্‌মিক্,
সার্থক সূচনা তব; সমুদ্ভাসে হাসে আজি ভারত-গগন।

বীরসিংহ

বিদ্যার সাগর বলি' ভণিয়াছে তাঁ'রে
উদাত্ত ভারত সুখে। দয়ার সাগর
ভাবিয়াছে বন্ধুজন কৃতজ্ঞ অন্তর।
বন্দিত ক'রেছে তাঁ'র সমাজসেবারে
আদর্শবাদীরা যত। বাণী-সাধনারে
নন্দিত ক'রেছে কবি। স্বভাব-সুন্দর
সেবাময় সে সারল্য চির-মুগ্ধকর
ঘরে ঘরে কীর্তিত যে হয় গল্পাকারে।

আমি কিন্তু অভিভূত - বিস্মিত - বিহ্বল
সে ব্যক্তি-সিংহত্ব স্মরি'; বীরসিংহ নাম
সর্বোত্তম বিঘোষিতে চাহে চিত্ততল।
মানব-ঈশ্বর সে যে চির-প্রাণারাম।
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃপ্ত মনুষ্যত্ব-বল
দীপ্তিময় করিয়াছে এ মেদিনী-ধাম।

পরম স্নান

মালিনী-তটের আশ্রমে হেরো নাই
আলবালে জল সেচনে কী সুখ জাগে,
ভগিনী-সোহাগও কী ভাবে শাখীরা মাগে?
ভালোবাসা কেহ পেতে কভু কম চাই?
'বন জ্যোৎস্না'-র আদর যদি বা পাই,
সমাদর আরও বেশী পেতে ভালো লাগে।
সোহাগের স্নান অনাবিল অনুরাগে
করায়ে কি গান মোরা সুখে নাহি গাই?

শাখী, পাখী, নর — সকল প্রাণীর প্রাণ
প্রীতি দান করে, প্রতিদানও পায় তা'র;
বিশ্ব-কাব্যে তা'রই সুর বেপমান,—
হৃদয়-গহনে বাজে তা'রই ঝঙ্কার।
দু'দিনের এই দুনিয়ার সুখ-স্নান;—
সাধ্য কি আছে স্মৃতি তা'র ভুলিবার!

অবগাহন-তৃপ্ত মহিষেরা

গলা জলে মহানন্দে ডুবাইয়া দেহ
দলবদ্ধ মহিষেরা তটিনীর বাঁকে
আরাম ভুঞ্জিছে ওই। জল সুখে থাকে
ফেনা-ফুল্ল হ'তে হোথা; উভ তটে স্নেহ
ছড়াতে ছড়াতে চলে; বুলাইয়া লেহ—
পলির প্রলেপ ধীরে বন্ধুরতা ঢাকে,
মহিষেরা কখনও বা গায়ে পলি মাখে।—
এই দৃশ্যে বিমোহিত হবেই, যে কেহ।

মসীবর্ণ মহিষেরা — ফেন-শুভ্র জল,
শব্দহীন মহিষেরা — বারি শব্দময়,—
বৈপরীত্যে আহ্লাদিত অন্তর কেবল
আপাত-বৈষম্য-জাত মিলের বিস্ময়
আস্বাদনে বোঝে কত রম্য ধরাতল।
রসে-রসে উচ্ছলিত নিত্য যে হৃদয়।

চড়ুই পাখীর স্নান

চড়ুই পাখীর স্নান হেরিনু সকালে।
কুটীরের পার্শ্ব-দেশে প্রাঙ্গণের পাশে
যেথা ঢাল, সেথা জল সহজ উচ্ছ্বাসে
জমে এসে কেহ যদি অন্য কোথা ঢালে;
সেই জলে নিজেদের লীলার খেয়ালে
ডানা ঝাপটিয়া স্নান করে কল-ভাষে
ছোট ছোট পাখী যত। আশ-পাশে ঘাসে
শীকর ছিটিয়া যায় গাহনের ত্যালে।

ডানা নাড়ে বারে বারে; চঞ্চুপুট দিয়া
তরল কোমল জল আহ্লাদের ভরে
পান করে; কখনও বা লীলায় ভুলিয়া
জল ছিটাছিটি করে তা'রা সমাদরে;
দুলিয়া দুলিয়া নাচে বিটপী ভরিয়া;
আকাশও সাদরে সেথা সোনা-বৃষ্টি করে।

গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম

গঙ্গা-সাগরের মত্ত ফেনাম্বুরাশিতে
সন্তৃপ্ত স্নানের শান্তি সম্ভোগের তরে
ছুটিয়া আসে কি প্রাণ! নগরে—শহরে
বস্তুর প্রকাণ্ড কাণ্ড শুধু চারিভিতে।
বিভ্রান্ত মানব-চিত্ত পারে না সহিতে
এত রুক্ষ বস্তু-ভার। ব্যাকুলিত করে
বিমুক্ত প্রকৃতি তা'রে; উদ্দাম সাগরে
সে চাহে জঞ্জাল বুঝি সুখে বিসর্জিতে!

উর্মি-ভঙ্গ-বিভঙ্গের রঙ্গ-ভরপুর
সিন্ধুর অপূর্ব রূপে অবগাহনেতে
লভে প্রাণ সমুদ্রের সঙ্গীতের সুর;
হারানো তারুণ্যে ফিরে ওঠে বুঝি মেতে।
সমুদ্র-সঙ্গমই করে অন্তর-সিন্ধুর
অনাদি তরঙ্গ-সৃষ্টি,—কে চাহে না পেতে!

পথ

"তোমারে শুধাই পথ, কোথা ছুটে যাও?
চতুর্দিকে অজানার অনধিগম্যতা
তব গতিমত্ততায় আনে না ত্রস্ততা?
ছুটিতে ছুটিতে বলো, কোন্ সুখ পাও?"
"আমি পথ—আর কেহ চাও—নাহি চাও
পেতে চাই অজানারই অমৃত বারতা;
যত ধাই—তত পাই রহস্যময়তা
আস্বাদিতে, তাই হই নিয়ত উধাও।"

থামে না—থামে না পথ—কখনও থামে না;
অশ্রান্ত গতির বেগে ধায় অনিবার;
অচেনারে নিত্য করে অতিশয় চেনা;
মানে না সে কোন বাধা সীমাবদ্ধতার;
যত ধায়—তত বাড়ে শত লেনা-দেনা
তা-ও বুঝি পরপারে হয় একাকার।

যাত্রী

চ'লেছে তো চ'লেছেই—থামে না তো কভু,
আমি সেই গাড়ীতেই ছুটিতেছি তবু।
যত লোক—যত প্রাণী—যত তরু-লতা
সকলেই চলিয়াছে। শুধাই বারতা,
সঠিক বলিতে নারে কোথা যায় সবে;
কা'রে চায় সকলেই শত কলরবে।
গাড়ী ছোটে, জাতকেরা অনেকেই দেখি
কোথায় হারায়ে যায়, হায়—হায় এ কী!
আমিও তো হারিয়েই যাবো এই মত;
কত ভাবনার ঢেউ জাগে অবিরত;
গাড়ী শুধু চলে আর শুনি ধ্বনি বলেঃ
এক ঠাঁই জমে আসি' অশেষে সকলে;
তুলনা তো নাই তার—অপরূপ দেশ,
সেথা হ'তে শুরু আর সেথা হয় শেষ।

কলিকাতা

তব রূপ দেখে দেখে — চেখে চেখে মেটে না পিয়াস:
হে সুন্দরী কলিকাতা, কমনীয়া — প্রাণরঙ্গময়ী,
জীবন্ত যৌবনা তুমি। তব তুল্য আর পাবো কই
জনাকীর্ণ জনপদ! এত তাই জাগে প্রাণোল্লাস
চলন্ত জনতা হেরি' তাহাদের শুনি' কলোচ্ছ্বাস
সহস্র সহস্র পথে; যত দেখি তত মুগ্ধ হই
সর্ব ভাবে হে শোভনা — হে লোভনা ধন্য তুমি অয়ি,
চিত্ত করে ঊর্ধ্বমুখী প্রসারিত তোমার আকাশ।

উচ্ছলিত ভাগীরথী সিন্ধু - কথা তোমারে শুনায়;
গড়ের মাঠের যত ঊর্ধ্ববাহু বিটপী - মর্মর
ভুলিবার নহে কভু; চিত্ত - লোক সুরে ভ'রে যায়;
তা'রই সাথে মেশে আসি' প্রধাবন্ত জনতার স্বর।
ভালো না বাসিয়া পারে এ ভারতে কে বলো তোমায়;
নব - নব — অভিনব — অপরূপ তুমি নিরন্তর।

মধ্যাহ্নের চৌরঙ্গী

চৌরঙ্গীতে মোটরের চলন্ত সারিতে
জ্বলন্ত গলন্ত রোদ উচ্ছলিয়া পড়ে; —
অফুরন্ত বিচ্ছুরণ নয়নে ঠিকরে;
পদচারী - চিত্ত শুধু থাকে চমকিতে।
গতি - মত্ত গাড়ী যত চলে চারিভিতে
সংগোপন - শৃঙ্খলার স্থিরতার ভরে;
মোটর - সমুদ্র যেন; মোটরে মোটরে
তৃপ্তি - পূর্ণ তূর্ণ - দীপ্তি থাকে ঝলসিতে।

ইতস্ততঃ - জমায়িত ছায়াচ্ছন্নতায়
মধ্যাহ্ন - মাধুর্য হোথা চিত্ত - মুগ্ধকর
গম্ভীর গড়ের মাঠে। সুস্থির ছায়ায়
হোথা শান্ত ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র মোটরের ঝড়।
গতি - স্থিতি পাশাপাশি; সমুদ্রে — বেলায়
সংযোগ - সন্নিভ এই দৃশ্য কী সুন্দর!

নববর্ষ - বিস্ময়

একবার বসুধার সূর্য-প্রদক্ষিণে
এক বর্ষ পরিমাপ; দ্বাদশাংস তার
মাসের অভিধা লভে; মানব আবার
চিহ্নিত ক'রেছে তারও ত্রিংশ-ভাগ দিনে।
কাল-গতি সবে লয় এ ভাবেই চিনে।
নববর্ষ-সূচনায় বৈশাখ ধরার
সর্ব প্রিয়—সময়ের শ্রেষ্ঠ উপহার;
আবির্ভাবে কা'র চিত্ত লয় না সে জিনে!

এক নাম—তবু তা'র লক্ষ বিবর্তন
প্রতীকের মাধ্যমে কি কভু মাপা যায়?
অনন্ত অস্থিরে ভাবে চির-স্থির মন;—
এ কী লীলা সর্ব-ব্যাপ্ত আপেক্ষিকতায়!
এ রহস্যে মুহুর্মুহুঃ মানব-জীবন
আন্দোলিত অনাদ্যন্ত জানা-অজানায়।

বৈশাখের সূর্য

এসো-এসো, উদ্ভাসিয়া উদার অম্বর
আমাদের মায়াময়ী মৃত্তিকার 'পরে;
এ সীমিত শর্বরীর নিদ্রাতুর ঘরে
তুমি না আসিলে হেথা আসে না সুন্দর,
তুমি না আসিলে হেথা স্তব্ধ চরাচর
গাঢ়তম তমিস্রার মোহের ভিতরে
চির-জাড্য-জড়ত্বের মূঢ়-মূর্তি ধরে,
এসো-এসো-এসো হেথা আলো মনোহর!

এসো বৈশাখের সূর্য রৌদ্র-মূর্তি ধরি',
অসীমের আনন্দের এসো বার্তাবহ,
উদ্ভাসে-উল্লাসে দাও চরাচর ভরি',
আবার সঞ্চার করো আহ্লাদ-আগ্রহ
যত ঘুমন্তের ঘরে; শূন্য-দীপ্তি পড়ি'
সীমা যেন সীমাহারা হয় অহরহ।

কী অপূর্ব !

অভ্র হ'তে অবিশ্রান্ত ঝরিছে বাদল।
শুনিলাম বৃক্ষবৃন্দ বুঝি ধীরে কয়:
"আর নয় — হে দয়ার্দ্র মেঘসমুদয়,
আর নয় শূন্য-স্নাত রবি সুনির্মল।
কাণ্ডে — কাণ্ডে রোমাঞ্চিত পল্লব-সকল
আনন্দ-বিহ্বল হ'ল; বিদূরিত-ভয়
পুষ্পিত-হৃদয় সুখে নিবেদনময়
বেদী-পদে হ'তে চায় সার্থক সফল।"

তাই ভাবি, যা'র লীলা নিত্য উৎসারিত,
গ্রীষ্ম-ভীত করি' শেষে বর্ষণে আবা'র
কখন সে ক'রে তোলে আনন্দ নন্দিত।
কূল-কিনারা কি কেহ কভু পায় তা'র!
ভীত করে — প্রীত করে; নিত্য অভিনীত
কী অপূর্ব! কী অপূর্ব জীবন — সংসার!

শ্রাবণ-শর্বরী

শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণ-ঝঙ্কার
কবে না শ্রবণে পশি' উতলা তোমারে!
নদী-নালা-দিঘি-জলা সলিল-সম্ভারে
কানায় কানায় ভরে। প্রাণও কি তাহার
ছাপায় না অবরোধ? এই বরষার
ধারা-সারে পিয়াসী কি গুপ্ত অভিসারে
হয় না পরাণ ফিরে? কুঞ্জ-বীথিকারে
মনে কি পড়ে না তব আজি বার বার?

শ্রাবণ-শর্বরী সাথে কত শ্রাবণের
কত শত প্রেম-বেগ ওঠে উদ্বেলিয়া;
বর্তমান সাথে মিশে স্মৃতি অতীতের
প্রেমার্ত করিয়া তোলে কেবলই যে হিয়া।
সকলে শুনিতে চায় কথা সকলের,
না শুনে যদিও, বোঝে উপলব্ধি দিয়া।

ভাদ্রের দীঘি

ভাসন্ত পাতার কোলে হাসন্ত শালুক; —
ভাদ্র-দীঘি যত দেখে তত মুগ্ধ হয়;
জলে দোলে হাসি-মাখা বিপুল বিস্ময়।
অনন্ত আকাশ দেখে আলোক উৎসুক;
বন্য শালুকের শুভ্র স্ফুটমান বুক
আপনারে ধন্য মানে। দীঘি বুঝি কয়
শালুক - লতারে ধীরে অশ্রু - পঙ্কময়
জীবন হ'ল যে পূর্ণ হেরি' পুষ্প - মুখ।

অভ্রের অমৃত ঝরে বৃন্তে বেপমান
শালুকের শুভ্র দলে; পতঙ্গ - গুঞ্জিত
পূবালি বাতাস তা'র কাছে গায় গান;
বৃষ্টি - দানে মেঘ তা'রে করে প্রীতি - প্রীত;
বিশ্বের উচ্ছ্বাসে হ'ল সেও উচ্ছ্বসিত,
পল্লী - দীঘি এতদিনে পেলো বুঝি প্রাণ।

হেমন্ত - শর্বরী

সজ্জনের স্নেহ-স্নিগ্ধ সাহচর্য সম
কৌমুদী - মধুর এই হেমন্ত - শর্বরী
আনন্দ করিছে দান। দিগ্‌দেশ ভরি'
আশীর্বাদ ক্ষরিতেছে; দূর করি' তম
সঞ্চারিছে অনির্দেশ্য সৌন্দর্য পরম।
বৃক্ষ-পত্রগুচ্ছে ওঠে শিশির শিহরি';
জ্যোৎস্নারাশি তা'রও 'পরে পড়ে সুখে ঝরি';
উল্লাসে —উদ্ভাসে ভরে চিত্ত-লোক মম।

কুজ্ঝটিকা ইতস্ততঃ রহস্য বুনিছে।
শর্বরীর মায়াচ্ছন্ন এই পরিবেশ
জন্ম - জন্মান্তর-স্মৃতি জাগ্রতে জাগায়।
নিসর্গ যে সুনিভৃতে জীবনের পিছে
প্রেমিকের মত নিত্য জাগে অনিমেষ,
সে কথা ভাবিলে সুখে চিত্ত ভ'রে যায়।

পৌষ - লক্ষ্মী

স্বর্ণ - বর্ণ - ধান্য - ধনে পূর্ণ ক্ষেত্রচয়।
চরিতার্থ চাষী - চিত্তে আনন্দ না ধরে।
ঊষা - সন্ধ্যা সমাবৃত কুয়াশা - চাদরে
স্বর্ণ-শোভা নেহারে কি রহস্য - তন্ময়!
ক্ষিপ্র দীপ্ত দ্বিপ্রহর উল্লসিত হয়!—
আহ্লাদ - উদ্ভাস তা'র ধান্য - শীর্ষে ঝরে!
হিল্লোলিত বায়ু - ভরে মৃদু - মন্দ স্বরে
শস্য - স্নিগ্ধ মুগ্ধ মাঠ কত কথা - কয়।

মৌন মনে মেদিনীর মাতৃ - মূর্তিটিরে
দেখে লও,—এঁকে লও শান্ত চিত্ত-পটে।
ওই দেখো, মায়াচ্ছন্ন অভ্র - সৌধ - শিরে
মন্ত্রমুগ্ধ চন্দ্র চায়। সর্ব চিত্তে রটে,—
লক্ষ্মী - লব্ধ মাটি আজ। পল্লী - নদী - নীরে
সংকীর্তন শব্দ শোনো উচ্ছ্বসিছে তটে।

ধ্যানী মাঘ

ধূসর কুয়াশা - ভস্ম সর্ব অঙ্গে মাখি'
মৌন মাঘ ধ্যানাবিষ্ট পল্লীর প্রান্তরে।
কুজ্ঝটিকা - কম্বলের আসনের 'পরে
হেরি' তা'রে আত্ম - মগ্ন নিমীলিত - আঁখি
বিমূঢ় বিস্ময়ে গান থামালো কি পাখী!
স্তম্ভিত হিমার্ত বায়ু গতি স্তব্ধ করে!
জীর্ণ পত্র ঝরিলেও নিঃশব্দেই ঝরে!
শ্লথ করে গতি - নৃত্য তটিনীও না কি!

নিঃসঙ্গ নিঃসীম নভে শ্রান্ত সূর্য চলে,
ধ্যানী মাঘ তা'রেও কি করিল বিবশ!
জটাচ্ছন্ন খর্জুরেরও নেত্রে পলে পলে
নির্গলিত হেন দৃশ্যে হয় অশ্রু - রস।
সংগুপ্ত বসন্ত-মুক্তি শুষ্ক মর্ত্য-তলে
আনিবেই যোগী মাঘ ক'রেছে মানস।

মাতৃত্ব-মহিমা

স্বভাব-লৌল্যের বশে শাখীর শাখায়
খল সর্প উঠিয়াছে; নীড় হ'তে ধীরে
পাড়িবে বিহগ-শিশু সাঁঝের তিমিরে;
দংশিবে তাহারে মাতি' হীন জিঘাংসায়;
উদরে পুরিবে তা'রে হয়ত ক্ষুধায়।
ঘৃণ্য সাধ। অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত সে নীড়ে
উন্মাদিনী বিহঙ্গমী ক্রূর সর্প-শিরে
মরণ-কামড় হানে চঞ্চু-তাড়নায়।

শুনিলাম ভয়ঙ্কর পক্ষ-বিধূনন।
মুমূর্ষ সর্পের দেহ পড়িল মাটিতে।
মাতৃত্বের এ মহিমা নেহারি' নয়ন
বিস্মিত-বিহ্বল হ'ল। হৃদয়-নিভৃতে
বুঝিলাম স্নেহ কী যে মহার্ঘ রতন!—
মুহূর্তে সর্বস্ব সঁপে সন্তানেরই হিতে।

সৎমা

সৎমার অপবাদ কাব্যে—উপন্যাসে
প্রায়শঃ বর্ণিত হয় বিশদ আকারে।
স্বল্পই মঙ্গলপ্রদ বিরাজে সংসারে।
ক্রোধোদ্রেককর যত রূঢ় অপভাষে
মথিত হ'লেও মন, হেরি' হতাশ্বাসে
মাতৃত্বের এ ব্যত্যয়, ভাবে বারে বারে
সৎমা কুন্তীর কথা; পালে নির্বিচারে
মাদ্রী-পুত্র-যুগ্মে বাঁধি' চির-স্নেহ-পাশে।

স্বভাব-মাতৃত্বে হয় আদর্শ সৎমা যে,
শ্রেষ্ঠ শিল্পী 'দা ভিঞ্চি'র জীবন-ব্যাখ্যানে
ব্যক্ত তা' যে, লিওনার্দে কেহ ভোলে না যে;
পুষ্টি-তুষ্টি প্রতিভারে মা-মাত্রই দানে।
নিন্দিত কৃতঘ্ন পুত্র, ব্যক্ত হয় তা' যে।
স্রষ্টাই স্নেহার্দ্র রাজে সব মাতৃ-প্রাণে।

মমতাময়ী

মনে শুধু পড়ে মোর—মনে শুধু পড়ে
কাঁচা সোনা—সোনা-রোদে শুভ শরতের
কাঁচা সোনা-রঙ্ মোর মায়ের গায়ের।
অবনী যে অভিনব রূপ শেষে ধরে।
অপরূপ রূপে মা'র এ ভুবন ভরে।
ঝল্‌মল্ করে রূপ দূর আকাশের
অনাদি অসীম থেকে নিভৃত তৃণের
গায়ে—গায়ে লীলায়িত লহরে—লহরে।

মনে যে জাগানো, মা'র স্নেহেরই স্বভাব;
হৃদয়ে সে আনিবেই ভকতি-প্রবাহ।
প্রকৃতির পরিবেশে হয় শেষে লাভ
অপার কৃপা যে মা'র; ভুলি যত দাহ।
কাঁচা সোনা—সোনা-রোদে পড়িবেই মনে
মমতাময়ীর কথা তা'রই ত্রিভুবনে।

স্বর্গতা জননীর শুভাশিস

বহুকাল বিগত যে, তবুও মাতার
সত্তা মোর অন্তরের প্রেরণা যোগায়।
স্বর্গতার সীমাহারা স্নেহ-প্রেরণায়
কেটে যায় মর্ত্য-জাত যত ব্যাধি ভাব;
আশীর্বাদে দিব্যাকাশ করি' আবিষ্কার,
সমুড্ডীন থাকি তা'র মুক্ত শুভ্রতায়;
মাতৃ-সম্মিলন-লব্ধ অমল প্রভায়
অন্তরান্তরালে লভি আহ্লাদ অপার।

অলক্ষ্যে জঠরে ধরি', প্রসবিয়া সুখে,
স্তন্য-সুধা-সঞ্জীবন-রসে উজ্জীবিয়া,
অমেয় আনন্দ-ধারা সঞ্চারিয়া বুকে,
যত দিন ভবে ছিল আশিস্ ঢালিয়া,
সঞ্চালিত ক'রেছে যে নিয়ত সম্মুখে।
এখনও প্রয়াতা পালে পূর্ণ সঙ্গ দিয়া।

শামুক

গুটাইয়া আপনারে আপনার মাঝে
কোন্ সাধনায় থাকো সর্বদা উৎসুক?
শৈবাল-শোভিত শান্ত সরসী-শামুক,
তোমারে ঘিরিয়া এ কী মৌনতা বিরাজে!
আন্দোলিত শর-বনে শত শব্দ বাজে,
মাঝে মাঝে তরঙ্গিত হয় বাপী-বুক,
পতঙ্গেরা রঙ্গ-ভরে জমায় কৌতুক
কলমীর লতা যেথা শোভে শ্যাম সাজে।
ফড়িংয়ের স্ফূর্তি-ফুল্ল ডানার ঝাপটে
পাশের ফুলন্ত শাখে পাতায়—পাতায়
মৃদু-মন্দ কোন্ ধ্বনি বেজে ওঠে তটে!
পলাতকা ধ্বনি ফিরে নীরে কি মিশায়!
তুমি থাকো নির্বিকার তা'দেরই নিকটে,—
বাচ্যাতীত কী স্তব্ধতা, ধ্যানে যা'রে পায়!

মণ্ডূক

সারা শীতকাল ধরি' গর্তের গহ্বরে
আহার্যেরও অন্বেষণ করি' পরিহার
আত্ম-মগ্ন থাকো তুমি; হ'য়ে নির্বিকার
ঔদাসীন্যপূর্ণ থাকো বস্তু-বিশ্ব 'পরে,
ধ্যান করো সংগোপনে কোন্ সে সুন্দরে?
অতলে তলায়ে সুখে গহন আত্মার
বিস্মিত কি হও হেরি' ব্যাপ্তি আপনার?—
হিমার্ত বিষণ্ণ মর্ত্য বাহিরে শিহরে।

ধন্য তুমি,—ধ্যানময়—প্রশান্ত-অন্তর।
স্পর্ধিত লম্ফনে করি' উচ্চকিত মহী
একদা ভ্রমিলে এই রুক্ষ চরাচর;
হেরিলে নিদাঘে যায় বস্তু-বিশ্ব দহি'।
তারপরে হ'লে বুঝি সমাধি-নির্ভর।
সত্য লব্ধ হবে তা'রই, ধ্যানে যে আগ্রহী।

মূষিক

কেন গর্ত খুঁড়ে চলো মাঠের মাঝারে
হে মূষিক, অর্থ এর বুঝিতে না পারি?
নিতলে কি নিত্য তুমি চাও মাটি ছাড়ি'
পাড়ি দিতে? পরীক্ষিতে স্বপ্ন-কল্পনারে,
আপনারে নানা ভাবে—নানান প্রকারে
যাচাই করিতে চাও চির-গর্তচারী?
তব কীর্তি—প্রান্তরের গর্ত সারি সারি
যত হেরি, তত ভালো লাগে যে তোমারে।

স্থূলতার অবরোধ গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে
ডিঙাতে কে নাহি চাই! যত যুক্তিজাল—
যত সব গবেষণা—শব্দ-কথা-সুরে
সকলেই খুঁজি না কি আকাশ পাতাল।
নিকট চ'লেছে ধেয়ে এ ভাবেই দূরে,
মূষিক-স্বভাবে মুগ্ধ মোরা চিরকাল।

কচ্ছপ

কচ্ছপেরা ভুঞ্জে রোদ নদী-নিরালায়,
হেমন্তের শান্ত দিনে কুয়াশার জাল
সূর্য-রশ্মি-পাতে ধীরে আকাশে বিশাল
মিশে যায়; নদী-জলে রোদ ঝলকায়।
টিয়া পাখী, টুনটুনি গাছে-গাছে গায়,
কাঠবেড়ালীরা পেয়ে গুল্ম-অন্তরাল
বাদাম লুকায়ে রাখে; প্রসন্ন সকাল
পূর্ণ ক'রে তোলে মন শুভ্র স্নিগ্ধতায়।

রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ প্রকৃতির
মানবের জীবনেরে নিত্য ভ'রে তোলে।
ইতস্তত. আনাগোনা পতঙ্গ-পাখীর
কচ্ছপের—মূষিকের, নদীর কল্লোলে
সাগর-সঙ্গীত-শোনা উৎফুল্ল পল্লীর
শত দৃশ্য-স্মৃতি-হার বক্ষে মোর দোলে।

দীঘা-দর্শন

বালুর বেলায় সাগর যে লেখা লেখে,
সে লেখা পড়েছি 'দীঘা'র সিন্ধু-তীরে;
তরঙ্গদল লেখা লিখে, মুছে ফিরে
সাগরে কোথায় সোনা-রোদ গায়ে মেখে
নিজেদের ফেলে আবার সলিলে ঢেকে।
ফিরিয়া সাগর ফেনার মুকুট শিরে
লেখা লিখে যায় বালুর বেলায় ধীরে,
ফিরে মুছে ঢেউ চ'লে যায় এঁকে-বেঁকে।

লেখা আর মোছা কেন এত অনিবার!
কিছুই র'বে না, র'বে না,—র'বে না-রব—
লেখায় লেখায় ফোটে এই হাহাকার;
কালের সাগর ঢেকে দিতে চায় সব।
আসল সত্য ঢাকা কি পড়িবে আর!
অনিত্যতারে করে না কে অনুভব!

ঝাউ-বন

ঝাউ বনে সমীরণ করে স্বন-স্বন;
স্বপন ঘনায মনে নির্জন প্রহরে;
কেমনে বুঝায়ে বলি কী যে ইচ্ছা করে।
স্বপনে—স্বপনে শুধু ভ'রে ওঠে মন।
সমুন্নত ঝাউ-বন আর সমীরণ
সুনির্জনে মগ্ন মনে মায়া-মূর্তি ধরে;
ওরাও কি গত যত সুখ-স্মৃতি স্মরে!
মানুষও কি ভালোবাসে স্মৃতি-রোমন্থন।

পরিচিত পরিবেশে মনের মাধুরী
কখন কী ভাবে মেশে, কে বলিতে পারে!
ঝাউ-বনে সমীরণ ইতস্ততঃ ঘুরি'
কী সুর বাজাতে থাকে! মনের সেতারে
সূক্ষ্ম সুর বার বার পড়ে উড়ি' উড়ি';
সুরে সুরে স্বপ্ন-মুগ্ধ করে যে আমারে।

অমর বন্ধুত্ব

(হেইন্‌রিক কার্ল মার্কস-ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স্‌-এর
অমর বিপ্লবাত্মক বন্ধুত্ব স্মরণে)

অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সর্ব লোকে কয়:
ক্ষীর-নীর একযোগে মিশিলে যেমন।
দুঃখ-বহ্নিদাহে নীর আত্ম-বিসর্জন
করে বন্ধু ক্ষীর লাগি'; বাষ্পীয় বিলয়
নেহারি' নীরের ক্ষীর ব্যথা-স্ফীত হয়;
নীর-সঙ্গে দাহ-স্ফীতি ফিরে নির্বাপণ
লভে ক্ষীর; অভিন্নত্বে পূর্বেরই মতন
পরম প্রীতিতে দোঁহে লগ্ন—মগ্ন রয়।

এ-অভিন্ন-হৃদয়তা অবনীমণ্ডলে
এমন অপূর্ব ভাবে হেরেছে কে কবে,
যে ভাবে দেখালো মূর্ত জীবনে যুগলে
এ জঙ্গম জগতের অশ্রান্ত আহবে!
সূর্য-দীপ্ত সভ্যতার শুভ্র অভ্র-তলে
অমর বন্ধুত্ব-স্মৃতি উদ্বোধিবে সবে।

অকৃত্রিম বন্ধুত্ব

(অকাল-মৃত আর্থার হ্যালাম ও কবি আলফ্রেড টেনিসনের অমর-বন্ধুত্বের
ও 'ইন্ মেমোরিয়াম' (১৮৫০) - শোক - কাব্যের স্মারক)

"বন্ধুরে বাঁধিয়া বুকে কেন এ রোদন!"
"বিচ্ছেদই যে পরিণাম কালের শাসনে;
কিছু স্থায়ী—স্থির নয় বিচিত্র ভুবনে,
বিচ্ছেদ যে আনিবেই নির্মম মরণ;
এ চিন্তা বেদনা আনে মনে অনুক্ষণ।"
এ কথা হ্যালাম বন্ধু-টেনিসনে ভণে।
সহপাঠী কবি-সখা শোনে আলাপনে;
আনন্দে-ব্যথায় অশ্রু রাখে সংগোপন।

হ্যালামের আকস্মিক মৃত্যুতে যৌবনে,
অমর 'স্মরণ'-কাব্য রচে টেনিসন।
বন্ধু-বিয়োগের ব্যথা কভু বিস্মরণে
যাবে না যে,—শোক-কাব্য এত অতুলন,
সখ্য-স্নাত করে তা' যে রসজ্ঞ সুজনে।
অকৃত্রিম বন্ধুত্ব যে মরণ-মোহন।

আদর্শ-আলেয়া

চিরকাল নর-নারী আদর্শ খুঁজিবে।
পথ যদি ঢেকে যায় গাঢ়তম তমে,
বক্ষ-অন্তরালে জ্বালি' বর্তিকা সম্ভ্রমে
পন্থার বাধার সাথে বিক্রমে যুঝিবে।
অশরীরী আদর্শেরে আনন্দে পূজিবে।
আনন্দের অনাবিল অন্তর-ধরমে
চলিবেই নিজ-নিজ প্রাণের উদ্যমে;
বিহঙ্গম-সম সুখে সদাই কূজিবে।

যাহার যেমন ভাব বুঝিবে সে ভাবে
জীবনের সংগোপন অভিব্যক্তি যত।
অভ্যুদয় অস্ত-তীর্থে আবার মিলাবে।
নব-পান্থ-ধারা ফিরে আদর্শের ব্রত
সাধিতে আগের মত উদ্দীপনা পাবে।
আদর্শ-আলেয়া খোঁজা চলিবে সতত।

বিবাহ-শেষে

বিবাহ উৎসব শেষ। করুণ সানাই
বাজিয়া—বাজিয়া বুঝি ব্যথা-ভরে কয়:
বিসর্জন কন্যারেও শেষে দিতে হয়।
পর-বাসই হয় তা'র স্থিতিশীল ঠাঁই।
সর্বস্ব সঁপিয়া যা'রে বাঁচাই—বাড়াই,
কন্যা-সম্প্রদান-শেষে তা'রও সমুদয়
ভার সুখে পরিণয়ে বর-পক্ষ লয়।
স্বস্তি—ব্যথা যুগপৎ কন্যা-পক্ষ পাই।

গচ্ছিত সম্পদ যা'র সঁপি' তা'র করে
সম্পদ-রক্ষক লভে নিশ্চিন্ততা যত।
তবু ব্যথা মুহুর্মুহুঃ চিত্ত-তল ভরে।
সম্পদেরও বাড়া কন্যা। নাই তা'র মত
কিছু আর; তাই নেত্রে বারি শুধু ঝরে।
বিজয়ার ব্যথা ঘোষে সানাই সতত।

- পাশে

যৌবনই উষ্ণতা দিল দম্পতিরে জরা-পূর্ব ধরি';
এখন বার্ধক্যে দোঁহে হিমাগমে চুল্লী-পাশে বসি'
প্রীতি-স্মৃতি চাখি' সুখে উষ্ণতায় ওঠে যে উল্লসি'।
সুনিদ্রা লাভের লাগি' এ ভাবেই যাপে বিভাবরী।
চাঁদ যবে উঁকি মারে, হর্ষ লভে পূর্ব-স্মৃতি স্মরি';
স্মৃতিই সরস রাখে জীর্ণ দেহে হৃদয়ে বরষি'
আসক্তি-ভুঞ্জন-সুধা; শ্লথ ত্বকে উষ্ণ-তাপ পশি'
মর্মে চর্ম-স্পর্শ-সুখ জাগায়, যা' যেতো দীপ্ত করি'।

পার্থক্য অসংখ্য-বিধ বয়োধর্মে বার্ধক্যে — যৌবনে;
অসাধ্য যে অন্য বৃত্তি; কাল-দত্ত বিধান সহিয়া
হিয়ারে কাটাতে হয় পূর্বাপূর্ব স্মৃতি রোমন্থনে।
প্রীতি-ঋদ্ধ জায়া-পতি শৈত্যাগমে চুল্লী-পাশে গিয়া
কৃত্রিম উষ্ণতা ভুঞ্জে; সুখোষ্ণতা-লব্ধ স্মৃতি মনে
ক্ষণে ক্ষণে জাগি', তোলে অশ্রু-সিক্ত বুক উজ্জীবিয়া।

প্রেমের পরিণতি

প্রেমের যৌবনে থাকে সম্ভোগের উদ্দামতা যত;
নদীর জোয়ার সম ফেনোচ্ছল দুর্বার উচ্ছ্বাস;
অবিশ্রাম বর্ষণের বেগ-দীপ্ত শ্রাবণ আকাশ
যেমন আপন ভারে টলমল করিছে সতত।
প্রগল্ভতা কেটে যায়; প্রেমের প্রৌঢ়ত্বে অবিরত
সন্তৃপ্ত সন্তোষ আসে; প্রসন্নতা-পূর্ণ সে উল্লাস
স্থৈর্যময় প্রেমার্তির গৌরবের দেয় যে আভাস।
সে আত্মস্থ প্রীতি-সার আপনাতে আপনি সন্নত।

বয়স যতই বাড়ে, প্রেম-ও বাড়ে ভিতরে ভিতরে
স্থবির শরীরে ফোটে আত্ম-তৃপ্ত পরিপক্ক ভাব।
পাকিতে পাকিতে যথা মিষ্ট ফল আপনারে করে
পরিপূর্ণ রসময়, জীবনের তা-ই শ্রেষ্ঠ লাভ।
মর্ত্য-তীর্থে তা'রও পরে ধীরে ধীরে দেহ যবে মরে,
উত্তর পুরুষে মূর্ত হয় সেই সুধা-রস-স্রাব।

ভালবাসার আনন্দ

মৃত্যু আসে, তাহারে তো এড়াবার সাধ্য নাই কারো।
তাই তুমি প্রাণ ভ'রে ভালোবাসো পারো যতক্ষণ।
মৃত্যুময় মর্ত্য মাঝে টাল খেয়ে কখন জীবন
চিরতরে মূর্ছা যাবে, জানা নাই তাহা তো কাহারো।
নেশা-ভরে ভালোবাসো, আর যত দুর্ভাবনা ছাড়ো।
ওৎ পেতে থাকে থাক্ ক্ষুধাতুর মাংসাশী মরণ।
যতক্ষণ ভালোবাসি ততক্ষণ ভরপুর মন
জ্বলন্ত-জীবন্ত থাকে;—অস্বীকার করিতে কি পারো!

এই জ্যোৎস্না-স্নাত রাতি, মনে-প্রাণে তারুণ্য উচ্ছল;
মুহূর্তে সকল বাধা ভেসে যাক দুর্বার প্লাবনে;
অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যের স্বপ্নে কি বা ফল!
বর্তমানই সর্ব-সার; হেথা নর ধন্য প্রেম-ধনে।
ভালোবাসো—ভালোবাসো; প্রেম তরে হবে যে পাগল,
তাহার আনন্দ কভু কেড়ে নিতে পারে কি মরণে!

পলাতকার প্রতি

অন্ধকারে কেন সদা লুকায়ে—লুকায়ে
থাকো তুমি নিরুপমা? আলোকের পথে
মিলিবে না তব দেখা আর কোন মতে
এ মর্ত্যের মোহাবিষ্ট লীলা-লুব্ধ বায়ে?
তাকায়ে—তাকায়ে পথে পৃথ্বী-কুঞ্জ-ছায়ে,
ব'সে—ব'সে বিদ্ধ হ'য়ে কন্টকের ক্ষতে,
হেরিতে-হেরিতে পুষ্প-ঝরা শতে শতে,
আমারও যাত্রার শেষ আসিছে ঘনায়ে।

এ প্রত্যক্ষ আলোকের আবাস ছাড়িয়া
অনন্ত আঁধারে যবে যাবার আহ্বান
আসিবে আমারও কাছে, তখন কি হিয়া
তৃপ্ত হবে পথে-পথে হেরি' বিদ্যমান
পদ-চিহ্ন-পরিচিতি? সে কথা ভাবিয়া
আকুল আগ্রহে সখি, জাগে মোর প্রাণ।

স্মৃতির প্রবাহ

একদা হেরিনু তা'রে স্মৃতি-মুগ্ধ প্রাণে
অতীত সন্ধানে মগ্ন। কহিলাম তাই :
"যে স্মৃতি কেবল স্মৃতি, তা'র ভাবনাই
এত যদি ব্যস্ত রাখে, তবে বর্তমানে
কর্ম-ক্লান্তি আসিবেই। জীবন-উদ্যানে
পুষ্প-ব্রত লুপ্ত হ'য়ে শুধু সর্ব ঠাঁই
বিরাজিবে বিষণ্ণতা; তা' কি কেহ চাই!
অতীত মৃতের মত চিতা-ভারই আনে।"

মগ্ন-মনে সে কহিল, "স্মৃতি-লগ্নতায়
অতীতের রসাপ্লুতি লভি' চিত্ত-ভূমি
বীজ-গর্ভ হ'য়ে ওঠে; পুষ্পিত শোভায়
যেমন ভরিয়া তোলে মধুর মৌসুমী।
স্মৃতি-লুপ্তি — রস-লুপ্তি, — মৃত্যু শুষ্কপ্রায়;
স্মৃতি-ফল্গু মোরে যেন থাকে সদা চুমি'।"

মনোময়ী

বাস্তবিক-জীবনের প্রতি নায়কের
আছে বুঝি মনে মনে অতি-সংগোপনে
ভাবময়ী — মনোময়ী মানসী ভুবনে!
নির্বিশেষ-নারী তাই কভু সকলের
ভালো নাহি লাগে কভু। জীবন-পথের
প্রবাহে চলিতে গিয়া, লগনে-লগনে
সেই মানসীর মত যা'রে যত মনে
হ'তে থাকে, তা'রে তা'রে ততই প্রাণের
প্রীতি দিতে আকুলতা জাগে মানবের।
আনমনে জীবনের কত শুভ ক্ষণে
অধরায় মিশে যায় হায় কত জনে!
অবাস্তব বাস্তবের লীলা জগতের
থামে না — থামে না কভু। মর-মরমের
এত দাম তাই বুঝি প্রীতি-দরদের!

অতুলন প্রেম

কখন যে হ'য়ে গেছি আমি — তুমিময়,
আমিও জানি না — তা' যে তুমিও জানো না।
প্রেমের পরশমণি এ ভাবেই সোনা
ক'রে তোলে সীসারেও; পরম বিস্ময়!
মূল্যহীন মুহূর্তেই মূল্যাতীত হয়।
না বুঝিয়া হ'য়ে গেছে কী যে বীজ বোনা! —
এত ফল ধরিয়াছে, যাবে কভু গোনা!
গণ্য — ধন্য — চির ধন্য হ'ল যে হৃদয়।

মানব-জনমে প্রেমই সর্ব-সাধ্য-সার; —
তা'-ই কাম্য বুঝিলাম; এ ক্ষণ-জীবন,
সংগোপন এই প্রেম তোমার — আমার;
দেহ-ভাণ্ড ভরিয়া যে সুধা আস্বাদন!
তুমিময় হ'তে পারা — রহস্য অপার,
দানে-প্রতিদানে প্রেম কী যে অতুলন!

মৃত্যুর দান

চিতানলে স্বর্ণ-তনু সহধর্মিণীর
নয়ন-সম্মুখে যবে পুড়ে হ'ল ছাই,
তখনও কি চুপে চুপে কেহ বলে নাই, —
মর্ত্য-নীড় দু'দিনের! চিহ্ন চলোর্মির
থাকিবে না এ সৈকতে কভু চির-স্থির!
এই ধ্রুব বার্তাটিরে ভুলে যেতে চাই;
কামনায় ক্লিষ্ট করি' তুলি পৃথ্বী-ঠাঁই।
কামনাই ক'রে রাখে মোদের বধির।

চিতা-বহ্নি মহাবহ্নি। মৃত্যু প্রেয়সীর
চরম দুর্দৈব হেথা ব্যক্তি-জীবনের।
মৃত্যু যাচে, — হও তুমি প্রশান্ত সুধীর,
অনিত্যের মাঝে হেরো স্বরূপ নিত্যের।
অকস্মাৎ একাকার করি' দুই তীর
ঘুচালো সে হেরফের মর্ত্যের — স্বর্গের।

জ্যোৎস্নালোকে

একদা এ জ্যোৎস্নালোকে চুল মেলা দিয়া
বসিতে যে যৌবনের বাসন্তী বিকাশে,
সে স্মৃতি কি বার বার মনে নাহি আসে?
তোলে না কি আজও সখি, চিত্ত আকুলিয়া?
যতদিন থাকি মোরা যৌবনেরে নিয়া
তত দিন কিছু আর না থাকুক পাশে
তবু চিক্কণতা থাকে সব শ্যাম ঘাসে;
আকাশে নক্ষত্র যত ওঠে ঠিকরিয়া।

তা'র পরে যৌবনের বেলা চ'লে গেলে
থাকে বুঝি বার বার তাকানো পিছনে;
স্মৃতি দেয় সুধা-রস সংগোপনে ঢেলে;—
জ্যোৎস্নালোকে চুল-মেলা-ছবি জাগে মনে।
যাদুকরী, দুই জনে যা' এসেছি ফেলে
তা'রই লাগি' ব্যর্থ অশ্রু জমে না নয়নে?

সজনীকে

যে-ভাবে যখন — যেমন আসিতে সাধ
তেমন ভাবেই আসিয়ো আবেশ-ভরে;
একা বাতায়নে রহিব তোমার তরে;
দিনে র'বে রবি — নিশিতে তারকা-চাঁদ.
এরাই রচিবে এমন মায়ার ফাঁদ,
এলে নিরালায় কাল যাবে অবসরে
সজনী-যাপিত শোভন-লোভন ঘরে;
সে সজনী তুমি, জানাই সুসংবাদ।

আসাই আসল, বেশ-বাস মোটে নয়;
ভালোবাসা রচে মূলতঃ সাধের সাজ;
মোহিনী মূরতি মরম কেড়েই লয়,
রহে না মোটেই সমাজ-বিহিত লাজ।
অপেক্ষা যেন সহজে সফল হয়,
আসিয়ো সজনী, রজনী উতলা আজ।

পুষ্প-বাসিত খোঁপা

কখন্—কোথায়—কী ভাবে খোঁপায় ফুল
পরেছিলে, তা' যে এখনও রেখেছি মনে;
জীবন-গোধূলি-বেলায় নিরালা-ক্ষণে
মাঝে মাঝে হয় নিরজনে কত ভুল!
যে কাঁচা কিশোরী-রূপ ছিল নেশা-মূল,
সে রূপ তো কাল ঈর্ষায় অযতনে
ব্যগ্র-ই ছিল লুণ্ঠনে সগোপনে,—
নিরস্ত নয়, হস্তই তা'র স্থূল।

সূক্ষ্ম স্মৃতিরে রক্ষিয়া আজও তাই
অবেলায় তা'র রস-পানে রই ভোর;
সূক্ষ্মের দিকে শঠের দৃষ্টি নাই,
তাই তো তরুণ-দিনের স্মৃতিরে চোর
হরিতে পারে নি; খোঁপার সুবাস পাই;
স্থবির-নয়নে জমে শুধু আঁখি-লোর।

নিরালার দান

অশরীরী এক শ্রেয়সীর আনাগোনা
অনুভব করি থাকিলেই নিরালায়;
শরীরিণী-সম অবাক আঁখিতে চায়;
চুপিসারে চলে তাহার স্বপন-বোনা,—
তুলা-ধোনা সম স্বপনের আঁশ ধোনা
চলে মনে হয়; যত ভাবনায় পায়,
শরীরী হেরিতে উৎসুক বাসনায়
তত বেশী হই; যায় বুঝি কানে শোনা
না-শোনা কথার কাম্য কোমল রেশ!
দেহী চাহিবেই দেহীর আবেশ পেতে;
বাঙময় যদি হ'য়ে ওঠে পরিবেশ
মরমী-মরম চাহিবেই ডুবে যেতে
গহনে তাহার; এ স্বাদেরও নাই শেষ;
না দেখেও রই দেখা-সম স্বাদে মেতে।

মেহগনির পালঙ্ক

বাসরের এ পালঙ্ক যে কাষ্ঠে নির্মিত,
সেই মেহগনি বৃক্ষ সুঠাম-উজ্জ্বল
একদা করিত তৃপ্ত অরণ্য-অঞ্চল;
পবন বিশাল বন করিত ঝঙ্কৃত;
সমৃদ্ধির সে সুদিন এবে কাল-হৃত।
শুষ্ক কাষ্ঠে শিল্পার্জিত সরস সম্বল
এখনও পূর্ণিত করি' মিলন-মঙ্গল
ভাবুক রসিকে করে সান্নিধ্যে বিস্মিত।

ফাল্গুনের রস-ফল্গু শুষ্ক অঙ্গে ধরি'
রঙ্গময়তারে দীপ্ত এখনও সে করে;
শিল্পায়িত সুষমায় হৃদ্যতায় ভরি'
মুগ্ধ চিত্ত, স্থিতি দানে নিভৃত বাসরে।
কাননের মেহগনি-মধু-বার্তা স্মরি'
আনন আবিষ্ট হয় আশ্লিষ্ট প্রহরে।

রান্নাঘর

রাঁধিতে বাসিত ভালো রান্না-ঘরে বসি'।
কি কি রান্না করিবে গো এ ছুটির দিনে
হাসি-মুখে শুধাতেম, এনেছি তো কিনে
যা' যা' সব চেয়েছিলে ওগো মহীয়সী!
এত কষ্ট সহে কি গো গেহিনী রূপসী!
সে কহিত, স্বস্তি কোথা হাসি-মুখ বিনে,
ভোজন-বিলাসী তুমি নিয়েছি তা' চিনে।
সুখাবেশে শিরোবাস পড়িত যে খসি'।

ঘোমটা টানার আগে পৌর্ণমাসী-মুখ
নিরীক্ষণে নেত্র হোতো সোহাগ-পূরিত।
শমন কাড়িয়া নিলো এত সব সুখ;
নিরালায় হতাশায় এবে কাঁদে চিত।
স্মৃতি তো মরে না, তাই কান্না-ভরা বুক
ফাঁকা রান্না-ঘরে চেয়ে হয় যে শঙ্কিত।

রজকিনী রামমণি

সাধিকা যে রজকিনী — রামমণি - প্রেম
খনিময় অবনীতে নিকষিত হেম।
দ্যুতি এর রাস - রঙ্গ - অনুভূতি আনে,
কৃষ্ণ - রাধা - পরা - প্রীতি জাগায় যে প্রাণে,
জাগায় যে অপ্রাকৃত ব্রজ - রসোল্লাস
মুরলীর মনোহর মরমী উল্লাস।
তাই চণ্ডিদাস-গীতি প্রীতি-প্রতীতির
অচিন্ত্য অভেদ - ভেদ - বিভূতি গভীর
দিব্য - দোল - ঝুলনের নর্ম মর্মে আনি'
ধ্বনি - ধন্য বাগর্থের বিভা যায় দানি'।
স্বল্পতম শব্দ - যোগে যে অব্যক্ত ভাব
দরদী করিতে পারে ভব - ব্রজে লাভ,
পদাবলী তাই দেয় অবলীলা - ভরে
সিন্ধু - নিভ বাগ্ - ধারার লহরে — লহরে।

অনসূয়া - প্রিয়ম্বদা

অনসূয়া - প্রিয়ংবদা এ দুই সখির
সৌন্দর্য - মাধুর্য - স্নাত পূত কণ্বাশ্রম,
তা'রই মাঝে শকুন্তলা আরও অনুপম;
সমগ্র আশ্রম - ভূমি সখিত্বে নিবিড়
করিয়াছে; দুষ্যন্তের হৃদয় অধীর
তাহারে নেহারি' তাই। যা'-ই মনোরম,
তা'-ই পেতে প্রেম ধীরে যোগায় উদ্যম
গুপ্ত থেকে; এত তাই রহস্য মাটির।

পুষ্পিত আশ্রমে যেথা অনসূয়া রাজে,
প্রিয়ংবদা শ্রুতি যেথা ভরে সুধা - রবে,
সেথায় যৌবন শোভে নিজেরই সমাজে;
প্রেম সেথা না মাতিয়া রহিয়াছে কবে!
দোষিতে দুষ্যন্তে তাই আমি পারি না যে,
প্রেরণা যুগল সখি দিলো প্রেমোৎসবে।

পত্রলেখা

ভারতীয় সাহিত্যের শাশ্বত হর্ম্যের
মনোরমা নিবাসিনী তুমি পত্রলেখা!
চন্দ্রাপীড়-সহচরী — হে সুন্দরী একা
তুমি শুধু পুরুষের স্নিগ্ধ সখিত্বের
মর্মে মর্মে প্রবেশিলে মৌন মাধুর্যের
অনবদ্য মহিমায়। তব রূপ-রেখা
বাণভট্ট-শব্দ-চিত্রে ভাগ্যে হ'লে দেখা,—
তা'র শুভ্র সুখ-স্মৃতি সম্পদই মনের।

সখিত্বে সৌন্দর্য-স্নাত পুরুষ-নারীর
কল্পনাও করিতে যে কবিরা কৃপণ;
অনির্বাণ বাণভট্ট - চিত্রণে নিবিড় —
নগণ্যা হ'লেও তুমি অনন্য রতন।
কত রূপ ধরে প্রীতি কে করিবে স্থির!
'কাব্যে উপেক্ষিতা' তোমা বলে অজ্ঞজন।

ঊর্মিলা

তোমারে হেরিনু শুধু বিদেহ-নগরে
মধুময়ী বধূবেশে বিবাহ-সভায়
নিঃশব্দ নন্দিতা নারী। কবি-কল্পনায়
যবনিকা-অন্তরালে রহি' চিরতরে
ঘটনা-সংঘট্ট যত নম্রতার ভরে
করিলে যে বিলোকন। বাল্মীকি তোমায়
মনে কি রাখে নি সদা, অনিন্দ্য সীতায়
মূর্তি দিতে রামায়ণে অক্ষয় অক্ষরে!

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা সাহিত্যে অমর।
তব আত্মলোপে তা' যে হ'য়েছে সম্ভব,
উহ্য রাখি' সে কথা কি সাহিত্য-ভিতর
দেয় নি তপস্বী কবি তোমারে গৌরব?
যোগ্য অনুক্তিও কাব্যে সূক্ষ্ম সমাদর;—
অনুক্তিতে ঊর্মিলা যে চির অভিনব।

শৈবাল

হে শৈবাল, শ্যাম-স্নিগ্ধ সুন্দর শৈবাল,
কোমল মাধুর্যে তব অতি ধীরে ধীরে
সমাবৃত কর সুখে ঊষর মাটিরে;
ফুটি-ফাটা রুক্ষ ক্ষেতে — পাতো স্নেহ-জাল
করিতে কার্কশ্য যত বুঝি অন্তরাল!
কে না জানে দাহে দহে এই ধরণীরে?
কে না জানে নিদাঘের নির্দয়তা ঘিরে
অগ্নি-বর্ষী অবিচার করে বেসামাল?

তুমি শুধু কিছুতেই দমো না ধরায়;
সুযোগ সামান্য পেলে তা'রই ফাঁকে-ফাঁকে
স্নেহ-স্পর্শ বুলাইয়া দাহ-দগ্ধতায়
পেলবতা ঢেলে দাও; মালিন্যের পাঁকে
সৌন্দর্য সঞ্চার কর; সহজ সেবায়;
পঙ্কেও যে ঢালে প্রাণ, কে ভুলিবে তা'কে!

লতা

অসীম আগ্রহ-ভরে লতাইয়া যাই।
মাটিরেও জড়াবার সাধ অনিবার
জানি না আমার মাঝে কে করে সঞ্চার!
ঢল-নামা এ প্রীতির অবধি যে নাই!
পুষ্পিত পরাণে শুধু চুপে চুপে চাই —
এ প্রীতি-ভাবের হোক কাননে বিস্তার;
বিটপীতে — বিটপীতে — গুল্মেরও মাঝার
যোগ-সূত্র রচনার ব্রতে মাতি তাই।

লতানো ব্রততী-ব্রত; চির নম্রতায়
সহযোগিতার ভাব সহজেই আসে;
উচ্চ — নীচ না গণিয়া সবে যে জড়ায়,
শ্রেণী-বৈষম্যের বিষ নীরবে সে নাশে।
দীন যদি ভাবে তা'রে, কি বা আসে যায়।
তবু লতা লতাবেই সহজ বিশ্বাসে।

মাধবীলতা

মাধবীলতায় থোকা থোকা ফুল ধরে।
শ্বেত-রক্ত পুষ্প-পুঞ্জ কুঞ্জ-বীথি ভরি'
বাতাসে দুলিতে থাকে; সানন্দে শিহরি'
হেমন্তের শান্ত-স্নিগ্ধ সমীর-লহরে
প্রফুল্লিত প্রীতি-ভাব সঞ্চারিত করে।
পিপীলিকা-পতঙ্গেরা লতাকুঞ্জে চড়ি'
নিঃশব্দ সান্নিধ্য তা'র সুখে ভোগ করি'
প্রীতি-জয় ঘোষে বুঝি পৃথিবীর 'পরে!

হেমন্ত-শীতেরে যদি ভাবো অসুন্দর,
সে ভুল ভাঙিয়া যাবে এ কুঞ্জ হেরিলে;
অকৃপণ সৃষ্টি তা'র চির মনোহর
ভালোবাসা সকলেরে দিলে আর নিলে;
থোলো থোলো ফুল-দলে ঝলে সূর্যকর;—
সে সূর্য কি ঝলিছে না তোমারও নিখিলে!

সন্ধ্যামণি

সন্ধ্যাকালে ফোটো কেন তুমি সন্ধ্যামণি?
"সারাদিন অবসানে নামিলে আঁধার
আনন্দের অবধি যে থাকে না কো আর।
জানি মনে, অন্ধকারে ঢাকিলে ধরণী
তমিস্রা-স্তম্ভিত পথে মৃদু পদ-ধ্বনি
করিতে করিতে আসে—আমি মুগ্ধ যা'র
মহা প্রেমে—সে দয়িত; হৃদয় আমার
ফোটে তাই; আপনারে ভাগ্যবতী গণি।

আমারে সে সংশয়িত রাখিতে না চায়।
চন্দ্র-দীপ্তি জ্বালে নভে, নক্ষত্র-নিকরে
নীলাভ্র-গম্বুজ সুখে সাদরে সাজায়,
অলিন্দে—অলিন্দে দীপ ঘরে-ঘরে ধরে;
খদ্যোতের ঝিকিমিকি শত বীথিকায়—
তা'রই দান; তাই ফুটি তা'রই লীলা-ভরে।"

ইবন্ বতুতার স্মৃতিতে

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তব পড়িতে পড়িতে
মুগ্ধ কৌতূহলে কাটে কত না প্রহর!
মিশরীয় হে মনীষী, দেশ-দেশান্তর
ভ্রমিলে অদম্য হর্ষে রোমাঞ্চিত চিতে।
কত জন—জনপদ দেখিতে দেখিতে,
কত সঙ্গ-সুরভিত মধুর-ঊষর
দৃশ্য-রসায়িত চিত গ্রন্থ-কলেবর
করিল অমৃত-পূর্ণ সবারে নন্দিতে!

সুধা-স্নাত এ ভারতে—রম্য বঙ্গ-দেশে
এসেছিলে ভাবি যবে ভ্রমণ-পিয়াসী,
কালোত্তীর্ণ উত্তালতা চিত্ত-তলে এসে
আরও যেন বেশি ক'রে কথা রাশি রাশি
ঢেলে যায়; পর্যটনই মনে হয় শেষে
শ্রেষ্ঠ হেথা নর-চিত্ত তুলিতে উদ্ভাসি'।

গির্ণার-পাহাড়

গির্ণার-পাহাড়-বন সিংহের গর্জনে
মুখর যখন হয়, অন্যান্য প্রাণীরা
ভীত—ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে; যত বপ্র-ক্রীড়া
বন্ধ হয়; রব-হীন বিহঙ্গ কাননে
উড্ডীন হ'লেও কভু, আরাব-শ্রবণে
শ্লথ করে আহার্যের তরে ঘোরাফিরা।
পশুরাজ-ধ্বনি-মন্দ্র সঞ্চারে যে ব্রীড়া,
স্ব-শব্দ শ্বাপদ অন্য তুচ্ছ বুঝি গণে!

হস্তী নহে—ব্যাঘ্র নহে—সিংহে পশুরাজ
আখ্যাত ক'রেছে নর মহিমায় তা'র
স্বীকৃতি দিয়েছে দেখি' শ্বাপদ-সমাজ।
স্মরণীয় সিংহ-ক্ষেত্র গির্ণার-পাহাড়
জৈন-তীর্থ অহিংসার কান্তারের মাঝ
কান্তিময়, পান্থে দানে দিশা সুপন্থার।

নালন্দা

নিদ্রাচ্ছন্ন নালন্দার উত্তুঙ্গ বিহার
জাগিবে কি পূর্ব মত! আসন্ন উষাতে
সেবা-তৃপ্ত সমীরের মৃদু স্পর্শাঘাতে
সে ভিক্ষুরা-শ্রমণেরা খুলিবে কি দ্বার
স্থবিরেরা করিবে কি বিদ্যার্থীরে আর
চমকিত, পুলকিত জ্ঞান-রশ্মি-পাতে!
সঙ্কেত দিবে কি আর বিদগ্ধ-সভাতে
থের-বৃন্দ লভিবারে শান্তি শূন্যতার!

মহানিদ্রাবিষ্ট পূর্ব নালন্দারে তবে
ডাকিয়া কী লাভ হবে! হয়তো এখন
বিসর্জিয়া পূর্ব-লব্ধ ঐতিহ্য-বৈভবে
নিরঞ্জন নির্বাণে সে আছে নিমগন!
পুরাতত্ত্ব প্রচারিয়া লব্ধ কিছু হবে?
কেন খোল মৃত্তিকার মৌন আচ্ছাদন!

ভারত-পথিক হিউয়েন সাঙ্

মৈত্রীময় বৌদ্ধ-ধর্ম-পারিজাত-বাসে
বিভোর-বিমুগ্ধ হ'য়ে চৈনিক শ্রমণ
ভারত-ভ্রমণে এলো। পুণ্যার্দ্র জীবন
হর্ষবর্ধনের দেশে ভরিল উল্লাসে।
ধর্ম-জ্ঞান অর্জনের অদম্য উল্লাসে
করিল যে প্রাণ-পণ — অসাধ্য সাধন,
যত পাঠ করি' তা'র শুভ্র বিবরণ,
শ্রদ্ধায় — সম্ভ্রমে সত্তা স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে।

তখনও নালন্দা-দীপ্তি হয়নি নিঃশেষ,
বঙ্গ-দেশে তাম্রলিপ্তি বন্দর প্রধান,
বারাণসী — প্রয়াগেতে বৌদ্ধ-ধর্ম-রেশ
তখনও করিছে তৃপ্ত উৎকর্ণের কান।
তীর্থে তীর্থে ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি নির্নিমেষ
অনির্বাণ নির্বাণের শুনিল উদান।

আদিম ভাষা-চিত্র

নমনীয় — কমনীয় ভূর্জের কঙ্কালে —
তাল-পত্রে — তুলট-কাগজে অভিরাম —.
তাম্র-পত্রে — শিলা-শিল্প-লিপিতে সুঠাম
আদি যুগে মনস্বীরা দিব্য কৌতুহলে
রচিল রুচির কত বর্ণ-মালা-দলে।
এখনও র'য়েছে তা'র ঐতিহাসী দাম;
স্থায়ী হ'ল এ ভাবেই আদি মনস্কাম।
সার্থক এ সুধা-স্বাদ মর-মর্ত্য-তলে।

শিল্প-বোধ — বোধি যত বিচিত্র চিত্রণে
প্রতিভা-প্রযত্ন লভি', শিল্পিক পরিধি
ব্যাপক করি' যে মুগ্ধ বিদগ্ধের মন
করে সদা। সীমাহীন চিত্রণেরও বিধি।
মৌল ভিত্তি ভাষা-চিত্র মোহন অঙ্কন —
চিত্তোদধি-মন্থনোত্থ স্বজ্ঞা-লব্ধ নিধি।

যাদুঘরের যাদু

লক্ষ যাদুঘর হ'তে বক্ষের ভিতরে
কা'দের কোমল স্মৃতি করে আনাগোনা;
চর্ম-চক্ষে দেখিনি তো — নাই জানা শোনা
তবু তা'রা মর্ম মোর অহরহ ভরে;
নানান মুহূর্তে শুধু নানা মূর্তি ধরে;
চলে শুধু উচ্ছলিত স্বপ্ন-জাল বোনা;
সূক্ষ্ম-স্বপ্ন-স্মৃতি-তুলা হ'তে থাকে ধোনা;
লঘু তা'রা চতুর্দিকে উড়ে উড়ে পড়ে।
কাল-কালান্তর-ব্যাপ্ত সভ্যতার বাস
বয়ন হ'তেই থাকে, না জানি কেমনে;
অলক্ষিত নিরলস মাধুর্যে উদাস
সন্তর্পন সমারোহ এ কী এ ভুবনে!
লক্ষ যাদুঘর হ'তে নিশ্বাস-প্রশ্বাস
নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আসি' মেশে ক্ষণে ক্ষণে।

অনির্বাণ বাণী

অনির্বাণ বাণী তা'র, বীণাপাণি যা'রে
পরম প্রসাদে তৃপ্ত করে ধরণীতে।
হোমর - বাল্মীকি - ব্যাস সুদূর অতীতে
রাখিল শাশ্বত করি' বাণী - সাধনারে।
সে সাধনা - সরণীতে পথিক সবারে
চলিতে আকৃষ্ট করে, হেরিতে — হেরিতে
বিকচ পুষ্পিত শোভা শুধু চারিভিতে।
সে-ই ধন্য, বাণীময় যে করে সত্তারে।

দেহ - লুপ্তি দেহী - পরিণাম ইহধামে;
বাণী - মূর্তি লভিবার আকাঙ্ক্ষায় তাই
আমরণ সাধনায় যা'রা অ - বিরামে
যত্নপর, তাহাদের মৃত্যু বুঝি নাই।
স্বার্থ-দুষ্ট ভণ্ড - ভ্রষ্ট সাধনার নামে
কলুষিত করে পৃথ্বী — সারস্বত-ঠাঁই।

ধ্বনি

ধ্বনি কী! ধ্বনি কী! শুধায় শতেক জন।
ধ্বনি - রহস্য কহিবে সাধ্য কা'র!
ধ্বনি - রসময় এ নিখিল সংসার।
বাসনা - সাগরে ঊর্মির আলাপন
শুনিতে - শুনিতে সংবিৎময় মন
পরিচয় লভে আনন্দে আপনার।
সে ব্যঞ্জনার তুলনা কি আছে আর!
ধ্বনি - রস — তা'রই স্তম্ভিত নিষেবণ।

সে পরম রসে চরাচর রসময়।
ধ্বনি আর রসে অচিন্ত্য ভেদাভেদ।
চর্বণে তা'র যে - ই পায় পরিচয়
ঘুচে যায় তা'রই স্থূলতার যত ক্লেদ।
লহমায় ধ্বনি ক'রে দেয় শেষে লয়
রসময়তায় ব্যক্তিরও বিচ্ছেদ।

হরফ

ধ্বনিরে ধরিতে হরফের ব্যবহার
করিলেও, ধ্বনি হুবহু যায় না ধরা;
প্রতীকের রূপে নিয়ত প্রয়োগ করা
চলে বটে, তাই প্রয়োজন সদা তা'র
বাচনে — রচনে দেখা যায় অনিবার।
বসুন্ধরা যে শাশ্বতী মনোহরা
অগণিত রূপে; অর্বুদ ভাঙা-গড়া
চলিছেই, তা'রও ভাষণের দরকার।

ভাষাই আভাসে ধ্বনিতে প্রকাশ করে
যাবতীয় ভাব; ছাপায় হরফে তা' যে
প্রতীকের রূপে পুঁথিতে মূরতি ধরে;
অধরারে লভে মানুষ তাহারই মাঝে।
সভ্যতা পায় ব্যাপ্তি যে চরাচরে; —
অরূপ ধ্বনিও হরফ-রাজিতে রাজে।

কাব্য

শব্দেরা কবির চিত্তে ভিড় ক'রে আসে। —
কে আগে — কে আগে তা'রই প্রতিযোগিতার
অন্তহারা আবেদন শুধু দুর্নিবার।
অতি-সূক্ষ্ম কাব্যাত্মার অমেয় উদ্ভাসে
শ্রেণী-বদ্ধ শব্দ-মালা পরস্পর পাশে
সজ্জিত হ'তেই থাকে। এ শব্দ-সম্ভার
নিঃশব্দে কাব্যেরে দেয় অপূর্ব আকার;
সর্ব সত্তা ভরি' তোলে দিব্য রসোল্লাসে।

কবি কাব্য-স্রষ্টা, তবু সৃজন-মাধ্যম, —
সবিকার — নির্বিকার অমৃত-আধার
ধ্যান-রসাহৃত ধ্বনি, রক্ষা করি' ক্রম
কাব্য-রূপ লভি' তৃপ্তি যোগায় সত্তার।
কাব্য তাই এ সংসারে সম্পদ পরম; —
রস-মুক্তি দিতে আর সাধ্য আছে কা'র!

সর্বচিন্তাভুক

কবিরা জগতে কিন্তু সর্বচিন্তাভুক।
সহস্র সহস্র চিন্তা—স্বপ্ন চরাচরে
মুহুর্মুহুঃ মূর্তি ধরে; বস্তুর সাগরে
অফুরন্ত ঊর্মি-সম প্রকাশে উন্মুখ;
সে লক্ষ তরঙ্গ-রোলে ভরে কবি-বুক।
সে ভাব-তরঙ্গ তা'রা কাব্যাধারে ধরে;
এ ভাবেই অহর্নিশ অসীম সুন্দরে
মূর্তিমন্ত করিতে যে তাহারা উৎসুক।

ভাব-চিন্তা স্বপ্নেরা যে এত মনোহর,
জগতের—জীবনেরও ঐশ্বর্য যে এরা,
এ সত্যেরও উপলব্ধি-উচ্ছ্বাসে অন্তর
প্রসন্ন করিতে পারে কবি-সাধকেরা।
লক্ষ লক্ষ কাব্য-ভাণ্ড অমৃত-নির্ঝর
পানে তৃপ্ত চরাচর বৈচিত্র্যের সেরা।

শব্দ-লীলা

শব্দে-শব্দে চারিধার বাজিছে নিযত।
কান পাতি—নাহি পাতি, কি বা আসে যায়!
লক্ষ কোটি শব্দ শুধু কানে নিরালায়
বেজে যায়। শব্দ করা কা'র বুঝি ব্রত!
শব্দে—শব্দে সবারে সে করিবে সতত
তাহারই তিয়াষী সুখে সুন্দর ধরায়।
অপূর্ব এ শব্দ-যাদু কাহারে না পায়!
শব্দ-সঙ্গীতের স্বাদ অমৃতেরই মত।

পশু-পাখী-পতঙ্গের সূক্ষ্ম শব্দ-জাল,
বিটপী-লতার শব্দ, বারি-তরঙ্গের
রঙ্গ-ভঙ্গময় শব্দ সকাল-বিকাল—
গোধূলি-নিশীথ ভরি' লুব্ধ হৃদয়ের
কাছে—কাছে, মুহুর্মুহুঃ সর্ব-অন্তরাল
লুপ্ত কি করার ছল নহে বল্লভের!

অভিধানের শব্দ-সঙ্গ

অতিকায় অভিধান ঘাঁটিতে — ঘাঁটিতে
অসংখ্য শব্দের সাথে হ'ল পরিচয়; —
পাশাপাশি মিলে-মিশে তা'রা সবে রয়,
থাকে মহাসভ্যতার পরিচয় দিতে।
রহস্য-লীলার খনি এই পৃথিবীতে
যে সভ্যতা বিবর্তনে মহামৃত্যুঞ্জয়,
অভিধান — শব্দ-সিন্ধু তা'রই কথা কয়।
শব্দ-সঙ্গ তাই আর পারি না ভুলিতে।

অভিধানে সুবিধৃত শব্দের পাহাড়, —
সমগ্র কেহ কি পারে মস্তিষ্কে ধরিতে!
অর্বুদ — অর্বুদ নর করে অনিবার
ব্যবহার যথা খুশি, জানাতে — জানিতে
অতলান্ত চিত্ত-কথা। সভ্যতা-ভাণ্ডার
এত ক্ষুদ্র — সুবৃহৎ কী আছে মহীতে!

বৈয়াকরণ

ভাষার বহতা ধারা নদী-সম বহে।
বৈয়াকরণের প্রজ্ঞা দিব্য কৌতূহলে
বাগর্থ-তরঙ্গ-রঙ্গ সন্ধিৎসার বলে
আবিষ্কার করি', তা'র নিয়ম আগ্রহে
স্বতঃই প্রয়োগকারী সকলেরে কহে।
সুষ্ঠু ব্যবহারে তাই বিদগ্ধ সকলে
সানন্দ প্রয়াস করে সদা এরই ফলে;
ধারাবাহী সুস্থিতিও ভাষার যে রহে।

সূত্র-বৃত্তি-ভাষ্য-ব্যাপ্ত ত্রিমুনি-প্রজ্ঞার
ব্যাকরণ-অভিজ্ঞান সংস্কৃত-ভাষায়
হিমাদ্রি-সদৃশ রাজে উত্তুঙ্গ-সম্ভার।
পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি-প্রভায়
স্বাস্থ্যশ্রী যে সুরক্ষিত সংস্কৃত ভাষার।
বৈয়াকরণের দানও গ্রাহ্য সভ্যতায়।

রস - পরিচয়

কটু - তিক্ত - অম্ল - রস কষায় — মধুর
রসনার তৃপ্তিকর সেবিতে — সেবিতে
সুস্থতাই লভে দেহী স্বাদ - লব্ধ চিতে।
শৃঙ্গারাদি নব-রসে কাব্য রসাতুর,
অমেয় আনন্দময় ব্যঞ্জনার সুর, —
মন - রসনায় তা'র স্বাদ নিতে — নিতে
ব্রহ্মাস্বাদই উপলব্ধ হয় এ মহীতে;
নন্দন - বাসর সম লাগে ভব - পুর।

শান্ত - দাস্য - সখ্য আর বাৎসল্যের সাথে
মধুর - রসের দিব্য উন্মাদনাময়
লীলাময় - লীলাত্মক প্রেমের পূজাতে
ভব - ব্রজে নর - জন্ম চরিতার্থ হয়।
রসেরও অবধি নাই, যে রসে যে মাতে,
পায় তা'তে রসময় - রস - পরিচয়।

প্রকাশক

সম্পাদিবে সম্পাদক, লেখক লিখিবে,
প্রকাশিবে প্রকাশক, — এই শুধু কাজ;
তবু কত রহস্য যে করিছে বিরাজ
তা'র মাঝে, কে বা তা'র সব তত্ত্ব দিবে!
মুদ্রণ-গহন কে বা নির্ণয় করিবে!
কাগজে মুদ্রিত কথা হ'য়ে ভাঁজ-ভাঁজ
লভি' কত রম্য - কাম্য — রঙ্গময় সাজ
ভরে ধরা কভু শিবে — কখনও অশিবে।

প্রকাশক বিকাশক, — বন্ধু লেখকের,
পাঠকেরও মিত্র সে যে, — 'হাইফেন' যেন।
মুদ্রাকর ভার নেয় গ্রন্থ মুদ্রণের; —
রহস্যের কেন্দ্র তবু প্রকাশকই কেন!
যোগাযোগ ধারয়িতা সে যে সকলের, —
গ্রন্থ - রাজ্যে মধ্যমণি কে বা তা'র হেন!

অভাগার সৌভাগ্য

পথের কুকুর আর পথের বালক
দু'জনেই দু'জনার খেলার দোসর;
কাহারও যে নাই কোন নিবাসের ঘর,
কাহারও ভুবনে নাই কেহ যে পালক।
দু'জনেবে সঙ্গ দিয়া হয় সহায়ক
যুগলের আহ্লাদের দোঁহে নিরন্তর;
ধূলায় গড়ায় দোঁহে—তবু কী সুন্দব!
এ সখ্য দেখার কা'ব নাহি হয় শখ!

ভাগ্যহত দু'জনেই, দুঃখ তবু নাই;
বিধি-দত্ত আলো-বায়ু-খাদ্য যাহা পায়
অকৃত্রিম আনন্দ যে তা'তে সর্বদাই।
লোভ-লুব্ধ নগরের ঘৃণ্য মত্ততায়—
অসাম্যের শাঠ্যে তা'রা নিত্য চাই-চাই
করে না তো; তাই ধন্য রণ্য বসুধায।

মর্ম্মরের সিংহ

দু'টি মর্ম্মরের সিংহ আমার টেবিলে
র'য়েছে অনেক দিন। পাঠেব সময়
মনে হয মোর পানে তা'রা চেয়ে রয়,
শোনে পাঠ হয়তো বা দু'জনেই মিলে।
লোকে বলে, "জড় বস্তু নিষ্প্রাণ নিখিলে।"
প্রসারিত কল্পনায় তবু মনে হয়,—
বিশ্ব-প্রাণ-শক্তি হ'তে তা'রা ভিন্ন নয়,
অন্তর্লীন দৃষ্টি দিয়ে দেখিতে জানিলে।

স্তম্ভিত হিংস্রতা যত মর্ম্মবের মাঝে;
সিংহ দু'টি বুঝি কয়, "সৃষ্টিকর্তা তব,
তোমারেও চাহে এই অহিংসর সাজে।
সৃষ্টি-গেহ হবে তা'র তবে অভিনব।"
নিগূঢ় সম্পর্ক জড়ে-চেতনে বিরাজে,—
অশেষ অচিন্ত্য লীলা, কত আর ক'ব!

পেরুর ভূমিকম্প

(চল্লিশ-সেকেণ্ডব্যাপী প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ৩১শে মে, ১৯৭০-এ দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর অন্তর্গত ইয়ংগ্যে -নামক পার্বত্য শহরে রাণ্‌রাহিকা - গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়।)

লণ্ড-ভণ্ড-করা এক চণ্ড ভূকম্পনে
ইয়ংগো'র অন্তর্গত পাড়াগাঁ তাহার
সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হ'ল। কয়েক হাজার
নরনারী মৃত্যু-মগ্ন মুহূর্ত-স্পন্দনে;
অগণিত অন্য প্রাণী নিশ্চিহ্ন মরণে
লুপ্ত হ'ল নিসর্গের সহি' অত্যাচার;
সহস্র শব্দেও তা'রা জাগিবে না আর।
নট-নৃত্যে সৃষ্টি—ধ্বংস সাধে সে ভুবনে,
অনন্ত লীলার স্বাদে তৃপ্তি আসে কা'র!
রহস্যের মায়াজাল-ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে
সে কি বলে : "অন্ধ জীব কোরো না বিস্তার
অহঙ্কার-দম্ভ আর; নিজ-নিজ মনে
সসীমতা উপলব্ধি করো আপনার
প্রেম-যোগ রক্ষা করি' অসীমেরই সনে।"

ভূপালের গ্যাস-দুর্ঘটনা

ভূপালের ভয়াবহ গ্যাস-দুর্ঘটনা
লক্ষ জনে হতাহত করিল যখন,
স্বতঃই যে চিন্তাবিদ—প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞগণ
বুঝিল, মুনাফা-লোভই সৃজে প্রবঞ্চনা।
স্বার্থপর ব্যবসায়ী অতি-ক্ষুদ্রমনা
রিপু-জালে বিজড়িত থাকে বলি', মন
ভুলে যায় নৈসর্গিক সৌম্য সম্মিলন;
সভ্যতার শ্রেষ্ঠাদর্শ সম্প্রীতি-সাধনা।

প্রাণীলোকে মেরুদণ্ডী মানবই প্রধান;
কী আশ্চর্য, তবু নর নরে ভয় পায়;
ব্যবধান সাম্যে হবে কবে অবসান!
অমল প্রশান্তি কবে আসিবে ধরায়!
মানবিক মাধুরীর হ'লে অভ্যুত্থান,
স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে স্নিগ্ধ বসুধায়।

অকৃতদার

ডাক দিয়ে যা'রা গিয়েছে জীবন-পথে,
সময় অভাবে না লভিয়া অবসর,
কানে শুনিয়াও, রহিয়া নিরুত্তর,
এগিয়ে গিয়েছি অচপল থাকি' ব্রতে;
জটিলতা যত এড়িয়েছি কোন মতে।
রোগ-জরা করে এবে হায়, জরজর;
যা'রা ডেকেছিল, সবাই বেঁধেছে ঘর;
সান্ত্বনা দিবে কে আর ভাগ্যহতে!

একাকী থাকার অজুহাতে দিলে ফাঁকি,
কে আর ডাকিবে অবেলায় কা'রে ঘরে!
সবাই পথিক; করিবেই ডাকাডাকি
সঙ্গী করিতে—সঙ্গ পাবার তরে;
অশান্ত মনে শান্ত তবুও থাকি'
ভাবি,—লীলা যা'র পারাপারও সে-ই করে।

দিধিষূ

দিধিষূরে শুধু শুধাবার সাধ জাগে,—
ভুলিতে কি পারে প্রথম প্রেমের কথা
কেহ কোন দিন? অতীতের আকুলতা
জাগিয়া থাকিয়া হৃদয়ের পুরোভাগে,
তা'রে না ভুলুক,—চাহে না কি অনুরাগে?
প্রথম প্রেমের ব্যাপকতা-গভীরতা
অতুলনীয় যে; তাই যা'রা প্রেমব্রতা,
দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গ কভু কি মাগে?

দিধিষূ দ্বিতীয় পতিরে কী ক'রে বরে?
প্রথম স্বামীর স্মৃতি কি সাধে না বাদ?
দেহের পিপাসা যে ভাবেই রূপ ধরে,
প্রেম বিহনে যে একেবারে বিস্বাদ।
বিবাহ যা'রে যে একবার ভবে করে,
তা'র মাঝে কেহ কখনও মিশায় খাদ!

বারবনিতা

কী আশ্চর্য! রম্য-কাম্য নর-কল্পনায়
উর্বশী-মেনকা-রম্ভা — অপ্সরী সুন্দরী
দেবেন্দ্র-সভায় রাজে স্বর্গ আলো করি'
যেমন ভূলোক-ভরা বারবনিতায়।
কাম-পঙ্ক ধৌত করি' সেথা তমিস্রায়
ব্রত-ভ্রষ্ট নর রাজে সৌম্য বেশ পরি'।
মৈত্রী-প্রেমে লাম্পট্যের কাপট্য উত্তরি'
সভ্যতা কি বিকশিত হবে না ধরায়!

চতুরাশ্রমের চর্যা সাফল্যমণ্ডিত
করার প্রয়াস কবে হবে সামগ্রিক!
চিত্ত-পদ্ম সকলের পূর্ণ প্রস্ফুটিত
হ'লেই কৃতার্থ হবে মানব-পথিক।
নিরাকারে সাকারতা হ'লে সমর্পিত,
লয় পাবে ভোগী-স্বর্গ-স্বপ্ন কাল্পনিক।

নর্তকী

দেহের সৌষ্ঠব ছিলো, ছিলো সূক্ষ্ম শিল্পের চেতনা;
অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গ-ভরে নৃত্য-ছন্দ হিল্লোলিত তাই।
নর্তকীর সে-মাধুর্যে সমাবিষ্ট হ'তো যে সবাই।
অতুল্য — অমূল্য ছিলো মর্ত্য-লোকে তাহার সাধনা।
মহাকাল লৌল্য-বশে ধীরে ধীরে রূপ-বহ্নি-কণা
আহরিয়া নিলো সবই, রেখে গেলো নির্বাপিত ছাই;
লোল চর্মে — অক্ষি-পুটে লাবণ্যের কিছু আর নাই;
বার্ধক্যের জড়িমায় সে কি তাই থাকে অন্যমনা!

এই দেহ — এই নৃত্য — এই শত শিল্প-কুশলতা
দুলায়ে — ভুলায়ে গেছে এক যুগে কত বিদগ্ধেরে।
স্মৃতি-ছায়াচ্ছন্ন যত মায়াময় মৌন বিষণ্নতা
এখন সে মত্ত-মুগ্ধ-উদ্বেলিত যৌবনেরে ঘেরে।
নব নর্তকীরে ঘিরে জনতার জাগে মুখরতা।
কী নিষ্ঠুর অভিনয়! কালই হায় নাচায় নরেরে।

জন্ম - পত্রিকা

স্বল্পস্থায়ী এ জীবন; রহস্য তাহার
তবু কিন্তু মানবের সাধ জানিবার।
জ্যোতিষের তা'রই তরে হেথা অভ্যুদয়।
কার্য-কারণের সূত্র সে-শাস্ত্র নির্ণয়
করিবার তরে করে অমেয় প্রয়াস।
ভবিষ্যের কোন ভাবে লভিলে আভাস,
জন্ম-লগ্ন — মৃত্যু-লগ্ন একাকার হ'য়ে
বাস্তব জীবনে যায় সীমাহীনে ল'য়ে।

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব হ'য়ে অবসান
উপলব্ধ হ'তে থাকে, — অনন্ত এ প্রাণ
কোটি রূপে রূপান্তরে চলোর্মির প্রায়
অনাদ্যন্ত সিন্ধু-বুকে আনন্দে মিলায়।
জ্যোতিষের জ্যোতির্ময় মহামহোল্লাস
কোটি জন্ম-পত্রিকারে করে সপ্রকাশ।

জন্ম - তিথি

জন্ম-তিথি পালনের প্রয়োজন নাই।
প্রতি দিন — প্রতি তিথি — পল অনুপল
আসে — যায় জীবনের সাধিয়া মঙ্গল;
সর্ব কালই জন্ম-তিথি সকলের তাই।
মুহূর্তে মুহূর্তে সবে উল্লঙ্ঘিয়া যাই
পূর্ব-পূর্ব মুহূর্তেরে। এই ভূমণ্ডল
কোন্ গূঢ় গুপ্ত ভাবে জনম সফল
করে কা'র, কেহ তা'র সন্ধান কি পাই!

জনমের পূর্বেও যে পূর্ব জন্ম আছে;
চিহ্নিত জন্মেরও আছে লক্ষ জন্ম-থর;
কোন্ জন্ম-পল গণ্য হবে কা'র কাছে!
এক রূপ হ'তে চলে নিত্য রূপান্তর।
সমুদ্রের কোটি ঊর্মি আগে-পাছে নাচে; —
আদি-অন্ত-হারা সিন্ধু, কী বিস্ময়কর!

জন্মদিন

নাম-রূপে সীমিত এ সুন্দর ভুবনে
মোর জন্ম-লগ্নে স্মরি' শঙ্খের ধ্বনিতে
আনন্দ বাজাতে যা'রা ব্যস্ত চারি ভিতে,
তা'দের শুধাতে সাধ জাগে ক্ষণে ক্ষণে,—
খণ্ড-দৃষ্টি পোষে তা'রা কেন অকারণে?
সে চাহিল লীলাবেশে নিজেরে সৃজিতে
বহু ভাবে—বহু রূপে, তাই এ মহীতে
মনুষ্যের আগমন লগনে—লগনে।

এই মহাদৃষ্টি নিয়ে সকলে সবার
সৃষ্টিতে রহিলে হৃষ্ট অনিষ্ট তো নাই;
অন্যথায় পুষ্ট হয় দুষ্ট অহঙ্কার,—
বৃথাই ঘোষিত হয় মিথ্যার বড়াই।
জন্মদিন! কা'র জন্ম এককই তাহার
সৃজনেরে কোটি ভাবে করিছে যাচাই।

শতবর্ষ আয়ু

শত বর্ষ আয়ু যদি ঋষির বিহিত
লভে কেহ, নিঃসন্দেহ সুদীর্ঘ জীবন
মর্ত্য-লোকে লভিল সে, কহিবে স্বজন।
সওয়া পাঁচ কোটি মাত্র মিনিটে গঠিত—
তবু তো সে দীর্ঘ আয়ু; চলোর্মি-ক্ষোভিত
কাল-সিন্ধু-মহাগ্রাসে থাকে কত ক্ষণ।
অসাধ্য যে চিহ্ন তা'রও করা নিরূপণ।
অনিবার্য অবসানই চির নির্ধারিত।

সওয়া পাঁচ কোটি মাত্র মিনিটের মালা
মুমূর্ষুর কণ্ঠ-লগ্ন লীলাচ্ছলে করি',
মহাকাল নির্বাপিয়া শেষে জন্ম-জ্বালা
লয় তা'র অনির্দেশ্য সে লীলা সম্বরি'।
কৌতুকে সে রচে না কি অনন্ত নিরালা!
বৃথা আয়ু,—বৃথা দম্ভে হই আত্মম্ভরি।

মূর্তির অমরত্ব

মহাসত্ত্ব মানবের অমর স্মৃতিরে
মূর্তিমন্ত না রাখিলে প্রস্তরে-মর্ম্মরে
জনাকীর্ণ রাজপথে, স্মৃতি-বেদী 'পরে,
পবিত্র প্রান্তরে—ঘরে শেষে ধীরে ধীরে
সে ঐতিহ্য লুপ্তি লভে কালান্ত তিমিরে।
রুষ্ট হ'য়ে দুষ্টজন অবজ্ঞার ভরে
তখন সে স্মৃতিরেই অস্বীকার করে।
অন্ধকার চারি-ধার ফেলে হায় ঘিরে।

অতীতের ঐতিহ্যের যত অবদান
প্রাণে-মনে নিতে হবে উন্নতিরই তরে।
অতীত যাহার নাই, তা'র বর্তমান—
ভবিষ্যৎ সবই নষ্ট-ভ্রষ্ট পৃথ্বী 'পরে।
মহতের মহিমায় না পূরিলে প্রাণ;
জড় মূর্তি শাশ্বত কি রহিবে মর্ম্মরে!

ভবিতব্য

যে নিষাদ প্রেম-মুগ্ধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের
মিলন সহিতে নারে, শোক-দীর্ণতায়
অভিশপ্ত করি' তা'রে মর-মৃত্তিকায়
কী লাভ হে ঋষি কবি, ক্রৌঞ্চ-যুগলের?
মহাকাল-তমসার তূর্ণ প্রবাহের
নির্ব্বিকার গতি কভু থামানো কি যায়!
বাণ-বিদ্ধ করিবেই ব্যাধও প্রেমে হায়!
শ্লোক—সে তো স্তোক-বাক্য বিবক্ষু বক্ষের।

আরেক তমসা কবি, জানি কাব্য-কথা;
মহাকাল-তমসারে প্রতিযোগিতায়
হারাতে সদাই ব্যগ্র; তবু বক্ষ-ব্যথা
প্রশমিত কভু হয় তায় এ ধরায়!
শাশ্বত যে হৃদয়ের রোরুদ্যমানতা।—
শুদ্ধ সীতা-প্রেমও ক্লিষ্ট রক্ষঃ-রিরংসায়।

'পথের পাঁচালী'

অপু-দুর্গা ডাকে মোরে — সর্বজয়া ডাকে।
নিশ্চিন্ত 'নিশ্চিন্দিপুর' — নিরালা প্রকৃতি
ডাকে মোরে। নিসর্গের শোভা — গীতি-প্রীতি
মাধুর্য নিয়ত মনে ঢালিতেই থাকে।
ললিত লাবণ্য যত পল্লী-পথ-বাঁকে —
মাঠে-ঘাটে ভুলাতেই থাকে নিতি-নিতি।
কে ভুলিবে প্রাণোচ্ছল সঙ্গী-সাথী-স্মৃতি! —
কারুণ্যে বিষণ্ণ করে নিত্য যে সত্তাকে!

দু'দিনের মর্ত্য-বাসে এ কী উচ্ছলতা!
নিরবধি এই পথ। পথের পাঁচালী —
একতারা — বাজাতেই থাকে কোটি কথা;
রোমাঞ্চিত — রসাবিষ্ট করে বুঝি খালি!
এ পাঁচালী-মর্ম-লব্ধ দুর্মর বারতা —
সাহিত্য-গগনে যেন চাঁদ এক ফালি!

'আম-আঁটির ভেঁপু'

আমের-আঁটির ভেঁপু শুনিতে কি পাও,
বাজে ওই — বাজে ওই নিশ্চিন্দিপুরেতে!
অপুরা — দুর্গারা বুঝি ক্রীড়ানন্দে মেতে
বাজায়ে — বাজায়ে যায়। চিত্তেরে উধাও
করে না সে ধ্বনি-গ্রাম! চাও — নাহি চাও,
তবু যত সমুৎফুল্ল সঙ্গী-সঙ্গ পেতে,
প্রফুল্ল প্রকৃতি-পুরে বারে-বারে যেতে
প্রেরণা পাবেই, পাছে যেতে ভুলে যাও।

ত্বরা-তপ্ত — কর্ম-ক্ষিপ্ত — দৈন্য-দীর্ণ প্রাণ
ফেলে-আসা লীলা-লুব্ধ কৈশোর-শৈশবে
চাহিবেই ফিরে-ফিরে স্মৃতি-রস-স্নান
সানন্দে করিতে শুধু। পূর্ব ভেঁপু-রবে
তোমারই অপূর্ব-দুর্গা শোনো গাহে গান।
নিশ্চিন্দিপুরের সুর সাঙ্গ কভু হবে!

মেঘ - চরিত

গুরু-গুরু-রবে গান গেয়ে দলে দলে
ওরা যত মেঘ অভ্র - পন্থে চলে।
সচল সজল করুণ - কোমল মেঘ
যত যায় তত লভে বুঝি গতি - বেগ: —
সে বেগ দানের মহিমায় মধুময়; —
শাখী বরষায় পায় তা'রই পরিচয়।
লভে পরিচয় নদী - নালা - খাল - বিল;
সে মেঘ - সলিলে নাচে মানুষের-ও দিল্।

তিল - তিল ক'রে তৃষিত মাটির তলে
যাত্রী মেঘের অবদান পলে পলে
যোগায় সে রস, যাহা চির প্রাণময়।
মহৎ মেঘের চরিত্র-পরিচয়
জগতের যত হীনতার — দীনতার
ত্যাগ - বিভূতিতে করে সদা প্রতিকার।

শিউলি - শাখী

প্রভাতে উঠিলে দেয় পুষ্প-উপহার
তাহারই সুগন্ধে থাকে চিত্ত ভরপুর।
শ্যাম-শষ্পে শিশিরাদ্র শয্যা সুমধুর
পুষ্প - ফুল্ল ক'রে রাখে। তা'র মুখ ভার
দেখি না তো কভু ভবে। পেলব পাতার
নৃত্য - তালে ঢেলে দেয় সঙ্গীতের সুর।
ইঙ্গিতে কি বলে শুধু — "পন্থা যে সুদূর -
বন্ধুর কুটিল ক্রূর; তবু হতাশার
কিছু নাই; ক্ষণস্থায়ী চলন্ত জীবনে
হাসি-খুশি নিয়ে সদা, চলিতেই হবে;
আদান-প্রদানপূর্ণ শত শুভ ক্ষণে
আনন্দমুখর মোরা ক'রে যাবো ভবে।
কর্ম্ম শুভ্র যাত্রা - শেষে প্রশান্ত মরণে
পুষ্পিত সহস্র স্মৃতি তুলে লবে সবে।"

আনাজের ক্ষেতে

বাড়ীর পাশের আনাজের ছোট ক্ষেতে
কুমড়া - বেগুন - চিচিঙ্গা - শশা - ফুলে
মৌমাছি মাতে; প্রজাপতি বুলে বুলে
লোভাতুর হয় আরও বুঝি মধু পেতে।
সাদা-সাদা মেঘ আকাশের পথে যেতে
অলস আবেশে অবকাশে হেলে দুলে
ভাবে বুঝি, — এরা আনাজের ফুলে ভুলে
বৃথা মধু লোভে রহিলো ক্ষেতেই মেতে।

মধু ফুল বনে, আনাজের ক্ষেতে নয়, —
এ ভুল ধারণা বিলাসীরা ক'রে বসে;
সন্ধানী যা'রা বিদগ্ধ ভবে হয়,
বঞ্চিত তা'রা হয় না কোথাও রসে।
স্রষ্টা নিজে যে লীলাময় — রসময়, —
বধির কর্ণে এ কথা কি কভু পশে!

মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ

সে-দিন সহসা দেখি বাগানের গাছে
অজানা বিহগী এক বাঁধিয়াছে বাসা।
বুঝিলাম, — বাঁচিবার দুর্বার পিপাসা
নীড় রচনার তা'রে প্রেরণা দিয়াছে।
সন্তানের সাধ প্রিয় সকলেরই কাছে।
ক্ষুদ্র আয়ু বাড়াবার স্বভাবজ আশা
বংশ-বৃদ্ধি মাঝে বুঝি লভে দিব্য ভাষা!
কী বিচিত্র! প্রাণ-ধারা এ ভাবেই বাঁচে।

প্রাণে প্রাণে যোগাযোগ প্রাণই রক্ষা করে;
প্রাণ-ঢালা ভালোবাসা প্রাণ-ধর্ম তাই।
এই বিশ্ব-বাগানের মাঝে লীলা-ভরে
চলিয়াছে নিত্যকাল নীড় রচনাই।
একই প্রেম অভিব্যক্ত সবার ভিতরে; —
মৃত্যুরে বৃথাই হায় মোরা ভয় পাই।

মেঘ-ভাঙা রোদ

মেঘ-ভাঙা রোদ এসে জানালায় পড়ে।—
মেঘও সত্য—রোদও সত্য করায় স্মরণ;
বিপদে—সম্পদে ভরা মানব-জীবন;
সুখ-দুঃখ আসে-যায় লহরে—লহরে।
এ জীবন অফুরন্ত রহস্যের ভরে
চলিছে জীবন-ভার করিয়া মোচন,
যেমন উর্ধ্বের ওই অনন্ত গগন—
অনুক্ষণ মেঘে—রোদে কত লীলা ধরে!

মেঘ-ভীতি মিথ্যা তাই; মেঘই শুধু নাই;
আছে আলো আকাশের কালো মুছাবার।
আলো—কালো লীলা করে; যা' দেখিতে পাই
তা'রই মাঝে আছে স্থির আকাশ উদার
উপলব্ধ হয় যাহে এই সত্য—তাই
মেঘে—রোদে মাখামাখি; শেষও নাই তা'র।

এ প্রভাতটিরে

কত যে লাগিছে ভালো এ প্রভাতটিরে!—
সাগরের জলে যেন উঠেছে নাহিয়া;
এলো যেন ধীরে ধীরে সৈকত বাহিয়া;
রূপে—রূপে গন্ধামোদে এ মানস ঘিরে
বুনিছে কী যেন মায়া শুধু ফিরে ফিরে!
যত দূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া—চাহিয়া
হিয়া ক্লান্তি নাহি মানে; উঠিছে গাহিয়া;—
কী অপূর্ব এ প্রভাত অসীমের তীরে!
অনন্তের অন্ত নাই; তরঙ্গের দল
প্রভাতের সূর্য-স্বর্ণে ঝল্‌মল্‌ করে;
ঝল্‌মল্‌ করে মোর হৃদয় নিতল
অম্বর-পৃথিবী-ব্যাপ্ত আনন্দের ভরে;
এত যে সহজে হবে এ প্রাণ সফল
ভাবি নি তো; ধন্য-গণ্য আমি চরাচরে।

শিশির-কণা

অঙ্গনের কান্তিমন্ত ঘাসের আগায়
ঝলিতে দেখেছি তা'রে স্বর্ণ-সূর্য-করে;
প্রাণ ভ'রে চাহে সে কি একান্তে সুন্দরে?
সুন্দরেরও তাই সে কি সুখ-স্পর্শ পায়?
সর্বাঙ্গে তাহার এক সজলতা ভায়,
সর্ব সত্তা দোলে তা'র আনন্দের ভরে,
পুষ্প-গন্ধ-পরিতৃপ্ত বায়ুর লহরে
ক্ষণস্থায়ী আয়ু তা'র ধীরে কেটে যায়।

স্বল্পায়ু সুন্দর ওই শিশিরের মত
আমারও অভীপ্সা, শুধু আনন্দে ঝলিব;
মহাকাল-বাহিত এ জীবনেরও ব্রত
সামান্যের অসামান্য সুধা সবে দিব;
হৃদয় রহিবে স্নিগ্ধ কারুণ্যে সন্নত,
স্বপ্নময় মর্ত্য-ঘরে সুন্দরে বরিব।

বিশ্ব-বাসে

বিশ্ব-বাসে এলে নিয়ে, দৃশ্যাবলী আস্বাদিতে সুখে,
বুকে তাই দিলে প্রেম, অফুরন্ত সৌন্দর্য-পিয়াস,
আস্বাদন করিবার আনন্দের সম্ভোগাভিলাষ,
দুর্বার আগ্রহ সদা সরণীতে চলিতে সম্মুখে;
দুঃখও সুখের মত সেব্য, তাই পথে ধুঁকে-ধুঁকে
চলিলেও কভু ধীরে, থাকে পথে ছড়ানো আশ্বাস;
তা'-ই করে ক্ষণস্থায়ী জাড্য—শ্লথ আলস্য বিনাশ,
বিশ্বাসের তূর্ণ-বেগে উল্লসিত চলি তাল ঠুকে।

হে অদৃশ্য প্রেমময়, কেন থাকো দৃশ্যের আড়ালে!
বাড়ালে চরণ কেন বরণ করিতে নাহি পারি!
অন্তরাল-রহস্য যে প্রগতির লুব্ধ তালে-তালে
উদ্বেলই করিতে থাকে; বিশ্বাতীত হে বিশ্ববিহারী!
ভালোই হ'য়েছে প্রভু, সমাচ্ছন্ন রহস্যের জালে
রাখাতেই, তৃষ্ণা-প্রেম প্রাণ-লোক নাহি যায় ছাড়ি'

জীবনের রহস্য

জীবনের রহস্যের অবধি কে পায়!
জীবন যে লক্ষ কোটি অর্বুদ আকারে
মুহুর্মুহুঃ স্ফূর্তি লভি' হেথা বারে বারে
অস্তিত্বের পারাবারে তরঙ্গিয়া যায়।
সূক্ষ্ম — স্থূল — ছোট - বড় বিশেষণে তায়
সীমিত কি করা যায় এই মর্ত্য - পারে!
অহঙ্কারে তবু নর ভাবে আপনারে
সর্ব প্রাণ - মধ্যমণি মূঢ় দুরাশায়।

এই ঘাস — ওই বটগাছ, এই হাতি—
ওই কীট — এই নর কে বেশী সুন্দর!
কে বেশী রহস্যময়! ভাবি' দিবা - রাতি
নির্ণয় কি করা যাবে! সর্ব চরাচর
চির - অভিব্যক্তিময়। তাই প্রেমে মাতি'
অনন্ত ঊর্মিতে হেরো অনাদি সাগর।

মৃত্যুর মহড়া

দিনে দিনে চলিয়াছে মৃত্যুর মহড়া
সন্তর্পণে সংগোপনে ভুবনে — ভবনে;
এই দেহ শীর্ণ ক্ষীণ হয় ক্ষণে ক্ষণে;
মনেও নামিয়া আসে ধীরে ধীরে জরা।
কেন তবে দেহ - মন এত রূপে গড়া? —
এই প্রশ্ন আনাগোনা করে শুধু মনে।
পাছে মন মদস্ফীত হয় অকারণে —
পাছে মোহ জাগে হেথা ছেড়ে যেতে ধরা
তাই বুঝি পলে পলে ফাঁকে ফাঁকে হায়
নানা মূর্তি ধরি' মৃত্যু আসিতেই থাকে?
যে দেহেরে আঁকড়িয়া থাকি মমতায়
স্মরণ করায়ে চলে তা'রই তুচ্ছতাকে;
তারপরে অন্ত্য - লগ্নে নব অজানায়
নিয়ে যায়, নির্বিবাদে যাই তা'রই ডাকে।

আশাবাদ

কে বলে মরণ সত্য,—মৃত্যু-হত জীবন হেথায়
চির-নিরানন্দ-ভরা? অন্ধকার আকাশের গায়
অসংখ্য তারার শিখা—অনিবার জ্বলিতে দেখিয়া
তারা-ভরা আকাশেরে অস্বীকার করে যা'র হিয়া,
ভ্রান্ত-দৃষ্টি সেই নর, অসুন্দরে করিয়া বরণ
জীবনে ডাকিয়া আনে অনর্থক বিষণ্ণ মরণ।
মরণের চারিদিকে জীবনের নানা রূপান্তর,—
তুরন্ত নদীর ধারা নিরন্তর তরঙ্গ-মুখর;—
মরণ জীবনময়; শোক-দুঃখ-ব্যর্থতা-দুঃসহ
জীবনের বন্যা বেগে ধন্য হয়ে ওঠে অহরহ।
এক যায়, বহু আসে; বংশ হ'তে বংশলতিকায়
বিচ্ছুরিত—বিবর্ধিত এ জীবন নিজেরে ছড়ায়।
মৃত্যু কোথা! মর্ত্য-লোকে নিত্য পাই অমৃতের স্বাদ;
কাব্যে-গানে ধ্বনিতেছে সভ্যতার চির আশাবাদ।

রহস্যাবরণ

জননী-গর্ভে ভ্রূণ হ'য়ে ছিলে যবে
তা'র কোন স্মৃতি করিতে পারো কি মনে!
মৃত্যুরও ভয় তাই শুধু অকারণে।
সে-ও বুঝি এক ভ্রূণময়-ভাব ভবে!
চির-চলমান গতির মহোৎসবে
বাহ্য চেতনা অনাদি বিবর্তনে
চেতনা-হীনতা আনে না কি ক্ষণে ক্ষণে!—
জীবন-মৃত্যু তা'রই নানা ক্রম হবে।

ভয় কেন তবে মৃত্যুর অভিঘাতে!
জীবন না হ'লে মৃত্যু কি হ'তে পারে!
যে আলোক-মালা ঢাকা প'ড়ে যায় রাতে,
সে আলো দিবস আনে না কি বারে বারে!
জীবন-মরণ জড়ানো যে এক সাথে।
চির-রহস্যে ঢাকা সবই চারি ধারে।

রবীন্দ্র-স্নেহধন্যা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

বিদেশিনী বিজয়ার ভক্তি-স্নিগ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত আতিথেয়তারে,
কায়ার্তির কলুষের শিল্পায়িত অভিব্যক্তি বলি' বাচালেরা
প্রগল্‌ভ প্রচারে ব্যগ্র। ক্ষণ-লব্ধ যশে লুব্ধ পণ্ডিতম্মন্যেরা
জাহিরের জিগিরে যে চির-ব্যর্থ বুঝিবারে দিব্য প্রতিভারে।
যে রবির কবি-কর্ম হিরণ্ময় শুচি-শুভ্র বর্তিত সংসারে :
অনন্ত-সান্তের লীলা, অরূপ-রূপের দ্যুতি-দীপ্তি, মর্ত্য-ঘেরা
বিচিত্র প্রাণের দ্বন্দ্ব-ছন্দ, রস-মাধুর্যের বাণী-ধ্বনি সেরা,—
শাশ্বত রাজিছে তা' যে; সর্বগ্রাসী মহাকালই বরিল তাহারে।

শূন্যস্পর্শী তুঙ্গ-তুঙ্গ শৃঙ্গ সব হিমাদ্রির মহিমা-মণ্ডিত
রিপু-ক্লিষ্ট, রুচি-রিক্ত, বিদ্যাবাহী, দম্ভ-দৃপ্ত, উদ্‌ভ্রান্ত বামন
সপ্রশংস-পরিমাপে নিত্য-ব্যর্থ। ছিদ্রান্বেষী কণ্ডূয়নে প্রীত।
বিধ্বংসী কালোর্মি-ধর্মে স্তব্ধ হবে অবিলম্বে অনৃত কথন।
শূন্য-মর্ত্য-বিভাসিত জ্যোতির্ময় রবি সবে কবিরে স্তম্ভিত।
বন্ধ হোক্ ঋষি-কবি-চরিত্রের বোধিহীন অন্ধ গবেষণ।

ভুবনডাঙার মাঠ

ভুবনডাঙার আমি রুক্ষ-রিক্ত মাঠ,
অপেক্ষা করিতেছিনু আকুল তিয়াষে;
তুমি এলে হে মহর্ষি, বসি' শুষ্ক ঘাসে
ধ্যান-মৌন নেহারিলে অমেয় বিরাট
নিরাকার ব্রহ্ম-রূপ। স্তব্ধ শূন্য বাট
ভরিল তিমিরোত্তর অপূর্ব উদ্ভাসে।
তা'র-ও পরে রবি-দীপ্ত উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে
শুরু হ'ল ভারতীর নিত্য নব পাঠ।

কবিগুরু সর্ব-স্বপ্ন-সমাবেশে শেষে
বিশ্বভারতীরে হেথা করিল বন্দিত।
বাণী তা'র কাল হ'তে কালান্তরে ভেসে
স্থানে-স্থানান্তরে হবে নিয়ত ছন্দিত।
ভুবনডাঙার যত ভাঙা-গড়া-রেশে
আমি কোন্ শুভ-লগ্নে হ'লেম নন্দিত!

শিলাইদহ

সুন্দর শিলাইদহ — কবি - কর্ম - ভূমি,
পদ্মা - ধৌত মাধুরীতে তুমি অভিরাম:
মেঘ - রৌদ্রে অভিনব তব শ্যাম - ধাম:
গ্রামগুচ্ছ স্মিত অভ্র যায় সুখে চুমি'।
স্নিগ্ধ সুষমায় নিত্য স্নাত হ'য়ে তুমি
রবীন্দ্র - মানসে রচো শুভ্র স্বপ্ন - গ্রাম।
মৈত্রী - প্রীতি - শান্ত - রসে তুমি অনুপাম।
বর্ষো হর্যে কবি - চিত্তে কাব্যের মৌসুমী।

সাহিত্য - সৃজন - তীর্থ দুর্বার পদ্মার
জঙ্গম কালের কূলে ঐশী অভীপ্সায়
সংস্থাপিত হ'ল বঙ্গে: মহিমা যাহার
বিশ্বেরে বিমুগ্ধ করে; গল্পে, কবিতায়,
সঙ্গীতে সত্তার এ কী অপূর্ব উৎসার!
গঙ্গা - যমুনারই যোগ্য করিল পদ্মায়।

পদ্মার প্রভাব

কত দিন হৃদয়েরে পদ্মার বিস্তারে
ছড়ায়ে পেয়েছি সুখ বর্ণন - অতীত! —
উড়ন্ত পাখীর মত মুক্তি অভীপ্সিত
নিসর্গ নিভৃতে দান ক'রেছে আমারে।
রূপসী ইলিশ - ধরা জাল বক্রাকারে
পাতিযা জেলেরা মাছ ধরি' অগণিত,
নিজেদের মাঝে করি' আহ্লাদে বণ্টিত,
বিক্রয় ক'রেছে সবই লোভী ফড়িয়ারে।
অনায়াসে পদ্মা - পাড়ে এই বেচা - কেনা
জলস্ফীতি আরম্ভের আগেই ভাটায়,
জাগায়েছে মনোভাব, — ক্ষণস্থায়ী ফেনা
লাভ — ক্ষতি তূর্ণ স্রোতে সবই লুপ্তি পায়।
ক্ষিপ্র কালও পদ্মা সম গহন অচেনা।
আত্ম-হারা হ'তে পদ্মা সবারে শিখায়।

তন্দ্রা

চূত-পুষ্প-গন্ধামোদে মন্থর মলয়
আলস্য-বাসিত হেথা কোমল কান্তারে;
মধু-মুগ্ধ মৌমাছিরা চলিতে না পারে;
শত শত পুষ্পে বন হেথা পুষ্পময়,
মকরন্দে মোহাবিষ্ট পতঙ্গ-হৃদয়।
নেশাতুর নিদাঘের নম্র নিরালারে
তন্দ্রাতুর দ্বিপ্রহর সূক্ষ্ম স্বপ্ন-ভারে
আচ্ছন্ন করিছে আরও ব'লে মনে হয়।

তন্দ্রার আবেশটুকু ভুঞ্জিবার তরে
কর্ম-কাণ্ড-কন্টকিত নগর ছাড়িয়া
এসো হেথা প্রকৃতির তন্দ্রা-ভরা ঘরে,
দু' দণ্ডের ঝিমুনিতে ঢেলে দাও হিয়া।
এ অপূর্ব স্বাদ-সুখ কী মাধুর্য ধরে
লেহিয়া দেখো না এসে নেশাবেশ নিয়া!

আরক্ত আকাশ

আকাশের অগ্নি-বর্ণ ক্রোধান্ধ মুরতি
শঙ্কিত করে না তোমা? চলন্ত পন্থায়
বক্ষ কি করে না বন্ধু, শুধু হায়-হায়?
শ্লথ কি করে না ঝঞ্ঝা তব অগ্রগতি?
মহাশূন্য নির্মমতা মনুষ্যের প্রতি
করিছে যে, ভাবো না কি ব্যর্থ বেদনায়?
তবু বন্ধু ব'লে রাখি, নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝায়
ভয় নয়—ভয় নয়, হয় হোক্ ক্ষতি।

আলো-আশীর্বাদ অভ্র বর্ষিবে আবার।
আলোকের উজ্জ্বলতা পাছে ক্ষুদ্র মনে
সঞ্চারিত হয় হেথা, অত্যুগ্র ঝঞ্ঝার
রুদ্র-মূর্তি আবির্ভূত সহসা গগনে
হয় তাই। আবশ্যক সৌম্য শৃঙ্খলার।
অভ্র বলে,—ইচ্ছা-শক্তি রাখো নিয়ন্ত্রণে।

ধূলা - স্নান

খেলাচ্ছলে ধূলা - স্তূপ গড়ি' সারি সারি
শিশুদল সমুচ্ছল হ'য়েছে সকালে,
ভোরের সোনার রোদ আপেলাভ গালে
আদর এঁকেছে আরও; শেষে মাঠ ছাড়ি'
ধূলা - স্নান করি' তা'রা যে যাহার বাড়ী
ফিরে গেছে অনিচ্ছায় খর রৌদ্রজালে।
খেলার মাঠের প্রান্তে ক্ষুদ্র বৃক্ষ - ডালে
চড়াই চরিতেছিল প্রান্তর - বিহারী।

ধূলা-স্তূপে গড়াগড়ি দিতে দিতে সবে
কলরবে খেলাচ্ছলে এবার তাহারা
আবার আকুল হ'ল। ধূলা - স্নান ভবে
চলিবেই এই মত নিত্য মত্ত - পারা।
ধন্য ধূলা, তব স্পর্শে বিহগে — মানবে —
সবে হয় স্ফূর্তি — ফুল্ল আনন্দ - ফোয়ারা।

আকাশের আলোক

আকাশের আলো বিটপী-পাতায় পড়ে,
শ্যামতা - মাখানো অপরূপ রূপ ধরে।
পড়ে নদী - জলে অসীমের আলো রেখা, —
প্রবাহে — প্রবাহে ভাতি তা'র যায় দেখা।
আকাশের সেই অনাদি উৎস বেয়ে
যে আলো ঝরে তা' মানব-মানস ছেয়ে
নানা ভাবে দেয় কবিতা - শিল্পে দেখা, —
সভ্যতা - পথ নির্ণয় করে লেখা।
আকাশের আলো জীবনে যদি না পড়ে,
জীবন কভু কি অভিনব রূপ ধরে?
আমি জীবনের আঁধার করিতে দূর
আকাশের আলো পেতে চাই সুমধুর।
যে যা'র 'আমি'রে করিতে নিয়ন্ত্রণ
আকাশ - পিয়াসী বিশ্বে সর্বজন।

বিহঙ্গ - বারতা

গাছের শাখায় বসি' ওই দু'টি পাখী
কী কহিছে, — বুঝিতে কি কিছুই পারো না?

"ঝরিবে না আজি আর আলোকের সোনা,
সূর্য আজ মেলিবে না আহ্লাদের আঁখি,
মেঘে তা'রে সারাবেলা রাখিবেই ঢাকি';
ভার-ভার — অন্ধকার হৃদয়ের কোণা
রহিবেই; বাদলের যত আনাগোনা
থামিবে না; শ্বসিবেই বায়ু থাকি' থাকি';
তবু বুকে বুকে আশা রাখিতেই হবে;
যুগলের হৃদয়ের উত্তাপে যুগলে
পাখা বন্ধ না রাখিয়া নিয়ত এ ভবে
দুঃখে সুখে চলিতেই হবে কুতূহলে।"

পথেরে আমরা কেন ভয় করি তবে?
মনুষ্যেরও ভীত-ভাব সাজে কি ভূতলে?

নদী - পথে

নদী-পথে নৌকা-যোগে যা'রা ভ্রাম্যমাণ
নিত্য নদী-কলগান শুনিতে শুনিতে
গীতি-লব্ধ মহাসুধা অন্তর-নিভৃতে
আস্বাদিয়া তা'রা ধন্য মানে আত্ম-প্রাণ।
দেখে তা'রা চল-জলে বিমানের স্নান —
সূর্য-রশ্মি স্নান করে; লাবণ্য চকিতে
বিস্তারিয়া চারি ভিতে; নাচিতে নাচিতে
তরঙ্গেরা মহোল্লাসে তুলিছে তুফান।

মীনকুল কূলে কূলে জলজ শৈবাল
ঠোঁটে ঠোকরিয়া চলে, থিতানো পলিতে
জল যেথা থেমে থাকে বিশ্রাম লভিতে;
গাছে গাছে পল্লী-বল্লী রচি' অন্তরাল
রহস্যের মায়া-স্পর্শ রেখে যায় চিতে, —
ওদিকে আহ্বান করে সমুদ্র বিশাল।

সমুদ্রের কান্না

সমুদ্রের গোঙানি কি পাও না শুনিতে?
যত রাত বাড়ে. তত গোঙানিও বাড়ে;
সারা দিন ভাজা ভাজা সূর্য করে তা'রে:
সে জ্বালার উপশমও নাই পৃথিবীতে।
অন্ধকার রাত যত নামে চারিভিতে.
সমুদ্র একেলা বুঝি পায় আপনারে,
ভেঙে পড়ে সৈকতে সে রিক্ত হাহাকারে।
নিতল জলের ব্যথা পারে কে, বুঝিতে!

থামিবে না কোন দিন আদিম রোদন,
সহস্র সরিতে — মেঘে করুক বিস্তার,
আপনারে করিবারে নিত্য উল্লঙ্ঘন
তা'র মাঝে জমিবেই দাহ দুর্নিবার।
সমুদ্রেরই মত সখি, মানবেরও মন,
ঊর্মিলতা কে রোধিবে লক্ষ আকাঙ্ক্ষার!

শঙ্খ

সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ কোন্ রঙ্গ-ভরে
সূর্য-স্নাত সৈকতের স্বর্ণ-বালুকায়
আমারে স্থাপিল তার জোয়ার-ভাটায়;
কত দৃশ্য হেরিলাম হেথা তার পরে।
চন্দ্রালোকে বন্দিলাম অনিন্দ্য সুন্দরে।
সুচিক্কণ জ্যোৎস্না-ধারা ঝরি' মোর গায়
মিশালো মাধুর্য তা'রও; তাই শুভ্রতায়
ভরিল সর্বাঙ্গ মোর কী মায়া-মন্তরে!

সমুদ্র-সন্তান আমি — কেমনে তা' ভুলি?
আমার মাঝারে তা'র অনাদি তাণ্ডব
মূর্ত হবে, মুহুর্মুহুঃ শব্দ-মন্দ্রে ধুলি
ভ'রে যাবে, ধন্য হবে জীবন-উৎসব,
— এই তা'র ইচ্ছা, তাই সিন্ধু-দ্বার খুলি'
আমারে আসিতে হ'ল শুনাতে সে রব।

গন্ধ

অপত্যের অঙ্গ-গন্ধে স্তন্য প্রাণ-দায়ী
স্বতঃই নিঃসৃত হয় মাতৃ-বক্ষ হ'তে।
পুষ্প-গন্ধাকৃষ্ট অলি প্রভাত-আলোতে
মধু আহরিতে আসে গুঞ্জরিয়া তাই।
গন্ধ-মুগ্ধ কে বা নয়! যে দিকে তাকাই
নাসা যে সুগন্ধে ভরে, অভ্রের প্রদ্যোতে
নানা লগ্নে অনিলের উল্লসিত স্রোতে
প্রশ্বাস-সুবাস নিতে আগ্রহী সবাই।

রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ কে না ভবে যাচে!
সুগন্ধ-ও সম-ভাবে সমাদৃত হয়।
শব্দ-গন্ধ বায়ু বহে সকলের কাছে,
সহায়ক সর্বদাই জ্ঞানেন্দ্রিয়চয়।
নিসর্গ বিলায় গন্ধ, পাত্র নাহি বাছে,
নানা গন্ধামোদীরাও সন্তৃপ্তই রয়।

আপেল-বাগে

রক্ত-সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে
যে-আলোর বহ্নি-বন্যা ঢেলে ঢেলে যায়,
কাশ্মীরী আপেল-বাগে বিকাল বেলায়
সে আলোর মহোল্লাসও মিলাইয়া আসে।
পক্ব ফলে ভরা শাখী সার্থক সুবাসে
মন্থর বাতাসে প্রাণ বিহ্বলের প্রায়
ক'রে তোলে। ছায়া-নামা পর্বতের গায
গুল্মগুলি কথা কয় বুঝি মৃদু ভাষে।

বেলা যায়; সন্ধ্যা হয়; রাত্রি ক্রমে বাড়ে।
চন্দ্র-তারা অভ্র হ'তে আপেলের বাগে
স্বপ্নাতুর আলো ফেলে, শুধু চাবি ধারে
রহস্য জমিতে থাকে; কেমন যে লাগে,
কী ভাবে বুঝাবো বলো! বিজন পাহাড়ে
আপেল আরক্ত হ'ল কোন্ অনুরাগে!

পাণ্ডুলিপি

প্রশান্ত পল্লবাকীর্ণ রসালের ছায়ে
অতিক্রান্ত জীবনের বসন্ত-বাসর
স্বপ্ন-মদির-বিহ্বল: সহজ সুন্দর
সহসা মিলায়ে যায়; গ্রীষ্ম-তপ্ত বায়ে
ঝিমায়ে— ঝিমায়ে আসে ইন্দ্রিয়-নিচয়।
মহাকাল, করি নাই তোমারে স্বীকার
এতদিন; গ্লানিময় জরা এবে তা'র
স্বাধিকার নিলো দেহে; তোমার বিজয়
সম্পূর্ণ এবার; বিস্মিত এ বসুন্ধরা
আছে পূর্ববৎ; দেউটী নির্বাণমুখী
কেবল আমারই হ'ল; পড়িয়াছে ঝুঁকি'
ন্যুব্জ দেহ; ক্ষুব্ধ হিয়া ব্যর্থতায় ভরা;
জীবনের পাণ্ডুলিপি বিস্মৃতি-ধূসর
পড়ি আর গাঢ় ব্যথা হয় গাঢ়তর।

প্রতিনিধি

আমার ক্ষমতা এ নহে— এ নহে কভু।
তোমারই ক্ষমতা দিয়েছো— দিতেছো প্রভু,
তাই গান গাই ছন্দ মিলাই সুখে;
শব্দ বসাই শব্দের সম্মুখে;
ইঙ্গিতে সবে সঙ্কেতে কী যে কয়,
ব্যঞ্জনা-ভরে রসে হয় রসময়।
কেড়ে লয় তা'রা সহজে রসিক-মন।
হে প্রিয় আমার, অন্তরে অনুখন
আনাগোনা তব, আলাপন অনিবার
আমারে দিতেছে শক্তি যে রচনার।
তোমারই দানে যে বিস্মিত করো সবে;
অভিনব ক'রে নিত্য তুলিছো ভবে।
তোমারই ক্ষমতা খুশিমতো মোরে দিয়ে
চলো লীলাময়, আজীবন মোরে নিয়ে।

বন্ধুত্ব

দুই জনে জীবনের তরঙ্গে ভাসিয়া
আসিয়া মিলিনু শেষে অশান্ত যৌবনে;
সম-কর্মে সমাজের গূঢ় প্রয়োজনে।
সমান আদর্শে বুঝি ফুল্ল হ'ল হিয়া।
পিচ্ছিল—পঙ্কিল কত বক্র পন্থা দিয়া
যুগ্ম প্রাণ যুগলের অন্তর-ইন্ধনে
উদ্ভাসিত হ'ল শত সুপ্ত শুভ ক্ষণে;
কেহ কি তা' যেতে পারি কখনও ভুলিয়া!

প্রৌঢ়-প্রান্তে পৌঁছিলাম দোঁহে এত দিনে;
মহাকাল শুভ্রতায় ভরিতেছে শির;
কে জানে পারিব কি না যেতে চিনে চিনে
জীবনান্ত-বিস্তারিত দুস্তর তিমির।
বিস্বাদ এ নর-জন্ম স্বাদু সখ্য বিনে,
অন্তিমে বুঝি' কি বন্ধু, হও না অধীর।

দলভ্রষ্ট

বলাকারা দলবদ্ধ থাকে সর্বদাই।
যে বিহঙ্গ স্বার্থ-ক্লিন্ন অভিসন্ধিময়
আত্মকৃত কর্ম-দোষে যূথভ্রষ্ট হয়,
শোক ক'রে তা'র তরে কোন লাভই নাই।
লক্ষ্যস্থলে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে চাই
এক সাথে উড়ে যাবে; একত্ব অভয়
প্রতিবন্ধকতা যত ক'রে যাবে জয়
ভ'রে যাবে মহোল্লাসে নিত্য সর্ব ঠাঁই।

পরাজয়, পঙ্ক-গ্লানি, রিপুর দংশন,
অনাহার, অপমৃত্যু শাস্তি ভ্রষ্টতার।
সঙ্ঘ-শক্তি দুর্নিবার; তাই আমরণ
লক্ষ্য-লাভে সকলেরই চাই শুদ্ধাচার।
শুভ্র বলাকারা ফুল্ল করিছে গগন;
অগ্রগতি কে রোধিবে! সাধ্য আছে কা'র!

সহৃদয়তা

হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ রাখিবার তরে
যে হৃদয় আকুলিত হয় না ভূতলে
বঞ্চিত সে চিত্ত প্রীতি-পুষ্প-পরিমলে।
মানবের ক্ষণ-জন্ম পৃথিবীর 'পরে
সহজ সমৃদ্ধি লভে, যদি সেথা ঝরে
সূর্যালোক-সম প্রীতি প্রাণ-শতদলে।
পরিমল দিতে-নিতে মিলিয়া সকলে
চলি পথে; সে কথা যে স্মৃতি-মূর্তি ধরে।
জগতে বাঁচিয়া থাকা তা'রই ইতিহাস।
দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ যত যুদ্ধ বিরাট আকারে
বারে বারে আনে ধ্বংস — আনে সর্বনাশ,
তা'রও মাঝে — অন্তরালে প্রীতি লক্ষ-ধারে
উৎসারিত অহর্নিশ; তাই রাহু-গ্রাস-
বিমুক্ত সভ্যতা-চন্দ্র হাসে এ সংসারে।

বিভেদ

বহু ভাগে ভাগ হ'য়ে লাভ কভু নাই —
স্বার্থ-লালসাই তায় বেড়ে — বেড়ে যায়,
পেয়ে বসে ঈর্ষা-তিক্ত উগ্র ক্ষমতায়,
হিংসা-স্পৃহা বাড়ে আর বাড়ে যে বড়াই।
এক সাথে থাকিলেই নির্লজ্জ লড়াই —
স্বজাতি-হনন যত ক্রমে লোপ পায়:
প্রীতি-ভাবে প্রীতি আরও সর্বত্র ছড়ায়; —
মানবের নিত্য-কাম্য একত্ব যে তাই।

পশুরাও দলবদ্ধ হ'য়ে বিশ্বে থাকে,
পিপীলিকা-উইপোকা — মৌমাছিরা সব
একতায় বিবর্ধিত করি' আপনাকে
বাড়ায় যে ঐক্যবদ্ধ ধারারই বৈভব;
একের ক্ষণিক আয়ু, রক্ষিলে ধারাকে
সমবায়ী সে সভ্যতা হবে অভিনব।

ঝরা

খর বৈশাখে তুলসী-মঞ্চ 'পরে
মাটির ঘটের সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে
ফোঁটা ফোঁটা জল সহজ সেবার ব্রতে
সারা বেলা ধ'রে অনিবার শুধু ঝরে;
তুলসী-শাখীরে সঞ্জীবিত তা' করে;
ক্ষুদ্র দৃশ্য; আতপের তাপাহতে
এ নিভৃত সেবা, ভোলে কেহ কোন মতে।
প্রেমে শাখী নর অপরূপ রূপ ধরে।

ফোঁটা ফোঁটা ঝরে ঝরার নীরব ধারা;
তুলসীর দানও — তুলনা হয় কি তা'র!
অঙ্গন-ভরা গন্ধ পাগল-পারা
তপ্ত বাতাসে ঘরে আসে বার বার।
প্রীতি যে জাগায় শাখীর বুকেও সাড়া;
অপূর্ব শোভা, ভুলিবে সাধ্য কা'র!

রস

সারা রাত ধ'রে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে ঝরে
খেজুরের রস সিউলীর বাঁধা ভাঁড়ে।
আতুর-আকুল রসিক রসের তারে।
শীত-নিশীথের হিমেল বাতাস করে
খেজুর-পাতারে রণিত রম্য স্বরে;
গোপনতা তবু রক্ষিত আঁধিয়ারে;
রুক্ষ বৃক্ষ নিরালায় আপনারে
মথিয়া, স্ব-রস বিতরিয়া ভাঁড় ভরে।

কে না খুশী হয় সিউলীর বেসাতিতে!
রস কিনে পিয়ে সুধাই সহজে পায়;
খেজুর-বৃক্ষ রস দিতে — ফল দিতে
কাঁটা বহিয়াও ভোলে না যে বসুধায়।
কত মধু-রস বিরাজে যে চারি ভিতে!
রস যে মেলেই, রস যে মূলেই চায়।

সফরী

খিড়কি-পুকুরে রোজ সকালে-বিকালে
চাল ধুয়ে নিয়ে যায় বধূজন যবে,
সফরীরা মেতে ওঠে উৎসবে গরবে,
ক্ষুদ-কুঁড়া-লেগে-থাকা সরু সাদা চালে
জল দিয়ে, সেই জল জলে যেই ঢালে,
সফরীরা যেথা থাক, বাস তা'রও লভে;
তাই বুঝি ছুটে আসে এক সাথে সবে!
ঝাঁকে-ঝাঁকে জলে তা'রা চলে তালে-তালে।

সফরীর এই লীলা শিশুকাল হ'তে
যত দেখি, তত আরও মুগ্ধ হ'তে থাকি;
অভ্র-উপচিত শুভ্র সূর্যের আলোতে
মনে হয় ওরা যেন পুকুরের পাখী,—
গতিময় দু'দণ্ডের জীবনের স্রোতে;
ভঙ্গুর জীবন মোরও; স্বপ্নে ভরে আঁখি।

হেমন্তের আলস্য

হেমন্তের 'আলসেমি' লেগেছে এখানে।
কুসুম-কলিকাগুলি ফুটেও ফোটে না,
অলস মৌমাছি বুঝি গুঞ্জনে জোটে না,
কুয়াশার আবছায়া এখানে-সেখানে
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে রেখে গেছে আলস্য উদাস।
পাতা-ধরানোর কথা ভুলে গেছে শাখী,
গান সাধিবার কথা ভুলিল যে পাখী;
ইঁদুর বিবরে গেছে; প্যাঁচা—বুনো হাঁস
কোথা গেল কে জানে তা'; সারা দিন মোর
আলতো আলসে রোদে ব'সে আলিসায়
আলগোছে কত কথা মনে আসে—যায়;
সময় কাটে না আর—কাটে না যে ঘোর।
কালও কি অলস হ'ল? ভাবি ব'সে হায়
এমন সুযোগ সখা যেন না হারায়!

সন্তরণ-সন্তৃপ্ত কুকুর

সহসা সেদিন প্রাতে পল্লী-নদী-জল
সাঁতারিয়া পাব হ'তে হেরিনু কুকুরে।
স্রোত-ধারা অবিরল আনন্দের সুরে
প্রবাহিয়া, কানে তা'র করে কল্‌কল্‌।
নিমজ্জিত অঙ্গ-ভাগে তরঙ্গ চঞ্চল
স্পর্শ-সুখ-রোমাঞ্চিত, সর্ব দেহ জুড়ে
ফুল্ল ফেন-পুষ্পদল নদী ঘুরে ঘুরে
নৃত্যামোদে বরষিছে, বদন কেবল
সলিলেব ঊর্ধ্বে শোভে, সে দীপ্ত বদন
নব-সূর্য অবিবত স্মিত কৌতূহলে
দেখে আর রেণু-রেণু লোভন — শোভন
সোনা-গুঁড়া ছড়াইয়া শুধু নানা ছলে
সুখ-তৃপ্ত করে আরও। আমারও এ মন
এখনও রোমাঞ্চময় সে দৃশ্যে ভূতলে।

শ্রমের মর্যাদা

স্বর্ণ-বর্ণ-ধান্য-পূর্ণ খুশি-মাখা মাঠে
শ্রমময় কৃষকেবা সারা দিন ধরি'
শস্য কাটে; স্বর্ণ শস্য গুচ্ছ গুচ্ছ করি'
মস্তকে বহিয়া আনে; পুলকিত বাটে
শব্দ বাজে, শব্দ বাজে মুখরিত ঘাটে,
আনন্দে কৃষাণীবৃন্দ ভাবী সুখ স্মরি'
প্রত্যূষের স্নান-শেষে শুভ্রতায় ভরি'
তোলে গৃহ। দিবসান্তে সূর্য নামে পাটে।

পরিপূর্ণতার ছবি মহানন্দময়।
প্রকৃতির শ্রম-লব্ধ অকৃপণ দানে
জনপদে জনতার সমবেত জয়
ঘোষে না কি পুঞ্জ পুঞ্জ শস্যে সবখানে?
নিখিল মানব যদি সাম্যময় হয়,
সর্ব সুখ উথলে যে সকলেরই প্রাণে।

ভাটিয়ালির দেশ

ভাটির দেশের গানের সুরের রেশে
কা'র বা হৃদয় ভরপুর নাহি হয়!
শত ধারাময় নদীরা যে সুরময়।
নদী-তরঙ্গে রঙ্গে সতত মেশে
মহাসিন্ধুরও সুর যে ভাটির দেশে;
ভয়-ভাবনারে লহমায় করে লয়।
সঙ্গীতময় নদী-নদ শুধু কয় :
"ভাটিয়ালি গান গেয়ে গেয়ে চলো ভেসে।"

অকূলের কূল না পেলেও ক্ষতি নাই;
সুরের স্বাদে যে অবসাদ ধীরে ধীরে
সময়-সীমায় সবাই ভুলিয়া যাই।
ভাটিতে ভাসায়ে এ জীবন-তরীটিরে
আহ্লাদময় মুক্তি যে সেথা পাই,—
যেথা ভেদ নাই—ছেদ নাই তীরে—নীরে।

শীতের রদ্দুর

এখানে পোয়াতে এসো শীতেব রদ্দুব।
আমলকী-বনে হেথা পাতা ঝির-ঝির;
সেথাও প'ড়েছে এসে রোদ সুনিবিড়;
আশপাশে ছায়ারা যে করে ঘুর-ঘুর!
তা'রাও আলোর গন্ধ পেলো কি মধুর!
শুনিলো বুঝি সে সুব—আকাশের তীব
ছাপায়ে যা' মাটিরেও করিছে অধীর।
আলো দিতে সূর্য হেথা করে না কসুর।

শীত শুধু চুপে চুপে হিম-হাতে তা'র
সবই হিম ক'রে দিতে করে আয়োজন।
এখানে তবু তো তা'র হাত ফাঁকাবার
সময় মিলিবে জেনো আরও কিছুখন।
কুহেলীর কুহকে যে অনাদি আঁধার
নামিবেই, ঢেকে দিয়ে ভীরু আলাপন।

বগচর

সরোবর। স্বচ্ছ জল টল্‌টল্‌ করে।
সূর্য-রশ্মি সারা দিন সলিল-হিল্লোলে
খুশি-ভরে হাসে সেথা। শাপলার কোলে,
হেলেঞ্চার পত্র-পুটে, শৈবালের 'পরে,
কলমী-শাখাগ্রভাগে চূর্ণ স্বর্ণ ঝরে;
শীকরে-শীকরে সুখে অভ্র-শোভা দোলে;
জল-জাত গুল্মরাজি মন্দ বায়ে ঢোলে
মসৃণ-মধুর-শান্ত আর্দ্র বগচরে।

জলে জলে দোল খেয়ে কোমল কল্লোল
বগচরে বেজে শেষে বাতাসে মিলায়;
ডুবে—ভেসে কূলে কভু লীলাভরে শোল
উদাসীন আনমনে এসে জল খায়;
বগচরে শোনে যদি রুক্ষ কোন বোল,
সূর্য-স্নাত সরসীর নীরে ডুবে যায়।

বক

পলি-পড়া নদী কূলে অতি-সন্তর্পণে
বিচরণ করো তুমি—বাহ্য-শুভ্র বক!
চলন্ত নদীর স্রোতে সূর্যের ঝলক
ঝিলমিলি রচে যেথা, জলের স্পন্দনে
জলজ গুল্মেরা যেথা চল সমীরণে
ক্রীড়ামোদে মাতে সুখে, সেথায় উদক
পুলকিত করিবার জাগে বুঝি শখ
লাজে-নম্র মীন-মনে শুধু ক্ষণে ক্ষণে।

অকারণ উল্লাসের উদ্ধত হিংসায়
অকস্মাৎ বিদ্ধ করি' কোন্ সুখ পাও?
বাহিরের শুভ্রতার হীন ভণ্ডতায়
হায় হায়, মীন-রাজ্যে কী শঙ্কা জাগাও!
চিলের চণ্ডতা তবু সবই বুঝা যায়;
তুমি ঠক, তবু বক-ধর্মে যে ভুলাও।

চড়াই

প্রভাতের সাথে সাথে অঙ্গনে অঙ্গনে
বৈতালিকদল এরা করে আনাগোনা;
ঝরে যত ঊর্ধ্ব হ'তে গগনের সোনা
কোমল পালক 'পরে, শুভ্র শুভ ক্ষণে
আরও গানে মাতে এরা। আনন্দিত মনে
শুনি মোরা অবারিত যত সুর বোনা,
উল্লসিত উজ্জ্বলিত আকাশের কোণা
চলার আবেগ আনে মোদেরও জীবনে।

চড়াই চলিতে পারে, মিলিয়া-মিশিয়া
সঙ্গীতে মাতিতে পারে এক যোগে সবে,—
মোরা পারিব না কেন? পৃথ্বী-পথ দিয়া
মোরাও চলিব সবে দীপ্ত কলরবে।
বঙ্গের চটক পাখী ঊষা-লগ্নে হিয়া
ভরে প্রীতি-ভাবাদর্শ-পূরিত বৈভবে।

কচুরিপানা

ফুলন্ত কচুরিপানা বেগনী বর্ণের
অফুরন্ত পুষ্প-ভারে ভরে পল্লী-বিল;
রাখে না যে গরমিল কোথা এক তিল।
গুঞ্জরিত পতঙ্গেরা উৎকর্ণ কর্ণের
আনন্দ বর্ধিত করে। সুঠাম পর্ণের
স্নিগ্ধ শ্যামতায় ঢাকা তরল সলিল
ইতস্ততঃ পত্র-ফাঁকে করে ঝিল্‌মিল্‌
লভি' স্পর্শ অসীমের সূর্যের স্বর্ণের।

এদের আগাছা ভাবি' হেলা করে সবে
এ সব ব্রাত্যেরা তবু গ্রাম্য পরিবেশ
পরিপূর্ণ ক'রে রাখে যৌবন-বৈভবে।
সন্তোষে এরা যে ঘোষে সৌন্দর্য-সন্দেশ।
মানুষের স্বার্থ-দুষ্ট বিচারে কী হবে।—
সৃষ্টি-লীলা অনির্বাচ্য-অনিন্দ্য-অশেষ।

চির সত্য

সূর্য ওঠে, ফুল ফোটে; সূর্য অস্ত যায়,
ফুল ঝ'রে যায়। মানব জীবনও বধূ
তেমনই ধরায়। সূতিকা-গৃহের শোভা—
হাসি আর কলরব, শ্মশানে মিলায়;
সহসা ফুরায় প্রণয়ের ফুল-মধু—
নিখিলের সুধা-সার চির-মনোলোভা।
জীবনে-জীবনে এই হাসি—আঁখি-জল
ফুটিছে—ঝরিছে শুধু। ধরাতলে তাই
জন্ম-মৃত্যু, গতি-স্থিতি, আনন্দ-বেদনা,
দোলার দোলক-গতি শুধু অবিরল।
মাটি হ'তে করপুট আকাশে বাড়াই;
চলিতে চলিতে পথে আনন্দের কণা
সঞ্চয় করিতে থাকি। তারপরে হায়,
কে জানে সহসা সবই কোথায় হারায়!

নিত্য গতি

হারায়-ফুরায় আয়ু অলক্ষিতে ধীরে;
বসুধার তীরে তীরে নামে অন্ধকার।
যে-জীবন নিয়ে লীলা চলে অনিবার
কোথায় মিশিয়া যায়—কে জানে তিমিরে!
এ ধরায় আসি কি না কভু আর ফিরে
জানি না তো; সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম জাল বাসনার—
প্রচ্ছন্ন প্রবাহ যত প্রীতিময়তার
থাকে কি না চির-রাত্রি এলে হায়, ঘিরে?

প্রশ্ন জাগে, সদুত্তর কখনও মেলে না;
প্রশ্নোত্তরে জর্জরিত কোরো না জীবন;
ধরিতে যেয়ো না বৃথা চলোর্মির ফেনা;
ভালোবাসো—আয়ু হেথা আছে যতক্ষণ;
চলন্ত জনতা সাথে চেনা কি অচেনা
নিত্য-গতি, সে কি বন্ধু, নহে অতুলন!

ঊর্ণনাভ - জাল

পতঙ্গের মৃত্যু - ফাঁদ; — তবু কী সুন্দর
সূক্ষ্ম ঊর্ণনাভ - জাল! সূর্য - স্বর্ণাভায়
প্রভাতের মারুতের অতি - মৃদু ঘায়
চিক্কণ রেশম সম কাঁপে নিরন্তর।
নিশির শিশির - কণা জালের উপর
মুকুতার মত ভাতে নর্ম শুভ্রতায়;
বিহঙ্গেরা যে কূজন করিছে শাখায়
তা'রও রেশে লূতা - তন্তু বুঝি মনোহর!

মুগ্ধ ক্ষুদ্র পতঙ্গেরা পড়ে মায়া-জালে;
মুগ্ধতায় হায় — হায় বুঝিবে কী ভাবে
মৃত্যু - ফাঁদে লীলায়িত সোনার সকালে!
জাল - বদ্ধ হ'লে আর কে বা পার পাবে!
দোলে জাল ওৎ-পাতা রোমাঞ্চের তালে;
ভোলে প্রাণ; কে জানিবে এতে প্রাণ যাবে!

জল্লাদের প্রতি

কেন তুমি খুন করো? খুন করেন কা'রে?
ভেবেছো কি কোন দিন অন্তরে ডুবিয়া?
এক কালে ও - রক্তাক্ত নিহতেরও হিয়া
আলিঙ্গিয়া মহা প্রেমে ছিল যে তোমারে।
এই জন্ম - জলধির এ - পারে — ও - পারে
অজানা - রহস্য - রাজ্যে প্রেমে প্রবেশিয়া
হেরিলে, — হেরিবে সেথা প্রেমেই গড়িয়া
উঠিছে অসংখ্য রূপ; প্রেম - পারাবারে
অগণিত তরঙ্গের রঙ্গ চমৎকার।
তা'রই লাগি' ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গুর মূরতি
ভরিয়া তুলিছে বস্তু - বিশ্বে চারিধার।
প্রেমে জন্ম — প্রেমে মৃত্যু; প্রেমের এ গতি -
এ রহস্য অনির্দেশ্য অনন্ত লীলার
না বুঝিলে, ঘুচিবে কি অপ্রীতি-দুর্মতি?

ঘুমাতুর

অনেক হ'য়েছে খেলা সারা বেলা ধরি';
ঘুমাতুর হ'য়ে আসে এবে ক্লান্ত কায়;
সাঙ্গ করো — সাঙ্গ করো এবার ধরায়
খেয়ালী খেলার পাঠ। নামে বিভাবরী
ধীরে ধীরে অন্ধকারে চারিদিক ভরি';
খেলা-সমাপ্তির কথা বুঝি বা জানায়;
নক্ষত্র জ্বলিয়া ওঠে আকাশ-সীমায়
দিগন্তর হ'তে ঘুম পড়ে বুঝি ঝরি'।
খেলায় খেলায় আমি পেরেছি জানিতে
ঘুম তব অন্যতম অভিনব দান;
খেলা সাঙ্গ করি' তাই মর্ত্য-ক্লিষ্ট চিতে
নিদ্রা-মহোদধি-স্নানে চাই অবসান
দিবসের তপ্ততার। আর পৃথিবীতে
রাখিয়ো না লীলাময়ী, বক্ষে লও প্রাণ।

রোমন্থন

তৃণ-ভোজী গোরু-ছাগ-মেষ-মহিষেরা
রোমন্থন-প্রিয় সবে বিশ্রাম-সময়ে;
শান্ত ভাবে বিরাজিয়া তখন নির্ভয়ে
মহাসুখে রোমন্থন-রত রয় এরা।
চিন্তা-ভাব রোমন্থন করে যে নরেরা,
ভাবে না তা'; দিবা — নিশি উদয়ে — বিলয়ে
জীবনের শত কৃত্যে পরাজয়ে — জয়ে
চিন্তা-বিশ্লেষণ-মগ্ন রয় মানবেরা।

অহরহ কল্পনা যে ধারাবদ্ধ-ভাবে
তথ্য-তত্ত্ব-সমুদয়ে চিত্ত তোলে ভরি',
মানব-মানস তায় উজ্জীবিয়া যাবে।
যে ভাবে যে এ জীবনে যাহাই আহরি
রোমন্থনে তাহাই যে পীযূষ বিলাবে;
সঞ্জীবনে মর্ম দিবে মর্ত্যাতীত করি'।

বেদকণ্ঠ

ব্রহ্মর্ষির — মহর্ষির কণ্ঠ ভেসে আসে :
অতীতের ভারতের আশ্রমের বাণী
প্রহরে প্রহরে শান্ত চিত্তে দেয় আনি'
শান্তির সন্দেশ যত উদ্ভাসে — উদ্ভাসে।
ভরপুর হ'য়ে প্রাণ বিপুল বিশ্বাসে
উচ্চারিয়া মহোল্লাসে মন্ত্র. যে সন্ধানী
উদাত্ত আশ্বাস লভে! বস্তু - বিশ্বখানি
অলৌকিক হ'য়ে ওঠে সাম - মন্ত্রোচ্ছ্বাসে।

মানবের তপোবল মর্ত্যে মৃত্যুঞ্জয়;
শিবময় ভাবতের তপস্যার ধারা
মর্মে মর্মে সংগোপনে বুঝি বেঁচে রয়!
বেদকণ্ঠ — দিব্য কণ্ঠ কভু মন্ত্র - হারা
করে না ভারত - তীর্থে; তাই মন্ত্রময়
হ'য়ে উঠি; কে বাঁচে গো স্পর্শমণি ছাড়া!

ভাব - সঙ্গী

রামায়ণ — মহাভারতের সময়ের মানুষেরা
এ জগতে যে জীবন যাপিয়াছে, বাল্মীকি — ব্যাসেব
মহাকাব্যে — পুরাণে তা' চিরন্তন বিচিত্র চিত্রেব
সহযোগে সংবাহিত; চিরজীবী-সম সব এরা,
অতিক্রম করি' চলে কালের অলঙ্ঘ্য যত বেড়া;
তাই এরা ভাব - সঙ্গী - সম হ'য়ে রাজে সকলের।
অমেয় নির্মিতি - শক্তি কালোত্তর প্রতিভাধরের।
সংসর্গ সতত দানে সাহিত্য - সৃজিত চরিত্রেরা।

ভাব - সঙ্গী - বিহনে যে মহাকাল - পাথার সাঁতারি'
চলোর্মিতে সময় - সৈকতে স্থিতি - লাভ অসম্ভব।
ভাব - সঙ্গী - সঙ্গ - লুব্ধ তাই সদা যত নর - নারী।
জীবিত সঙ্গীও হ'য়ে ভাব-সঙ্গী সৌরভ-গৌরব
বর্ধিত অলক্ষ্যে করে। সৃষ্টি - লয় - ধারা দিতে পাড়ি,
ভাব - সঙ্গী - স্রষ্টা শ্রেষ্ঠ সর্ব - দ্রষ্টা মহাকবি সব।

সমুদ্র - সৈকতে

এইখানে ফেন - শুভ্র সমুদ্র - সৈকতে
ইচ্ছা করে শুয়ে ব'সে কাটাই সময়;
বিপুল বিস্তৃতি মাঝে বিরস জগতে
প্রিয়া - হারা — বন্ধু - হারা বহু দিন হ'তে
সিন্ধু - শকুনের মতো ছড়াইয়া দিয়া।
ইচ্ছা করে ভুলে থাকি সমস্ত সংসার;
লাভ - ক্ষতি — হানাহানি — বহুদিনকার
বহুবিধ ব্যর্থতারে যাবো গো ভুলিয়া।
এখানে অনন্ত ধরে নিত্য নব রূপ;
এখানে সমুদ্রে নাহি পড়ে কোনো দাগ;
আমি কেন ব্যথা-ভরে রহিব নিশ্চুপ?
মোর বুকে কেন র'বে গত অনুরাগ?
এখানে জীবন যদি সর্বদা নবীন,
আমিও মরিব না গো কেঁদে চিরদিন।

রহস্য - রাজ্য

আবার আসিব কি না সুন্দর সৈকতে
নানা ঠাঁই ঘুরে — ফিরে দূর যুগান্তরে,
আবার আসিব কি না বালু-শয্যা-পরে,
যে আনন্দ সমাহৃত হ'ল নানা পথে
আবার কহিব কি না, — তা' যে কোন মতে
জানারও উপায় নাই। লুব্ধতার ভরে
কেবল বলিতে পারি সবারে আদরে, —
সকলই বিস্ময়কর জীবনে — জগতে।

ভালোবাসি, — ভালোবেসে কত কথা কই;
এ সৈকতে যত কাল থাকি, — মুগ্ধ থাকি।
থই - থই সমুদ্রে যে চলে হই - হই, —
তরঙ্গে — তরঙ্গে যায় পারাবারে ঢাকি'।
অবিচ্ছিন্ন মায়া - জালে সবে মুগ্ধ রই;
রহস্য - রাজ্যের চাবি কেহ পাবো না কি!

চন্দ্রালোকে

পূর্ণিমার এই চাঁদ হেলেনও হেরেছে
ট্রয়ের প্রাসাদ হ'তে অলিন্দ খুলিয়া।
নূরজহানেরও হিয়া দিল্লী-হর্ম্ম্য দিয়া
পৌর্ণমাসী-চন্দ্র হেরি' আনন্দে নেচেছে।
দয়িত—দয়িতা কত প্রণয়ে হেসেছে।
বিরচিত কোটি কথা পূর্ণ চাঁদে নিয়া।
সোম-স্নিগ্ধ-শুভ্র রাতে যত প্রিয়-প্রিয়া
নিশ্চিত নিরালা পেয়ে খুশিতে মেতেছে।

সাধারণ-জনও লভে প্রেমে অনন্যতা
জ্যোৎস্না-ফুল্ল দিব্য রাতে, অন্যে তা' না জানে।
রূপ-বহ্নি-সমুজ্জ্বল মুক্ত প্রেম-কথা
পৌরাণিক—ঐতিহাসী কাহিনী বাখানে।
কবিরা বাঁচায়ে রাখে যে প্রীতি-বারতা,
কবি ভণে চুপে চুপে কবি-প্রিয়া-কানে।

আবডাল রাখিয়ো না

আবডাল রাখিয়ো না। করাল কালেরে
এখনও চিনিতে তুমি পারিলে না প্রিয়া!
পর্যুদস্ত করিতে সে বিচ্ছেদ হানিয়া
থাকে হায় যত্নপর। সর্বদা সে ফেরে
নৃশংস হিংসায় মাতি'; নিতে চায় কেড়ে
যা'র যাহা শ্রেষ্ঠ ধন। দুঃখ-দৈন্য দিয়া,
বিরহের—বিচ্ছেদের অনল জ্বালিয়া
প্রেমেরে সে ফেলিতে যে চায় শুধু মেরে।

যতক্ষণ সুসময় থাকে সখি, তাই
সম্ভোগ-সন্তৃপ্ত সুখে হাসো-ভালোবাসো;
বসন্তের দিন হেথা চিরদিন নাই;
চন্দ্রোদয়-সঞ্চালিত সিন্ধু-সমুচ্ছ্বাস-ও
আবার ঝিমায়ে পড়ে। আয়ু ক্ষণস্থায়ী,
আবডাল রাখিয়ো না, আরও কাছে আসো।

শিংশপা শাখী

সে এক শিংশপা-শাখী শত শাখাময়
সহস্র সন্দেশে তোলে অশ্রান্ত মর্মর।
সংযোগ-সান্নিধ্য-লব্ধ সকল অন্তর
নিরন্তর ধ্বনি-মন্দ্রে মুখরিত হয়।
বিস্তারিত স্নিগ্ধ ছায়ে অশান্ত হৃদয়
শান্তি-সিক্ত হ'তে থাকে; নৈরাশ্য-জর্জর
চিন্তা-দ্বন্দ্বে উদ্বেজিত বিভ্রান্তি দুর্ভর
দূর করি' পাছে দেয় আহ্লাদ অক্ষয়।

তাই সঙ্গ-স্নাত সত্তা তা'রে সমাদরে
লীলা-ভরে যত স্মরে তত সুখ পায়;
সপল্লব শাখা তা'র ঊর্ধ্বের অম্বরে
জীবনের জয়ধ্বনি সাগ্রহে ছড়ায়;
সীতাসম বন্দী প্রাণ সম্ভ্রমের ভরে
প্রীতিপূর্ণ চিত্তে তা'রই জয়গান গায়।

ছিঁড়িয়ো না কুঁড়ি

ছিঁড়িয়ো না কুঁড়ি—ছিঁড়িয়ো না—ছিঁড়িয়ো না,
বৃক্ষ-মাতৃ-বক্ষ-লগ্ন থাক;
শুনুক সে সুখে বন-বিহগের ডাক।
অঙ্গে রঙ্গে সূর্যের কাঁচা সোনা
গলিয়া পড়ুক; মেঘের মাধুরী-বোনা
শীতল সমীরে নিরালায় ঘুম যাক্।
কিশোর বুকেরে ভরিতে যা' পাবে পাক্;
রাঙুক্ নীরবে গোপন প্রাণের কোণা।

বেদরদী হাতে কুঁড়ি যে ছিঁড়িতে নাই;
লালসায় হায় তুমি কি কসাই হবে?
ছিঁড়িয়ো না কুঁড়ি, পেতে দাও তা'রে ঠাঁই;
রূপ-বাসে তা'র স্ফূর্তি যেন সে লভে।
স্বেচ্ছায় মোরা যা'র কাছে যাহা পাই
সেটুকু নিলে তো কলুষই থাকে না ভবে।

পুষ্প-ব্রত

সহস্র সহস্র পুষ্প কাননে-কান্তারে
ফোটে-ঝরে, সকলের নামও নাহি জানি;
গন্ধামোদে বুঝি শুধু সকলেরই বাণী,—
সুবাস-বিলানো সুখে ভুবনে সবারে।
জ্যোতিষ্কমণ্ডল থাকে আকাশের পারে,—
তবু তা'রা পুষ্পপুঞ্জে আলো দেয় আনি';
পুষ্প-রূপ যায় তা'রা বুঝি বা বাখানি';—
সুবাসের তুল্য কিছু আছে কি সংসারে!

পুষ্প যদি গন্ধ তা'র এ ভাবে বিলায়,
মানুষ কি প্রেম তা'র বিলাবে না তবে?
সকলেরে ভালোবেসে এই মৃত্তিকায়
মহানন্দে সে কি ভবে ধন্য নাহি হবে?
কে জানিল—না জানিল কি বা আসে যায়,-
পুষ্প-ব্রতে ব্রতী যেন হই মোরা সবে।

মাটি

মধুময় পরিপাটী খাঁটি এই মাটি।
সোনার ফসল ফলে এই ভূমিতলে।
অপরূপ রূপ এর শ্যামল শাদ্বলে
পরিপুষ্ট ফুলে-ফলে পড়ে ফাটি' ফাটি'।
ফেনময় বারি-রাশি—যেন শুভ্র শাটী
অঙ্গে অঙ্গে কত রঙ্গে পরি' কুতূহলে
বিস্মিত-নন্দিত নিত্য করে সে সকলে।
জ্যোতিষ্কেরা মুগ্ধ হেরি' রূপ পরিপাটী।

এ মাটিরে পঙ্ক বলি' হেলা যা'রা করে,
সেই নাগরিকদের ভ্রান্ত অবিচার
মহনীয়া বরণীয়া ধরিত্রীর 'পরে
সব চেয়ে কৃতঘ্নতা—নহে তা' ক্ষমার।
মাটি যে পঙ্কজ-সুধা সমাদরে ধরে
কি ক'রে তা' মর্ত্যবাসী করে অস্বীকার?

কায়া

লক্ষ বস্তু আহরিয়া তা'রই রস-সারে
সরস রাখিছ যবে অনিন্দ্য কায়ারে,
কায়া হ'তে সহজে যে সুধা-রস মেলে,
তুচ্ছ ভাবি' যেয়ো না সে রসে অবহেলে।
রস-আহরণ-শক্তি মাটির ধরায়
চির দিন এ কায়ারও থাকিবে না হায়;
দেহ নিঙাড়িয়া রস তখন তো আর
রহিবে না শক্তি কভু তোমারও নেবার।

এ দেহ মাটির ভান্ড—কাণ্ড কান্ড এর—
সর্ব রসই দেয়া-নেয়া যায় ব্রহ্মান্ডের।
রস-সার যা'রে কয় অসীম অপার
তা'র স্বাদও নিতে দেহ-ভাণ্ড দরকার।
কায়া—মায়া; তবু কায়া না-ই যদি রয়,
জৈবিকতা অনস্তিত্বে হবে না কি লয়?

দেহ

মানবের এ কায়া তো কায়া শুধু নয়,—
কায়ায় মিশিয়া আছে মায়াবী হৃদয়;
রূপার্তির তাই হেথা শেষ কভু হয়!

পলকে পলকে কী যে অপরূপতায়
দেহাতীত মধুরিমা উছলিয়া যায়
এ কায়ায়, তা'র আর তুলনা কোথায়!

হৃদয়ে র'য়েছে প্রেম, দেহ-ভাঁজে-ভাঁজে
দ্যুতি তারও ঠিকরিয়া পড়ে মাঝে মাঝে;
আয়ুভর কেহ এরও থই পাবে না যে।

এই দেহ এ মাটিতে অতনু-আশ্রয়,
দেহ বিনা দেহ-রসও লব্ধ কভু নয়;
মানবের এ দেহের তুলনা কি হয়!
দেহ নিয়া জনমিয়া মোরা ভাগ্যবান,
দেহ দিয়া দেহাতীত-সুধা করি পান।

মূরতি

মানবের এ মূরতি মুহূর্তেরই তরে
মূর্তি ধরে প্রধাবন্ত সাগরোর্মি সম;
তবু কি মূরতি নহে বিস্ময় পরম?
ঠিকরিয়া থরে থরে সেথা কি না পড়ে
দিব্য দীপ্তি? রোমাঞ্চ কি সেথা না শিহরে?
মুহুর্মুহুঃ মাধুর্যের লীলা অনুপম
হিল্লোলিত হয় না কি? দেহ সর্বোত্তম
প্রেমার্তিরে রঙ্গ-ভরে অঙ্গে-অঙ্গে ধরে।

সর্ববিধ উপাসনা—আরাধনা ভবে
নৈবেদ্যের মত এই দেহ-থালিকায়
সাজাইয়া প্রেমামোদে ধরিলেই তবে
আরাধ্যের আগ্রহের আনন্দ-আভায়
ধন্য হ'তে পারি মোরা জীবন-উৎসবে।
দু'দণ্ডেরই দেহ তাই অনিন্দ্য ধরায়।

মহারূপ

যে রূপে সকল রূপের স্বাদটি পাই
প্রাণ ভ'রে শুধু সে রূপই হেরিতে চাই।
বিশ্ব ভরিয়া রূপের যে ছড়াছড়ি
সে রূপের মাঝে তাহারে কেমনে ধরি?
রূপের পিছনে অবিরাম ছুটে যাই,
তবু কি রূপের কিনারা কিছুতে পাই?

নদী ছুটে যায়; হাজার যোজন শেষে
অবশেষে এসে অসীম সাগরে মেশে;
তখন কি তা'র নদীর আকার থাকে!
জলনিধি সাথে মিশায়ে যে আপনাকে
সাগরে সে লভে পরম রূপান্তর।
রূপেতে মিশিয়া আমারও এ কলেবর
রূপময় হোক; রূপের তিয়াসা তবে
একাকার হ'লে, আর তো র'বে না ভবে।

স্বপ্নের মহিমা

তুমি ছাত্র অধ্যয়ন-রত রম্যান্তিক;
রোমাঞ্চ-বর্জিত আমি বৃদ্ধ অধ্যাপক।
তুমি চাও হ'তে এবে বিদ্যা-সংগ্রাহক;
আমি চাহি হ'তে পূর্ব-রোমাঞ্চ-পথিক।
স্বপ্ন চাই—যে স্বপ্নেরে ভেবেছি অলীক।
স্বপ্ন সম নাহি কিছু আনন্দদায়ক
বুঝিনু সায়াহ্নে এবে। স্বপ্ন নিয়ামক
না হ'লে বস্তু যে রুদ্ধ করে সর্ব দিক।

যাদুকর যৌবনের রহস্যময়তা
বিদ্যার বিশুষ্ক ভারে পিষ্ট যদি হয়,
সর্ব-স্বপ্ন-রোধকারী সেই বাস্তবতা
রম্যান্তিক বৃত্তি করে চিরতরে লয়।
মানবের হায়-হায় কীদৃশ মূর্খতা,
তা'-ই চায়, যাহা কভু স্বাস্থ্যপ্রদ নয়।

পরীক্ষার উত্তর-পত্রপুঞ্জ

স্নাতক-পরীক্ষা-খাতা হাজার হাজার
নিভৃত নিবাসে তা'র হেরি' সারে সারে
বিস্মিত ব্যথিত বন্ধু কহে বারে বারে :
উত্তর-পত্রের এ যে রিক্ত কারাগার।
রুক্ষ শুষ্ক প্রশ্নোত্তর-পুঞ্জিত পাহাড়
এ প্রকাণ্ড প্রাকারের গণ্ডি চারিধারে
বন্দী চিত্ত আনন্দিত রহিতে কি পারে!
কাতর হয় না হেথা কবি-ধর্ম কা'র!

স্মিত হাস্যে কহে তার পরীক্ষক-প্রাণ :
নিঃসন্দেহ কারাগার; তবু এক সুখ—
অযুত ছাত্রের লভি' চিত্তের সন্ধান
আন্দোলিত হয় গুপ্ত অধ্যাপক-বুক।
বিপুল খামার-ভরা নবান্নের ঘ্রাণ
দীপ্ত-তৃপ্ত করে না কি শ্রান্ত চাষী-মুখ!

নবীনের প্রতি প্রবীণ

পুরাতন হ'তে সনাতন যাহা আছে,
তাহা যেন নিতে ভুলিয়ো না কোন ভাবে!
তরুণ দিনের এ জোয়ার ভুলে যাবে
তা'রও মহাবেগ; আবার ভাটার কাছে
স্তিমিত বেগের বিরতি সে-ও যে যাচে।
কাল-প্রবাহের তালের কে থই পাবে!
সে তো অহরহ সমুখেই শুধু ধা'বে;
বিরাম নাহি তো সে নটনাথের নাচে।

জোয়ার-ভাটার এই লীলা চিরকাল
চলিছে—চলিবে, হে তরুণ ভুলিয়ো না,
সূর্য-সোনায় ঝলমলে তব ভাল;
সে-ও বুনেছিলো জীবন ভরিয়া সোনা;
আজিকার এই তোবড়ানো তা'র গাল
সজল করুক তরুণ প্রাণের কোণা।

শাশ্বত শিক্ষার্থী

এ মহামন্দিরে এসো শিক্ষার্থী কিশোর!
জ্ঞান-দীপ-দীপ্ত ওই গম্ভীর চত্বরে
শব্দ-শাস্ত্র-আলোচনা আবেগের ভরে
আরম্ভ হ'য়েছে, শোনো আনন্দ-বিভোর।
কেটে যাক্ অন্ধকার—অজ্ঞানের ঘোর।
অনিন্দিত আলোকেরে, উদ্ভিন্ন অন্তরে
সত্যময় শিবশুদ্ধ পরম সুন্দরে
বিস্ফারিত নেত্রে হেরো চির-চিত্ত-চোর।

মর্ত্যে সে প্রথম কবে মানবাধিষ্ঠান!
শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শাস্ত্র, সনিষ্ঠ সাধনা
এ মন্দির-মহিমারে ক্রমবর্ধমান
রাখিছে সে-দিন হ'তে। বিমুক্ত বেদনা
অমৃত-সন্ধান লভে হেথা পান্থ-প্রাণ।
জ্ঞান-ধন্য হ'তে এসো হে অনন্যমনা।

বিবেক

সে চির-জাগ্রত থাকে সম্পদে-বিপদে।
জীবনের অজানিত বিসর্পিত পথে
কোন দিন কোন ভাবে কভু কোন মতে
বিচলিত হবে না সে শত মোহ-মদে।
অনন্ত-ধাবন্ত এই মহাকাল-নদে
সে-ই ধ্রুব কর্ণধার। প্রমত্ত মরতে
দিশারী সে নির্বিকার দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতে,—
নিত্য-ত্রাতা জগতের বিষায়িত হ্রদে।

শরণ্য সে—বরেণ্য সে। সমস্ত জীবন
তা'রই আজ্ঞাবহ হ'য়ে কাটাতে যে পারে,
ক্ষুদ্র জীবনেও করি' অসাধ্য সাধন
গণ্য-মান্য—চির-ধন্য হয় সে সংসারে।
সে ধ্রুব-নক্ষত্র-ভাতি মানব-গগন
দীপ্ত রাখি' সঞ্চালিত করে সভ্যতারে।

সাধনা

তুঙ্গতম শিখরের মহামৌনতায়
নিস্তব্ধ না হ'তে যদি পারিত গিরীশ,
তা' হ'লে মহিমা তা'র ব্যর্থ অহর্নিশ
হ'তো না কি? তা'-ই কাম্য, তা'-ই সবে চায়।
বারীশ-অতল-তলে মহানিরালায়—
প্রবেশিতে নারে যেথা ইন্দ্রের কুলিশ,
যেথায় সুধায় হয় পরিণত বিষ,
সেথা না নামিলে, কভু নিজেরে কি পায়!
মহা শূন্যে মেঘ হ'য়ে তাই সে বিলায়
আপনার সাধনার-সেবার সম্বল;
সহস্র সরিৎ তা'র পুণ্য স্পর্শ পায়;
শস্য-ধন্য হ'য়ে ওঠে তাই মহীতল।
মানুষেরও পূর্ণতা যে শুদ্ধ সাধনায়;
নিজেরে সে পারে কভু করিতে নিষ্ফল!

একক

শত রূপ ধরিলেও একক—একক;
তবু তা'রে শত সাজে হেরিবার শখ
মেটে কি কখনও কা'রও? শত ভাবে তাই
মধুর মরতে তা'রই মুরতি গড়াই।
শত রূপে—শত রসে এককেরই স্বাদ :
বহু এক—একই বহু দেয় না সংবাদ!
সুন্দরের সে সন্দেশে তৃপ্তি কী অগাধ!

শত রূপ লক্ষ হয়, লক্ষ কোটি শেষে,
কোটি রূপ হ'তে ফিরে উল্লাসে আবেশে
কোটি কোটি রূপ-কল্প ফোটে আব ঝরে;
তরঙ্গের রঙ্গ থামে কভু কি সাগরে!
কোটি রূপ হোক্ তবু একক—একক;
বিন্দু বিন্দু বিচ্ছুরিত সিন্ধুর উদক
অসংখ্য হ'লেও, তা'র একই নিয়ামক।

সহসা সমুদ্র হ'লে ঊর্মিল—উত্তাল
দুই কূল চেতাবেই তরঙ্গ-তাড়নে;
তখন অধৈর্য হ'লে অশ্রান্ত প্লাবনে
দুর্ভাগ্য ঘনাবে শেষে; হবে বেসামাল
যাহা কিছু করায়ত্ত ছিল এত কাল।
অদম্য সাহস তাই রাখা চাই মনে।
দুর্দৈব আবার দূর হবে শুভ ক্ষণে;
সূর্য-স্পর্শে পুনরায় দীপ্ত হয় ভাল।

অবিশ্বাসই ভয়ঙ্কর বিঘ্নকর ভবে।
সর্ব সৃষ্টি সুরে বাঁধা। গূঢ়-গুপ্ত তান
বুঝিবার চেষ্টা যদি নাহি হয়, তবে
বিপর্যস্ত স্ফূর্তি হেরি' সহসা পরাণ
'গেল-গেল-গেল'-রবে মোহ্যমানই হবে।
সিন্ধুর তাণ্ডবও মহাসমুদ্রেরই গান।

মরণের শ্লেট

জীবনের অঙ্ক কষি' মরণের শ্লেটে;
উত্তর মিলিলে তবে ভবের জীবন
শোভন-সার্থক হয় মহান-মোহন।
জীবনেরে পদে পদে যে দেখে না ঘেঁটে,
জীবনের মায়াজাল সে তো কভু কেটে
বাহিরে আসিতে নারে। তা'র অনুক্ষণ
দিশা-হারা জৈব তৃষা ভয়াল ভীষণ;
আয়ু তা'র অস্ত যায় মরু-পথে হেঁটে।

মহত্তম মানবেরা কষিতে কষিতে
সুকঠিন জীবনাঙ্ক বুঝিয়াছে সার;
যেতে হবে বহিরঙ্গ ফেলে দিতে-দিতে,
তখন মিলিবে দেখা যথার্থ সত্তার।
মরণের শ্লেটে ছাড়া উত্তর মিলিতে
পারে না তো; সাধ্য নাই মৃত্যু এড়াবার।

মৃত্যুর মায়া

মৃত্যুতে বেষ্টিত মোরা। মৃত্যু সব ঠাঁই
মায়া-জাল পেতে রাখে অলক্ষ্যে সবার।
সে চিক্কণ জাল হ'তে কাহারও নিস্তার
নাই আর যত দূরে যেথা মোরা যাই।
জীবনের পিছে-পিছে ছায়া বুঝি তাই
আতঙ্কে সবাই হেরি; তবু সান্ত্বনার
বার্তা এই,—অতুলন মৃত্যুর মায়ার
সম কিছু মৃত্যু-ঘেরা এ জগতে নাই।

প্রিয়জন একে-একে হারাতে—হারাতে
মোরাও হারায়ে যাবো একদা সন্ধ্যায়।
বিলাপের অশ্রু যত জমে আঁখি-পাতে
মৃত্যুই কখন শেষে মুছে নিয়ে যায়
হাত ধ'রে কে বা জানে কোন্ সে সভাতে;-
সেখানে গতাসু যা'রা বুঝি শোভা পায়!

মৃত্যু-স্পর্শ

মৃত্যু তা'র মৃদু-স্পর্শে আমারে যে দিন
চির-নিদ্রাবিষ্ট করি' নিবে লোকান্তরে
তখন অন্তর তব যেন ভীতি-ভরে
কম্পিত না হয় প্রিয়া,—না হয় মলিন;
আমরা তো সকলেই কালের অধীন,
সকলেই ভাসমান সময়-সাগরে।
এ সমুদ্রে যে তরঙ্গ যে মূরতি ধরে,
সবই তো গহনে শেষে হবে সমাসীন।

ভিন্ন ভিন্ন রূপ-ক্রম—অভিব্যক্তি যত,
লীলাচ্ছলে বৈপরীত্যে সৃজন—বিলয়।
তুমিও তো ঊর্মি-রঙ্গে প্রেয়সী, প্রহত
হ'তে হ'তে একদিন হ'য়ে বীতভয়
না জানিয়া আমারেই, হবে উপগত।
এ বিচ্ছেদও তা' হ'লে কি অ-বিচ্ছেদই নয়!

মহাকাল ও মানব

ডাকিয়ো না—কৈশোরেরে আর ডাকিয়ো না;
সোনা হোক—রূপা হোক্—হোক্ কোকনদ্
পাবে না ফিরিয়া আর হারানো সম্পদ;
ভারাক্রান্ত করিবে যে অক্ষি-লোর লোনা।
গলিয়া পড়িত যত নীলাভ্রের সোনা,
ঝলকিত—পুলকিত হৃদয়েব হ্রদ
আর কি তেমন করে? পূর্ব পরিচ্ছদ
পরিত্যক্ত চিরত্যক্ত। তাই কাঁদিয়ো না।

মোরা ক্ষুদ্র মানবক, কাল সুবিশাল;
তা'র অভিসন্ধি যত কে বুঝিতে পারে?
সন্ধি তাই ক'রে-ক'রে বাকী আয়ুষ্কাল
ফাঁকি দিতে—দিতে চলো সুখেই সংসারে।
মুহূর্ত বিলম্ব নাই, এখনই উত্তাল
হবে কাল, প্রেম যেন তবু নাহি হারে।

পড়ুয়ার আড়তদার

প'ড়োর আড়তদার যখনই যে হয়,
সুদক্ষ অধ্যক্ষ ব'লে আত্মপরিচয়
ডজনে ডজনে যত বিজ্ঞাপনে দিয়া,
আপনার মর্কটীয় ভেজালে ভুলিয়া
হম্বিতম্বি অবিরত করিতে সে থাকে।
উচ্চ শুষ্ক কাষ্ঠাসনে ধরে কি তাহাকে।
মগজেও থাকে যদি ঘিলু রাসভের,
স্থূলতাটি আছে কিন্তু ধড়-গর্দানের।
ষণ্ডামর্ক-চেহারায় গড্ডল-সর্দার
নাম দিলে, কি বা থাকে কহিবার আর!
পড়াশুনা-বিবর্জিত প'ড়োর আড়ত
চালাবে যে, সে কি নহে ভেজালে মহৎ।
'মন্ত্রীত্ব' না দিতে পারো, বিশ্ববিদ্যালয়ে
'সিনেটর' করি' রাখো হেন মহোদয়ে।

ভণ্ড সাহিত্যিক

ধনতন্ত্রী সাহিত্যের মেছো হাটে আনাগোনা করি',
যশোমীন কিনিয়াছ আপনার প্রতিভা বিকিয়ে;
রিরংসার কথা-শিল্প লিখে-লিখে—লিখিয়ে-লিখিয়ে
দুষ্ট-গন্ধে সংস্কৃতির বাস-ভূমি তুলিলে যে ভরি'।
বহুরূপী সাহিত্যিক, ভণ্ড-ভাবে কত দিন ধরি'
আসর জমাবে আর বকধর্মী এ ঠকামি দিয়ে,
স্বয়ম্ভু নন্দন-তত্ত্বে—ধেনো মদে ধাঁধিয়ে—ভুলিয়ে?
মহাকাল এলো ব'লে; তাণ্ডবে কি ওঠো না শিহরি'?

খোয়ারির মিথ্যা-স্বপ্ন চণ্ড-নৃত্যে ছিন্ন-ভিন্ন হবে।
স্বার্থান্ধ চক্রান্ত যত, প্রতিপত্তি দুষ্ট প্রতিভার,
বাস্তু-ঘুঘুদের বাসা লণ্ড ভণ্ড করিয়া তাণ্ডবে
সূর্য-দীপ্তি নিশান্তের এনেছে সে হেথা কত বার!
জঙ্গম মনুষ্য-বংশে জন্ম লভি' মহনীয় ভবে
ধিক্-ধিক্ সাহিত্যিক, ভুলিয়াছ উত্তরাধিকার!

ভারতী - ভাগাড়

শুনিছ না ওই কোলাহল — কলরব!
বাণীর মরালে শকুন প'ড়েছে সব।
মড়া - পচা - বাসী নিয়ে করে কাড়াকাড়ি.
ভারতী - ভাগাড়ে চলে শুধু মারামারি।
ঘোঁট পাকানোর — জোট পাকানোর চোটে
পড়াশুনো যত সকলই শিকায় ওঠে।
বিষকুম্ভের পয়োমুখ দেখে দেখে
ভাবে সবে ভালো; ঠেকে ঠেকে একে একে
অবশেষে শেখে ভাগাড়চারীর দল
মরা হাঁস নিয়ে করিতেছে কোলাহল।
ভণ্ড ডিগ্রিধারীর লুব্ধ ভিড় —
ভাগাড় ক'রেছে পাদ - পীঠে ভারতীর।
ভাগিয়াছে ভয়ে কোথা যে সরস্বতী!
কবে পাবে দেশ এ থেকে অব্যাহতি!

আধুনিক

মানুষের কাশি - কফ্ - মল - মূত্র - ঘাম
সাহিত্য - নৈবেদ্য - থালে সাজায়ে কেবল
পাও ভব্য আধুনিক কোন্ সভ্য ফল?
মানুষের মোহ - মদ - ঈর্ষা - লোভ - কাম
প্রকাশিতে উপজে কি পরম আরাম!
এরে নিত্য করিলে কি সত্যের সম্বল!
উত্তরণ হেরো না কি ভরি' মর্ত্যতল! —
সর্বোত্তম - লাভেচ্ছাই সভ্যতার নাম।

বিধৃত সকলই কালে — সবই আপেক্ষিক।
আধুনিক — আধুনিক চিৎকারে সবারে
উচ্চকিত করিবার মত্ততা বেঠিক।
সভ্যতার মহাবর্ত্ম কে ত্যজিতে পারে।
বর্জিতে বর্জিতে যাহা চলিছো পথিক,
সে গতি-ই আধুনিক জঙ্গম সংসারে।

নক্ষত্র

সমস্ত শর্বরী ধরি' অতন্দ্র আবেগে
অতি-দূর অভ্র হ'তে এ মর্ত্ত্যে চাহিয়া
কি হের কৌতুক-ভরে আলোকে নাহিয়া?
শ্রান্তি কি আসে না তব সন্তর্পণে জেগে?
তোমার আলোক-চূর্ণ তূর্ণ মেঘে লেগে
বেগে বিচ্ছুরিত হ'য়ে গগন বাহিয়া
জলে ঝলকিয়া ওঠে, পত্র-ছিদ্র দিয়া
অলিন্দে গলিয়া পড়ে, নিদ্রা যায় ভেগে।

আমিও নীলাভ্রে চাই উদ্‌ভ্রান্ত আগ্রহে;
দুস্তর অনন্ত বর্ত্ম মাঝে ব্যবধান.
প্রেমের রোমাঞ্চ তবু থামিবার নহে;
তারাময় হ'য়ে ওঠে মোরও সারা প্রাণ।
নক্ষত্র নীরবে তা'র বার্তা যদি কহে,
মর্ত্য-বার্তা স্পর্শিবে না কি ক'রে বিমান!

মর্ত্য নিত্য শূন্যগামী

বিহঙ্গেরে নেহারিয়া নীলাভ্রে উড্ডীন
বাসনা কি কোন দিন জাগে না তোমার
অমনই আনন্দ-ভরে সীমা হ'তে পার,
অসীমের মহারাজ্যে হ'তে সমাসীন!
আপনার বস্তু-বাধা করিয়া বিলীন,
যেথায় নক্ষত্র যত হয় একাকার
সে অভ্রে,—যেথায় শুভ্র আলোক-বিস্তার
তা'রই মাঝে যাচো না কি হ'তে তমোহীন!

মানব-জীবনই এক নির্মুক্ত সাধনা,—
নিরবধি জ্যোতির্লোকে স্বচ্ছন্দ বিহার;
চলমান দিগন্তের স্বপ্ন-বিরচনা,—
স্বপ্ন দিয়ে নিত্য-স্বপ্ন গড়া অনিবার।
মহাকালই কালে—কালে করে মুক্তমনা;
মর্ত্য নিত্য শূন্যগামী,—সীমা কোথা তা'র!

কাদম্বরীর আত্মহত্যা

ঘুমাক্ — ঘুমাক্, ডাকিয়ো না তা'রে আর।
সূক্ষ্ম জীবনে অনেক স'য়েছে জ্বালা,
শুকালো তা'রও যে চিকন মোহন মালা,
এলো পালা শেষে চুপে চুপে ঝরিবার।
নামাতে পেরেছে জটিল জীবন - ভার
বাহিয়া বিরলে সরণী অনল - ঢালা,
অবশেষে এলো সেথাই একেলা বালা,
যেথা নাই কা'রও শুধাবার অধিকার।

ঘুমাক্ - ঘুমাক্। আত্ম - হননে পাপ
হ'য়ে যদি থাকে, আর কি হিসাবে তা'র
কা'রও লাভ আছে! সব কিছু করি' মাপ,
ঘুচায়ে ধরার যত আছে অবিচার,
মুছায়ে মাটির ময়লারও যত ছাপ,
সে-ই নিলো তা'রে এ দীন-দুনিয়া যা'র।

ভার্যাহারা অবনীন্দ্র - কথা

স্তব্ধ ভাবে ব'সে আছে — ব'সেই সে আছে
আত্ম - মগ্ন। এত দিনে কোন্ শিল্পেশ্বর
বর্ণ - হারা কোন্ বর্ণ তাহার ভিতর
সহসা লাগায়ে দিলো! তাই তা'র কাছে
রেখা — রঙ্ — ঢঙ্ সবই মিলে এক ছাঁচে
অদৃশ্যের দৃশ্যাতীত অমর সুন্দর
শিল্প - কল্প ধ'রে দিলো। যত নারী - নর —
যত রূপ অবশেষে অরূপই যে যাচে।

"রূপ গড়া — রূপ ভাঙা — এই-ই লীলা যদি,
রূপে - রসে কাজ নাই; অরূপও তো রূপ; —
এত দিনে লব্ধ হ'ল রূপের অবধি;
শিল্প নয় — শব্দ নয়, নির্দ্বন্দ্ব নিশ্চুপ
হবার এসেছে লগ্ন; মোর রূপ - নদী
অরূপ - উদধি মাঝে মিশে হ'ল চুপ।"

রৌদ্র

নীলাভ্রের থালা ভরি' রৌদ্র প্রতিদিন
পরিবেষণেতে তা'র শ্রান্তি বুঝি নাই;
সারা বেলা অফুরন্ত রৌদ্র তাই পাই;
তাই বাজে হৃদয়ের আনন্দের বীণ।
কিছুতে করে না তাই চিত্ত বিমলিন;
রৌদ্র-ভরা আকাশের পানে যত চাই
তৃপ্তি তত পাই মোরা, তাই ভুলে যাই
আমরা যে অন্ধকার মৃত্যুরই অধীন।

আত্মার ক্ষুধার শান্তি রৌদ্রে লভে নর;
মানব যে আত্মাময় রৌদ্র তা' স্মরায়;
রৌদ্র বিধাতার দান অপূর্ব সুন্দর;
সব শূন্য অনিবার রৌদ্র যে ভরায়;
প্রসন্ন প্রসাদ তা'র রৌদ্রের ভিতর
ভুলিয়ো না—ভুলিয়ো না, সে-ই ঢেলে যায়।

ফোয়ারা

আপনারই আবেগে সে আপনি আকুল।
বেষ্টনী ভাঙিযা শেষে কলগান করি'
সে শুধু চলিতে থাকে দিবস-শর্বরী;
আশায় উদ্দীপ্ত তা'র গুপ্ত মর্ম-মূল,—
সেথা যে ফুটিছে শুভ্র বুদ্বুদের ফুল।
কোন দূর-সমুদ্রের স্বপ্নে ওঠে ভরি'
চিত্ত তা'র! মহোল্লাসে ওঠে যে শিহরি'।—
সিন্ধু-প্রীতি শক্তি তা'রে দেয় যে বিপুল।

এই প্রীতি ফোয়ারার খুলে দেয় প্রাণ।
ধারা তা'র নদী-রূপে ভরি' দুই পার
চলিতেই থাকে শুধু বুঝি অফুরান।
এ জগতে মানবেরও প্রাণ-ফোয়ারার
চির-তৃষা মুক্তি-সুখে অনন্ত-সন্ধান,—
সেই প্রেমে যাচা হেথা কল্যাণও সবার।

ঘুমায়—ঘুমায় তা'রা

কবরে ঘুমায় তা'রা, চিতার অতলে
ঘুমায়—ঘুমায় তা'রা—ঘুমায় অঘোরে।
কোন দিন ঊষাকালে আরক্তিম ভোরে
তা'রা আর মাঠে-ঘাটে-বাটে কুতূহলে
ঘুরিবে না! কভু একা—কভু দলে দলে
দুপুরের জীবনের প্রবাহের তোড়ে
যাবে না তো ধ্বনি-গানে মুখরিত ক'রে
চারি ধার। তা'রা হায় ঘুমায় সকলে।

চির তরে অমা-নিশা তাহাদের নিয়া
চির-ঘুমে নেশাতুর করিল কখন্!
জীবনেরে একেবারে তাই কি ভুলিয়া
যাপে তা'রা স্বপ্ন-ভরা ঘুমেরই জীবন।
চাই আর না-ই চাই, আমাদেরও হিয়া
একদা এমনই ঘুমে হবে অচেতন।

জীবনের দিন

অধ্যাপক-জীবনের এ-দিন—ও-দিন
ছড়ায়ে দিয়েছি যত শিক্ষার্থীর মাঝে।
জানি মনে, ক্ষেতে ক্ষেতে সে বীজ বিরাজে
ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে সীমাহীন।
পত্রে-পত্রে ঝঙ্কারিয়া আনন্দের বীণ
তা'দেরও অনেকে জানি হেথা নানা সাজে
সার্থক সুদিনগুলি সমাজের কাজে
লাগাবে;—ভরাবে বিশ্ব শস্যে অমলিন।

দিনগুলি রহিল না, এ বিক্ষেপে মন
ভারাতুর করিনি তো কখনও জীবনে।
পলগুলি লক্ষ মনে বুনেছি যখন
ফসল হবেই হবে কত শত মনে।
কে কহিল ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন!
জীবনই যে রেখে যাই আমরা মরণে।

নীড়

কী ধৈর্য! কী সহিষ্ণুতা বায়স-মাতার!
নিরন্তর চঞ্চুপুটে কঞ্চি-কুটা-খড়
বহিয়া আনিয়া গড়ে আগ্রহে সুন্দর
স্নেহ-নীড়, — সংগোপনে ডিম পাড়িবার
প্রশান্ত আশ্রয়-কেন্দ্র বৃক্ষের শাখার
সপল্লব সন্ধি-স্থলে। চৈত্র-দ্বিপ্রহর
অনল বর্ষিতে থাকে। প্রসন্ন অন্তর
নীড়-নিরমাণ-স্বপ্নে তবু নির্বিকার।

ক্ষুদ্র পাখী, ক্ষুদ্র নীড়; তবু স্নেহ-ধারা
অনির্বাচ্য-অতুলন। এই মাতৃ-রসে
উপচিত হয় না কি প্রাণের কিনারা!
কে না জানে ব্যক্তি-প্রাণ মুহূর্তেকে খসে
কাল-সিন্ধু মাঝে! তবু কি করিয়া হারা
মহা স্নেহে বংশ-ধারা হবে ধ্বংস-ধসে।

এ বিভ্রম

সর্ব আকাঙ্খার শেষ, — আমি যেন বাঁচি।
অন্য কোন অমরতা নাহি তো ধরায়,
ঐতিহাসী অমরতা ভবে কে না চায়!
তবু সেই অমরতা বৃথা মোরা যাচি;
বৃথা খর্ব-নিখর্বের নিত্য নাচানাচি।
কোটি কথা — কাহিনী যে চাপা প'ড়ে যায়
আরও কোটি কোটি নব কাহিনী-কথায়।
আকাঙ্ক্ষারও শেষ নাই — যত দিন আছি।

অনন্ত কালের মাপে মানবেতিহাস
অতিশয় ক্ষুদ্র — তুচ্ছ নহে কি ভুবনে?
সংখ্যাতীত মানবের সমুদ্ভব-নাশ
চ'লেছেই; অমরতা লভে কয় জনে!
দুর্মর মানব-মনে তবু অভিলাষ। —
এ বিভ্রম সংগোপনে কে সৃজিছে মনে?

মায়াদেবী

লুম্বিনী-উদ্যানে প্রসবিয়া অগোচর
হ'লে মায়াদেবী, শিখাতে কি শূন্যবাদ
জাতকেরে! জন্ম-লগ্নে নির্বাণের স্বাদ
দিয়ে তা'রে, করিলে যে চির জাতিস্মর।
পূর্ব-পূর্ব জন্ম-স্মৃতি তাই নিরন্তর
উদ্বোধিল ধর্ম-বোধি-অমৃতে অগাধ
বুদ্ধ অমিতাভে। ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-ফাঁদ
বিমুক্ত যে তথাগত লভি' মাতৃ-বর।

প্রসূতি-নির্বাণ-প্রাপ্তি প্রসূতের চিতে
নিভৃতে করিল উপ্ত বীজ নির্বাণের;
মায়াই মায়ার পাশ অপত্যের হিতে
মৃত্যু বরি' বিদূরিল; তাই জগতের
ত্রিতাপ যে চিরতরে সিদ্ধার্থ হরিতে
শিখালো শরণ নিতে ধর্মের-সঙ্ঘের।

মৃত্যুঞ্জয়-কথা

''রাহুল, যাচিয়া লও তব পিতৃ-ধন।''—
কহে ধীরে যশোধরা নন্দনের কাছে।
'সম্যক-সম্বুদ্ধ পিতা তব আসিয়াছে
কপিলাবাস্তুতে এবে। শুনি, সর্ব জন
চেয়ে লয় কাম্য ধন।'' সিদ্ধার্থ-নন্দন
পরদিন পিতৃ-পদে পিতৃ-ধন যাচে।
ভিক্ষা-পাত্র দেন বুদ্ধ। শিশু-চিত্ত নাচে।
মাতৃ-সন্নিধানে আসে আহ্লাদে তখন।

অবশেষে মাতা-পুত্র এক সাথে আসি'
ভিক্ষুণী-ভিক্ষুর ব্রত বুদ্ধ-সন্নিধানে
গ্রহণ করিল সুখে। সর্ব মোহ নাশি'
শূন্যতার মহোল্লাস যুগল পরাণে
বুদ্ধ-ভাব ধীরে ধীরে তুলিল বিকাশি'।—
মৃত্যুঞ্জয় এ কাহিনী মনে তৃপ্তি আনে।

সংস্কার

সংস্কার — সংস্কার করো, শুদ্ধি কে কাহার
করিবে কেমন-ভাবে? অর্বুদ ঊর্মির
সংঘট্ট যে চ'লেছেই, — কিছু নহে থির;
নিখর্ব তরঙ্গে নিত্য নাচে পারাবার; —
স্থান নাই — কাল নাই সবই একাকার।
আপেক্ষিক দৃষ্টি-ভ্রমে নক্ষত্রের ভিড়
ঊর্ধ্বে - অধেঃ মহাশূন্যে; মরণে আঁখির
অন্ধত্ব ঘুচিলে, কোন সীমা থাকে আর!

সীমানার ছেদ গড়ি' সংস্কারক সাজি',
লীলা-মূল্য না বুঝিয়া করিলে বড়াই,
কেবলই তিক্ততা বাড়ে। প্রীতি-পুষ্পরাজি
আহরিতে হায়-হায় মোরা ভুলে যাই।
প্রাণ-তরঙ্গেরা রঙ্গে নিত্য ওঠে বাজি';
সংস্কার কিসের তবে! তা' কি ভাবো নাই?

'ভাই-ফোঁটা'

ফোঁটা দাও — ফোঁটা দাও ভগিনি, ভ্রাতারে।
স্নেহার্তি - সঞ্জাত ফোঁটা বড় রমণীয়।
নিয়ত ভুবনে যত উপজে অমিয়, —
ভালে ভালে ফোঁটা দিয়ে সোনার সংসারে
বিকশিত — প্রকাশিত করো না তাহারে!
ঘৃণা নয়, — ঘৃণা-ভাব ভবে নারকীয়;
স্নেহ-প্রীতি-ভাবই হেথা সকলের প্রিয়;
অভিষিক্ত করো সবে শুভ্র স্নেহ-ধারে।

সূর্য-ফোঁটা অভ্র-ভালে কে দেয় সকালে!
চন্দ্র-ফোঁটা পুনরায় কে দেয় সন্ধ্যায়!
দীপ্ত তারকার ফোঁটা নিশি-শূন্য-ভালে
অপরূপ রূপ ধরে ঘন তমিস্রায়।
তোমারও সস্নেহ-ফোঁটা যেন মর্ত্যে ঢালে
মহানন্দ; ফোঁটা দাও শান্ত স্নিগ্ধতায়।

পাতা ঝরে

পাতা ঝরে প্রহরে—প্রহরে হিম-বায়ে—
শীর্ণ—দীর্ণ—জীর্ণ পাতা বৃদ্ধ বিটপীর।
এক দিন যে শ্যামতা ওই নদী-তীর
শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে, রাখালের গায়ে
ছায়ার পেলব মায়া দিয়াছে বুলায়ে,
সে শ্যামতা মহাকাল হরিল শাখীর।
পাতা ঝরে, হৃদয়েরে করে যে অধীর;
স্মৃতি শুধু কেঁদে মরে প্রাণের প্রচ্ছায়ে।

সবারই জীবন-বৃক্ষ পত্র-হারা হয়,—
উপলব্ধি করি' ক্রমে কালের নিয়ম
হ'তে হবে সহৃদয় সর্ব-সেবাময়;
মধুময় করা চাই মানব-জনম।
একদা বিদায়-বেলা আসিবে নিশ্চয়,—
মৈত্রী-প্রীতি রক্ষা তাই পরম ধরম।

চুপ করো

চুপ করো—চুপ করো, কথা কহিয়ো না।
সম্ভোগ কবিয়া লও নেত্র-রসনায়
নিসর্গ-মাধুর্য যত এই বসুধায়।
ওই দেখো শূন্য হ'তে ঝরে সূর্য-সোনা,
দুলিছে শাখার শীর্ষে স্বর্ণ-কান্তি নোনা।
অদূরে নদীর বাঁকে ঝলকিয়া যায়
ফেনোচ্ছল তরঙ্গেরা; কূলে—কূলে তায়
শব্দ বাজে; দূর-স্মৃতি করে আনাগোনা।

এর পরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার তিমির
ঢাকিয়া ফেলিবে সবই। শুধু সন্ধ্যা-তারা
ভাতিবে গগন-ভালে; পৃথিবীর তীর
তা'রও পরে মহা স্বপ্নে হবে বুঝি হারা!
নিসর্গের শান্ত-রসে আত্মার গভীর
স্নিগ্ধ হ'ল; চুপ করো; লও রস-ধারা।

পান্থ

কখনও আকাশ ছেয়ে যায় কালো মেঘে,
সর্বদা রোদ থাকিবারও কথা নহে:
পান্থ কি তবু এক ঠাঁই কভু রহে?
আসিলে আসুক বৃষ্টি বিপুল বেগে,
পিচ্ছিল পথে পদতল কাদা লেগে
হোক কাদামাখা; বাত্যাও যদি বহে
সহজে পথিক হাসিমুখে সবই সহে;
অন্তর তা'র আগ্রহে রহে জেগে।

অগ্রগমনই পান্থ-ধর্ম ভবে।
গুহামানবের যুগ হ'তে ধীরে ধীরে
যাত্রা ক'রেছে মানুষ সেই তো কবে
লঙ্ঘিয়া বাধা বিপুল পৃথ্বী-তীরে।
সেই গতি-বেগে চলমান হ'লে সবে,
আকাশের আলো ঝরিবেই শেষে শিরে।

নাবিকের প্রত্যয়

"নাবিক, কোথায় যাও—কোন্ সে বিদেশে?
কি আশায় চলিতেছ তবণী ভাসিয়ে?
দ্বন্দ্বায়িত হ'তে হ'তে আপনারে নিয়ে
কোথায় থামিবে এসে ভেসে ভেসে শেষে?
'আগে যাও—আগে যাও'—প্রবাহের রেশে
গেয়ে যায় কে বলো না? কোন্ নদী দিয়ে
কোথায় পড়িবে তুমি অবশেষে গিয়ে?
সমাদরে বেসাতি কে লবে ধীরে হেসে?"

"অত শত হিসাবের ধারি নাই ধার;
অবিরল কহে জল আগে আগে যেতে।
নিজেরেই বিকাবার সাধে অনিবার
আপনার মাঝে উঠি আপনিই মেতে।
বুঝিয়াছি এইটুকু—এত লীলা যা'র
সে-ই দিবে জুটিয়ে তা', যা-ই চাই পেতে।"

'গাথা সপ্তশতী'

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সুদিন তখন —
দক্ষিণাপথের অন্ধ্র - নরপতি 'হাল'
সঙ্কলন করি' কোষ-কাব্য সুরসাল
'গাথা - সপ্তশতী' - নামে করিল গ্রন্থন,
সে প্রাকৃত গীতি - কাব্য রসিকের মন
সহজে হরণ করে; পদ্ম সমৃণাল
স্বভাব-লাবণ্যে যথা মুগ্ধ চিরকাল
রাখে সবে; তাই করি তাহার কীর্ত্তন।

জন - জীবনের চিত্র — শৃঙ্গার - মাধুরী
এত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কোথা পাবো আর!
করিতে না পারে কাল কাব্য - সুধা চুরি,
এত তাই মধুমাখা মানব - সংসার।
দ্বিসহস্র - বর্ষ - পূর্ব 'সপ্তশতী' জুড়ি'
জৈব রস কী সার্থক ভাষা পেলো তা'র!

'তাজমহল' ও 'মেঘদূত'

মর্ম্মরে স্তম্ভিত প্রেম মূর্ত দিব্য তাজে।
স্থাণুত্ব - সংলব্ধ বলি' কাল - যমুনায়
স্বপ্ন - মায়া বিরচিয়া বিরাজে আগ্রায়।
প্রেমিক রসিক হেরি' কভু ভোলে না যে;
যমুনায় শোকার্ত্তির রস - ধ্বনি বাজে,
বিশোধিত হয় চিত রূপে - প্রেমে তায়।
ভার - মুক্তি সমাধি - ও মরতে কি পায়!
কালিদাসী 'মেঘদূত' ভারোত্তর রাজে।

মর্ম্মর - রচনে — কাব্যে বৈসাদৃশ্য কত!
স্থান - কাল - ধৃত সৌধ, কাব্য কালজয়ী;
'তাজ' ধ্রুব মৃত্যু-জাত বিলাপ - স্মারক;
'মেঘদূত' মিথুনের প্রেমে যে শাশ্বত,
গার্হস্থ্য ব্রতে যে তায় ভব্য-সভ্য হই;
ধর্ম - অর্থ - কাম - সিদ্ধি - সন্দেশ - বাহক।

মন

যুগ-যুগান্তের সব মন নিরন্তর
বাসা বেঁধে থাকে ওই মনের মাঝারে।
কি করিয়া সুচিহ্নিত করিবে কাহারে!
কি করিয়া লঘু হবে এক পল ভর!
যত ক্ষণ আছো এই ধরণীর 'পর
লক্ষ মন তাহাদের লক্ষ মন ভারে
ভারাতুর করিবেই-করিবে সত্তারে।
ও-ঘর নহে তো আদি আদমের ঘর।

কত জন্ম, কত মৃত্যু, কত মননের
টানাটানি—হানাহানি বহিতে বহিতে
চংক্রমণ করি পথে জটিল মর্ত্যের
আপনারে—অপরেরে তাপ দিতে দিতে!
মন কি একেরই মন! মন সকলের।
নিজ মনও কে বা পারে হেথায় চিনিতে!

জানালার ধারে

ব'সে ব'সে জীবনের জানালার ধারে
বিস্ফারিত নেত্র মেলি' হেরিনু সংসার :
বিকাশিত বৈচিত্র্যের অন্ত নাহি আর।
যৌবন-রঞ্জন-রাগে শুধু বারে বারে
রঙ্-ফেরা চলিতেই থাকে এ সংসারে;
সংগোপন বর্ণ-শিল্পী প্রণয় তাহার;
মূল শিল্পী মহাকাল; শিল্পী-দৃষ্টি তা'র
নির্বিকার নব নব রহস্য-সম্ভারে।

পট-পরিবর্তনের অন্ত কে বা পায়!
দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে সবই নিত্যই নূতন।
দেখিতে দেখিতে শেষে সন্ধ্যা হ'য়ে যায়;
অলিন্দ পরশি' ধীরে বিষণ্ন তপন
অস্তাচলে ঢ'লে পড়ে। আকাশের গায়
ঘুমাতুর হেরি তারা জ্বলে অগণন।

অলঙ্কার

শ্রেয়সীর শ্রীঅঙ্গের শোভা-সংবর্ধক
কণ্ঠহার হিরণ্ময় খচিত হীরায়;
নাসার বেশর — কর্ণ-ভূষণও বিভায় —
দ্যুতিময় দিব্যতায় হর্ষ-সংবাহক।
কঙ্কণ কোমল করে সঞ্চারে পুলক
ঝলকিত হীরকের কষিত কণায়;
হীরা — সোনা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
রত হ'য়ে, সন্ধি করে রূপ-উপাসক।

অতুল্য অমূল্য হার — অলঙ্কার যত
যে শিল্পীর ধ্যান-লব্ধ সূক্ষ্ম দক্ষতার
অপূর্বতা ব্যক্ত করে, হ'য়ে বাক্যহত
স্বীকার কে না করিবে প্রতিভা তাহার!
অনুপমা প্রিয়তমা সমাদৃতা কত!
শিল্পীও যে অর্পে তা'রে শ্রেষ্ঠার্ঘ্য সম্ভার।

কার্পাস

হাস্যময় কান্তি মাঝে অতি সংগোপনে
সেবা-শুভ্রতায় রাখো নীরবে লুকায়ে
মানবের পরিধেয়। লঘু চৈত্র-বায়ে
কৌতুক-আভাস তব অসম্বৃত ক্ষণে
পুলক-হিল্লোল তোলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।
রৌদ্র-ঝলকিত তব ক্ষীণ অঙ্গ-ছায়ে
দেখেছি লাবণ্য যেন পড়িছে লুটায়ে;
বুঝেছি সেবক তুমি সে শুভ দর্শনে।

মানবের পরিধেয় — সভ্যতারই বাস:
শরমের আবরণ — সৌন্দর্যের মূল।
তব দানে চুপে — চুপে উদার কার্পাস,
বিনির্মিত হয় সেই বসনও অতুল।
চরকায় — তাঁতে যত শুনি গীতোচ্ছ্বাস,
তোমারই সেবার স্তুতি বিস্মিত-ব্যাকুল।

পুরানো চিঠি

পুরানো সখ্যের চিঠি,—গন্ধ-পুষ্প-প্রায়
সমাচ্ছন্ন শুষ্ক ঘাসে শিশিরে-সজল,
গত যত সখ্য স্মৃতি চিত্তে অবিরল
জাগরিত করি' হায় মাধুর্যে কাঁদায়।
মহাকাল তূর্ণ স্রোতে সবই নিয়ে যায়
অজানায়; তবু এই লিপিকা কোমল
বিষণ্ণ সুবাসে মর্ম-মালঞ্চের তল
ছেয়ে আছে,—অতীতের সাক্ষী মৃত্তিকায়।

যে লিখিত লুব্ধ লিপি; লেখনী তাহার
কোথায় হারায়ে গেছে তা'রই সাথে—সাথে।
উপায় তো নাহি আর সে কথা জানার।
মুগ্ধ চিঠি মৌনতায় র'য়েছে বিলাতে
সরল সোহাগ তা'র, অতল আঁধার
নক্ষত্র-নিকরে যথা দীপ্তিমন্ত রাতে।

অস্তরাগ

সায়াহ্নের অস্তরাগ বিষণ্ণ-মধুর
আনে না কি মনে তব প্রয়াণের কথা?
সারা দিন কত কর্ম—কত উত্তালতা—
উদ্বেগ—আবেগ কত রাখে ভরপুর।
তার পরে ধীরে—ধীরে পূরবীর সুর
চিত্ত-পুরে এনে দেয় দূরের বারতা।
দিনান্তে নামিয়া আসে অন্ধকার যথা
একাকার-করা ভাবে করে যে আতুর।

কর্মাবসানের মাঝে কর্ম নিয়ে যায়;—
এই মহাপরিণতি নিয়তি সবার।
মৃত্তিকায় অহঙ্কারে আত্ম-গরিমায়
নির্বেদের আত্ম-লুপ্তি নাহি আসে যা'র,
বিশ্ব-ধর্ম-বিবর্জিত সে তো নাহি পায়
চির-শান্তি; অস্ত-লগ্ন রক্তাক্ত যে তা'র।

স্মৃতির মিছিল

বিশ্বের ভাণ্ডার ভরি' সংখ্যাতীত স্মৃতি
ধীরে—ধীরে চুপে—চুপে অভিভূত করে,
সূক্ষ্ম-স্থূল ছোট-বড় অসংখ্য লহরে,
সমুদ্র ভাঙিয়া পড়ে বেলাভূমে নিতি;
বিচ্ছুরিত শীকরের নাহি পরিমিতি,—
সূর্যালোকে সৌন্দর্যের কী মাধুর্য ধরে!
ঝলে তা'রা রৌদ্র-দীপ্ত বালুকার 'পরে
যত ক্ষণ না শুকায়। স্মৃতিময় ক্ষিতি।
মৃত্যু-ভীতি মুহুর্মুহুঃ স্মৃতি-চারণায়
লয় পায়, মুছে যায় দুঃখ-অভিঘাত;
বিষণ্ণ প্রীতির স্নিগ্ধ শান্তশীলতায়
তারা-ভরা নভ হেরি যদি নামে রাত;
স্মৃতি-স্বপ্ন-বিনিময়ে কালের বেলায়
চলে চল-মিছিলেরই নিত্য পদ-পাত।

স্মৃতি-রস

এলোমেলো স্মৃতি-সুধা দূর-অতীতের
চেখে-চেখে—চেখে-চেখে চলিয়াছে মন।
কিছুতেই কভু আর তা'র সমাপন
হ'ল না তো এত দিনে! স্মৃতি হৃদয়ের
হেথা—হোথা লেগে থাকে যত মানুষের—
পশুদের—পাখীদের, নদী-গিরি-বন
যা' দেখেছি সকলেরই, চাঁছির মতন
গায়ে-গায়ে লেগে-থাকা দুধের ভাণ্ডের।

জ্বাল দিতে দিতে যবে দুধে পড়ে সর,
সে—সরও সরিয়ে শেষে দুধ তুলে নিলে,
যে চাঁছি চাঁছিলে মেলে ভাঁড়ের ভিতর,
ত'র স্বাদ আর কোন কিছুতে নিখিলে
মিলিবে কি? এ মাটি যে কত মনোহর
বুঝা যায় স্মৃতি-রসও চাখিলে-লেহিলে।

বায়সের বন্ধুত্ব

দুই বন্ধু কাকে দেখি চঞ্চুপুট ভরি'
পর্য্যুসিত ভুক্ত-ভোজ্য-অবশিষ্ট-ভাগ
উল্লাসে ভুঞ্জনে রত। কত অনুরাগ
দুই সঙ্গী কা—কা রবে যায় ব্যক্ত করি'।
সে কৈশোর দিনগুলি অকস্মাৎ স্মরি;
এখনও অঙ্কিত মনে সে সখ্যের দাগ;—
সে কী তীব্র বোবা টান! না ছিল সজাগ
বুদ্ধি তবু; যুগ্ম-ভোজ সে কী মরি মরি!

নর-ত্যজ্য-ভোগ্য কাক কী যে সুখে খায়
সহজাত সাহচর্যে সুধা সম মানি'।
আত্ম-ভোলা প্রীতি-ভাব স্বার্থপরতায়
মানুষই ভুলিতে থাকে; সুধা দিলে আনি',
সে সুধাও ক্ষুদ্র স্বার্থে বিষ হ'য়ে যায়।
গর্বে ফোলে তবু মূর্খ,—সে-ই শ্রেষ্ঠ প্রাণী।

কুক্কুরী-মাতা

কুক্কুরী-মাতারে হেরি রাজপথ-পাশে
লভি' নিরিবিলি ঠাঁই শাবক ক'টিরে
স্তন্য দান করে স্নেহে; মাতৃ-কায়া ঘিরে
শাবকেরা দাপাদাপি করে মহোল্লাসে।
এই দৃশ্যে কা'র চোখে জল নাহি আসে!
পথের কুক্কুরী—তবু তাহারও শরীরে
এ কী দীপ্তি! সবিস্ময়ে হেরি ফিরে-ফিরে;
হার মানি, পশু-মারও মাতৃত্ব-বিকাশে।

মাতৃ-শক্তি এ মাটিরে করে মধুময়,
অনির্বাণ প্রাণোল্লাস মাতৃত্বেরই দান;
যে বেশে থাকুক্ মাতা তুলনা কি হয়!
সর্ব জীবে অহরহ তা'রই অধিষ্ঠান;
কুক্কুরী-মাতায় হেরি' মাতৃ-পরিচয়,
সন্তানত্ব মোর মাঝে লভে নব প্রাণ।

বিড়াল - জননী

বিড়াল - জননী শুয়ে উঠানের ধারে,
জামরুল গাছ সেথা ছায়া রচিয়াছে।
ছানা কটি খেলা করে মা'র কাছে কাছে,
তুলতুলে তুলা-রঙ্ কে ভুলিতে পারে!
পাতা - ফাঁকে প্রভাতের রোদ বারে বারে
উঁকি মেরে ইতি - উতি আনাচকানাচে
স্নেহ - রস মাখা এই সঙ্গ বুঝি যাচে!
বাতাসও উতলা হ'য়ে নাচায় পাতারে।

উঠানের এই ছবি ধূলার শয়নে
মাটিরেও মধুময়—প্রাণময় করে;
শৈশবের সুখ - স্মৃতি জেগে ওঠে মনে,
মাতৃ - দত্ত স্নেহ - সুধা উপচিয়া পড়ে;
ছানা কটি ভাই - বোন খেলি' ক্ষণে-ক্ষণে
ফাঁকে - ফাঁকে জননীরে জড়াইয়া ধরে।

ব্যাঘ্র - শিশু — ব্যাঘ্র - মাতা

ব্যাঘ্র - শিশু — ব্যাঘ্র - মাতা সুন্দরবনের
দুরন্ত নদীর ধারে বন্য গুল্ম - পাশে
ক্রীড়ামত্ত হেরিলাম। বিহ্বল বাতাসে
ধ্বনি - মন্দ্র ভেসে আসে হিংস্র যুগলের।
কোলাহলে মাতে পাখী; সুদীর্ঘ বৃক্ষের
শাখায় বাদুড় ঝোলে; উদার আকাশে
ওড়ে চিল; কদাচিৎ সূর্য - সমুদ্ভাসে
স্পর্শ লভে সেই ঠাঁই লুব্ধ আলোকের।

ব্যাঘ্রেরা মাংসাশী বটে; তবু বন - ভাগে
স্বতঃস্ফূর্ত যে - বাৎসল্য বিকাল - বেলায়
খেলায় উঠিল ভাতি', সকলের আগে
ভীষণ মাধুর্যে তা'র চিত্ত ছেপে যায়।
সকলেরই মাতৃত্ব যে অভিনব লাগে :
এ দৃশ্যে কে ক'বে — ব্যাঘ্র ভরা চন্ডতায়!

ভূত-যজ্ঞ

ভোর বেলা ভূত-যজ্ঞ নেহারিতে সুখে
কা'র না লাগিবে ভালো রাজপথ পাশে।
নানা দিক হ'তে কত পাখী উড়ে আসে;
দোকানী-প্রদত্ত খাদ্য নিয়ে লুব্ধ মুখে
উড়াউড়ি করে তা'রা; কেহ ক্ষুব্ধ বুকে
ঘুরাঘুরি করে আরও পাবার আশ্বাসে।
প্রভাতের সমীরণও পক্ষী-কলোচ্ছ্বাসে
মত্ত-পারা; শঙ্খ সুখ ঘোষে ফুঁকে-ফুঁকে।

বিহঙ্গে-মানবে এই মধুর মিতালী,—
প্রভাতের শঙ্খ-শব্দ, পক্ষী কলরব
সারাদিন বাজিতেই থাকে মনে খালি,
মধুময় করে মন প্রীতি-দৃশ্য সব।
পরিজন পাখীরাও, প্রাণে—প্রাণে ঢালি'
দেয় তা'রা বিনিময়ে অমূল্য বৈভব।

পাখীদের ভোজন

চঞ্চু-পুটে খুঁটে খুঁটে খাদ্য আহরণ
রঙ্গ-ভরে বিহঙ্গের, আরক্ত ঊষায়
মুগ্ধ করে দু'নয়ন। ওরা ক্ষিপ্র পায়
নৃত্যশীল গতি-ছন্দে মোর গৃহাঙ্গণ
লীলা-লুব্ধ করি' রাখে। আহার্য গ্রহণ
করে কত সুবঙ্কিম গ্রীবা-ভঙ্গিমায়!
কল-কণ্ঠে চারি ধার শুধু ভ'রে যায়;
তৃপ্তি-সুখে নেচে ওঠে ওদেরও নয়ন।

ঊষার অপূর্ব শোভা,—শাখা-প্রশাখায়
সূর্য-স্বপ্ন পুষ্প-মুখে ফুটিতেই থাকে;
সুগন্ধ লাগিয়া গিয়া বাতাসের গায়
জাগরণ-মুহূর্তের গন্ধামোদে রাখে
চারিদিক ভরপুর। বিহঙ্গেরা পায়
কী চেতনা! উড়ে যায় দূরে কোন্ ফাঁকে!

পরভৃত ও পরভৃৎ

পরভৃত হ'য়েও সে স্বভাব-গৌরব
হারায় না কোন ভাবে; বিস্মিত তা' করে;
যখনই পঞ্চম-স্বর অরণ্য-ভিতরে
মুহুর্মুহুঃ বেজে ওঠে; কা—কা শব্দ সব
বায়সের রূঢ়-কণ্ঠে লালিত্য-লাঘব
করিতে পারে না কভু; কোকিলের স্বরে
মুগ্ধ হয় সকলেই; কাকে না আদরে;
প্রতিভা যে সর্ব-ক্ষেত্রে কৃত্যে অভিনব।

পরভৃত পিক লাগি' পরভৃৎ কাক
যে রক্ষণ-লালনের কষ্ট সহে সুখে,
মায়ার সে ভ্রান্তি করে রসজ্ঞে অবাক;
পিক-স্বর শোনা মাত্র স্নেহ যায় চুকে।
পরিত্যক্ত পরভৃত মৃত্যুঞ্জয় ডাক
ভোলে না তো, প্রতিষ্ঠা যে লভে দিব্য দুঃখে।

সমুড্ডীনতা

ওড়ো-ওড়ো, আপনার বেগে অভ্র-তীরে
উড়ে যাও কৌতূহলী অনুপ্রেরণায়;
যেথা মেঘ মহোল্লাসে উড়ে চ'লে যায়
বহি' সিন্ধু-বাষ্পরাশি; আকাশ-মন্দিরে
যেথা সূর্য-স্বর্ণ-রশ্মি বায়ু ঘিরে ঘিরে
সৌন্দর্য বিস্তার করে অনিন্দ্য আভায়;
হে বিহঙ্গ, উড়ে যাও উদ্দাম নেশায়
সে মহাবিস্তারে সূর্য-টিকা পরি' শিরে।

সমুড্ডীন মূর্তি তব আমারে মাতায়,
চিত্তে করে সমুদ্যত গতির সঞ্চার;
উড়ন্ত যা' দেখি তারই বেগে ভ'রে যায়
জাড্যময় পরিবেশ—স্থাণু চারি-ধার।
তোমার উন্মত্ত পাখা শিখায় আমায়
নির্মুক্ত মনন-শক্তি করিতে বিস্তার।

সম্পর্ক

জীবনের এ সম্পর্ক জীবনাবসানে
ধীরে ধীরে বিবর্ণতা-প্রাপ্ত হ'তে থাকে;
একদা ভিড়িত যা'রা তুচ্ছতম ডাকে,
অন্য পথে ছোটে তা'রা অন্য যত টানে।
এই ঔদাসীন্য যদি না থাকিত প্রাণে;
পৃথিবীর তারুণ্য যে লুপ্ত কোন্ ফাঁকে
হ'য়ে যেতো; যে সুগন্ধ মহানন্দে মাখে
ধাবন্ত রসিক-জন, সবই জৈব ঘ্রাণে।

জীবন চলিয়া গেলে ঘ্রাণও লয় পায়;
শ্রেষ্ঠ যশও লুপ্তি লভে অযুত বৎসরে।
এক দিকে যদিও বা কারুণ্য ঘনায়;
তারুণ্য যে অন্য দিকে জয়-যাত্রা করে।
এক নাটকের মঞ্চে বাতি নিবে যায়,
অন্য নাট্যে আসরের বিরসতা হরে।

বিসর্জন

প্রতিষ্ঠারে বিসর্জন দিতে না জানিলে
আনন্দ অনধিগম্য থাকে আজীবন।
শূন্যচারী মেঘ সুখে করিয়া বর্ষণ
রিক্ততায় মহানীলে যায় শেষে মিলে।
নিরবধি চলিয়াছে এ মহানিখিলে
প্রতিষ্ঠার সংগোপন শান্ত বিসর্জন;
নিসর্গের ভার-মুক্তি থামে কি কখন!—
পুষ্প-ফোটা — পুষ্প-ঝরা চলে তিলে তিলে।

মহাকাল-ভগ্নাংশ যে এ মর্ত্য-জীবন।
পরিমিতি-রক্ষণের নিগূঢ় প্রয়াসে
দিবা-দীপ্তি সন্ধ্যা শেষে করে সংহরণ;
অন্ধকার প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার নাশে।
ধ্যানে যে ধরিতে পারে শুভ্র শুভ-ক্ষণ,
মহানন্দ লব্ধ তা'র উদার বিশ্বাসে।

দুঃখ

দুঃখ কবে নাহি ছিল, রহিবে না কবে?
দুঃখ-দুঃখ ক'রে তবে কেন অবিরাম
বিপর্যস্ত করি সবে এই ধরা-ধাম?
উচ্চকিত কেন বিশ্ব করি কলরবে?
জন্মাবধি অবিরত জীবন-আহবে
সুখ—দুঃখ নানা ভাবে লভি' নানা নাম
চেতনারে চেতাবেই। হেথা অবিশ্রাম
মেঘ-রৌদ্র-লীলাচক্র চলিবেই নভে।

ভালোবেসে পৃথিবীরে—জীবনেরে তাই
চলা কি বিধেয় নয় মানবের মাঝে?
আকাশকুসুম যদি অজ্ঞ-সম চাই,
পাবো কি কখনও কেহ? বৃথা শুধু লাজে
ধূলি-ধূসরিত হবে মোদের বড়াই।
আশা-দীপ্ত হ'য়ে চলা নরেরই যে সাজে।

সিন্ধু-মথন

সমুদ্র-মন্থনে বিষ উঠিতেও পারে,
নীলকণ্ঠ বিহনে তা' কে করিবে পান!
মৃত্যুঞ্জয়ে বারে বারে তাই যে আহ্বান
না করিয়া গত্যন্তর নাহি এ সংসারে।
সকলেই সর্ব কর্ম করিতে যে নারে।
উগ্র আত্মম্ভরিতার তীব্র অধিষ্ঠান
হয় যদি, অজ্ঞ যদি সাজে বুদ্ধিমান,
সমুৎপন্ন সর্বনাশই গ্রাসে যে সবারে।

ভণ্ড কর্তৃত্বের গর্ব—মদমত্ততার
ঘৃণ্য জঘন্যতা কবে ত্যজিবে দম্ভীরা?
সভ্যতা যে পর্যুদস্ত হয় বার বার;
কিছুতে ছাড়ে না বিষ-ভক্ষণের পীড়া।
ফল-স্পৃহা ত্যাজি' নিলে যে কার্য যাহার,
সুধা-ধন্য হবে হেথা নরেরা-নারীরা।

সৃষ্টি-চক্র

কাকেরাও বাসা বাঁধে অদম্য আবেগে
নানা ঠাঁই হ'তে নিত্য খড়-কুটা আনি',—
তা'দের সে কর্মোদ্যম কে বা না বাখানি!
কর্ম হেরি' কর্ম-স্পৃহা ওঠে না কি জেগে?
অহেতুক অলসতা যায় না কি ভেগে?
ক্ষুদ্র চঞ্চু, তবু তা'রই বলে আনে টানি'
কত শুষ্ক ডালপালা ঢুঁড়িয়া বনানী;
ভয় নাই রুদ্র রৌদ্রে—ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ মেঘে।

নীড় নির্মাণের এই মুগ্ধ মমতারে
মানুষও কি ভাবে করে মর্ত্যে অস্বীকার!
বংশ-ধারা প্রণোদিত করে না কি তা'রে
স্বেচ্ছা-সুখে করিতেই সৃষ্টির প্রসার।
সে তৃষ্ণা বিস্ময়ে হেরি কাকেরও মাঝারে,
সে সম-তৃষ্ণাব তুল্য কি বা আছে আর!

বস্তু-ভার

এ-ই ভালো, এ জগতে সবই বিনশ্বর।
সবই লয়-প্রাপ্ত হয় মৃত্যুর মাধ্যমে
জীবনের স্রোত বেয়ে আসি' ক্রমে ক্রমে।
আবার নূতন আসে তূর্ণ মনোহর;
জীর্ণতারে দূর করি' করে সে সুন্দর
প্রকৃতিরে—পৃথিবীরে; গতির ধরমে
সব কিছু স্ফূর্তি পেয়ে, ফিরে মহা শমে
এসে, শেষে লভে রূপ-হারা রূপান্তর।

বস্তু-ভার জমাবার অবকাশ নাই।
অনাদ্যন্ত অস্থিরতা জগতেরে তা'র
মূলীভূত অবস্তুর দীপ্তি সব ঠাঁই
বিস্তার করিতে বল দেয় অনিবার।
ভয় নাই, জীবনেরই ক্রম মৃত্যু তাই;
আলোরই অরূপ রূপ মৌন অন্ধকার।

প্রজ্জ্বলন

জ্বালায়ে তুলিছো মোরে জ্বালানির মত
কে তুমি আড়ালে থাকি' আপন অনলে?
এই প্রেমানলে তাই প্রাণ সুখে জ্বলে;
সে জ্বালা যে তব প্রেমে থাকে অব্যাহত।
বুঝিনু জ্বলাই এই জীবনের ব্রত।
জ্বালাবার কর্মকাণ্ড হেথা ধরাতলে
পলে—পলে অগোচরে অলক্ষিতে চলে।
জ্বলি বা জ্বালাই তাই মোরাও নিয়ত।

এ জ্বলন-মহাযজ্ঞ শুরু হ'ল কবে?
কবে এই মহাগ্নির হবে নির্বাপণ?
জ্বলন র'য়েছে বলি', বুঝি এই ভবে
থামিছে না জ্বলিবারও স্বপন মোহন?
জ্বালাও—জ্বালাও তবে, জ্বলিতেই হবে;
বুঝিনু জ্বলাই ভবে প্রেম-নিবেদন।

চির-তৃপ্তি

চির-তৃপ্তি! হেথা মর্ত্যে সুদুর্লভ তা' যে।
কে কবে কাহার প্রেমে চির-তৃপ্ত হয়!
কে ব'লেছে চিরতরে জুড়ালো হৃদয়!
কামনার রেণু কা'র চিত্ত-পুষ্প-ভাঁজে
অতিশয় সংগোপনে হেথা না বিরাজে!
চুম্বিত কপোলে ফুটে গোলাপী বিস্ময়,
কে দেখেনি শেষে তা-ও হ'য়ে যায় লয়!
চিরতৃপ্তি নাই ক্ষুদ্র মর্ত্য-জন্ম মাঝে।

তা'-ই ভালো জীবনের স্বল্প-পরিসরে,
কামনার উন্মুখতা র'বে আমরণ;
আলিঙ্গন-হিন্দোলিত-চিত্তে পরস্পরে
মাগিবে অসংখ্য বার উদ্দাম চুম্বন।
তৃপ্তির অতৃপ্তি বহি', প্রেমার্ত অন্তরে
জন্মান্তরে যাচিবেই তৃষ্ণার্ত জীবন।

রসোন্মাদের প্রেরণা

বন্ধু, তোমারে কী যে দেবো উপহার,—
সে কথা ভাবিয়া ভাবিয়া দিবস যায়।
সীমা-অসীমের মিলনের মোহানায়
সহসা যে দেখা আমাদের দু'জনার।
আবার যখনই সাধ হবে বিধাতার
স্থান-কাল-হারা কে বা জানে সে-কোথায়
ভাসায়ে সে নিবে! নাগাল কভু কি পায়
এ মাটি তাহার! ভাবনাই শুধু সার।

ভঙ্গুর দেহ—জঙ্গম ধরাতল,—
প্রীতি-বিনিময় হয়তো বা তা'রই সাধ।
যা-ই দিতে পারি, কিছু নহে নিষ্ফল,—
মর্ত্যের কাছে তা-ই যে অভ্র-চাঁদ।
মোর বুকে-ফোটা পারিজাত-ফুলদল
দিতে কি আকুল করে না রসোন্মাদ!

মহাব্রত

দীনতারে—হীনতারে—ক্ষীণতারে—ক্ষুদ্রতারে আর
দিয়োনা প্রশ্রয় কভু চলমান পৃথিবীর পথে।
জানো না কি এ জীবন চিরদিন রবে না জগতে!
দেহ ঝরে—দেহ মরে, আলোকেরে ঢাকে অন্ধকার।
অনন্ত কামনা-জালে জড়ায়ে পড়িলে অনিবার,
দীনতা-ক্ষুদ্রতা কভু এড়ানো কি যাবে কোন মতে?
আহত-ব্যাহত থাকা অতৃপ্তির শত ক্ষতি-ক্ষতে
নানা পথে—নানা ভাবে, নহে কাম্য মানব-আত্মার।

মহতের মহিমায় পরিপূর্ণ এ মহীমণ্ডল:
উদ্বেলিত মহোদধি, সমাহিত মহাগিরি যত,
মহারণ্য ঊর্ধ্ববাহু, সমুন্নত মহাদ্রুমদল,
নীলাভ্রের মার্তণ্ডের আলোকের ধারা অব্যাহত,
যোগায় না জীবনের মহাচর্যা সাধিবার বল!
হে পথিক, মহাত্যাগে উদ্‌যাপিত করো ধ্রুব ব্রত।

উপহার

যে আবেগ নিয়া যা'রে যা-ই দিতে চাই,
সে যদি তাহার কিছুও বুঝিতে পারে,
ভুল বুঝাবুঝি এত তবে সংসারে
হয় না তো হায়। পরাণের আইঢাই
উপহারে যবে প্রকাশ করিতে যাই,
ভুল ক'রে বসি হায়—হায় বারে বারে।
ভাবের বাহন বস্তু যে হ'তে নারে
সে কথা বুঝেও খুঁজে কিছু নাহি পাই।

অসীম প্রেমের অধিকারী এই মন
প্রেমই যদি কভু পারিত ধরিয়া দিতে,
হেরিত যদি তা' বিস্মিত দু'নয়ন,
নন্দন তবে নামিত না ধরণীতে?
স্বপনের যাহা থাকে স্বপ্নেরই ধন;
ব্যথা-ভারই তাই অনিবার জাগে চিতে।

অবিনাশী সত্তা

তব দত্ত স্বর্ণ-চাঁপা হ'য়ে গেছে বাসী।
অতি সূক্ষ্ম মাধুর্যের অভিব্যক্তি যা'র,
থাকে না সে চিরকাল জুড়িয়া সংসার
স্থূল ভাবে। কায়া-রূপ মৃত্যু ফেলে গ্রাসি'।
সঞ্চারী সৌন্দর্য সবও বিস্মৃতি বিনাশি'
লয় শেষে। অবিনাশী সত্তা তবু তা'র
নহে—নহে—কভু নহে হেথা হারাবার।
স্মৃতিতে লাগিয়া থাকে তাই তা'র হাসি।

অন্তরালে রহি' তাহা সুগন্ধ বিলায়;
অব্যাহত সে গন্ধের গুপ্ত মাধুর্যের
লাবণ্য-লীলায় সর্ব সত্তা ছেয়ে যায়;
তাই প্রেমই মূল্যাতীত বস্তু জগতের।
নিভৃত নক্ষত্র-শোভা নীলাভ্রের গায়
দিনে অগোচর, তবু উৎস আলোকের।

লঙ্কা গাছ

পরিপক্ক, রক্তবর্ণ লঙ্কাগুলি গাছে
দুলিছে উল্লাসে বুঝি উষার সমীরে;
বালার্ক-রক্তিমা ক্ষুদ্র শাখীটিরে ঘিরে
বুনিছে বর্ণের যাদু; টুনটুনি নাচে
ঘাসের জাজিমে সুখে; তা'রই আগে—পাছে
নানা বৈতালিক পাখী মিলি' উষাটিরে
সঙ্গীত-মুখর করে; অনেকের ভিড়ে
নজর পড়েনি কভু লঙ্কাগাছও আছে।

লাল-লাল লঙ্কা যত দেখায় সুন্দর;
ঝাল-গন্ধ নাসারন্ধ্র ঝাঁজে দেয় ভরি';
কত রসে ভরপুর এই চরাচর।
বৈচিত্র্যের বৈপরীত্যে কল্পনা-লহরি
বিস্মিত করিতে থাকে বিমূঢ় অন্তর।
কটু-রসও রস; তা'রে কেমনে পাসরি!

ইক্ষু

ইক্ষু-বৃক্ষ রস-দণ্ড; রসাধিক্য তা'রে
দিল ঋজু, দৃঢ় মূর্তি। রুক্ষতা বাহিরে;
অভ্যন্তর-ঐশ্বর্য সে ধৃষ্ট মর্ত্য-তীরে
গুপ্ত রাখে গ্রন্থি-পত্র নানা সমাহারে।
বিদগ্ধ বিহনে কেহ বুঝিতে কি পারে,—
চর্বণে চূড়ান্ত তৃপ্তি! রস ধীরে—ধীরে
চরিতার্থ স্বাদ-তৃপ্ত করে চিত্তটিরে।
সমাদরও করে না কে ইক্ষু-শর্করারে!

আতপে সন্তপ্ত দীর্ঘ ইক্ষু-বৃক্ষচয়
মুগ্ধ সমীরণে হয় সঙ্গীত-মুখর;
সে সৌন্দর্য-সঙ্গীতের সঙ্গমে হৃদয়
সুধা-সিক্ত হ'তে থাকে। বিশ্ব নিরন্তর
বিসদৃশ দৃশ্যে—রসে চিত্ত করে জয়।
ইক্ষু-দিদৃক্ষা যে তাই এ মর্ত্যে দুর্মর।

বাতাবিলেবু গাছের বারতা

বাতাবি লেবুর গাছে বাতাসের দোলা :
ডাল নাচে, পাতা নাচে, ফল নাচে সুখে;
ভোরের সোনার রোদ সকলের মুখে
পড়ে এসে: এ ছবি তো যায় না কো ভোলা।
মিহি সুরে ডেকে ওঠে পাখী লেজ-ঝোলা;
এত সুর চুপে চুপে কে যোগায় বুকে!
সুর শুনে পিছু-টান সব যায় চুকে;
মনে হয় আলোকের সব পথই খোলা।

বাতাবিলেবুর গাছ আকাশের তলে
সারা পরিবেশ হ'তে রস টেনে লয়।
ওই গাছই মোরে যেন ধীরে ধীরে বলে :
এত রস—এত আলো, তবে কোথা ভয়!
আলোর পথিক মোরা চ'লেছি সকলে
এক-যোগে গেয়ে গেয়ে জীবনেরই জয়।

বরজ

পাট-কাঠি-রচা বরজে পানের লতা
অতীব কোমল, কাঠি বেয়ে বেয়ে ওঠে,—
তীব্র রোদেরে সহিতে পারে না মোটে,
সেথায় বিরাজে বাতাসেরও নম্রতা;
লাউডগা-সম লাউলতা-সাপ তথা
পানের পাতার খুপরিতে এসে জোটে;
কুণ্ডলায়িত তা'দের চলার চোটে
এলায়িত হয় শিশিরেরও আর্দ্রতা।

দোকানে দোকানে খিলি-করা মিঠে পান
কিনিতে আসে যে রূপসী আলতা-পায়;
হীরার দুলেতে সুশোভিত উভ কান,—
চুড়ি-পরা-হাতে পান কিনে নিয়ে যায়;
বিপণি—বরজ—কোন ঠাঁই বেমানান
হয় না তো পান; ঠোঁটে রস উছলায়।

কিংবদন্তী

কিংবদন্তী ভেসে আসে কালের প্রবাহে
লোক-চরিত্রের যত বৈচিত্র্য-দ্যোতক।
কবে এরা কী ভাবে যে হ'য়েছে বাহক,
অতীতের কত কথা বিবরিতে চাহে।
লোক-শ্রুতি — লোক-কথা কালের কটাহে
রন্ধিত আহার্য সম রস-সঞ্চারক,
তত্ত্ব-তথ্য কুতূহল — কৌতুকোদ্ভাবক,
তৃপ্ত তাহে রয় যা'রা, গুণ-গানও গাহে।

প্রচারিত হবারও যে বৈশিষ্ট্য এদের
অভিনব; চিরন্তন মাধুরী-মণ্ডিত,
তাই এরা স্মৃতি-ভুক্ত হৃদ্য সকলের।
পুরাতনী কাহিনীতে কে না হয় প্রীত!
অবিশ্বাস্য বিশ্বাস্যের নর্ম মিশ্রণের
স্বাদবহ কিংবদন্তী রহে অবিস্মৃত।

ছড়া

অনেক জিনিস দিয়ে ভুলাতে ভুলাতে;
মা দেখিল আর সে তো পারে না কুলাতে;
সম্পদের শক্তি যদি সবও ব্যয় হয়,
সম্যক ভোলে না তবু শিশুর হৃদয়;
মায়ের স্নেহেরও নাহি হয় উপশম;—
পরম রহস্য এ যে লীলারই ধরম।
কোন্ শুভ-লগ্নে শেষে কোন্ আদি কালে
উপহার দিতে দিতে, তারই অন্তরালে
আবোল তাবোল কথা কহিতে কহিতে,
উদ্বেল স্নেহের তোড়ে এলো মা'র চিতে
সহস্র অজস্র ছড়া বাঁধ-ভাঙা বেগে!
শুনিতেই থাকে শিশু তাই জেগে জেগে।
এত দিনে মা করিল এ কী আবিষ্কার!—
শিশু ভুলাবার ছড়া — শ্রেষ্ঠ উপহার।

তেপান্তর

জনারণ্যে থেকে থেকে তেপান্তরে যেতে
স্বাভাবিক সাধ জাগে ভাবুকের মনে।
নেহারে সে অনিরুদ্ধ কল্পনা-নয়নে,
স্বাধীন আনন্দে যত পশু-পাখী মেতে
যা'র যা'র অভিব্যক্তি প্রকাশি' সুখেতে
ব্যস্ত সদা কৌতূহলে তূর্ণ বিচরণে।
ঋজু বৃক্ষ প্রান্তরের অনন্ত গগনে
তোলে শির ভাস্করের দিব্য স্পর্শ পেতে।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমী আর পক্ষিরাজ ঘোড়া
শাশ্বত সে তেপান্তরে অধ্যুষিত থাকি'
সুনির্জনে কা'রেও যে রাখে না একাকী,
অভয়ে-অবাধে তাই চলে ঘোরা-ওড়া।
ঘুমাতুরা রূপসীর অঙ্গে স্পর্শ রাখি'
ফাঁকি দিয়ে এলেও যে কাঁদে আঁখি-জোড়া।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমী

রূপকথা-রাজ্যে রাজে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী;
অনায়াসে বুঝে বুঝি মানুষের মন,
মানুষের ভাষাতেই করে আলাপন।
রূপকথা-লুব্ধ যত শিশুরা উদ্যমী
কল্পনার পক্ষিরাজ ঘোড়াতেই ভ্রমি'
বেঙ্গমা-বেঙ্গমী-কথা করে আহরণ।
পরম রহস্যে ভরা এ রাজ্যে জীবন;
বিশ্বাস যে সবই করে, সে-ই তো মরমী।

এ বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর জন্ম-মৃত্যু নাই।
চিরকালই শিশু-কালে বিরলে সকলে
দিদা-দাদু-মুখে শুনে এ রূপক থাই
ঘুমে ঢুলে স্বপ্ন দেখে দিব্য কুতূহলে।
এ বেঙ্গমা-বেঙ্গমীরে আশৈশব তাই
সমাদর করে সবে সীমিত ভূতলে।

জীবাশ্ম

অমেয় সময়-স্রোতে সংবাহিত হ'য়ে,
সৈকত-বালুকা-স্তর-পুঞ্জের মাঝারে
চন্ড চাপ সহ্য ক'রে, জীবাশ্ম আকারে
পরিণতি করি' লাভ, এনেছি যে ব'য়ে
সমাচার সভ্যতার; তথ্য সব ল'য়ে
কোটি বর্ষাধিক পূর্বে মৃত এ সত্তারে
গবেষণাগারে পরীক্ষিয়া বারে বারে
হৃষ্ট বৈজ্ঞানিক যাবে হৃদ্য বার্তা ক'য়ে।

অভিশাপ — পরিতাপ — তাপ যত সব
কাল-সিন্ধু-তরঙ্গে যে স্তব্ধ হ'য়ে যায়,
আকস্মিক শিলীভূত প্রাণী-শাখী-রব
নীরব হবেই হবে, নাহি তো উপায়।
তবু তো গৌরব এই, বংশের বৈভব
মৃত্যুঞ্জয় বুঝি হেথা ধ্রুব সভ্যতায়।

গণিত

গণিত প্রতীকময়; চির-নির্বিকার
সমাহৃত সত্য তা'র; ধ্যানার্জিত ধন
মূল্যাতীত, তাই তা'র মূল্য চিরন্তন;
স্বল্পতম প্রতীকেই অভিব্যক্তি তা'র।
শেষ নাই মানবের শুদ্ধ জিজ্ঞাসার :
গণিত গণিয়া তোলে প্রশ্ন অগণন।
গাণিতিক ধ্রুব বিশ্ব করিয়া সৃজন
ভিন্নতারে ঐক্য-সূত্রে বাঁধে অনিবার।

গাণিতিক বিশ্ব-বৃত্তে স্থান-কাল নাই,
আছে শুধু গণনার নিত্য ফল যত;
প্রতীকে প্রতীকে চলে নিয়ত যাচাই;—
অশঙ্ক অঙ্কের শুধু গণনাই. ব্রত।
সর্ব শাস্ত্র-পরিব্যাপ্ত গাণিতের ঠাঁই—
মনীষার সারও তাই গণিতে সংহৃত।

মস্তক ও মস্তিষ্ক

কৃষ্ণ - ব্যাস - বুদ্ধ - প্লেটো - খ্রীষ্ট - শঙ্করের
মস্তিষ্ক - প্রসৃত যত দিব্য সমাচার
স্থিতি - ভিত্তি হ'য়ে আছে শ্রেষ্ঠ সভ্যতার।
যশোভাতি স্থায়ী রাজে প্রতিভাদীপ্তের;
আলোক - স্তম্ভ যে এরা ক্রমবিকাশের;
সম্পূজন - ও স্থানে — কালে চলে অনিবার;
সুসিদ্ধ যে হয় এতে ভাবী আবিষ্কার;
নিরবধি ঊর্ধ্বায়ন - ও হয় মানবের।

হুঁশিয়ার মানুষের - ও মোহ-মদ জাগে,
তাই মমি - নিভ এরা লেনিনের কায়া —
আইনষ্টাইন - মস্তিষ্কেরে অনুরাগে
সুরক্ষায় রাখে হায়, লুপ্তায়ুর ছায়া।
অরূপ - স্বরূপ - দ্রষ্টা সত্য যেন মাগে;
অভ্যগ্র গতিই নিত্য বিবর্জিত - মায়া।

মস্তিষ্ক - বিজ্ঞানী প্রুসিনার

জরাগ্রস্ত যযাতির যৌবন - প্রাপ্তির
দৃষ্টান্তে অপত্য - ভক্তি অনন্যতা লভে।
প্রতিবন্ধকতা সাধে জীবন - উৎসবে
ব্যাধি — জরা — নিসর্গজ দুর্গতি দেহীর।
নির্বাণে — কৈবল্য - লাভে ব্রহ্মোপলব্ধির
সুস্থিতিতে দেহোত্তর হয় নর ভবে।
'আলজাইমার' - রোগ রোধ হবে যবে
মস্তিষ্ক - বিজ্ঞানী র'বে পূজ্য পৃথিবীর।

প্রতিভার নিরবধি সূক্ষ্ম চর্যাচয়
অঘটন - ও উদ্ভাবনে ভুবনে ঘটায়;
সভ্যতার ক্রমব্যাপ্ত বিকাশে বিস্ময়
উল্লসিত — উদ্বোধিত করে যে সবায়।
রিপুজিৎ আত্মজয়ে সর্ব - সমন্বয় —
মৃত্যু - জয় - ও মৈত্রী - প্রেমে সাধে বসুধায়।

চক্রান্ত

কুচক্রী চক্রান্ত যত করিয়া বিস্তার
বিপর্যয় আনে বিশ্বে। দৃশ্য, গন্ধ, গান
আরও ঈর্ষাতুর করি' তোলে তা'র প্রাণ।
শকুনি — মন্থরা করে সুন্দর সংসার
ঈর্ষা - বিষে বিষায়িত শুধু বার বার।
ইয়াগো চক্রান্ত -জালে নিশিদিনমান
পাপায়িত করিবার খুঁজিছে সন্ধান।
কুচক্রীর চক্রান্তের সীমা নাহি আর।

শয়তান, শনি, মার বুঝি মৃত্যুহীন।
ঈশ্বরের রাজ্যে তাই চক্রান্ত না থামে।
যত শুভ সমুল্লাসে ভরে শুভ্র দিন,
চতুর্দিকে তত গাঢ় অন্ধকার নামে।
ইডেন - হারানো ব্যথা করিয়া বিলীন
চক্রান্ত মরিবে কবে ক্রুশায়িত ধামে?

রণ - তন্ত্র

মনুষ্যের সভ্যতার শুরু থেকে রণ - তন্ত্র চলে,
কিছুতেই কমে না তো। গুরু - তন্ত্র — রাজ - তন্ত্র যত
ধন - তন্ত্র — গণ - তন্ত্র — প্রজা - তন্ত্র অভ্যুদিত কত
হ'তেছেই দেশে — দেশে কালে — কালে এ অবনী - তলে।
সবই নষ্ট — ভ্রষ্ট করে রণ - রঙ্গ জাগি' দৃপ্ত বলে।
হিংসার কবলে পড়ি' মৃত্যু বরে সবে অব্যাহত।
হতাহত বেড়ে যায়; নর - নারী উন্মত্তের মত
আচরণ করে হায়! সভ্যতাও যায় যে বিফলে।

সভ্যতার — সংস্কৃতির ক্রমোন্নতি পর্যুদস্ত হয়,
তবু হুঁশ নাই কভু; শোণিতেই যুদ্ধ - বীজ থাকে
লুক্কায়িত; রণ - রোলে মহোদ্বেগে এদের উদয়
শান্তিকামীদেরও ফেলে পদে পদে বিষম বিপাকে।
লীলাময় যা'র হাতে সংগোপনে রাজে সৃষ্টি - লয়,
সে-ই কি রহস্যাবেশে মনুষ্যেরে রিপু - বশ রাখে।

বিনিময় - মাধ্যম

বস্তু বিনিময় করো। মাধ্যম টাকার
অসাম্যের দুষ্ট-চক্র এনেছে ধরায়।
দিনে দিনে বহু ভাবে সুদে মুনাফার
স্বার্থপর সভ্যতা যে হ'ল গুরু-ভার।
ধনিকের-বণিকের লুব্ধ ব্যবসার
অবিরত-চঙ্ক্রমিত কাগজী মুদ্রায়
মনুষ্যত্ব-হন্তারক শোষণ-চাকায়
নিত্য পিষ্ট শ্রমজীবী-চাষী দুনিয়ার।

কাগজী টাকার যত ঘৃণ্য বিনিময়
বন্ধ করো—বন্ধ করো। সূক্ষ্ম মাধ্যমের
আপাত-সাম্যের ভণ্ড অভিসন্ধি লয়
এখনও না যদি হয়, সর্ব-মানবের
দৈন্য-দীর্ণ রক্তস্রাবী শোষিত হৃদয়
এক যোগে ঘুচাবেই এই হেরফের।

ব্যাধিত সভ্যতা

তীব্রতম ব্যথা পাই, মানুষ যখন
মানুষেরে বধে ঘৃণ্য স্বার্থদুষ্টতায়।
প্রতারণা-শাঠ্যে যবে মানুষেরে পায়,
সে হীনতা-দীনতায় দষ্ট হয় মন।
স্পষ্ট বুঝি পরস্পর এ আত্ম-হনন
সভ্যতারে ব্যাধিগ্রস্ত করে শুধু হায়!
ঊর্ধ্বে যা'র অসীমের অভ্র দেখা যায়,
এত ক্ষুদ্র সেথা কেন মানব-ভুবন!

সমগ্রের কল্যাণে যে একেরও কল্যাণ;
সমগ্রের প্রেমে এক না হ'লে আকুল,
সমষ্টির তরে ব্যষ্টি না সঁপিলে প্রাণ,
বিষায়িত সভ্যতার হবে মর্ম-মূল।
সর্ব নর একাত্মক—এ বোধি মহান
না এলে, সৃষ্টিতে নরে কে বলে অতুল!

চাবি

চাবিটি হারালে হায় তালা খুলিবার
পথ নাহি থাকে আর; পেটিকার ধন
সরল-সহজ-ভাবে হেথা আহরণ
প্রয়াস-ও কেবলই হয়—বিফল চেষ্টার
দম্ভ-ভরা পরিহাস। এই ব্যর্থতার
পরিতাপে ভারাতুর হ'য়ে ওঠে মন।
করায়ত্ত থাকা চাই চাবি সর্ব-ক্ষণ
আহরিতে ইচ্ছা-মত পেটিকা-সম্ভার।

জন্ম-লগ্নে পেটিকার উপহার-দানে
করিল সে স্নেহ-ধন্য। জীবনের পথে
সে-কথাটি উপলব্ধি করা চাই প্রাণে।
রহস্যের খনি এই বিচিত্র জগতে
চলিয়াছি কি-জানি—কি পরম সন্ধানে!
চাবি তাই থাকা চাই কাছে পুণ্য-ব্রতে।

পেটিকা

খুলিব পেটিকা ভাবি কোন্ চাবি দিয়ে?
জন্ম-লগ্নে এ পেটিকা গুপ্ত প্রীতি-ভরে
দেয় নি কি সে আমারে সতর্ক আদরে!
চ'লেছি নিয়ত পথে এ পেটিকা নিয়ে।
শয়তান চাহে বুঝি আমারে ভুলিয়ে
পেটিকার অধিকার বসুধা-ভিতরে!
তা'রই কথা ভেবে, রাখি সন্তর্পণ করে
অন্তরের পেটিকারে নীরবে লুকিয়ে।

চলিতে চলিতে পথে একদা চকিতে
সঙ্কেত লভিনু নব বাসন্তী উচ্ছ্বাসে :
অন্তর-পেটিকা খোলে প্রেমেরই চাবিতে।
রত্ন তা'র সে-ই লভে, যে-ই ভালোবাসে।
জন্ম-লাভই ভালোবাসা দিতে আর নিতে।
সর্ব ভীতি-ভাবনা যে প্রেমই বিশ্বে নাশে।

রুটিন

জীবন রুটিন-বাঁধা; তবু তা'রই ফাঁকে
মধু-রস ধীরে—ধীরে শুধু জমা হয়:
দিনে—দিনে তা'-ই ভরে গোপনে হৃদয়:—
যে বিশুষ্ক ক্ষেত্রতল বিদীর্ণ বৈশাখে
হ'তে থাকে, কী করিয়া কে বা লক্ষ্য রাখে
বর্ষার জলদে তা'-ই হয় রসময়
সলিল-সম্ভারে সুখে। নিসর্গ নির্ভয়;
সে জানে করিছে পূর্ণ সর্ব ঋতু তা'কে।

সুসংযত নিয়মেরে তাই ভয় নাই।
নিয়মিত নিষ্পেষণে করি' রসোদ্‌গার,
জীবনেরে পদে-পদে করিয়া যাচাই
ভার দানে, শৃঙ্খলা-ই করে মুক্ত-ভার।
সংশয়ে সবাই শুধু বৃথা ভয় পাই,
শেষে দেখি,—কী রহস্য! বৈশাখই আষাঢ়।

শুচিতা

না ঝাড়িলে গেহ প্রতি দিন সযতনে
ধূলা জমিবেই; আনাচ-কানাচে শেষে
ঝুল-কালি যত জমা হবে ক্রমে এসে;—
এ কথাটি তাই রাখিতেই হবে মনে।
পরম শুচিতা জীবনেরই প্রয়োজনে
রাখা চাই সুখে; সকলের শুচি বেশে
ভ'রে ওঠে গেহ মিলিত প্রাণের রেশে;
আকাশের আলো ঝলে সেথা ক্ষণে ক্ষণে।

এই দেহ-গেহে পরম প্রিয়ের সাথে
দেখা হবে, তাই আশায় বাঁধিয়া বুক
অমলিন গেহে অনাবিল আঁখি-পাতে
থাকা চাই সদা প্রীতিময়—উৎসুক।
সে আসিয়া যবে হাতটি রাখিবে হাতে,
দেখে খুশী হবে পুষ্পিত হাসি-মুখ।

উদ্বোধন

উপলব্ধ যবে হবে—এ বিশ্ব-নিলয়
তা'রই মহারহস্যের অনাদি লীলায়
অবিরাম উল্লসিত, সুর-মূর্ছনায়
নিরন্তর অভ্যন্তর মহাগীতময়
হ'তে থাকে। সুরে সুরে সে-ই কথা কয়—
প্রেম-ব্যঞ্জনায় অবিরল দিয়ে যায়
জীবন-সঙ্কেত যত অনন্য ধরায়।
তারই স্পর্শ-ধন্য হ'ল বুঝিবে হৃদয়।

সে-ই আনে—সে-ই টানে আলো—অন্ধকারে;
জানা হ'তে অজানায় সে-ই নিতে থাকে;
তা'রই প্রেম ঝরিছে যে অফুরন্ত ধারে;
সমুজ্জ্বল দৃশ্য যত সে-ই নিত্য আঁকে;
শত দিব্য সন্দর্শন মাতায় যাহারে
উদ্বোধন হ'ল তা'রই, লভে সে যে তা'কে।

ব্রত

তিক্ততায়-রিক্ততায় যদি এ জীবন
বিপর্যস্ত হয় কভু হেথা বিশ্ব-পথে,
অচপল থাকি যেন তবু মহাব্রতে :
যে ব্রতে জ্বালায় সূর্য নির্বাক গগন;
যে ব্রতে বহিয়া যায় নদী অনুক্ষণ
লঙ্ঘিয়া অসংখ্য বাধা, অরণ্য-জগতে
যে ব্রতে সর্বদা সুখে শীতে কি শরতে
পুষ্পে পুষ্পে মূর্তি ধরে মর্মের স্বপন।

কোন গূঢ় অনির্বাচ্য ঐশী প্রেরণায়
অভিব্যক্ত হয় ক্রমে উদ্দেশ্য গভীর;
রিক্ততা—তিক্ততা শেষে মিলাইয়া যায়,
ব্রতই ব্রতীরে রাখে মহাব্রতে স্থির।
সমুত্তীর্ণ হ'তে হ'তে শত পরীক্ষায়
লভি মোরা অবশেষে স্পর্শ প্রশান্তির।

বিশ্বাস

নবীন বরষা পায় যবে বনভূমি
আবার সবুজ - সঞ্জীব সহজে হয়।
ঝোড়ো বাতাসেরে আর সে করে না ভয়;
সাহস তাহার যোগায় যে মৌসুমী।
সিন্ধু - বাষ্প অম্বর যায় চুমি'
তারপরে হ'য়ে কখন্ করুণাময়
ঢালে বারি - ধারা, ঘোষিয়া প্রাণের জয়।
সে বিজয়ে যোগ দিতে যেন পারো তুমি।

চতুর্দিকের শুষ্ক শীর্ণতারে
সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়া, শেষে
মনে রেখো বল, — করুণা - বরষা - ধারে
দূর করিবেই সে সব বেদনা এসে।
সৃজনেরে তা'র হেলা সে করিতে পারে!
লীলায় তাহার যোগ দাও ভালোবেসে।

জয়গান

বাদিত বাদিত্রে তব জয় - গান বাজে
বিশ্ব - মাঝে অহরহ সুন্দর আমার!
তরঙ্গ - মৃদঙ্গ - রোলে লক্ষ লক্ষ বার
পারাবারে — পারাবারে প্রবাহের মাঝে
তোমারই বন্দনা শুনি। পর্বতে বিরাজে
অসংখ্য বিপুল বৃক্ষ, — শাখা - প্রশাখার
নিরন্তর - মুখরিত বাদ্য - ভাণ্ডে তা'র
তব নাম - সংকীর্তন চলে নানা সাজে।

বিশ্ব ভরি' এ সঙ্গীত শুনিতে — শুনিতে
তোমার প্রত্যক্ষ স্পর্শ করি অনুভব।
মঙ্গল - মাধুর্য তব সুনিভৃত চিতে
পুঞ্জীভূত হ'য়ে মোর অন্তর্লীন স্তব
তোমারে নিয়ত থাকে নীরবে বন্দিতে;
তুমিও নীরব, প্রেমে আমিও নীরব।

হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ

হুমায়ুন-সমাধির স্মৃতি-সৌধটির
স্নিগ্ধ সন্দর্শন প্রাণে চির-নিদ্রিতের
প্রশান্তি স্মরণে আনি' হাজি বেগমের
বেদনা-বিষাদ ব্যক্ত করে সুগভীর।
দাম্পত্যের পুণ্য-লব্ধ প্রেম সুনিবিড়
শিল্প-স্থাপত্যের স্থিতি গূঢ় হৃদয়ের
লভিল যে; এ মহিমা অম্লান শিল্পের
গৌরব বর্ধিত করে প্রাচীন দিল্লীর।
কীর্তি কালজয়ী হয় সৌম্য সুষমায়।
বাদশাহ আকবর অপত্য অমর;
পিতৃ-স্মৃতি সৌধে মূর্ত মাতার প্রজ্ঞায়
করায়, বৈধব্য-ব্যথা প্রত্যক্ষগোচর
হ'ল, তাই এ কবর প্রেমাদর পায়;
স্মরায় দয়িত-প্রেম—তাজের কবর।

জ্যোর্তিময় আকবর

অতুল্য শাসন-তন্ত্র—অমূল্য মহান
আকবরী অবদান অবনীমন্ডলে;
ভারত-সাম্রাজ্য তাই ভরা ফুলে-ফলে;
সুশাসনে, ধনে, মানে, পূর্ণ ঋদ্ধিবান
ছিলো, যবে সিংহাসনে প্রাজ্ঞ—মহাপ্রাণ
অবস্থান করিয়াছে ব্যক্তিত্বের বলে।
আকবর নামে তাই সর্ব-চিত্ত-তলে
শ্রদ্ধানত ভাব জাগে অপূর্ব অম্লান।

আকবর—অশোকের অনশ্বর নাম
ভারতের ইতিহাসে চির-দীপ্তি লভে।
মৈত্রীময় ধর্মাশোক-স্মৃতি অভিরাম—
চন্দ্র-কান্ত; মার্তণ্ডের মত শোভে নভে
আকবর—নিয়ে তা'র প্রশান্তি-সংগ্রাম।
বরেণ্য এ বিশ্ব-তীর্থ যুগ্মেরই গৌরবে।

নূরজহানের প্রতি জহাঙ্গীর

সেলিমের চিত্ত-চোর মেহেরউন্নিসা,
বিষামৃতে-মিশা তব তনু-পাত্র ধরো;
তব রূপ-মদিরায় মোরে মত্ত করো;
জাগাও প্রেমার্ত্ত বুকে অফুরন্ত তৃষা।
নিশা নামে নেশা-ভরা, না মিলে যে দিশা;
অন্ধকার চারিধার, এ তমিস্রা হরো।
হে নূরজহান মোর, মোরে ভেঙে গড়ো;—
স্বর্ণময় ক'রে তোলো গুরুভার শিসা।

তুমি রত্ন কোহিনূর—যত্ন-লব্ধ ধন,
রক্ত-ধৌত না করিলে মর্যাদা না বাড়ে;
তাই তোমা ওগো মোর জীবন-জীবন,
অসাধ্য-সাধনে দিনু প্রতিষ্ঠা সংসারে।
বাদশা' ভিখারী হ'লো—প্রেমে অকিঞ্চন,—
তুমি বিনা শিখাময়ী এ কি কেহ পারে!

অন্তিম শয্যায় আওরঙ্গজেবের পত্রোক্তি

(১৭০৭ *খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদ কামবক্স্‌কে লিখিত*)

আমারেই নিতে হবে এ মাথা পাতিয়া
আমার গোনার শাস্তি আল্লার নিকটে।
একা-একা এসেছিনু বিশ্ব-সিন্ধু-তটে;
উদ্‌ভ্রান্ত ঊর্মির মত আবার বহিয়া
যাবো সেই পারাবারে নিশ্চিহ্ন মিশিয়া।
ভঙ্গুরে করিলে ভর—ভাগ্যে হেথা ঘটে
হেন রিক্ত বিড়ম্বনা। রঙ্গমঞ্চে নটে
অভিনয় করে বৃথা,—কী হয় তা' দিয়া!

দু' দণ্ডের অভিনয় সারা যবে হয়,
নট-নৃপে—মুসাফিরে কী প্রভেদ থাকে!
আল্লার আশিস্‌ ছাড়া মরণান্ত ভয়
যায় কভু! দুর্ভাগা সে—ভোলে যে আল্লাকে!
সন্ধ্যা নামে; আত্ম-গ্লানি-দীর্ণ এ হৃদয়
দুস্তর তিমিরে ভয়ে খুঁজিছে খোদাকে।

ব্যাধি

এ দেহ ব্যাধির বুঝি মুসাফিরখানা
এক ব্যাধি যেতে যেতে অন্য ব্যাধি আসে,
যাপিতে মুহূর্ত-ভরে উদ্দাম উল্লাসে।
কত ব্যাধি আসে—যায়, জানা—নাহি জানা;—
পরিক্রমা করে বুঝি দেহের সীমানা।
নির্দয়-নিষ্ঠুর তা'রা, দেহের বিনাশে
তাহারা ভ্রূক্ষেপহীন, হেন ক্ষণ-বাসে
দুর্জ্জেয় বিধানে তা'রা এসে দেয় হানা।

মুহূর্তের তরে থাক্—থাক্ দীর্ঘ কাল,
মুসাফিরখানা হোক্—দেহ তবু দেহ;
ব্যাধিরা কি ভাবে হয় অভব্য—উত্তাল,—
রীতি তা'র বুঝিতে কি পারে কভু কেহ!
যথাযোগ্য অগদের ভয়ে বেসামাল
না হ'লে কি কভু কেহ ছাড়ে দেহ-গেহ!

অসুস্থের শান্তি

অসুস্থ যখনই থাকি তখনই সুস্থতা
অভ্যন্তর-স্বাস্থ্য মোর তোলে মূর্ত করি'।
নিভৃতে নিজেরে পাই দিবস-শর্বরী;
আপনার মনে বুনি আপনারই কথা।
মর্মের নিতলোত্থিত গীত-গভীরতা
মোর চারিধার দেয় কত স্বপ্নে ভরি';
জৈব জীবনের যত বস্তু-ভার হরি',
কখন জাগায়ে তোলে স্তব্ধ তন্ময়তা।

আত্মোপলব্ধির হেন শুভ অবসর
অসুস্থ দেহই দেয় অলক্ষিতে আনি'।
অন্যে ভাবে দেহ হ'ল ব্যাধি-জরজর;
মুক্ত চিত্ত শোনে কা'র প্রীতি-মুগ্ধ বাণী!
দেহ-দুর্গে ব্যাধি-বন্দী, অনন্ত-সুন্দর
অবতীর্ণ হ'য়ে সেথা হরে সর্ব গ্লানি।

দিনগুলি

হতভাগ্য হত্যাকারী না হ'লে কে কবে
নিজ হাতে হত্যা করে নির্বোধের প্রায়
দিনগুলি একে একে মুগ্ধ মৃত্তিকায়?
দিনগুলি নিজ নিজ সংগুপ্ত গৌরবে
বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত ছিল। সম্ভাবনা সবে
বহন করিত সুখে প্রসাদে-প্রভায়
দীপ্তিমন্ত যৌবনের মৌন মহিমায়।
না বধিলে, পূর্ণ ধরা করিত বৈভবে।

এবে এই বার্ধক্যের ম্লান ছায়া-লোকে
সংগোপন সে হত্যার অনুশোচনায়
জীর্ণ নেত্র-যুগ্ম শুধু হয় অশ্রুময়।
বিবেকেরে কে বধিবে! স্মৃতিদীর্ণ শোকে
হত্যা-দৃশ্য ভেসে ওঠে। হ'য়ে নিরুপায়
হত্যাকারী মাগে নিজ বীভৎস বিলয়।

ধাঁধা

ধাঁধা-পূর্ণ এ পৃথিবী। এ পথিক-প্রাণ
পরিশ্রান্ত পরিতৃপ্ত ধাঁধা-সমাধানে।
কত লক্ষ কোটি ধাঁধা অলক্ষ্যে কে আনে,
হ'তে থাকে দুরারোহ পর্বত-প্রমাণ।
সর্ব ধাঁধা সব নরও মিলে সমাধান
করিতে কি পারে কভু! সরণীর টানে
জন্ম-মৃত্যু-বলয়িত কোথায় কে জানে
চলি সবে ধাঁধা-মত্ত! ধাঁধা দিব্য দান।

যদি ধাঁধা না থাকিত, রহস্যাবরণ
রহিত না; রহিত না উৎসারও লীলার।
মহাদ্যুতি-বিরহিত হ'য়ে এ জীবন
হ'তো চির-নির্বাপিত অঙ্গারেরই ভার।
ধাঁধা আছে, প্রাণ আছে; আছে অনুক্ষণ
মায়া-মুগ্ধ রঙ্গময় জঙ্গম সংসার।

গাড়ী

গাড়ী থামে, ওঠে—নামে স্টেশনে জনতা;
ঘর্ঘরিয়া ঘোর-রবে আবার কোথায়
গতি-মত্ত উদাসীন গাড়ী ছুটে যায়!
হেথায় নামিয়া আসে ফিরে নীরবতা।
যত হই-হট্টগোল—যত উচ্চ কথা—
মুখরতা, বাচালতা—সবই লুপ্তি পায়।
গাড়ী সাথে এ সবও কি নব-সীমানায়
চ'লে যায়, দিতে সেথা ক্ষণ-সচলতা!

থামায়—চলায় গাড়ী অপূর্ব বিস্ময়
সঞ্চার করিয়া শেষে হয় অগোচর।
এই চলা—এই থামা, রহস্য কি নয়!
এ মর্ত্যের ক্ষণিকের এই গাড়ী-ঘর
দিয়ে যায় অগম্যের কোন্ পরিচয়!
স্টেশনে—জনতা বয় সেথা নিরুত্তর!

বন্দরে

বন্দরে জাহাজ এসে ভিড়িল এবার
সমুদ্র-তাণ্ডব সহি' বহু দিন ধরি'।
সংশয়ের কুজ্ঝটিকা অপসৃত করি'
সূর্য ঝরে, রশ্মি-স্নাত হ'ল চারিধার।
সমুত্তীর্ণ হ'ল কাল যত পরীক্ষার।
মাল নিকাশের লাগি' বন্দর-প্রহরী
ব্যগ্র-ব্যস্ত। মত্ত শব্দে জেটি ওঠে ভরি'।
সাফল্যে প্রফুল্ল চিত্ত হয় না কাহার!

ঊর্মির উন্মত্ত ভাব—উদ্দাম হুঙ্কার,
তীরের প্রশান্তিপূর্ণ আরাম-বিরাম—
উভয় রোমাঞ্চময়। এই যুগ্মতার
সম্মিলনে অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ মনস্কাম।
চলোর্মি-সংঘট্টে শঙ্কা নাই কভু যা'র,
বন্দর তাহারই কাছে সুন্দরের ধাম।

বিষণ্ণ সরণী

আন মনে বিসর্পিত বিষণ্ণ সরণী
বেয়ে চলি পুরাতন ঠিকানা খুঁজিয়া।
কত দিন যাতায়াত এই পথ দিয়া
ক'রেছি তরুণ বেলা; তখন অবনি
মনে হোতো মধুমাখা বিচিত্র-বরণী।
যেতে যেতে পথে উঠি স্মৃতিতে নাহিয়া;
নামের ফলক-পানে চাহিয়া চাহিয়া
ঠিকানা না পেয়ে মনে অবসাদ গণি।

কালের অনাদি লীলা উপলব্ধি করি'
অন্তর ব্যথায় ভরে,—ভরে স্মৃতি-ভারে।
যা'র যা'র আয়ু-শেষে, নামিয়া শর্বরী
বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢাকে যে তাহারে।
বিষণ্ণ সরণী শুধু থাকে হেথা পড়ি';
সে মানুষ নাই; প্রশ্ন করি আর কা'রে!

পথ-প্রান্তের মর্ম্মর-মূর্তি

ওগো তুমি শুধু একবার কথা কও!
পাষাণ-প্রতিমা হ'য়ে কি পথের ধারে
দাঁড়ায়ে থাকিবে? চলন্ত জনতারে
বুঝাবে কেবল—তুমি যে জীবিত নও!
এক দিন ছিলে; কুণ্ঠিত কেন হও
আবার জাগিতে? মোহিনী মৃত্তিকারে
ভালোবাসিলে কি ফিরে সে ভুলিতে পারে?
না জাগিলে কেন পাষাণের ভার বও?

জঙ্গম নর মৃত্যুরে পায় ভয়,
কীর্তিরে তাই অমর করিতে চায়।
আসলে সবে যে মৃত, তাই অভিনয়
মর্ম্মরে রচে নির্ম্মম দুনিয়ায়।
আপনার হাতে পরিহাস করো লয়;
ডেকে শুধু বলো,—যায় যাহা, তাহা যায়।

দৃশ্য

প্রভাতের অবিশ্রান্ত বর্ষণের শেষে
শত শত উই-পোকা, পতঙ্গ, কীটেরা
ত্রস্ত-ভাবে ইতস্ততঃ করে ঘোরা-ফেরা;
সজল সমীরে চলে ভয়ে-ভয়ে ভেসে।
ঘুলঘুলি হ'তে যত চটকেরা এসে
কলকণ্ঠে উল্লসিত করি' মোর ডেরা
মাতিল পতঙ্গ-ভোজে; যা'রে যেই হেরা,
উদরস্থ করে তা'রে ঘাতকের বেশে।

এই দৃশ্যে এ বিশ্বের প্রাণোত্থ লীলার
বৈপরীত্য-প্রকটিত-ধ্বংস-সংরক্ষণ —
প্রশ্ন-জর্জরিত মোরে করিল আবার।
লক্ষ রূপে প্রাণই খাদ্য; প্রাণই অগণন-
রূপে হায় করে ফিরে প্রাণেরই সংহার।
যা'র লীলা, তা'র প্রাণও না জানি কেমন!

মুকুর

সংখ্যাতীত মূরতিতে হেরেছো আমায়,
সে কথা কি হে মুকুর, মনে নাহি পড়ে?
কোথায় র'য়েছে তা'রা তোমার ভিতরে?
সলিলে দাগের মত তা'রা লোপ পায়
এক লহমায় বুঝি! আবার হেথায়
ফুটে কি ওঠে না কভু লীলা-সরোবরে?
যে তরঙ্গে জল-ধারা এত সমাদরে
বুকে ধরে, এ কী গতি তা'রও এ ধরায়!

জরায় জড়ালো দেহ। হে মুকুর, তাই
অফুরন্ত সে দুরন্ত যৌবনের দিন
মনে পড়ে যেই সখি, তোমা পানে চাই।
উদ্দীপনা-রূপাকৃতি সে কী সীমাহীন!
হায়-হায়, কিছুই তো অবশিষ্ট নাই।
স্ফূর্তি-ভরা মূর্তিরাও কত কালাধীন!

কাংস্য-

কাঁসারী-পাড়ার ওই পিতল-কাঁসার
বাসনের ধ্বনি-মন্দ্র কানে এসে বাজে।
সেই ধ্বনি ধীরে ধীরে অন্তরের মাঝে
বাসা বাঁধে। মাঝে মাঝে অপূর্ব ঝঙ্কার
তুলিয়া স্মরায় কাংস্যকার - প্রতিভার
দ্যোতনার মাধুরী যা' বাসনে বিরাজে;—
বিরাজে যা' বিচিত্রিত নির্মিতির সাজে
সংসারেরে করিবারে সুধার আধার।

সৃজনের মহাধর্ম মহাস্রষ্টা দিয়া
মানবেরে মহিমায় ক'রেছে মণ্ডিত।
যে যা'র আপন ক্ষেত্রে সৃষ্টি-ধর্ম নিয়া
সৃজনে-সৃজনে করে বিশ্ব সুশোভিত।
ছোট—বড় আপেক্ষিক; সকলে মিলিয়া
শিল্প গড়ে; মন্দ্রে তা'র ভরিবে না চিত!

কাশ্মীরী শালকর

স্বপ্ন তা'র—শালখানি অনিন্দ্য সুন্দর
কোন মহানর ধরিবে শ্রীঅঙ্গে সুখে;
ফুটিবে অপূর্ব ভাতি আরও তা'র মুখে;
আরও কান্তিমন্ত হবে সৌম্য কলেবর।
সূক্ষ্ম শিল্পপ্রাণতায় তাই শালকর
শিল্পাবিষ্ট নিরন্তর। স্বপ্নাতুর বুকে
কোন্ মহাশিল্পী যেন সন্তর্পণে ঢুকে
পশমে—পশমে বোনে শিল্প মনোহর!

শিল্পে যে শিল্পেরই তৃপ্তি; তুচ্ছ গৃহ-কোণে
অর্ধাশনে কীর্তিহারা শুভ্র শালকর
নিজ মনে বুঝি তাই শিল্প-স্বপ্ন বোনে;
মগ্ন—মুগ্ধ শোনে শিল্পী শালের মর্মর;
ঝিলমিল্ ঝিলামেরও 'ঘরানা' সে শোনে।
তৃপ্ত স্বপ্নে ভ'রে যায় প্রদীপ্ত অন্তর।

বৈশাখী সন্দেশ

হে বৈশাখ, মন্দ্রময় কা'র শুভ্র শাঁখ
ফুৎকারিয়া, আসি' শেষে চৈত্র-চিতা-পাশে
ঘোষো তুমি আশা-দীপ্ত আত্ম-তৃপ্ত ভাষে:
"মৌন মহাকাল-স্রোতে মৃত যা' বেবাক
ভেসে যায়; মদ-স্ফীত দম্ভ-দৃপ্ত ঢাক
কালে কালে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে আসে,
আবার নোতুন দীপ্তি উদার আকাশে
ফুটে উঠে জীবনেরে দিয়ে যায় ডাক।

ক্ষয়িষ্ণু যা' ক্ষ'য়ে যায়, বর্ধিষ্ণু যা' বাড়ে;
ধ্বংসে তাই ভয় নাই। ধ্বংস-ধারা ধরি'
মৃত্যুঞ্জয় মূর্তিমন্ত হ'তেছে সংসারে।"
এ বার্তায় এ বিশ্বেরে উজ্জীবিত করি'
যাও তা'রই বার্তাবহ—লীলাময় যা'রে
অন্তরালে রাখে নিত্য কালের প্রহরী।

সুরময় শ্রাবণ

সঙ্গীতে অশ্রান্ত এই বঙ্গের শ্রাবণ।
মেঘময় চন্দ্রাতপে আচ্ছাদি' অম্বর,
স্তব্ধ হ'লে ইতস্তত·-ব্যাপ্ত চরাচর,
মুহূর্তে সে মুগ্ধ কবি' ধ্বনি-পুঞ্জে মন,
ঘনায় সংগুপ্ত যত সতৃষ্ণ স্বপন।
এই সব স্বপ্ন-পক্ষে করি' সুখে ভর
নিত্য-নবদ্বীপে যেথা লীলা নিরন্তর,
সেথা সমাগত হয় কবি-মহাজন।

কী অচিন্ত্য ভেদাভেদ লীলার সম্ভার!—
কিছু তা'র শব্দ-ভাণ্ডে মহানন্দে ভরি',
ঘুচাবারে আর্তি যত এ মর্ত্য-তৃষ্ণার
দেয় তা'রা পদাবলী রস-পাত্রে ধরি'
শ্রাবণের অবিশ্রান্ত·মন্দ্রিত মল্লার
কা'র প্রাণে তুলিবে না উদ্বেল লহরী।

মেঘ - মল্লার

মল্লার - রাগে মেঘেরা গাহিয়া চলে:
"আপনার ব'লে কিছুই রেখো না ভবে;
সকলের তরে সবই ত্যাগ করো সবে;
সবার সেবায় জনমিলে ভূমি - তলে।"
আকাশ বাহিয়া মেঘ চলে দলে - দলে
মাতিয়া মধুর মরমের গীতি - রবে।
"সবই দিলে প্রেমে সবচেয়ে লাভ হবে;
পরম - দরদী তা'ই চায় কুতূহলে।"

মেঘ চলে আর মেঘ ঢালে বারি - ধার; —
নিঃশেষে ঢালে, — তুলনা তো তা'র নাই।
স্বভাব - দাতার অকৃপণ ভাব তা'র;
আদর্শ তা'র আকাশে দেখিতে পাই।
ভারহীন হবো, সে তা'রই দিয়েছে ভার।
দিতে - দিতে যেন জীবন যাপিয়া যাই।

কুজ্ঝটিক

কুজ্ঝটিতে সমাবৃত শুভ্র - সূর্যালোক।
সাময়িক এ দুর্যোগ শিরোধার্য করি',
সূর্য-দীপ্ত দিবসের স্মৃতি - দৃশ্যে ভরি'
চিত্ত - পট, পরিহার করি' যত শোক
পন্থে চলো। কালের লীলারই এই ঝোঁক, —
সূর্যালোকও কুয়াশায় সহসা আবরি',
বিভাবরী আনি' কভু, জাড্য লয় হরি'।
পরো তাই উদ্যমের অজেয় নির্মোক।

উন্মোচিত অকস্মাৎ হ'লে কুজ্ঝটিকা
সূর্য - শোভা মনোলোভা আরও বেশী হবে;
পড়িতে পারিবে পান্থ, জ্যোতির্ময় লিখা;
হেরিবে যাত্রীরা যত মত্ত কলরবে
পন্থে — পন্থে প্রধাবিত, হেরি' সূর্য - শিখা; —
কুজ্ঝটিকা ক্ষণস্থায়ী — কে না জানে ভবে!

ঢুলী

ঢোল বাজাবার তব কৃতিত্ব-কৌশলে
চিত্ত হয় সমুৎফুল্ল হে বঙ্গের ঢুলী,
স্থূল-সূক্ষ্ম সুর যত একে একে তুলি'
অভিনব ঐকতান তোলো চিত্ত-তলে।
মরমী মাধুর্যে—কভু দীপ্ত কৌতূহলে
সুর-সম্মিলন-সুখে বস্তু-বিশ্ব ভুলি'
ভাব-লোকে চ'লে যাই। মনে হয় ধূলি
সহসা উঠিল ভরি' লক্ষ শতদলে।

শব্দ-সুর কী অপূর্ব উন্মাদনা-ভরা!
ধ্বনি-নৃত্য কী সুন্দর সামঞ্জস্যময়!
শুষ্ক ঢোলে এ অনিন্দ্য আনন্দ-পসরা
কে যোগায়!—কে জাগায় কেবলই বিস্ময়!
বাদনের ধ্যানে তব সে কি দেয় ধরা!—
সবই তাই অনায়াস-লব্ধ বুঝি হয়!

গোপীযন্ত্র

গোপীযন্ত্র-সহযোগে গাহিছে বাউল।
সুরে সুরে উচ্ছ্বসিত উটজ-অঙ্গন।
তাহারই এ দুনিয়ায় দু'দণ্ড জীবন—
যেন কোন সুবাসিত ক্ষণস্থায়ী ফুল।
সুগন্ধ বিলাতে তাই করিয়ো না ভুল।
আনন্দের আয়ু তব আছে যতক্ষণ
আকাশের আলো করো সুখে আহরণ;
ফুটাও জলদ-জলে মধুর মুকুল।

ক্ষণিকতা,—সরসতা গাঢ় করিবার
লীলার কৌশল তা'র জীবনে—জীবনে।
সাজে না কখনও তাই বিলাপ তোমার;
তাহারই প্রসাদ—প্রেম থাকে যেন মনে।
ফোটা-ঝরা নিয়ে এই বিচিত্র সংসার,
তা'রই লীলা থাকে যেন সর্বদা স্মরণে।

ঘুম

জাগিয়া—জাগিয়া শ্রান্ত হ'ল দু'টি আঁখি;
চক্ষু ভরি' ঘুম আসে—ঘুম শুধু আসে।
মায়াবী ঘুমের বাস বাতাসে বাতাসে
কে যেন ছড়ায়ে শুধু দেয় থাকি' থাকি'।
চারিদিক ধীরে ধীরে ঘুমে যায় ঢাকি';
নিশীথ-শিশির-ভেজা ঘুম নামে ঘাসে;
ঘুম নামে স্থলে-জলে-ভূতলে-আকাশে।
একেবারে ঘুম যেতে কত আর বাকী!

অনেক জেগেছি আমি—আর জাগা নয়;
সীমার সীমানা চাই ছাড়াতে এবার;
অসীমে আমারে তুমি করো না বিলয়,
ওগো দিক-চিহ্ন-হারা স্তব্ধ অন্ধকার!
অনেক জাগিলে আর নাহি থাকে ভয়,
নাহি থাকে কৌতূহল বিফল জাগার।

অপরাহ্ণ-চিন্তা

অপরাহ্ণ নামিয়াছে শান্ত পরিবেশে
বিষণ্ণ মাধুরী তা'র করিয়া বিস্তার।
অতীতের সব কথা নিয়ে এই বার
বসিবার লগ্ন এলো বুঝি অবশেষে
এত দিনে! ধীরে ধীরে পাক ধরি' কেশে
ব্যাপকতা—গহনতা আয়ুর অপার
প্রকাশিয়া যায় শুধু। মরমে আমার
গোপন কত কি কথা কহে গীতি-রেশে!

আরও যদি ধরণীরে ভালোবাসিতাম!
মিশিতাম আরও যদি মরমী-মিছিলে!
আরও তৃপ্তিকর বুঝি হ'তো ধরা-ধাম;
ধন্য হ'তো আরও দিল্ দিলে দিলে মিলে।
যতখানি পূর্ণ হ'লো তবু মনস্কাম,
ভাগ্যবন্ত কয় জনে লভে তা' নিখিলে!

বাল্মীকি-মহিমা

রত্নাকর দস্যু-রূপে শত শত প্রাণ
বধিল যে লোভাতুর হিংস্র মত্ততায়,
তা'রই চিত্ত ক্রৌঞ্চ-বধে ভরিল ব্যথায়,
শোকাপ্লুত বক্ষ হ'তে উদার উদান
সমুদ্ভূত হ'ল তায়; রামায়ণ-গান
বিরচিল অভিনব দিব্য প্রেরণায়;—
বিবর্তন কী অপূর্ব! এ কি ভাবা যায়!
প্রীতি করে মনুষ্যে যে আদর্শে মহান!

মহর্ষি বাল্মীকি হ'ল দস্যু রত্নাকর;
আদি কবি-রূপে ঋষি রূপান্তর লভে;
ব্যাধ পেলো রাবণের হিংস্র কলেবর;
ক্রৌঞ্চ-দম্পতির ব্যথা পরম গৌরবে
সীতা-রামে মূর্ত হ'ল শাশ্বত সুন্দর;—
ধ্যানময় ঋষি-কবি মুগ্ধ করে সবে।

ভরত

দিব্য-দীপ্ত সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্তের মাঝে
ভরত বিরাজে বুঝি সর্ব-শ্রেষ্ঠতায়
ধ্রুব-তারকার মত প্রশান্ত প্রভায়
উদার সাহিত্যাকাশে সৌম্য-শুভ্র সাজে।
সমাহিত মহিমার মাধুর্যে সে রাজে,
ভ্রাতৃত্বের মহত্তম মৌন সাধনায়
সদা-সমর্পিত-প্রাণ। যত ভাবা যায়,
অপূর্বতা ধরা পড়ে অনবদ্য কাজে।

ধীরোদাত্ত—ভীম-কান্ত রাম-চরিত্রের
মহাব্যাপ্তি রোমাঞ্চিত করে রসিকেরে।
ভরত—লক্ষ্মণ—সীতা—অন্য সকলের
অবদানও জনপ্রিয় ক'রেছে রামেরে।
কর্মনিষ্ঠ ধর্মময় নির্লিপ্ত ত্যাগের
মৌলিকতা জ্যোৎস্না-জ্যোতি দিলো ভরতেরে।

লক্ষ্মণ

নিত্য - সেবা — সাহচর্যে, ধৈর্যের চর্যায়,
রামময়তায় মুগ্ধ দৃপ্ত পৌরুষের
পরম সুতৃপ্ত মূর্তি সৌম্য লক্ষ্মণের।
রামায়ণে তা'র কথা ভাতে স্পষ্টতায়।
শৌর্যে — বীর্যে — তারুণ্যের উজ্জ্বল আভায়
মহাকবি বাল্মীকির অমর কাব্যের
সর্বত্র তাহার চিত্র, দৃষ্টি সকলের
সমাকৃষ্ট করে নিত্য ত্যাগে — তিতিক্ষায়।

নায়ক - নায়িকা - চিত্র শ্রীরাম - সীতার,
জানে সবে, সর্বাধিক সমুজ্জ্বলই হবে।
রাম - লক্ষ্মণের কথা তবু অনিবার
চিত্ত - লোক ভ'রে রাখে বিচিত্র বৈভবে।
বন্ধু - ভ্রাতা - ভৃত্য - প্রভু — একাধারে আর
এত গুণাধার কে বা বিরাজে গৌরবে!

সীতা

বিশ্বের বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মাঝে
অদ্বিতীয় নারী - রত্ন রম্যা — সৌম্যা সীতা —
দশরথ — জনকের স্নেহ - সমাদৃতা।
রাম - রাজ্যে সর্ব - শুদ্ধ মাধুর্যে সে রাজে।
নিষ্ঠা - নম্র বীর্য - দীপ্ত সতীত্বের সাজে
জন্মার্জিত সাধনায় শান্ত সমাহিতা;
বিষণ্ণা — সুস্মিতা, শুভ্রা, নন্দিতা, বন্দিতা,
অশঙ্কিতা, অন্তঃসংজ্ঞা, যোগ্যা সর্ব কাজে।

একনিষ্ঠ পত্নী - প্রেমে রাজর্ষি শ্রীরাম
চির পূজ্য; সীতা - মূর্তি যেথা ধ্রুবতারা,
একনিষ্ঠতা যে সেথা অতি স্বাভাবিক।
রামায়ণে অবিচ্ছেদ্য সীতা - রাম - নাম;
বাল্মীকির ধ্যান - লব্ধ কাব্য - সুধা - ধারা
পানে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি লভে উদ্‌ভ্রান্ত পথিক।

গ্রাম্য মৃগ

টহল সে দিতে থাকে সকালে-দুপুরে—
বিকালে—সন্ধ্যায়—রাতে শুধু অবিরাম।
শত লোকে ডাকে তা'রে ধরি' শত নাম।
শ্রান্তি—ক্লান্তি নাহি তা'র পথে পথে ঘুরে;—
এই সে সম্মুখে আছে—ছুটে যায় দূরে;—
পাখ-পাখালীরে হেরি' হয় সে কি বাম!
তাড়া করে বিড়ালেরে, ঘুরি' সারা গ্রাম
সজাগ সে রাখে সবে ঘেউ-ঘেউ-সুরে।

কা'রও সে পালিত নহে—পথেরই কুকুর।
যাযাবর বৃত্তি তা'র চির-উদাসীন।
ঘুরন্ত দুরন্ত পশু—তবু কী মধুর!
অফুরন্ত উৎসাহের উৎস অনধীন।
নিশিদিন উদ্ভাবনী-ভাবে ভরপুর;
তা'র প্রতি প্রীতিহীনও থাকা যে কঠিন।

ওগো চিল!

ওগো চিল, সমুড্ডীন ওগো শঙ্খচিল,
স্বচ্ছন্দে উড়িছ শূন্যে কেন যে কে জানে!
বন্ধন-মুক্তির সুখ পাও কি ওখানে?
লঘু-পক্ষ মেঘ সাথে খোঁজো বুঝি মিল?
তব ছায়া বক্ষে ধরি' দিঘির সলিল
বাতাসে কূলেব কাছে মেতে ওঠে গানে।
উল্লসিত কণ্ঠ তব বাজে এসে কানে;—
দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মোরও খুলে যায় খিল।

সাবলীল ডানা নাই। কি হবে ডানায়!
লক্ষ-পক্ষ-শক্তিধর আছে সূক্ষ্ম মন;
তব তীক্ষ্ণ শব্দ-মন্দ্রে সে যে মুক্তি পায়;
শূন্যও ছাড়াতে তা'র লাগে কত ক্ষণ!
ওগো চিল, শঙ্খচিল, শুধাই তোমায়,—
সবারই কি জন্মগত—মুক্তি-আস্বাদন!

মূষিক - মার্জার - কথা

ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে মূষিক - যুগলে
নৃশংস মার্জার রাতে ক্রূর তমিস্রায়।
প্রত্যূষে জাগিয়া দেখি, প্রাঙ্গণ-ছায়ায়
মাংস - রক্ত - চিহ্ন যত ভক্ষণের ফলে।
বুঝিলাম, এ হননই নিয়ত ভূতলে
চলিয়াছে প্রাণ - সৃষ্টি হ'তে শুধু হায়।
কেন প্রেম জর্জরিত হবেই হিংসায়?
কবে হিংসা রূপান্তর লভি' প্রেম - বলে
সৃষ্টিরে করিবে সৌম্য প্রীতি - ফুল্লতায়?
খাদ্য - খাদকের এ কী সূক্ষ্ম মায়াজাল!
রহস্যের এ কী লীলা! কোন্ প্রেরণায়—
কি কারণে হিংসা - প্রেমে দ্বন্দ্ব চিরকাল!
প্রগাঢ়—নিগূঢ় লীলা - চক্র বুঝা দায়।
প্রশ্নাতুর প্রেমও বুকে থাকেই উত্তাল।

নাগিনী

ফণা তুলে দুলে দুলে দুরন্ত নাগিনী
প্রতিরোধ করিতেছে বেজির বিক্রম।
জানে সর্পী—বেজি তার কালান্তক যম,
সংহারের - সমরের - শৌর্যের ভাগিনী
মৃত্যু - পূর্বে তবু সে যে; জীবন - রাগিণী
কখন কাহাতে বেজে ওঠে অনুপম
শ্রবণ - দর্শনও তা' যে বিস্ময় পরম!—
কালোত্তর রাজ্যে করে হিয়া বিবাগিনী।

কালের আবর্তে এই দ্বন্দ্ব—মহামার।
হিংসা - অহিংসার যত দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
লীলারই বিবর্ত সবই। সৃজন—সংহার
বিচিত্রিত বৈপরীত্যে কত না সুন্দর!
মাৎস্যন্যায়—বীর্য—শৌর্য—দৃশ্য হিংস্রতার-
কী আশ্চর্য! কালে কালে মরণে অমর।

হনন

অজানিত হননের হিংস্র হীনতায়
মোরাও যে মেতে থাকি হেথা আজীবন,
সে কথাটি খোলা মনে ভাবি কয় জন!
এ জীবন-ধারণের নিয়ত চেষ্টায়
মৎস্য-পশু-উদ্ভিদেরে মোরা মৃত্তিকায়
করি হায় অকারণে নৃশংস হনন।
জৈব-ধর্ম নাম দিয়ে বিবেক-দংশন
ভুলিবার প্রযত্নে-ও মাতি এ ধরায়।

আত্মাদরে স্ফীত মোরা সভ্যতা-গর্বিত,
নিজেদের প্রয়োজনে সবারে খাটাই।
জিঘাংসায় জগতেরে করিয়া মর্দিত
পুণ্যাত্মার নাম বৃথা কিনে নিতে চাই।
পরহিত-হন্তারক সত্য আত্ম-হিত
করিতে যে পারে না, তা' মর্ত্যে ভুলে যাই।

মানুষের রক্ত

মানুষেরে মারিয়ো না। এত রক্ত আর
ফেলিয়ো না বৃথা—বৃথা ধূলায়-কাদায়।
রক্তের যে প্রয়োজন বড় সভ্যতায়।
তাজা রক্ত ছাড়া বৃদ্ধি নাই সভ্যতার।
জীবন্ত মানুষ চাই। মেরুদণ্ড-হাড়—
রক্ত-মেদ-মজ্জা সবই সকলে স্বেচ্ছায়
সভ্যতার বৃদ্ধি তরে বিশ্বে দিয়ে যায়।
মানুষই জানিয়ো পূজ্য জগতে সবার।

মারিয়ো না—মারিয়ো না আর মানুষেরে।
রোগে মারে, কালে মারে, দুর্বিপাকে মারে,
আয়ু যায় হায়—হায় অবশেষে ছেড়ে।
তুমিও মানুষ হ'য়ে মারিবে তাহারে!
আদি হ'তে নর যদি নর-রক্ত কেড়ে
না নিত, তবে তো পূর্ণ পেতে সভ্যতারে।

ঘুমাতে কি সুখ নাই!

গুলঞ্চ-লতায় দোল খায় টুনটুনি
তুমি-আমি দেখিনি কি সোনালী সকালে!
দেখিনি কি সোনা-টিপ শিশিরের ভালে
পরায় তপন সুখে! যায় সুর বুনি'
শুনিনি কি আমাদের পল্লী-সুরধুনী!
শুনিনি কি ফিস্‌ফিস্ শব্দ হ'তে ডালে
শিস্-দেয়া বাতাসের গতি - তালে - তালে!
তা' হ'লে বিমর্ষ কেন হবে প্রৌঢ়ে, শুনি?

এখনও তো স্মৃতি আছে এ বুক ভরিয়া;
হরিয়াই নিতে পারে আয়ু মহাকাল,
স্মৃতি তো পারে না নিতে কিছুতে হরিয়া।
সন্ধ্যা-সূর্য-চিতা-বহ্নি হোক্ লালে লাল;—
তবু বন্ধু, কৈশোরের সে স্মৃতি স্মরিয়া
ঘুমাতে কি সুখ নাই আঁধারে বিশাল!

নামুক অনন্ত ঘুম

নামিয়াছে ম্লান ছায়া ছাতের কার্নিসে,
ঘরে—ঘরে অন্ধকার গিয়াছে ব্যাপিয়া।
কে বলিবে সারা দিন সূর্য-দীপ্তি নিয়া
হেসেছিলো ঘর-দ্বার দুর্বার হরিষে!
ছায়া আর ছায়া-মূর্তি এক সাথে মিশে
কী যেন কী ভীতি-ভাবে তুলিছে ভরিয়া
চারিধার। আলো গেলে নীরবে চলিয়া,
এমনি কি কেহ আর নাহি পায় দিশে?

ক্ষোভ নাই, সবও যদি আঁধারে হারায় :
সারা বেলা আনন্দ তো পেয়েছি লুটিতে।
দু'নয়ন ঘুমে যাবে ডুবে তমিস্রায়;
কি যে হবে তার পরে হেথা পৃথিবীতে
নিশানা তাহার আর কে জানিতে চায়!
নামুক অনন্ত ঘুম এবার আঁখিতে।

কনক

না জানি কনক ক'বে—কা'র আবিষ্কার!
স্বচ্ছ শুভ্র দৃষ্টি তা'র বলিতেই হবে।
সমুজ্জ্বল সুবর্ণের অপূর্ব বৈভবে—
সৌন্দর্যে আকৃষ্ট চিত্ত হয় না কাহার!
স্বর্ণ-অলঙ্কারে মুগ্ধ সতত সংসার
অমূল্য স্বর্ণের মূল্য ঘোষে না গৌরব!
স্বর্ণ-কান্তি সূর্য-রশ্মি মৃত্তিকারে যবে
স্পর্শ করে, তুল্য কোথা মিলিবে বা তা'র!

মানব-জমিতে যা'র সোনা ফ'লে যায়,
ধন্য তা'র নর-জন্ম। ধন্য ভূমণ্ডল,
তা'রই দীপ্তি-বিচ্ছুরিত নিত্য-সভ্যতায়,
দ্যুতি-বিমণ্ডিত হ'য়ে বিশ্ব-চিত্ততল
হিরণ্যগর্ভেরও সীমা উত্তরিতে চায়
কনকে কনকায়িত হেরি' সর্বস্থল।

সুগন্ধ

শুভ্র শেফালিকা যায় সুগন্ধ বিলায়ে
সারা নিশি অন্ধকারে। সুমিষ্ট সুবাস
চিত্ত-বিকলতা যত ক'রে দেয় নাশ।
সমুখে—সুদূরে গন্ধ মৃদু মন্দ বায়ে
ধীরে ধীরে—ক্রমে ক্রমে যায় যে ছড়ায়ে।
তারা-ভরা শরতের নির্মল আকাশ
পরম প্রসাদপূর্ণ। মৃত্তিকার ঘাস
পুষ্প-স্পর্শ-সুখ লভে রোমাঞ্চিত গায়ে।

অমনই ফুটিতে হবে। চিত্ত-পুষ্প-বাসে
ভরিয়া তুলিতে হবে পরিবেশটিরে।
সকলেরই চিত্ত হ'তে গন্ধ যদি আসে,
সে সুগন্ধে ভরপুর করিবে পৃথ্বীরে।
শেফালী ছড়ায় গন্ধ উড্ডীন বাতাসে;
মানুষও বিলাক বাস· মর্ত্য-তীর্থ-তীরে।

এমিলি শেঙ্কলের স্বগতোক্তি

ধন্য — গণ্য — বীর্যময় — পুণ্যময় হোক্, —
পতিব্রতা পতি কাছে ইহাই যাচিবে;
জীবন - সংগ্রাম - শেষে যশের ত্রিদিবে
প্রতিষ্ঠিত থাকি' যেন অমর আলোক
ঢালি' মর্ত্ত্য - পান্থ সবে করে বীতশোক;
দয়িত স্বভাব - ধর্মে স্বার্থ বিসর্জ্জিবে,
সভ্যতার ধ্রুবাদর্শে সদাই বরিবে,
ঈশাশিসে লভে যেন ভবে দিব্য চোখ।

ঐশী লীলা - সমর্থিত স্বগতোক্তিটিরে
মহাকালই সত্য বলি' করিছে স্বীকার;
বিশ্ব - তীর্থ ভারতের মহামুক্তি ঘিরে
সুভাষের সর্ব - ত্যাগও চির - বন্দনার;
শহীদ - সন্নিভ - মৃত্যু ঢাকে না তিমিরে; —
দাম্পত্য বাড়ায় ভাতি মহাসভ্যতার।

'তাজের' শাজাহান

অকাল - প্রয়াতা প্রিয়া মমতাজে তা'র
কালোত্তর করিল যে সমাধির মাঝে
শিল্প - প্রাণ শাজাহান মর্মরের তাজে।
শাসন - শোষণার্জ্জিত রাজস্ব - সম্ভার
এমন দরাজ - ভাবে ব্যয় করিবার
বিরেচক প্রেম - শিল্প ভুলিবারও না যে।
কাল - যমুনার কোলে অপরূপ সাজে
বিরাজে ভাস্বর কীর্ত্তি প্রেমী বাদশার।

দান্তে - পেত্রার্কার মত স্বীয় প্রতিভায়
কাব্যে — গীতে অমরত্ব প্রেয়সীরে দিতে
বাদশাহ মহারাজ্য - শাসন-বাধায়
না পেরেও, অভিনব তাজ - নির্মিতিতে
পরিচিতি দানি' ব্যয়ে — পরিকল্পনায়
বিস্ময় নিয়ত সৃজে রসগ্রাহী চিতে।

তিমির সংসার

ডুবন্ত—ভাসন্ত থাকি' মেরু-পারাবারে
তুষার-গলানো নীরে—তুষারে ধবল
তিমিরা মিলন-সুখে থাকি' অবিচল
নৈসর্গিক আবেগেই প্রজাতি-ধারারে
রক্ষা করে। শাবকেরা সাদরে মাতারে
স্তন্য-তৃপ্ত হ'য়ে, ঘিরে করি' কোলাহল,
বাড়ন্ত হবার বার্তা জানায়ে সফল
সচলতা প্রকাশে যে খাঁড়ির কিনারে।

তিমি-শিকারীর সুখ, দন্ত-অস্ত্র তা'র
মানিক্য—কস্তুরী-সম হুনরী যে যাচে :
এ সিন্ধু-দানবও তাই করিয়া শিকার
বাজারে বিকায় হায়, জহুরীর কাছে।
দরদী বিরলে ভাবে, তিমির সংসার
সুখদ তুষারে; মেরু-জল্লাদ না বাছে।

ধীবর

সারা দিন খালে-বিলে-নদীতে-নালায়
মাছ ধ'রে—ধ'রে কাটে জেলের জীবন।
হায়—হায়, হিংসা শুধু তা'র মূলধন;
হিংসা তা'রে নিয়োজিত করে জীবিকায়।
হিংসা বিনা বাঁচিবারও নাহি যে উপায়।
যাদুকরী প্রকৃতির এ কী প্রণোদন,
সংগোপনে হিংসিবার করে আয়োজন?—
উদ্ভিদে—প্রাণীতে হিংসা নিয়ত ধরায়।

অহিংস থাকার তবু দুঃসাধ্য সাধন
মানবের আদর্শের লক্ষ্য চিরদিন;
প্রীতিময় যেন হয় পৃথ্বী-নিকেতন,
তা'রই তরে আকুলতা চিত্তে সীমাহীন।
হিংসা—অহিংসার লীলা বুঝি সনাতন!—
মৃত্যু কি ধীবর নহে?—নহি মোরা মীন!

কে কহিবে!

জলার জলের কোলে মশকেরা ডাকে।
কা'রে ডাকে? কেন ডাকে? কে কহিতে পারে!
বিভ্রান্ত মানুষ তবু অন্ধ অন্ধকারে
চাহে না কি বুঝাবারে সে বার্তা সে রাখে।
শুষ্ক রুক্ষ গবেষণা-গ্রন্থের পাতাকে
ভারাক্রান্ত করি' যত কথার বাহারে
মশকের কথা বলি' প্রচারে সে তা'রে:
মশা ডাকে, মুখে নাকে দংশে ফাঁকি-ফাঁকে।

মশকই মশার ভাষা বুঝিবারে পায়;
মানুষও মানব-ভাষা সহজেই বোঝে।
কী রহস্যে — কোন্ মহাসৃজন-লীলায়
কে কহিবে, কি দিয়া কে কোন্ অর্থ খোঁজে!
এ ভাবেই নিরবধি কাল ব'য়ে যায়;
ডাকারও বিরতি নাই মহাসৃষ্টি-ভোজে।

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ মোর, অতি রঙ্গ-ভরে
কা'রে ডাকো সারা বেলা? সঙ্গীত-লহরে
কোন্ সুন্দরের কথা অনন্ত অম্বরে
ঘোষণা করিতে থাকো উচ্চ বৃক্ষ 'পরে
অবস্থান করি' শ্যাম পল্লবের স্তরে?
পত্রে পড়ে সূর্য-রশ্মি; চন্দ্রালোক ঝরে,
ঝরে স্নিগ্ধ বর্ষা-ধারা; শিশির-নিকরে
তৃণ-গুল্ম নিম্ন-ভাগে নানা শোভা ধরে।

কখনও সমস্ত শাখী মধুর মর্ম্মরে
মুখরিত করে চারিধার। ছায়া নড়ে—
মনে হয় নৃত্য করে; তবু তব স্বরে
পরিবেশ-হারা আর্তি, — সর্ব-ক্ষণ ক্ষরে
অন্তরেরই লাভা-স্রাব। যে যা'র সুন্দরে
এ ভাবেই গড়ে বুঝি — এ ভাবেই বরে?

প্রসাদ

তোমার প্রসাদ যত, পেতেছি নিয়ত;—
এ বোধ আমারে যেন পুলকিত রাখে।
কত যে তোমার দানে তুষিছ আমাকে;—
মনে যেন জেগে থাকে এ কথা সতত।
সাধিতে এসেছি ভবে তব-প্রীতি-ব্রত;
যত দিন আয়ু তাই এ জগতে থাকে,
সে-ব্রত ভুলি না যেন শতেক বিপাকে।
পাঠালে যে কাজে, যেন থাকি তায় রত।

তুমি যে র'য়েছো ঘিরে অবিরত মোরে,
তুমি যে রচিলে মোরে তোমারই লীলায়,
সে কথা ভুলি না যেন কোন মোহ-ঘোরে;
তব টান দিনে দিনে যেন বেড়ে যায়;
আয়ু-শেষে নিবে তুমি জানি তব ক্রোড়ে;
তোমার প্রসাদ,—তা'র অবধি কে পায়!

রোদন

রোদনে—রোদনে তুমি কি আমারে শেষে
করিতে চাহিছ তোমারই মনের মত?
নীরবে গরবে কঠিন প্রেমের ব্রত
গোপনে সাধিয়া চ'লেছোই মৃদু হেসে।
রোদনই আমারে আনিবে তোমারই দেশে!
তখন বুঝি গো নয়ন করিয়া নত
কহিবে তোমার মরমের কথা যত!
প্রেমিক আমার, সাজিবে দরদী-বেশে!

তোমার লীলার এ ছলনা বুঝিবার
তুমি না বুঝালে শকতি কাহার আছে!
অত ধারা-সার না ঝরিলে বরষার
কুসুম ফুটিতে পারিত কি, কভু গাছে!
রোদনে—রোদনে রোদন-সাগর পার
করায়ে কখন্ আসো যে বুকেরই কাছে!

অনুতাপ

শিশু-কালে যবে ডাকিলে তোমার কাজে,
শুনেও সে ধ্বনি, খেলায় কাটিল কাল।
কৈশোরও গেল, খেলাই অন্তরাল
করিল কৃত্য। ভরা-যৌবন-মাঝে
ভুলিনু চর্যা, বিলাসই ভুলালো তা' যে।
প্রৌঢ়-প্রান্তে কেটে গিয়ে মোহ-জাল,
অশক্ত চিত হ'য়ে ওঠে বেসামাল;
দৃষ্টি ঘুচিবে অচিরে অশেষ সাঁঝে।

জীবন-ঘটিকা কাঁটায়-কাঁটায় চলে,
ফাঁকি দিলে জাগে অন্তিমে আপসোস;
ভাসিতেই হয় অনুতাপে আঁখি-জলে,
কাহারে দুষিব! সবই যে আত্ম-দোষ।
তবু বিশ্বাস আশ্বাসে হিয়া-তলে,—
তাপিতে তরাতে মরমী পোষে না রোষ।

বাঁশরী

তোমার বাঁশরী কবে শুনিনু শ্রবণে
সে কথা তো মনে নাই। শুধু মনে হয়
অন্তহারা বাঁশরীর সুরের বিস্ময়
আমারে মাতালো বুঝি মর্ত্য-জন্ম-ক্ষণে;
হয়তো বা তা'রও আগে, যবে বিস্মরণে
সংগুপ্ত সুরের ধারা চুপে চুপে বয়,
অনাদি হৃদয় মাঝে অতনু-হৃদয়
রত থাকে সুরময় সুধা-আস্বাদনে।

তোমারই হ্লাদিনী-রসে যে রাধা-মূরতি,
অন্য রতি ব্রজে তা'র কী থাকিবে আর!
যে তরঙ্গ লভে সিন্ধু-রূপ-রঙ্গ-গতি
চাহিবেই মিশে সে তো হ'তে পারাবার।
বাঁশরী বাজাও ব্রজে, নহিলে মিনতি
রাধারে ফিরিয়া করো হ্লাদিনী তোমার।

‘ধাত্রীদেবতা’

জীব-ধাত্রী ধরিত্রী: যে বাস্তু সকলের।
তাই তা’র স্নেহ-বন্ধ শিরোধার্য করি’
সেবা-স্নিগ্ধ সুধা-রসে প্রাণ-পাত্র ভরি’,
কল্যাণ সাধিতে হবে নিখিল নরের।
ত্যাগ-দীপ্ত স্বাধীনতা অর্জনে দেশের
অতন্দ্র থাকিতে হবে দিবা-বিভাবরী
সংসারের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পরিহরি’,
তবেই মানব-জন্ম হবে গৌরবের।

ঘরোয়া কাহিনী-ফাঁকে অনিবদ্ধ-ভাবে
কাম্য এই আদর্শের আভাস-উদ্ভাস,
গ্রন্থ-পরিক্রমা-কালে ইতস্ততঃ লাভে
পরিশ্রান্ত পাঠকের উপজে উল্লাস।
প্রতিভা তো স্পর্শমণি; সহজে কে পাবে
সে প্রদীপ্তি! গণ্য তবু হেন উপন্যাস।

‘থর’-মরু

জ্বলে-ঝলে জ্বালাগর্ভ মরু ভয়ঙ্কর
তৃষ্ণা-দীর্ণ দ্বিপ্রহরে। মত্ত প্রভঞ্জন
বালুকা-তরঙ্গে তোলে ক্ষিপ্ত আলোড়ন।
ওড়ে-ঘোরে রাশি রাশি বালুকা ঊষর।
ঘূর্ণি-ঘন রূপে তা’র দীপ্ত বৈশ্বানর
প্রকটিত করে রুষ্ট শিখা অগণন।
জ্বলন্ত সে শিখাপুঞ্জ লেহিয়া পবন
বাষ্পলেশও শুষে লয় বুঝি নিরন্তর।

বালু-সিন্ধু মরু-‘থর’ রাজপুতনার—
পুঞ্জীকৃত জহরেরই বহ্নি-রূপ না কি!
প্রতিচ্ছবি এ ভারতে নাহি এর আর,—
যত দেখি, অগ্নি-প্রভ হ’য়ে ওঠে আঁখি।
নিসর্গের হেন মূর্তি ভোলে সাধ্য কা’র।
ভূগোলে কি রাখা যায় ইতিহাসে ঢাকি’।

ছৌ-নাচ

'ছদ্ম'—'ছন্দ'—'ছাঁই'—'ছউ'—নাচের যে নাম
নৃত্য-রসিকেরা দিক—কি বা আসে যায়!
এ নৃত্য যে নৃত্যবিদ্ সবারে ভুলায়।
'পুরুলিয়া'-প্রান্ত-পুষ্ট নৃত্য অভিরাম
ধন্য করে রঙ্গময় স্বর্ণ-বঙ্গধাম।
ভারতীয় পুরাণের কৃষ্টি-ধারা পায়
যুগোচিত স্ফূর্তি যত নৃত্যের প্রভায়;
নৃত্যে মূর্ত রামায়ণ—আদর্শ সংগ্রাম।

'মুখোশ'-নৃত্যের শুভ্র—বলিষ্ঠ বিকাশে
'ছউ'-নাচে ছন্দায়িত সত্যের সুষমা।
জীবন যে ব'য়ে যায় নিত্য নৃত্যোচ্ছ্বাসে,—
দ্বন্দ্ব-মাধুর্যের কোথা মিলিবে উপমা!
নৃত্য-তালে—অঙ্গ-ভঙ্গে জাড্য যত নাশে।—
বেহুলা কি নৃত্যে নহে দৃষ্টান্ত পরমা!

নন্দীর নিবেদন

মহানন্দে নন্দী ভাবে নির্জন কৈলাসে,—
পিনাকীরঞ্জন হবো; ডম্বরুর রবে
চিত্ত হবে রোমাঞ্চিত; সেবার উৎসবে
বিরাজিব সদা-শুভ্র সমাধিস্থ-পাশে।
পুষ্পধনু ত্রস্ত যা'র অভিশাপ-ত্রাসে,
সে-মদনও আনন্দিত স্থাণু-বরে হবে;
কৃপা-লব্ধ অনিন্দিত নন্দী হবে কবে
যুক্ত হ'য়ে সমুদ্ধত দক্ষ-যজ্ঞ-নাশে!

নট-নাথ ধ্বংস-সৃষ্টি নৃত্যামোদে করে;
নন্দী তা'র সঙ্গী হ'য়ে রহিতেই চায়।
সমুদ্র-মন্থন-কালে বাসুকী-মন্দরে
শিবে তৃপ্ত করিবে সে বিষঘ্ন সেবায়।
কবে শেষে তুষ্টি-প্রাপ্ত শিব-শক্তি-বরে
অমৃত লভিবে নন্দী অনাদি-কৃপায়!

বিরোধ

বিরোধের মধ্য দিয়া মনুষ্য-ভবন
বিশুদ্ধ হ'তেছে নিত্য অলক্ষিত ভাবে।
দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হ'লে তাই সবে ভুলে যাবে
দুঃখকর অতীতের নানা সংঘটন—
বিস্তারিত বিরোধের ব্যথা-নির্যাতন।
ক্ষত সারে, দাগ তা'র মূর্তি শেষে পাবে
মনুষ্যের ইতিহাসে; এ মর্ত্যে বিলাবে
মহাবার্তা—সংঘর্ষেরও লক্ষ সম্মিলন।

প্রেমে জন্ম—প্রেমে মৃত্যু। প্রেমের প্লাবনে
আন্দোলিত হ'তে হ'তে শুধু চলা ভবে
সঞ্চালিত করি' প্রেম শত শত মনে,
মত্ত হ'য়ে অবিশ্রান্ত প্রেমান্ত উৎসবে।
অনন্ত জীবন হেথা অনন্ত মরণে;
ব্যষ্টি যায়,—সমষ্টির সিদ্ধি বেঁচে র'বে।

বিমুগ্ধতা

এই গঙ্গার পলিমাটি-ভরা কূলে
মীন-রূপসীরা আসে—যায় অবিরত।
নানা অছিলায় রূপের ঝলক কত
তুলিয়া-তুলিয়া জলের জোয়ারে দুলে,
অপরূপ .মুখ কভু বা ঊর্ধ্বে তুলে,
পড়ন্ত রোদে ছায়া হ'লে অবনত
তীর-ভাগ বুঝি দেখে মুগ্ধের মত!
ভুলিবে না কে বা জলের ফেনার ফুলে!

এই ভোলাভুলি চলিয়াছে চিরদিন।
মোরা ভুলি যত মীন-রূপসীর রূপে।
কৌতূহলের আবেগ যে সীমাহীন।—
তা'দেরও ভুলায় জনপদ চুপে চুপে।
গঙ্গা-প্রবাহ হয়তো বা উদাসীন,
হয়তো মুগ্ধ, হেরি' তা' ঊর্মি-স্তূপে।

স্পর্শ-রসিক

পরশিয়া সুমসৃণ বৃক্ষের বাকল,
পত্রপুট, পুষ্পদল, মধুর মৃণাল,
শ্যাম ঘাস, সুকোমল পিচ্ছিল শৈবাল,
কন্দ, মূল, লতা, গুল্ম, বিচিত্রিত ফল,
বিহঙ্গের সুরঞ্জিত ডানা সমুজ্জ্বল,
শান্ত গাভী, প্রভুভক্ত কুক্কুর — বিড়াল,
তৈজস পত্রাদি যত, শিল্প সুরসাল,
কঙ্কর-বালুকা — পলিপূর্ণ ক্ষিতি-তল,
অপূর্ব আনন্দ পাই। ত্বগেন্দ্রিয় মোর
সাধিছে চরম তৃপ্তি। মনুষ্য-পরশ
করে মোরে প্রীতি-স্নিগ্ধ — বিহ্বল — বিভোর।
স্পর্শ-রসিকের প্রাণ ব্যাকুল — বিবশ
স্পর্শোত্তর-রসিকের পেতে লুব্ধ ক্রোড়; —
ইন্দ্রিয় সেথা কি আত্মা — আত্মা কি মানস!

চা

নিসর্গের নিরালায় চুমুকে — চুমুকে
অবসরে চুপে চুপে চা পান করিতে
কী আরাম! সূক্ষ্ম সুখ জাগে শ্রান্ত চিতে।
অবসাদ-অবসানে লভি বল বুকে।
দ্বিগুণ উদ্যমে ফিরে তাল ঠুকে ঠুকে
অগ্রসর হ'তে থাকি; হেরি চারি ভিতে
উদ্দীপনা; কত বুঝি মাধুর্য মাটিতে
জমা আছে! সুখ পাই সকলের সুখে।

যে-প্রবাহ ধাবমান সময়-সাগরে,
চা-পানের সাথে সাথে বুঝি তা'র তাল
স্মৃতি আর স্বপ্ন দিয়ে সত্তা সুখে ভরে
ভাব-যোগে, করে না তো কভু বেসামাল।
চা-বাগানে চা-পাতার বুকে যেন ঝরে
আলো-ছায়া; চিরকাল চা থাক রসাল।

ভান

উপকার করিবার কোন শক্তি নাই,
উপকার কবিবার কবি তবু ভান।
ঠকাতে ঠকাতে শুধু এ ভাবেই প্রাণ
কাল-ধর্মে বাধ্য হ'য়ে ব্যয় ক'রে যাই।
যাহা চাই, তুচ্ছ তাহা ভুল ক'রে চাই।
সকলে যে একই সিন্ধু-তরঙ্গ অম্লান—
পাথারেই সকলের ঘটে অবসান,
পদে পদে তাহা ভুলে, সবারে ভুলাই।

জীবনেরে ধ'রে রাখে—সাধ্য আছে কা'র!
বাদ্য-ভাণ্ডে প্রচারের করি বাহাদুরি।
সকল বিকার শেষে কাল-পারাবার-
কূলে এলে চ'লে যায়, বিফলই চাতুরী।
একেরই বিকাশ সবই এ সত্য বুঝার
চেষ্টা না করিলে, শুধু ব্যর্থ ঘোরাঘুরি।

কলঙ্ক

কলঙ্কে দাগিয়া দিয়া এই দুনিয়ায়
তার পরে করো তা'রে সঙ্গী আপনার।
দাও তা'রে দীপ্ত বহ্নি মহাপ্রতিভার।
পোড়ো তা'রে সৃজনের লাভায়—লাভায়।
ভাগ্যে তা'র লেখা আছে চির-অগ্ন্যুদ্‌গার।
ঢালিতে ঢালিতে বহ্নি দিন তা'র যায়।
কোনো অন্তরাল আর দাও না তাহায়।
মরিয়াও নাই তা'র কিছুতে নিস্তার।

বাল্মীকির দস্যুতারে—ব্যাসের ব্যত্যয়ে,
কালিদাসী মূর্খতার কলঙ্ক-কথারে
অমর করিলে কেন? ভাবি শুধু তাই,
চলমান জীবনের শত অবক্ষয়ে
তব প্রেমে মজায়েছ এক বার যা'রে,
জ্বালা হ'তে তা'র আর নিস্তারও কি নাই?

বাস্তব

স্বপ্ন সব চুরমার হ'য়ে যায় বাস্তব সংঘাতে;
মনোধর্মে—বস্তু-ধর্মে স্বভাবতঃ এতই ফারাক্;
বিশেষজ্ঞ মানবেরও অসংবৃত যাবতীয় জাঁক্
নিষ্ফল হ'তেই পারে; সম্ভাব্য যা' স্থূল-কল্পনাতে,
কর্ম-ক্ষেত্রে অনায়ত্ত হ'য়ে ওঠে; সেথা নানা খাতে
বিপরীত স্রোত বহি', নষ্ট করে ভিতও যে বেবাক;
দম্ভ-দৃপ্ত আত্ম-তৃপ্ত নিরর্থক যত হাঁকডাক
স্তব্ধ হয়; অন্তিমে যা' ঘটিবার ঘটেই বরাতে।

তবু স্বপ্ন দেখে নর; ধাক্কা খায় পথে বার বার;
পতনও ঘটিতে পারে হোঁচটের বিড়ম্বনা নিয়া;
ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হ'য়ে পথে, আয়ু যা'র যা'র
অবসানও হয় হায়; স্বপ্ন-কল্পনায় সঞ্জীবিয়া
তবুও যে উঠা চাই, নতুবা যে বিস্বাদই সংসার।
ঋদ্ধ তাই সুখ-দুঃখ-সত্যরজোগুণান্বিত হিয়া।

অবাস্তবতা

চুপ-চুপ—চুপ, কথা নয়—কথা নয়।
প্রাণের ভিতরে আন প্রাণ বুঝি জাগে!
এত রঙ্ তাই চারিধারে তা'র লাগে;
দেখো না আকাশ হ'তেছে অরুণময়!
কোনো কোনো দিন প্রাণ শুধু কথা কয়;
রূপ-কথা তা'র ব'লে যায় অনুরাগে;
পাহারা যাহারা জেগে রয় পুরোভাগে,
সে সব দিনে যে তা'রাও ঘুমিয়ে রয়।

বস্তুরও মাঝে অবাস্তবতা এই
পেয়ে যদি বসে কোন দিন মরমেরে,
তা'র সাথে আর কিছুরই তুলনা নেই;
পরাণ সেদিন নকল মুখোশ ছেড়ে
সে নিতলে যায়, মেলে না যাহার খেই;
সুধা সে সেদিনই দিতে পারে ক্ষুধিতেরে।

গন্ধরাজ

সহসা হেরিনু চন্দ্রালোকিত রাতে
নিরালা বাগানে হাসিছে গন্ধরাজ।
ধবল আলোকে কোমল শুভ্র-সাজ;—
সুবাসে তাহার চারি-ধার সুখে মাতে।
বাতাস তাহার যশ গেয়ে নিরালাতে
নীরবে বহিছে। শতেক পাতার মাঝ
একটি কুসুম সুরভিত রূপে আজ
নয়নে আমার অপরূপ হ'য়ে ভাতে।

ভাবিলাম শুধু, অমনই ফুলের মত
ফুটিতে পারিলে না জানি কত না সুখ!
অমনই সুবাস ছড়াবার নিলে ব্রত,
সহজ সে প্রেমে সহজেই ভরে বুক।
মানুষও যে ফুল; গন্ধ ছড়ায় যত
গন্ধরাজেরই মত হয় হাসি-মুখ।

কদম্ব

হে কদম্ব, কেন হেন রোমাঞ্চ-সঞ্চার
পুষ্পাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভরি'? অসীম আকাশে
শ্যাম-মেঘ সকৌতুকে মৌসুমী উল্লাসে
আর্বির্ভূত যেই হয়, তখনই তোমার
অন্তরে কি কৃষ্ণ-কথা জাগে বার বার?
কলালাপ শুনিতে কি উতলা বাতাসে
পাও তুমি ঝুলনের? নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে
পূর্ব-স্মৃতি জাগে না কি কৃষ্ণ-রাধিকার?

যমুনার তরঙ্গের রঙ্গময়তারে
কে ভুলিতে পারে আর! অঙ্গে-অঙ্গে তাই
স্মৃতি-মাত্র রোমাঞ্চ কি না জাগিয়া পারে!
শ্যাম-মেঘ মানসাভ্র ঘিরিবে সদাই।
হে কদম্ব, প্রস্ফুটিত হেরিলে তোমারে
বুঝি মোরা,—সে লীলার অন্ত আর নাই।

স্বর্ণচাঁপা

বৃক্ষ-শাখে দুলিতেছে উজ্জ্বল কিরণে
সুগন্ধ বিস্তার করি' স্বর্ণচাঁপা সুখে:
অসহ আবেগ তা'র উচ্ছলিত বুকে,
আকুল করিছে তা'রে বুঝি ক্ষণে ক্ষণে!
ভাবে কি সে—দু'দণ্ডের এ মর্ত্য-জীবনে
গন্ধামোদে আনন্দের দীপ্তি সব মুখে
না যদি আনিতে পারে, বৃথা যাবে চুকে
এ জন্ম তাহার তবে! তাই প্রাণ-পণে
গন্ধ ঢালে যত দণ্ড আয়ু আছে তা'র।
স্বর্ণকান্তি, গন্ধ, শোভা সবারে ভুলায়।
হৃদয়ের স্নিগ্ধ বাসে সোনার সংসার
ভরিতে ভরিতে যেন এ জীবন যায়।
স্বর্ণচাঁপা ফুটিল না পরাণে যাহার
মানব-জনমই তা'র ব্যর্থ বসুধায়।

গোলাপ

সুগন্ধ বিস্তার করি সর্বদা বাতাসে।
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে সেই সুখদ সুবাস
সকলের মনে ঢালে গভীর বিশ্বাস।
সে বিশ্বাসে এ বিশ্ব যে ভরে কলোচ্ছ্বাসে।
রঙ্গ-ভরে বিহঙ্গেরা বৃক্ষ-ডালে ভাষে।
শব্দ-তরঙ্গের বেগে উদাস বাতাস
চতুর্দিকে বিস্তারিয়া বিপুল উল্লাস
গন্ধামোদে মানবেরও নৈরাশ্য বিনাশে।

আমি জানি,—তা'রই দান আমার মাঝারে
সৌরভের রূপ ধরে। সে যে রসময়।
রস-রূপাতুর করে সাধে যা'রে তা'রে।
এ ভাবেই সে অচিন্ত্য আত্ম-পরিচয়
দিতে থাকে অনিবার বিচিত্র সংসারে।
তা'রই গন্ধে-প্রেমে ধন্য করো না হৃদয়!

বেদনা

রৌদ্র তো যায়নি অস্ত, দীর্ঘ তরু-শিরে.
এখনও বুনিছে বুঝি আলো-ইন্দ্রজাল!
কখন্ চলিয়া গেছে সোনালী সকাল!
তবু সেই সোনা-মাখা সুখ-স্মৃতিটিরে
পুষে রাখে, নাড়াচাড়া করে ধীরে ধীরে;
খুঁজে পেতে ঊর্ধ্ব-ভাগে লভি' অন্তরাল,
যাই-যাই করিয়াও সেই মগডাল
ধ'রে থাকে। হেরি তাই শুধু ফিরে ফিরে।

যে-তিমির আসিবেই—ঢাকিবেই সব
কে তা'রে ফিরাতে পারে! রৌদ্রও র'বে না।
নীড়ের কাকলি শেষে হবেই নীরব।
ঘুমে ছেয়ে গেলে, কেহ কথাও ক'বে না।
বেদনাই জীবনের সমাপ্তি-বিভব।—
কেহ তা' পাবে না ভবে, কভু তা' হবে না।

বাসা-বদলের কথা

এক ঠাঁই হ'তে আন-ঠাঁই যাই যবে,
পরিবেশ-ভরা যত সব লতা-শাখী
স্মৃতি-রূপ নিয়ে মনেরে যে থাকি' থাকি'
টানিতেই থাকে; পাখীদের কলরবে
যে-সুখ পেয়েছি, বহু-ভাবে মনে হবে;
তবু যেতে হয় আন-ঠাঁই, সবই রাখি'।
সহজে কে ভোলে এত সব মাখামাখি!
এ মায়াময়তা কে এড়াতে পারে, কবে!

যত বেশী চলে বাসা-বদলের পালা,
নোতুনের সাথে নব নব পরিচয়
হ'তে থাকে তত; তবুও যে প্রাণ-ঢালা
আগের স্মৃতিই মরম ভরিয়া রয়।
আদি-নিবাসের মধুর স্মৃতির মালা—
যত ঠাঁই যাই সব সেরা মনে হয়।

কর্কট-রোগ-সাহচর্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

"অতিথি কর্কট-ব্যাধি—হিংস্র আগন্তুক,
এ নশ্বর দেহ-গেহে এলে আশা-ভরে;
অধিষ্ঠান করো সুখে। শান্ত সমাদরে
সাধ্যমত সৎকারেতে র'বো সমুৎসুক।
পরমা-প্রেরিত তুমি; সমুৎফুল্ল মুখ
তাই মোর। মহাকাল-বিনির্মিত ঘরে
দেহান্ত অবধি রহো; দোঁহে তারপরে
সে-শিবা-সান্নিধ্যে যাবো সমর্পিত-বুক।

আমি যা'র—তুমিও তো তাহারই নির্মাণ।
অনিত্যের সমাহারে নিত্য-লীলা তা'র;
এ লীলা-রহস্যে কা'র মুগ্ধ নহে প্রাণ!—
এ যে মহোদধি মাঝে ঊর্মিরই উৎসার!
সে-শাশ্বতী সবারেই প্রেম করে দান;—
এলে ব্যাধি-মূর্তিতে যে প্রীতি-পরীক্ষার।"

শূন্যময় সারী পুত্ত-স্মরণে

আপনার সেবা আর অহিংসার আদর্শের বলে
বৌদ্ধ-ধর্ম-জগতের ঊর্ধ্বভাগে নক্ষত্রের মত
সমুদিত হ'লে তুমি অহর্নিশ সাধি' ত্যাগ-ব্রত।
সারীপুত্ত, আজও তোমা স্মরে তাই সানন্দে সকলে।
যত দিন জৈব দেহে ছিলে তুমি হেথা মর্ত্য-তলে
নির্বাণের মহামৃত—মহামৈত্রী ভুঞ্জিলে সতত।
তোমার প্রেরণা লভি' বৌদ্ধ-পন্থা ধরি' শত শত
তথতার মকরন্দ আস্বাদিল চিত্ত-পদ্ম-দলে।

ধন্য সারী পুণ্যময়ী এ ধরায় জন্মদাত্রী তব।
তা'রই নামে চিরন্তন হ'ল হেথা তব পরিচয়।
নির্বারিত মৃত্যু-স্রোতে মর্ত্যে ঘটে নিত্য উপপ্লব;—
ভেসে গেছে কোটি নর, কোটি কোটি হবে ক্ষয়—লয়।
আলোকস্তম্ভের মত তা'রই মাঝে তুমি অভিনব।
কয় জনে সভ্যতায় চিহ্ন রাখে হেন জ্যোতির্ময়!

দাবাগ্নি

বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণের বহ্নি-উদ্‌গিরণে
দাবাগ্নি জ্বলিছে বনে জ্বলদর্চিময়;
জাগায় উদ্বিগ্ন মনে ভয়াল বিস্ময়
ব্যাপ্ত বহ্নি-তরঙ্গেরা শুধু ক্ষণে ক্ষণে;
স্ফুলিঙ্গের রক্তজবা দুর্বার পবনে
মুহুর্মুহুঃ উধ্বর্মুখে সমুৎক্ষিপ্ত হয়।—
অকস্মাৎ এ কী হেরি! অগ্নির প্রলয়
নাচায় সহস্র শিখা নিশীথ-গগনে।

মুহূর্তে মধুর সুপ্তি-মোহ ভঙ্গ করি'
রঙ্গ-ভরে কান্তারে যে জাগে বৈশ্বানর।
ভীষণ সুন্দর লাগে প্রোজ্জ্বল শর্বরী;
ভস্ম-সার হ'তে থাকে শ্যামশ্রী সুন্দর।
যে শোভা তুলিত চিত্ত লীলানন্দে ভরি',
দাবাগ্নিও থাকে নাকি তাহারই ভিতর!

ক্রোধ

দুর্বার দুরন্ত রিপু ক্রোধ - বৈশ্বানর।
দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে লাভা-স্রোত তা'র
সভ্যতার শত সৌধ পুড়িয়া অঙ্গার—
ভস্ম-ভার স্তূপাকার করে নিরন্তর।
উদ্‌গার তাহার যদি ক্ষিপ্র ভয়ঙ্কর
শক্তি নাহি থাকে হায় দ্রুত রুধিবার,
নিস্তার তা' হ'লে নাই; সোনার সংসার
ছারখার হ'য়ে যায় জ্বালায় উষর।

তবু এই দানবীয় রিপুর সৃজনে
বিধাতার গূঢ়—গুপ্ত কল্যাণ-কামনা
মাঝে মাঝে ঝলসিয়া উঠি' রুদ্র-মনে
অন্যায় নিরোধে দেয় অনিন্দ্য প্রেরণা।
শিবের মদন-ভস্মে—কংসের নিধনে
ক্রোধ আর রিপু নহে;—পরম সাধনা।

কালবৈশাখী

মরা ডালে বাসা উতলা আশার ভরে
শুষ্ক পাতায় গ'ড়ে তোলো হায় পাখি,
প্রহরে প্রহরে মমতা-মুগ্ধ-আঁখি,
ডাকো থাকি' থাকি' স্বজনেরে সমাদরে
বাজে মর্মর যখনই সূর্য-করে।
মহা তাণ্ডবে আমি কালবৈশাখী
যাহা ভঙ্গুর কিছু তা'র নাহি রাখি,
লণ্ডভণ্ড করি সবই মহাঝড়ে।

মহাপথে আনি মুহূর্তে সবে টেনে।
মমতার মাঝে এ মহা নির্মমতা
সৃজনোল্লাসে চলিতেই হবে মেনে।
সৃজনেরই এই গূঢ় রহস্য-কথা—
সাধ্য কি আছে মর-লোকে নাহি জেনে!—
গড়া আর ভাঙা—এই তো নিত্য প্রথা।

ঝরো বৃষ্টি

ঝরো বৃষ্টি, অবিশ্রাম রুক্ষ মর্ত্যে ঝরিতেই থাকো;
মৃত্তিকার মধুরতা—কোমলতা করো সম্পাদন;
শষ্প সেথা ধীরে ধীরে বুনে দিক শ্যামল স্বপন;
পুষ্পময় হোক্ বন; অভ্র-লোকে ইন্দ্রধনু আঁকো।
ঝরো বৃষ্টি, মল্লারের সুরগ্রামে তৃষিতেরে ডাকো;
শিলাময় গিরি-বর্ত্মে প্রবাহিলে হোক্ প্রস্রবণ;
তরঙ্গ-নিকরে নদী মহানন্দে মুখর বর্ষণ
স্বীকার করুক; তা'রে বারি-ধারে গতিমত্ত রাখো।

ঝরো বৃষ্টি, সীমাহারা আকাশের আশীর্বাদ ছাড়া
অসম্ভব উজ্জীবন সীমাবদ্ধ এ মহীমণ্ডলে।
ঝরো বৃষ্টি, জড়ত্বের মাঝে আনো জীবনের সাড়া।
ঝরো বৃষ্টি, ব্যবধান করো দূর স্থলে আর জলে।
স্বর্গে-মর্ত্যে সেতু রচে পর্জন্যের প্রাণবর্ষী ধারা,—
ঝরো বৃষ্টি রামগিরি-অলকার দীর্ণ বক্ষ-তলে।

চিংড়ি

তরঙ্গিত নদী-নীরে প্রাণের আহ্লাদে
ভ্রাম্যমাণ থাকিতেই বুঝি ভালোবাসো,
গোদা-পা ছড়ায়ে দিয়া ডুব্-জলে ভাসো।
জেলেরা কৌশলে জালে যবে তোমা বাঁধে,
ছিটিঙ্-ছিটিঙ্ করি' নাচি' নানা ছাঁদে
বন্ধনেরও ব্যথা যত নৃত্যেই প্রকাশো;
রঙ্গ-ভরে পরিবেষ-ভীতিরেও নাশো।
সংকটেও ভাঙিয়া না পড়ো অবসাদে।

ছিটিঙ্-ছিটিঙ্ নাচ ভোলা কভু যায়!
জাল-বদ্ধ,—তবু নৃত্য চলিতেই থাকে;
অবিশ্রান্ত উল্লাসের অমেয় আভায়
সূর্য-স্নাত নদী-তীরে নেহারি' তোমাকে,
বুঝিলাম,—আনন্দই সম্বল ধূলায়;—
মৃত্যুও সন্ত্রস্ত নারে করিতে যে তা'কে।

নুড়ি

অপরূপ ওই রূপ নুড়ি-পাথরের—
তরঙ্গে—তরঙ্গে কত হ'য়েছে প্রহত!
অসঙ্গত—বিবর্ধিত—স্ফীত অংশ যত
ঝ'রে গিয়ে, লভিল সে নম্র গোলত্বের
সুচিক্কণ মধুরিমা। তৃপ্তি সকলের
সাধিছে সে কৌতূহলী দর্শনে সতত।
গোলাকৃতি-করণই কি প্রকৃতিরও ব্রত!
তা'-ই বুঝি কাম্য ধর্ম বস্তু-স্বভাবের!

কোন্ পর্বতের ভগ্ন-ভাগ নদী-খাতে
গড়াতে গড়াতে এসে নুড়ি হ'ল শেষে,
কেমনে তা' কে কহিবে! রোদে—বৃষ্টি-বাতে
রূপান্তর ঘটাবেই কে সে ভালোবেসে!
কৃষ্ণ গোল নুড়িটিরে নিলে ধীরে হাতে
মর্মে মহালীলা-রঙ্গ ওঠে না কি ভেসে!

চোর

রজনীর অন্ধকারে চোর — জুয়াচোর
চুরি করে — সিঁধ কাটে সুযোগ বুঝিয়া।
পাহারাদারও যে তা'রে পায় না খুঁজিয়া,
কঠিন হ'লেও শাস্তি — প্রহরা কঠোর।
চোখের পলকে সে যে সৃজি' মায়া-ঘোর
চৌর্য সম্পাদন করে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া।
ভীত হয় গৃহবাসী তস্করে স্মরিয়া।
কৌশলে সুপটু চোর, গায়ে রাখে জোর।

রাত্রি রমণীয় বটে, কুকার্য করার
উৎসাহও রাত্রি দানে তমিস্রা বিস্তারি'।
সতর্কতা রাখি' তবে গৃহস্থ সবার
সুনিদ্রা সম্ভব হয়। চোর নিশিচারী
আনাগোনা করে রাতে; কে পায় নিস্তার!
তস্কর — দস্যুরা হয় পরস্বাপহারী।

সাপ

সাপ তা'র নিরালার বিবরে লুকায়;
ভয় পায় মানবেরে — তাই হিংসাতুর।
উরগেরে দেখেছো কি পোহাতে রদ্দুর!
চিক্-চিক্ করে আলো সুচিক্কণ গায়।
সবুজ ঘাসের পথে যবে চ'লে যায়,
বঙ্কিম গতিটি তা'র লাস্য-ভরপুর,
শঙ্কাকুল হ'লেও যে অতীব মধুর
জলের গতির মত সাবলীলতায়।

সাপেরে ডরায় নর, বিষে তা'র ভয়;
কুণ্ডলী-পাকানো রূপ তবু মনোহর :
স্তব্ধতার সাথে মিশে কী এক বিস্ময়
শোভা পায় সুনিভৃতে তাহার ভিতর।
নীরবের গুপ্ত রূপ চির-লীলাময়;
না চেতালে বিষধরও নির্বিষ সুন্দর।

ভগ্ন-ভাণ্ড

পলে পলে তলে তলে ঝ'রে প'ড়ে যায়
জীবন-মুহূর্ত যত ফুটা-পাত্র হ'তে।
কে তা'র তোয়াক্কা রাখে! সন্ধ্যার আলোতে
অবশেষে অবসান যখনই ঘনায়,
মর্মে-মর্মে মরি মোরা পূর্ব-মূঢ়তায়।
তখন ভাসিয়া গেছে মহাকাল-স্রোতে
স্বর্ণোজ্জ্বল পলগুলি। বীজ কেহ পোতে
বিসর্জন-মুহূর্তে কি সান্ধ্য-বিজয়ায়!

পঞ্চ-ভূতে-বিনির্মিত দেহ-পাত্রখানি,—
ফল-গর্ভ লক্ষ পল-বীজে থাকে ভরা।
ছিদ্র বন্ধ করিবার মোরা মূঢ় প্রাণী
পন্থা না জানিলে, সবই ঝ'রে যায় ত্বরা।
চৈতন্য যখন শেষে মৃত্যু দেয় আনি',
ভগ্ন-ভাণ্ড অনাদরে ফেলে দেয় ধরা।

শ্মশান-বারতা

শ্মশানের কাছে মোর নিভৃত নিবাস।
চিতার ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে-বাতাসে
ছড়াতে সর্বদা থাকে মোর চারি পাশে।
উপলব্ধি করি তাই, দেহের বিনাশ
মুহূর্তেই হ'তে পারে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
চির তরে রুদ্ধ হ'লে শ্মশানেই আসে
দেহী যত। সর্বভুক বৈশ্বানর নাশে
সর্ব রূপ, স্ফুলিঙ্গে ছড়ায়ে অট্টহাস।

জীবনে স্বনামধন্য — নগণ্য সকলে
নগরের বারোয়ারী নিষ্ঠুর চিতায়
এমনই করিয়া হায়, কাষ্ঠবৎ জ্বলে।
অনির্বাণ এ অনল নিবানো না যায়।
আশা নিয়ে বেঁচে থাকা আশ্চর্য ভূতলে;-
জাতকেরও বিরতি কি আছে বসুধায়!

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'-কাব্য

রূপকে—প্রতীকে পূর্ণ 'সাবিত্রী'-কাব্যের
অন্তর্গূঢ় অভিব্যক্তি কে করে নির্ণয়!
মাতৃ-শক্তি—প্রিয়া-শক্তি যুগল অক্ষয়
স্নিগ্ধা সাবিত্রীতে মূর্ত এ চরাচরের।
সত্যবান-সত্তা তাই বিধ্বংসী যমের
কবল-বিমুক্তি লভে। অন্ধ যত ভয়
তামসিক—রাজসিক সবই করি' লয়
সাবিত্রী নির্দেশে পন্থা প্রেম-কল্যাণের।

এ ব্রহ্মাণ্ড লীলা-সৃষ্ট। অনিত্যে নিত্যের
সৃজন-রক্ষণ-ধ্বংস মূর্ত শুধু হয়।
সাধনায় লভি' স্থৈর্য অতিমানসের,
রূপে—রূপে—রূপাতীতে তন্ময় হৃদয়
সর্ব-দ্বন্দ্ব-মুক্ত হ'য়ে, মায়া-ব্রহ্মাণ্ডের
মাঝে রাজে নিরুপাধি—দিব্যভাবময়।

যম ও নচিকেতা

যম কয়,—নচিকেতা, প্রজ্ঞা-বহ্নি জ্বালি'
জন্ম-মৃত্যু উত্তরিতে শুধু পারা যায়।
প্রজ্ঞানল মায়া যত অমল শিখায়
দূর করি', লীলা-প্রেম নির্বিবাদে ঢালি',
স্থান-কাল-সমাচ্ছন্ন মসীময় কালি
অবলুপ্ত করি' আনে প্রসুপ্ত সত্তায়
জাগৃতি, যা' বিভেদন সকলই ভুলায়,
চেতন - জড়েতে আনে অমেয় মিতালী।

মানুষের মননের অন্ত পেতে হ'লে,
সৃষ্টির আদ্যন্ত সব অন্বেষিতে হয়;
কারণ-সলিল চির-লীলার হিন্দোলে
স্পন্দমান, অজ্ঞেয় যে তা'র পরিচয়।
কায়া আছে তাই নর ছায়া-মোহে ভোলে,
সবই চির-নিরাকারে লভে ভবে লয়।

সাঁওতাল মেয়ে

কালো কুচকুচে ওই সাঁওতাল মেয়ে
বন্য পুষ্প-সাজে সাজি' পা দু'টি ছড়ায়ে
ব'সে আছে বিকালের অরণ্যের ছায়ে।
বনের রসেতে যেন উঠেছে সে নেয়ে।
তাই বুঝি পেলবতা মন ফেলে ছেয়ে!
কোমল বিষণ্ণ সুর বিকালের বায়ে
সবুজ অবুঝ বনে পড়িছে গড়ায়ে;
সেই সুর অন্তরেও কে উঠিছে গেয়ে!

রূপে ভরপুর যদি দেখি কোন ঠাঁই,
কেন আসে পূর্ণতায় হেন বিষণ্ণতা!
করুণ এ রসে বুঝি আরও বেশী পাই
রূপের ভিতরে আছে যত অরূপতা
তা'রই স্বাদ! মেয়ে আর মেয়ে সে তো নাই;-
প্রতীকে প্রতীকে ফোটে কোন্ অমেয়তা।

উলঙ্গ শিশুটি

নরম পলির কোলে শুয়ে শুয়ে সুখে
উলঙ্গ শিশুটি শোনে মা-গঙ্গার গান।
রূপকথাময় হ'য়ে ওঠে তা'র প্রাণ;
কত অত্যাশ্চর্য কথা ভেসে ওঠে বুকে।
অপরূপ মধুরিমা মা-গঙ্গার মুখে,—
থামিতে চাহে না বুঝি তা'রও ছড়া-তান,
শিশুও পেয়েছে কোন্ আনন্দ-সন্ধান!
মাঝে মাঝে শিস্ দেয় রাঙা ঠোঁট ফুঁকে।

কূলগামী স্রোতে কভু দেখে উবু হ'য়ে
মীন-শিশু মহাসুখে সাঁতারিয়া যায়;
চলন্ত সলিলও চলে ফেনা-ফুল ল'য়ে;
কোথা হ'তে আসে সবে, যায় বা কোথায়!
মা-গঙ্গা কি চুপে চুপে তা'রে দেয় ক'য়ে,—
সব কথা শিশু তাই বুঝিতে কি পায়!

চন্দ্রলেখা

চন্দ্রলেখা, স্পর্ধা-ভরে পরশে তোমারে
পৃথিবীর মানুষেরা; তুমি নির্বিকার;
বিতরিয়া চলিয়াছ জ্যোৎস্নার সম্ভার
নিস্পৃহ নিভৃতি রাখি' মহাকাশ-পারে।
মহাধ্যান স্তব্ধীভূত করিল যাহারে,
সে শুধু দীধিতি পারে দিতে চেতনারে;
তাই হেরি নিশি ভরি' অন্ধ তমিস্রার
গুরু-ভার দূর কর তুমি অনিবার।

মানবের ঔদ্ধত্যেরে ক্ষমি' করুণায়
বিরাজিছ; অহঙ্কার প্রযুক্তি-বিদ্যার
কৌতুকে হেরিছ, তা'রে কোথা নিয়ে যায়!
অচ্যুতে সে কোন্ ভাবে করে কত আর
অস্বীকার! পরিণতি তা'রও স্তব্ধতায়।
ক্ষমিছ কি তাই ক্ষণ-চাপল্য তাহার!

ঘরে ফেরার লগ্ন

এবার গুটিয়ে নিতে পৃথিবীর পাট
কহে না কি মহাকাল মৃদু-মধু-ভাষে!
বালুর বেলায় যত তরঙ্গেরা আসে,
কহে না কি,—"অন্তহারা সমুদ্র বিরাট
থামাতে কহিছে এবে রঙ্গ-ভরা নাট!"
সূর্যাস্তের আয়োজনে উদার আকাশে
সন্ধ্যা কি আসে নি ধীরে! আর অবিশ্বাসে
দুলিয়ো না; খুলে যাবে এবার কবাট।

আনাগোনা—জানাশোনা হাটে—বাটে হয়;
ঘরে ফিরিবার কালে ঘরই থাকে মনে,
আর সবই একে একে কোথা পায় লয়;
লগ্ন আসে সাক্ষাতের আসলের সনে;
চ'লে যায় জীবনের পদে পদে ভয়,
যা'রে চাই—তা'রে পাই শাশ্বত নির্জনে।

হিমাদ্রি ও সমুদ্র

হিমাদ্রি—সমুদ্রে যত ব্যবধানই থাক,
পরম মহিমা জানে দোঁহে দু'জনার।
মাঝখানে প্রবাহিত অমেয় গঙ্গার
নিবেদিতা পূত-ধারা করিতে অবাক।
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি-দ্রুমে বাজে জয়ঢাক
উচ্চকিত করি' সবে। উদার পাথার
তরঙ্গে তরঙ্গে করে রঙ্গ অনিবার।—
একই জলে বেজে চলে জলদের শাঁক।

সিন্ধু-হিমাদ্রির মাঝে মন্দ্র তুলি' মেঘ
যত করে আনাগোনা, তত যে বিস্ময়!—
দু'জনেরই মাঝে সম-সংস্কৃতি-সংবেগ।—
অন্যে যত ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন মোটে নয়।
মহাভারতের যত উদ্যোগ—উদ্বেগ
এ ভাবেই ক্রম-ব্যাপ্তি লভে বিশ্বময়।

মাতৃ-কণ্ঠ

ছায়াচ্ছন্ন সায়াহ্নের বিষণ্ণ বাতাসে
ভেসে আসে, শুনি যেন মাতৃকণ্ঠস্বর :
'যাদু-সোনা, যাদু-সোনা'! সমস্ত অন্তর
ভ'রে যায় স্নেহ-স্নিগ্ধ কোমল উল্লাসে।
ভেসে আসে—ভেসে আসে—শুধু ভেসে আসে
অতীতের সে-বাল্যের বাৎসল্য-সুন্দর
স্মৃতিগুলি, লঘু পক্ষে করি' যেন ভর
ভিড় করে বুঝি সবে মোর চারি পাশে।

'যাদু-সোনা, যাদু-সোনা', কে ডাকিছে কা'রে!
বিশ্ব-ঘর—এ অন্তর সবই ভ'রে যায়,
পা দেবার দেরি নাই দূর-পরপারে;
ডাকে মোরে মাতৃ-পুরে বিষণ্ণ-সন্ধ্যায়।
আবার কি জন্মান্তর স্মরায়ে আমারে
মাতৃ-কণ্ঠ অন্ধকারও ভরে সান্ত্বনায়!

পাঠাগার

ক্রম-ব্যাপ্ত সভ্যতার সর্বাধিক সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধিতে
প্রয়াসের — প্রযুক্তির, উদ্ভাবন-উদ্যোগের অফুরন্ত ধারা
নিত্যবাহী। স্রষ্টা — দ্রষ্টা, অনশ্বর আবিষ্কারকারী প্রতিভারা।
আত্ম-হিতে— সর্ব-হিতে ক্রমে ক্রমে নিয়োজিতে সবে পৃথিবীতে
কর্ম-ব্যস্ত, নর্ম-বোধ — ধর্ম-ধৃতি ধীরে ধীরে সর্বত্র আনিতে।
সমুদ্ভূত হয় কত মত-দ্বন্দ্ব — আদর্শ-সংঘাত মত্ত-পারা
নানা প্রান্তে নানা কালে নর-চিত্তে তুলি' সাড়া, দিতে থাকে নাড়া;
যত বাদ-প্রতিবাদ পাঠাগারে একসাথে বিরাজে নিভৃতে।

জমে গড্ডলিকা-ভিড় নিরীক্ষিতে খেলোয়াড়ে-চিত্রতারকারে;
ক্ষীণ আয়ু হ'তে হায়, অমূল্য সময় যায় বৃথা ব্যয় হ'য়ে।
ব্যর্থ হয় বার বার সুসমৃদ্ধ করিবার লক্ষ্য মর্ত্য-পারে
সভ্যতারে। যাপিবে মানব কবে গ্রন্থাগারে জ্ঞান-চর্চা ল'য়ে!
মকরন্দময় যাহা, মানব-নির্যাস-রস রাজে পাঠাগারে,—
অগণ্যে তা'রাই গণ্য ধন্য হয় গ্রন্থ-সুধা বুকে সুখে ব'য়ে।

জ্ঞান

সর্বজ্ঞতা সম্ভবে কি জঙ্গম জগতে!
সর্ব জ্ঞান লাভে তবু সভ্যতা তৎপর।
যুগ-যুগ-প্রধাবন্ত যত নারী-নর
ক্রম-ব্যাপ্ত জ্ঞান-ধারা লক্ষ লক্ষ পথে
সংগ্রহে সর্বদা লিপ্সু। শুভ্র জ্ঞান-ব্রতে
নিযুক্ত যতই রহে নিখিল অন্তর,
গুহ্যতম সত্য তত পরম সুন্দর
গোচর হ'তেই থাকে হেথা নানা মতে।

গণ্ডিবদ্ধ গোঁড়ামির বৃত্ত উত্তরিয়া
নিত্য-সত্য নির্নিমেষ নেত্রে নেহারিতে
সজাগ সতত শুদ্ধ দার্শনিক-হিয়া।
চলে তা'রা পরিচিতি তা'রই দিতে-দিতে।
সত্যের স্বরূপ-ও ক্রমে ওঠে বিকশিয়া;
জ্ঞান-গবেষণা তাই থামে না মহীতে।

অশ্রুমুখী রমণী

অশ্রুমুখী রমণীর নম্র রূপটিরে
ভুলিতে কবে কে পারে! কাব্যে—শিল্পে তাই
তা'দেরই প্রাধান্য এত হেরিবারে পাই।
কারুণ্য সঞ্চারে তা'রা সভ্যতারে ঘিরে।
অশোক-কাননে সীতা, মৃত্যুর তিমিরে
সমাচ্ছন্ন সত্যবানে অঙ্কে দিয়ে ঠাঁই
সাবিত্রী রোরুদ্যমানা,—কে বা ভুলে যাই
দময়ন্তী, শৈব্যা যবে ভাসে অশ্রু-নীরে!

পিনেলপি, অ্যাভ্রোমেকী, অ্যান্ড্রোমেডা, সতী,
শ্রীরাধিকা, ডেস্‌ডিমোনা, বেহুলা সুন্দরী—
অশ্রুময়ী কত নারী সহিয়া নিয়তি
কোমল করুণ-রসে চিত্ত তোলে ভরি'!
দুর্বার অদৃষ্ট-চক্রে কোথা অব্যাহতি!
মহাচিত্র—চরিত্র কি তাই স্মরি—গড়ি।

বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণ-বিষ্ণু অবতীর্ণ যবে,
শ্রীরাধা-লাবণ্য-দ্যুতি নিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া
পরকীয়া-স্বকীয়ারে একাত্ম করিয়া
নবদ্বীপ-ব্রজবাস মাথুর-বৈভবে
স্মরণীয়—বরণীয় করিল গৌরবে।
শ্রীচৈতন্য-সন্নাস-ই যে মাথুরে দহিয়া
গেল হায় নদীয়ারে; চৈতন্য ভাবিয়া
কৃষ্ণ-প্রেম-মহিমা-ই বিষ্ণুপ্রিয়া লভে।

অলৌকিক হ'ল তাই লৌকিক বিবাহ।
বাসর-ও যে স্মরহর হ'য়ে চিরকাল
শাশ্বত করিল হায় মাথুরেই দাহ,
অন্তরই দয়িত-দান ভুঞ্জে অন্তরাল
বিরচিয়া; ভেদাভেদে অচিন্ত্য উদ্বাহ
সৃজিল সন্ন্যাস মায়াময় ইন্দ্রজাল।

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রথম সুগন্ধ তা'র শ্রীবাস-অঙ্গনে
চুপে চুপে ব্যাপ্ত হ'ল যবে নম্রতায়,
সে বাসন্তী-ভাবোচ্ছ্বাসে যাহারা তাহায়
ঘিরেছিল, বিকশিল আনন্দ-পবনে
কখন তা'রাও সবে। প'ড়ে যায় মনে
যখনই সে স্মৃতি সব নব নদীয়ায়,
রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে আজও কোন্ মূর্চ্ছনায়
বেজে উঠি, জানি না যে শুধু ক্ষণে ক্ষণে!

ওগো মোর মধুময় গৌরাঙ্গ সুন্দর,
কলেবর প্রেমবশে না ধরিতে যদি
বঙ্গ-বিশ্ব হোতো না কি একান্ত ঊষর!
বহিত কি পদাবলী-পঞ্চরস-নদী!
চির মধুমাসে নিত্য লীলার সাগর
উথলিছে; স্নাত হই, পাই কি অবধি!

নদীয়ার ব্রত

শচীমা কি চাহে নাই,—নিমাই তাহার
সুরভিত করে যেন সবারই হৃদয়?
গৃহ-পরিবেশে থেকে তা' কি কভু হয়!
নিখিলেরে করা চাই নিজেরই সংসার।
বলিতে যে তাই কিছু আর আপনার
রাখিল না গোরাচাঁদ; হ'য়ে কৃষ্ণময়
সৃজিল সে চিরতরে অপার বিস্ময় :
ব্রজ-লীলা হ'ল ফিরে লীলা নদীয়ার।

বিষ্ণুপ্রিয়া—শচীমার হাহাকার যত,
নদীয়াবাসীর যত রোদনের রোল,—
নিমাই-চৈতন্যে ঘিরে মমত্ব সে কত
ব্যক্ত কি করে না দিব্য প্রাণেরই কল্লোল!
ধন্য মর্ত্ত্য-নদীয়ার বৈকুণ্ঠের ব্রত
লীলায় গৌরাঙ্গ-কৃষ্ণ যেথা যাচে কোল।

নিত্য বৃন্দাবন

নিত্য-বৃন্দাবনে লীলা লীলাময়ে নিয়ে
করে মুগ্ধ গোপ-গোপী সকালে—বিকালে।
যশোদাও দিবারাতি প্রাণপণে পালে
পুত্র ভাবি' লীলাময়ে সোহাগ বিলিয়ে।
রাধা যাচে রসিকে যে সবই সমর্পিয়ে।
কুঞ্জ-বীথি মাঠ-বাট বাঁশরীর তালে
সতৃষ্ণ রাখেই কৃষ্ণ। মুরলী যে ঢালে
সুর-সুধা, ভুলানো-ও যাবেই তা' দিয়ে।

সুধায় বিরস হ'তে কেহ তো না পারে;
সুধা-সার অনিবার সুরে সে বিলায়;
নিত্য-বৃন্দাবনে তাই সদাই সবারে
তৃষ্ণা মিটিলেও, চির-পিয়াসায়ই পায়।
লীলাময় লীলা-লুব্ধ করিবে যাহারে
বৃন্দাবনও পাবে সে যে প্রাকৃত ধরায়।

অকিঞ্চন সাজ

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তব অফুরন্ত কাজ।
অন্ত-হারা অভিব্যক্তি নিয়ত তোমার
উচ্ছ্বসিত—উল্লসিত করিছে সংসার;
এ সত্তায় তবু কভু করিতে বিরাজ
তোমার আলস্য নাই—নাই তব লাজ।
বিস্ময় সর্বদা তাই চিত্ত-পারাবাব
উদ্বেলিত করে মোর। কোটি—কোটি যা'র
রাজ্যপাট, এ কী তা'র অকিঞ্চন সাজ!

লীলাময় হে প্রেমিক, মোরে শুধু কও
চুপে-চুপে কানে-কানে, এ কোন্ লীলায়
ইচ্ছা মত মহানন্দে কোটি-কল্প হও!
সকলেই ধন্য ভাবে লভিয়া তোমায়।
প্রেমোন্মত্ত রাখি' বুঝি প্রেমোন্মত্ত রও!
মহাপ্রেম তা-ই করে,. যা' করিতে চায়।

জাহ্নবী-উল্লাস

মোহার্ত যা'রা—যাহারা মদোদ্ধত,
সগর-তনয় হ'লেও রক্ষা নাই,
ঋষি-শাপে তা'রা সকলেই হবে ছাই।—
জাহ্নবী-জলে শুনি তাই অবিরত;
ভগীরথ-সম শুদ্ধ সেবার ব্রত
সাধে যা'রা,—তা'রা ধন্য বিশ্ব-ঠাঁই;
মহাকাল-জটা ভেদিয়া ভুবনে তাই
জাহ্নবী নামে, তরায় পাপীরে যত।

জাহ্নবী-লীলা—অনাদি প্রবাহে তা'র
রূপ ধরে শুধু;—সুর ফোটে কল-তানে।
ভগীরথ-সম ব্রতময় মন যা'র,
জাহ্নবী-ধারা সে-ই তো বহাতে জানে।—
এ বারতা বাজে লহরীতে অনিবার;—
কান পাতিলেই শুনিতে যে পাই কানে।

যমুনা

যমুনার জল,—জল সে তো নহে—নহে;
ভাবের—প্রেমের—লীলারই অনাদি ধারা,—
কা'র হিয়া তা'র প্রবাহে পাগল-পারা
নাহি হবে ভবে! পরাণ-পুলিনে বহে
তুফান যখনই, কা'রে না নিয়ত কহে :
কৃষ্ণ ভাতিবে জলে যেই দিবে নাড়া,
গাগরি ভরিতে হবেই আপনাহারা,
যমুনা-ধারায় কে বা না মাতিয়া রহে!

এ বসুধা-ব্রজে যমুনার সুধা পেলে,
রাধা-মন তা'র হ্লাদিনী-স্বরূপই পায়।
অকূলের কূলে কুল-মান সব ফেলে,
গাগরি ভাসায়ে লীলায় ভাসিয়া যায়।
যমুনা-প্রবাহে পরশ-রতনই মেলে,—
অনিবার টানে কে যাবে না যমুনায়!

তমাল

কৃষ্ণ-স্পর্শ-রস-প্রাপ্ত তরুণ তমাল,
সুন্দর-সার্থক তুমি বিশ্ব-বৃন্দাবনে।
তোমারে হেরিলে কৃষ্ণ-কথা পড়ে মনে।
শ্রীরাধিকা-চিত্ত-চোর তব অন্তরাল
বরণ করিয়া সুখে, পাতি' প্রীতি-জাল,
বাঁশরী বাজাতো কত বিরহে—মিলনে!
ঝুলনের আনন্দের কত আলোড়নে
আন্দোলিত হ'ল তব রোমাঞ্চিত ডাল!

সঞ্চিত সে সোহাগের সুধার ভাণ্ডার
হে কৃষ্ণ-তমাল তুমি। শাখী সর্বোত্তম,
তোমার মর্মরে আজও সে বংশী-ঝঙ্কার
বাজিয়া বিমুগ্ধ করে সবারই মরম।
কৃষ্ণ-কথা কে না জানে সর্ব-শব্দ-সার!
শিখাও পাষণ্ডে শাখী, প্রেম অনুপম।

নূপুরের অভিলাষ

আমারে তোমার চরণ-নূপুর করি'
রাখো-রাখো রাধা, এ শুধু মিনতি মোর;
বাজিয়া—বাজিয়া এ জীবন হোক্ ভোর,
সে ধ্বনিতে যাক মোর চারিধার ভরি'।
অবশেষে সুখে সে ধ্বনিরে অনুসরি'
বিভাবরী এলে—নামিলে আঁধার ঘোর,
আসিবে সুধীরে সে-গোপন মন-চোর;
নূপুরেও তার প্রসাদ পড়িবে ঝরি'।

শিরোমণি হ'তে কত জনে করে আশ,
কণ্ঠের হার—করপুটে অঙ্গুরী
হ'তে তব, কা'র হয় না বা অভিলাষ!
তুমি যে করিলে মাধবের মনও চুরি।
আমার তিয়াষ,—চরণেই করি বাস;
বাজিলে নূপুর, বাঁশী কি মরে না ঝুরি?

মীরার ভজন

কবে মীরা রচিয়াছে—গাহিয়াছে গান!
ভাব-বৃন্দাবনে বসি' গিরিধারী তা'র
শুনিয়াছে চিত্তহারী অপূর্ব ঝঙ্কার;
বিগলিত করিয়াছে প্রেমার্ত্ত পরাণ।
আজিও সে ভজনের নাহি অবসান।
গিরিধারী শুনিয়াছে;—সে সুর কি আর
কোন দিন কোন ভাবে কভু হারাবার!
শুনিবে যে, করিবে সে প্রেমে আত্ম-দান।

প্রেম সে সৃজিয়া, ফিরে প্রেম যেচে লয়;
ভাব-বৃন্দাবনে করে সকলই সম্ভব;
ভজনের রসে করি' হৃদয় তন্ময়
সমুজ্জ্বল রাখিবেই নিত্য প্রেমোৎসব।
কা'র চিত্ত মীরা-ভাবে বিভাবিত নয়!
কোথায় না বাজে প্রীতি-গীতি-কলরব!

প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ

প্রভাসে আসিয়া ব্রজ-ধাম মনে পড়ে।
গোধূলী-ধূসর অস্ত-সূর্যালোকে
স্মৃতি-সম্বল অশ্রু জমেই চোখে।
জরা-ব্যাধ থাকে ওৎ পেতে চরাচরে;
কাহারে বধিবে নিরীক্ষণও তা' করে।
ধর্ম-সমরে অবিচল থাকি' শোকে
প্রীতি-পরিবেশ গড়ার অমেয় ঝোঁকে
কৈশোর-ব্রজ বিরাজে সবারই তরে।

প্রভাসেই শেষ সকল লীলাই হয়।
ব্রজ-সৌরভ গৌরবে তবু বাস
বিলায়ে গোপনে, সুবাসিত সমুদয়
ক'রে রাখে বলি', কুতূহলী অভিলাষ
স্মৃতি-রূপ ধরি' চিরতরে বেঁচে রয়।
যত খন শ্বাস, তত খনই থাকে আশ।

দশরথের সিন্ধু-বধ

অপ্রার্থিত সিন্ধু-বধ শব্দভেদী বাণে
অদৃষ্টের অলঙ্ঘ্যতা — নির্ম্মমতা ঘোষে।
সৃষ্টি-সূত্র জানা নাই; তাই দুষ্ট-দোষে —
মোহে নর সাংঘাতিক ক্ষতি যত আনে।
অন্ধক-দম্পতি-প্রাণে সিন্ধু-বধ-হানে
মৃত্যু-শেল; তাই তা'রা অন্তিম আক্রোশে
অপুত্রক দশরথে শাপ দানে রোষে।
মৃত্যু-শাপে তুষ্ট রাজা পুত্র-বরই মানে।

অজানিত অদৃষ্টের যত পরিহাস
বাল্মীকির রামায়ণে চক্ষুষ্মানতার
পরম প্রতীতি দানে, যা'তে সর্বনাশ
স্থির-ভাবে নিতে পারে প্রাজ্ঞ অনিবার।
ভ্রান্ত স্বর্ণ-মৃগে সতী সীতার বিলাস,
রাবণের ঘৃণ্য চৌর্য জ্বালায় সংসার।

শবরীর সিদ্ধিলাভ

পম্পার উপান্তে শান্ত মতঙ্গ-আশ্রম,
বৃদ্ধা সিদ্ধা শবরীর বিজন আশ্রয়।
প্রয়াত সন্নাসী-বাক্যে লভি' বরাভয়,
শ্রমণী শ্রীরাম-ধ্যানে সৌজন্য-সম্ভ্রম
প্রাপ্তিতে যে বার্ধক্যেও পায় অনুপম
প্রজ্ঞা-শক্তি; তনু-মনও রয় নিরাময়।
অনায়াস-সেবা-স্নাত নির্মল-হৃদয়
স্বচ্ছ পম্পা-সর-সম রাজে মনোরম।

সৌভ্রাত্রের শ্রেষ্ঠাদর্শ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ
পদার্পণ করা মাত্র পম্পা-তীরাশ্রমে,
পরমেশে শুদ্ধা সাধ্বী ভক্তি-ভরে নমে।
বহ্নি-পূত ঈশ-লীন অভিজ্ঞ জীবন
অভীষ্ট লভিল অর্পি' সর্বস্ব পরমে।
রামায়ণে শাশ্বত যে শবরী-চিত্রণ।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'

বানপ্রস্থ — সন্ন্যাসের বিচার — আচার
ব্রহ্মচর্যে — গার্হস্থ্যে যে গ্রহণীয় নয়,
শ্রেষ্ঠ 'শকুন্তলা'-নাট্যে তা'রই পরিচয়
অভিব্যক্ত রসারোপে। ভারত-কথার
সংক্ষিপ্ত কাহিনী, নাট্য-কাব্য-রস-সার
কালিদাস-প্রতিভায় বিশ্বের বিস্ময়
সৃজিল যে। কামও প্রেমে পরিণত হয়, —
কণ্ব-মারীচের আশ্রমের শিক্ষা তা'র
উত্তরণ-ইতিবৃত্ত দেয় সমুদয়।
দৈব-যোগ — শুভ ফল শুভ্র সাধনার
জনতা — রাজারও ক্ষেত্রে সমযোজ্য রয়।
ভ্রষ্টাচারে বিষময় হবেই সংসার।
গ্রাহ্য-অগ্রাহ্যের দ্বন্দ্ব কবি মৃত্যুঞ্জয়
আঁকি' নির্দেশিল কৃত্য বিশ্বের সবার।

মোজেসের দিব্য জ্ঞান

এ শরীর ঈশ্বর-মন্দির। জ্বলিছে নিখিল-প্রাণে
জিহোভা-প্রদত্ত বহ্নি অহর্নিশ ভীষণ সুন্দর।
লভি' তা'র সূর্য-শিখা স্থানে — কালে ভাতে চরাচর।
জন্ম-মৃত্যু — স্থিতি-লয় হয় নিত্য তাহারই বিধানে।
এই মূল সত্যটিরে কেহ যদি একবারও জানে, —
তবে আর ভীতি কোথা! সকলেরই নিয়ন্তা ঈশ্বর।
ভীতিও সে, আশ্বাসও সে, সে-ই পশু, সে-ই নারী-নর।
যা'র যাহা যোগ্য তা'রে ধন্য করে সে-ই সেই দানে।

ঊর্ধ্বে কেন স্থির শূন্য? নিম্নে কেন ফেনাম্বু বিস্তার?
কেহ জড় — কেহ কেন চৈতন্যের চাঞ্চল্যে আকুল? —
শক্তি নাই সর্ব ভাবে কা'রও কিছু হেথা নির্ণিবার।
গতি-বিধি সকলেরই মহোদধি-ঊর্মি-সমতুল।
একমাত্র সাধ্যায়ত্ত — তা'রই 'পরে সঁপা সর্ব ভার।
সে-ই জ্বালা — সে-ই শান্তি; নিত্য-বহ্নি — সে-ই সর্ব-মূল।

সুপর্ণ-যুগল

সুপর্ণ দু'টি অক্ষয়-শাখী-শাখে
এক সাথে থাকে; ফলাহার করে একে;
অপরে তাহা যে কৌতুক-ভরে দেখে।
খেতে খেতে ফল কৌতূহলে যে ডাকে;
প্রণোদন দিয়া অন্যে, গোপনে থাকে।
আহারে মগ্ন সুধা লভে চেখে চেখে;
আনন্দ পায় পাখায় রৌদ্র মেখে;
অন্যে লীলায় নিয়োজিত তা'রে রাখে।

অনাদি-অশেষ কাল-পারাবার-তীরে
অপরূপ শাখী শাশ্বত শোভমান;
মায়াময় ছায়া দোলে অশ্রান্ত নীরে;
ভুঞ্জিয়া ফল সুপর্ণা গায় গান।
চির-রহস্য বিরাজে যুগলে ঘিরে।
প্রবাহেতে ফোটে সৃজন-বিলয়-তান।

কে যক্ষিণী!

ভিজে চুলে কে যক্ষিণী কোন্ অলকায়
অপেক্ষিয়া থাকে বুঝি! বাদল বাতাসে
শ্বাসে—শ্বাসে তা'রই কথা শুধু মনে আসে।
রামগিরি বহু দূরে, তবু ভোলা দায়।
গদ-গদ মেঘ-স্বরে আষাঢ় আমায়
স্মরায় মিলন-স্বপ্ন; আবিষ্ট আকাশে
বিজলী ঝলসি' ওঠে জলদের পাশে;—
কা'র চারু রূপ-ভাতি চিত্ত-লোক ছায়!

শত কোটি নায়িকার প্রেমোচ্ছ্বাস নিয়া
অশরীরী কে রূপসী বুকে রূপ ধরে!
জন্মে জন্মে তা'রেই কি কহি নাই 'প্রিয়া'!
এ জন্মেও তা'রেই তো খুঁজি বিশ্ব-ঘরে।
বায়ু কাঁদে, মেঘ কাঁদে, ঝরিয়া-ঝরিয়া
অশ্রু পড়ে, প্রেম কা'রও কিছুতে কি মরে!

নৈর্ব্যক্তিকতা আর ব্যক্তি-পূজা

(ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স মৃত্যুর পরে বাস্তব নিশ্চিহ্নতা প্রার্থনা করেছিলেন)

"কবর দিয়ো না দেহ, পুড়ায়ে ফেলিও;
সাগরের জলে ছাই শেষে ফেলে দিও।
কোন চিহ্ন রাখিও না; দেহের মরণ
কেহ যেন কোন ভাবে না করে স্মরণ।
ব্যক্তি-পূজা মানুষের সাধে অকল্যাণ,
সর্ব-ব্যক্তি-সমন্বিত মানুষই মহান।"

মহামানবের এই একান্ত প্রার্থনা
মানুষ কি শুনিয়াছে? ব্যক্তির সাধনা
ব্যক্তি-স্মৃতি ভুলাতে কি পারে ভুবনের?
প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে। সে মহাসৌধের
ছত্র-ছায়ে ব্যক্তি-পূজা দলে-উপদলে
রূপান্তর লভে শেষে হেথা ভূমি-তলে।
হিংসা—দ্বেষ দেখা দিতে থাকে তারপর।
ভাবে-রূপে এ কী দ্বন্দ্ব বিশ্বে নিরন্তর!

দক্ষিণ আমেরিকা

মন্দ্রময় মহাসিন্ধু নিত্য নৃত্যশীল
ঘিরে তোমা উচ্ছ্বসিত আদিম উল্লাসে;
ঘনারণ্য-শব্দ যত ভেসে ভেসে আসে;
সহজ সারল্য-ভরা মানুষের দিল্‌
নিসর্গের সাথে পায় খুঁজে তা'র মিল,
বিবর্ধিত তা'রা তাই সহজ বিশ্বাসে
হে দক্ষিণ আমেরিকা, তব বন্য বাসে।
হিংস্র লোভী লুঠিছে সে শান্তির মঞ্জিল।
অরণ্যে—অরণ্যে আজি রণিছে রোদন;
বিপন্না—বিষণ্ণা তুমি। সভ্য বর্বরের
ভণ্ডতায় সন্ত্রাসিত সদা তব মন।
উড়ায়ে দিয়েছ তাই ঝাণ্ডা বিপ্লবের
আনিতে সে পূর্ণ শান্তি; করি' প্রাণ পণ
সমাধি রচিতে যত ঘৃণ্য ডাকাতের।

ব্যর্থ সাধনা

দলাদলি করা স্বভাব নহে কো যা'র
সাক্ষর তা'র থাকিলেও প্রতিভার
সাহিত্যে তবু, হবে না সমাদৃত;
গা - চুলকানোর এ যুগে পুরস্কৃত
হবে না তা' কভু, দারিদ্র্যে — ব্যথা - ভারে
নিয়ত মথিত করিবেই হেথা তা'রে।
উপেক্ষা যত সহিতে — সহিতে শেষে
শান্তি সে পাবে যমের দুয়ারে এসে।
সে দুয়ার দিয়া কিছু আগে — কিছু পরে
যম - লোকে যাবে সকলেই চির তরে।
ভালোমন্দের তখন যাচাই করি'
মহাকালই নিবে আসল সাধকে বরি'।
ভণ্ডের দল মরিলে ম'রেই যায়;
মৃত্যু অমর করে শেষে প্রতিভায়।

বক্তৃতা - ব্যাধি

বাগাড়ম্বরের আর অবধি যে নাই;
বাঁধা বুলি সাধিয়াই বাচালেরা বলে;
নিজেরা আসলে কিন্তু অন্য চালে চলে;
জীবনে ছাড়িতে নারে কথার বড়াই।
লড়াই কথারই হেরি চলে সর্বদাই;
সকলে টানিতে চায় নিজ নিজ দলে;
বোঝে না বোকারা হায়, ছেঁদো মালা গলে
পরায়ে গড্ডলবৎ সাজায় সবাই।

শমন বিষম ফাঁসে ফাঁসি দেয় যবে,
তা'র আগে বেহুঁশের হুঁশ নাহি হয়;
মরে যবে চির তরে মরে ঋদ্ধ ভবে;
এরা সব শিব - ষণ্ড পাষণ্ডই রয়।
এ সব ভণ্ডের স্থান আসলে রৌরবে
অন্যথা বক্তৃতা - ব্যাধি সারে না নিশ্চয়।

লুণ্ঠক

দেশ তোমাদের নয়; তোমরা দেশের
সর্বস্ব লুটিয়া নিতে বদ্ধ-পরিকর।
ধূর্ত শৃগালের মত লোলুপ-অন্তর
ব্যস্ত — ব্যগ্র আত্ম-স্বার্থ সদা সাধনের
প্রচেষ্টায়। নিয়তই কূট-কাপট্যের
ভণ্ডামিতে — চণ্ডামিতে করিয়া নির্ভর
গর্ব-স্ফীত হও, ধরি' হস্তী-কলেবর।
দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকি' ক্ষতি করো সকলের।

দেশবাসীদের নামে এত নৃশংসতা
সাধিবার তরে যদি জন্মিলে জগতে,
মৃত্যু যে অদূরে রাজে জানিয়া এ কথা
বাঁচার কি সার্থকতা মাতি' চৌর্য-ব্রতে!
হানিবে মুগুড় কাল, হবে না অন্যথা;
পুনর্জন্ম রদ হবে সোনার ভারতে।

বিশ্বযুদ্ধান্তিক দুঃসময়

মোহিনী মেদিনী যবে পাপে পূর্ণ হয়,
দিনে দিনে সেই পাপ আরও বৃদ্ধি পায়,
হিংসা-ঈর্ষা-মিথ্যাচার দ্রুত বেড়ে যায়;
আত্মাদর-স্ফীত হয় মনুষ্য-হৃদয়;
আপাত-বিজয় যত তা' যে পরাজয়;
ধর্ম-যুদ্ধজয়ও হায় শান্তি না আনায়
হতভাগ্য মানুষের সান্ত্বনা কোথায়!
মোহময় মহী-সঙ্গ লাগে ক্লেদময়।

মেদিনী মোহিনী বলি' কুতূহলী-জন
তবু ভাবে, অচিরেই বিগত-যৌবনা
নব-জাতকের আশু উদ্ভিন্ন-যৌবন-
সঙ্গ-লাভে ভুলিবেই রিপুজ যাতনা।
মুমূর্ষুর-ও দুঃস্বপনে ক্ষণ-সুস্বপন
জাগিয়া প্রয়াণ-কালে করে অন্যমনা।

জ্যোৎস্নাভিসারিকা

জ্যোৎস্না-কাঁপা নদী-জলে নিশি-নিরালায়
কা'রা যেন আসে সব স্নানাতুর হ'য়ে!
চুপে চুপে—অতি চুপে কথা ক'য়ে ক'য়ে
আবার কি উষা-লগ্নে অতি মৃদু পায়
তা'রা সব স্বপ্নাবিষ্ট নীর ছেড়ে যায়!
সারা রাত মৃদু বায়ু ধীরে ধীরে ব'য়ে
ভীরু গান গেয়ে গেয়ে পাতাদের ল'য়ে—
তা'দের খুশির তরে গানই কি ছড়ায়!

ঘাসের মাথায় কাঁপে রূপালি শিশির,
সারা রাত তা'রাও কি নেশাবিষ্ট থাকে!
সব দিকে মিষ্টি-মাখা মধুর তিমির—
ফুলন্ত ফুলের বাসে সুরভিত রাখে।
স্বপ্ন আর স্বপ্ন আর—স্বপ্ন করে ভিড়।
চান্দ্র রাত মিশে যায় দিনে কোন্ ফাঁকে।

নন্দনের ধন

এ হেন রূপালী রাত চন্দ্রালোক-ঝরা
ঘরে কাটানোর তরে নয়—কভু নয়।
দেখো না তারারা সব ইশারায় কয়
কত কথা! পাতারাও কয় নিদ্রাহরা
কত কথা! পল্লী-নদী ওই জলে-ভরা—
তা'রও কথা সারা রাত কত স্বপ্নময়!
নিশাচর পাখীরাও আজি মেতে রয়,—
সকলেই ঢেলে দেয় কথার পসরা।

এত কথা—এ সঙ্গীত—ইঙ্গিত—ইশারা
বাহিরে এলেই মনে বুনিবে স্বপন।
মায়াময় এই রাত—এই জ্যোৎস্না-ধারা—
জীবনের এই প্রাপ্তি—এ যে অতুলন!
দিনে—রাতে মাঝে মাঝে নামে দেবতারা
দিতে জাগা-মানবেরে নন্দনেরই ধন।

তুমি চাঁদ!

মোর জন্ম-লগ্নে চাঁদ, অভ্রে তুমি ছিলে
আনন্দের সাক্ষী হ'য়ে স্মিত হাস্য-মুখে;
জ্যোৎস্না-রঙ্গ-বিভঙ্গের উদ্বেলতা বুকে
বহি', সে তরঙ্গ-রঙ্গ ছড়ালে নিখিলে।
তারপরে বর্ষ বর্ষ ধরি' তুমি দিলে
কত জ্যোৎস্না কত ভাবে ধরণীতে সুখে।
সরণীতে সম্মুখের বাঁকে-বাঁকে ঝুঁকে
কত শত অমিলেরে মিলালে যে মিলে!

এমনই করিয়া শেষে মৃত্যু-মুহূর্তেরে
তুমি চাঁদ, ম্লান আলো বিথারিয়া ধীরে
পরশিয়া যাবে জানি। যে আর না ফেরে,
করিবে আচ্ছন্ন তা'রে অতল তিমিরে।
যে-ই আসে—যে-ই যায় এ ভুবন ছেড়ে,
কে না চাহে তুমি থাকো সাক্ষী অভ্র-শিরে!

জ্বালা

জ্বালা যত পান করি, তত জ্বালা করি যে হজম।
নীলকণ্ঠ মানুষের সহ্য-সীমা গরল - অধিক।
মৃত্যু তাই অতিক্রমি' আজিও সে নির্ভীক পথিক।
যত জ্বালা, ততই সে জানে তা'র কিসে উপশম।
বাজি-জেতা অশ্ব-সম শত বিঘ্ন করি' অতিক্রম,
ধ্রুব লক্ষ্য বক্ষে পুষি' না ভ্রমিয়া বৃথা দিগ্বিদিক,
আত্ম-নির্ভরতা-ভরে চলে শুধু—চলে পথে ঠিক।
প্রেমে লুপ্ত হয় হিংসা; সত্যে হয় লুপ্ত যত ভ্রম।

আদম-ইভের স্বর্গ-বিচ্যুতি কি চির দিন তরে?
নহে—নহে—কভু নহে; অবিশ্বাস্য যীশু-জন্ম-দান
জ্বালা-দীর্ণ তাহাদেরই জ্যোতির্ময় বংশ-ধারা করে;
মর্ত্য - নর মর্ত্যাতীত বার বার করে তা' প্রমাণ।
জ্বালাই জ্বালার দাহ জ্ব'লে জ্ব'লে অবশেষে হরে।
ধন্য জন্ম নর-বংশে, জানি সত্য—মানুষ মহান।

পিরামিড্

অদম্য অভীপ্সা-চেষ্টা শাশ্বত বাঁচার
মানুষ ত্যজিতে নারে স্বভাব-ধরমে;
ব্যক্ত তা' যে আজীবনই বিচিত্র করমে।
পিরামিড্ গড়া তাই বিক্রমে দুর্বার
সম্ভব হ'য়েছে বিশ্বে আদি-সভ্যতার
প্রত্যুষেই। আয়ু-লুপ্ত মমির মরমে
মৃতের জীবন-প্রাপ্তি-পিয়াসা চরমে
অভিব্যক্ত—রূপায়িত; নহে তা' ভোলার!

দৃষ্টান্ত সহস্রবিধ প্রয়োগে, মহীতে
অসম্ভব যে প্রত্যাশা চিতে মানবের
ক্রিয়াশীল, স্মরি' তাই, উদ্‌ভ্রান্ত সংবিতে
উপহাস অহেতুক; ক্ষীণায়ু নরের
সমবেত কৃত্য যত ভাবিতে—স্মরিতে
বোধগম্য, পিরামিড্ই কাম্য সকলের।

প্রতিভার মূল্যায়ন

যা'দের প্রতিভা বলি—ভাবি অবতার,
তা'রাও যে ধারাবাহী পারিপার্শ্বিকের
সর্ববিধ সাহায্যের পুষ্টিতে চিত্তের
মহিমা বিস্তার করি' সম্পূজ্য সবার
হ'য়ে সুসমৃদ্ধ করে সংস্কৃতি-সম্ভার।
সভ্যতা যে স্থিরাশ্রয় ভবে সকলের।
শ্রেষ্ঠ দীপও দীপান্বিতা - দীপসমূহের
দীধিতি-সম্প্রাপ্ত হ'য়ে উজলে সংসার।

সামগ্রিক সন্দর্শনে প্রতিভাত হয়,—
তুচ্ছ নহে হেথা কেহ, গণনীয় সবে;
অসংখ্য তরঙ্গ-তোড়ে জলস্তম্ভচয়
দৃশ্যমান বলি' পূজ্য রয় সগৌরবে;
অনির্ণেয় এতে হয় রম্য অতিশয়;—
এদেরই শাশ্বত যশে সবে যশ লভে।

অ্যাটম-বোমা

অবিবেকী মনুষ্যের গুপ্ত বক্ষাগারে
সহিংস্র অ্যাটম-বোমা নিভৃতে নির্মিত
হ'য়ে হয় ক্রুর স্বার্থে দ্রুত নিক্ষেপিত;
লন্ডভন্ড করে তা' যে ঋদ্ধ সভ্যতারে।
অজাগ্রত বিজ্ঞানীও বরে যে হিংসারে;
সংস্কৃতির মৌল ক্ষতি সাধে যে অহিত।
নিত্য যাত্রী জাতকেরা থাকে ত্রস্ত-ভীত;
রিপু-রোধ অধিকাংশ করিতে যে নারে।

বিস্ফোরণ নানাবিধ বিধ্বংসী-বোমার
ঘটিয়াই চলিয়াছে, বারিত না হয়।
কবে হবে প্রেমময় মানব-সংসার,
দূর হবে হিংসা-মত্ত জাতকের ভয়!
বোমাই বোমার সৃষ্টি করে অনিবার;
শান্তিতেই মানবতা সুরক্ষিত রয়।

আণবিক মহড়া

(হিরোসিমা-স্মারক)

বিস্ফোরণ ঘটাবার মহড়ায় যা'রা
উদ্ভট উল্লাস লভে, শক্তি আণবিক
অহঙ্কৃতা তাহাদের বুদ্ধিরে বেঠিক
পথেই চালনা করে। হ'য়ে মত্ত-পারা
লঙ্ঘে তা'রা কষ্টার্জিত প্রশান্তির ধারা;
সন্ত্রস্ত-বিমূঢ় করে দম্ভে চারিদিক;
কদাচিৎ রয় এরা সাম্যের পথিক;
হনন-পটুত্বে ভবে হয় আত্মহারা।

নিত্য-দ্বন্দ্ব-মিলময় মর্ত্য-মাতৃ-বাসে
নিসর্গ-নিয়মে রাজে জড়—জীব যত।
রিপু-তাড়নায় হায়, মূঢ় সর্বনাশে
আত্মম্ভরি রাষ্ট্র মাতে বাতুলের মত।
যুদ্ধ তাই থামে না যে; বৈষম্যের গ্রাসে
ব্রত-ভ্রষ্ট সভ্যতা যে থাকে অনুন্নত।

তারা হ'লে

অনির্বাণ তারা হ'য়ে অভ্র-গম্বুজের উর্ধ্ব-ভাগে
জ্বলিতে পারিলে পরে রহিত না এত পরিতাপ।
মৃত্তিকার জমা-করা জ্বালা-গর্ভ এত অভিশাপ—
পদে পদে যা'র আঁচ হাতে—পায়ে—সারা গায়ে লাগে,
তা' যে অতি দুর্বিষহ, কে জানিত তাহা হেথা আগে!
কালের নিষ্ঠুর হাতে নাহি কভু কা'রও মর্ত্যে মাফ্।
যত চলি, তত বেশী অভিভূত করে তা'র চাপ।
অসীমের তারা হ'লে, জ্বলিতাম দিব্য অনুরাগে!

ওগো, মোরে তারা কেন করিলে না? করিলে মানব।
দিলে যত আলো, তা'র লক্ষ গুণ দিলে অন্ধকার;
দিলে তীক্ষ্ণ স্নায়ু-জাল, তীব্রতম দিলে অনুভব;
জ্বালা দিলে, যাহে জ্বালা সাধ জাগে নিত্য নিবাবার!
কুল না দিলে কি রাধা কুলহারা চাহিত মাধব!
সৃষ্টি কি বুঝিতে পারে অভিসন্ধি কভু নির্মাতার!

চলো—চলো

মোদেরও সময় হ'ল মৃত্যু-ঘুমে ঢুলে পড়িবার।
সম্মুখে অজানা পথ নিয়ে যাবে কোথা নাহি জানি।
বাকী দিন ব্যথা-ভরে নৈরাশ্যের যবনিকা টানি'
প্রয়াস কোরো না কভু এক কোণে নির্জনে থাকার।
কালের চাকার শব্দে মুখরিত করি' চারি ধার
কালেশ্বর চ'লেছেই; চলো তা'র গতিরে বাখানি'।
সে-ই জানে অন্ত্য-লগ্নে কাহারে সে কি যে দিবে আনি';
মানুষের স্বপ্ন-সৌধ সে নির্মম করে চুরমার।

গড়ে সে যেমন খুশি আপনার লীলার খেয়ালে।
জন্ম-জাগরণ আনে; মৃত্যু-ঘুমে ঢুলায় ফিরিয়া।
চলো-চলো মিলাইয়া তাল তা'রই উল্লসিত তালে,
আদি-অন্ত-হারা পথে দুর্বারিত গতি-তৃষ্ণা নিয়া।
ঘুম যবে আসিবেই ঘরে নিবে ঘুমাবার কালে।
মোদের কি কাজ বলো, অত সব ভাবিয়া—ভাবিয়া!

শমন

আধখানা খেয়ে মোরে রেখে গেছে শমন-শার্দুল;
এমন কদাচ হয়: মাংস-লুব্ধ হয়তো বেভুল
হ'য়েছে মূর্চ্ছিত হেরি'; কাল-ব্যাধি-বিশোষিত দেহ
অশন-অযোগ্য বলি' রক্ত-রিক্ত ভুঞ্জে না তো কেহ।
পরিত্যক্ত হ'য়ে তাই পরিতাপ-জর্জরিত ভাবি,
নারিনু পূরাতে হায়, বিশ্বগ্রাসী কৃতান্তেরও দাবি।
সংহার-শক্তির সাথে পালন-শক্তির আছে মিল,
তাই উত্তরিয়া ধ্বংস সৃষ্টিশীল র'য়েছে নিখিল।

এই লীলা-সমাচারও আশ্বাসিত করে নিরালায়।
নিরাকার-সাকারের সব লীলা যাহার ইচ্ছায়
অনিবার মর্ত্য-লোকে অনুষ্ঠিত হ'য়েই চ'লেছে,
কী করিবে—না করিবে অগোচরে সে-ই নিবে বেছে।
বিশ্বাসী হ'য়েই বিশ্বে মুমূর্ষুও যাপিলে জীবন,
প্রত্যাখ্যাত হবে প্রেমে—অনীহায় দুর্বার শমন।

লাশ-কাটা ঘরে

লাশ-কাটা ঘরে শুয়ে থাকার আরাম
দেয় নি তোমারে, আত্মহননের কাজ।
অস্বস্তি হেথাও হায়, করিছে বিরাজ।
নাম-হারা হ'তে গিয়ে অভিরাম নাম
এখনও ছাড়ে নি কায়া; ভেবে মায়া-ধাম
এলে হেথা, ডোমেরা যে বড় ধান্দাবাজ।
শল্য-বৈদ্য চুপে চুপে নিয়ে ভদ্র সাজ
বাদ সাধে; পূরিল না তব মনস্কাম।

নিজেরে হত্যার পাপ অভিশাপ-সম
তোমারে যে ঘিরে আছে; বসুধা সুন্দর,
স্বাভাবিক জন্ম-মৃত্যু হৃদ্য—মনোরম
অবিশ্বাস করি', শেষে অতি ভয়ঙ্কর
দেহ-কাটা-ছেঁড়া মাঝে গিয়ে, নিয়ে তম
ভন্ডুল করিলে সবই হায়, ভ্রান্ত নর!

ত্রসরেণু

আনন্দ উথলি ওঠে ত্রসরেণু হেরিতে—হেরিতে।
গোলাকৃতি ঘুলঘুলি-ছিদ্র-পথে সূর্যের কিরণে
ধূলি-কণা সংখ্যাতীত দীপ্তি লাভ করি' ক্ষণে-ক্ষণে
সুতৃপ্তি সঞ্চার করে দৃষ্টি-সুখী আয়ত আঁখিতে।
অক্ষি-তারা সঞ্চালিত হ'তে থাকি' চক্ষু চারি ভিতে
ভাব-ভাবান্তর কত নিয়তই আনে সূক্ষ্ম মনে।
অভ্র-সূর্য মর্ত্য-ধূলি বাচ্যাতীত লীলা-সঞ্চালনে
সম্মিলিত হয় কোন্ অনির্দেশ্য পরিচিতি দিতে!

দৃশ্যালেখ্য ধরিত্রীর অপার্থিব লীলা-সূত্র-জালে
আচ্ছাদিত থাকি' করে অগোচরে রহস্য বিস্তার।
উন্মোচন-বিশ্লেষণ এ মায়ার সময়ের তালে
পূর্ণ-ভাবে হবে না তো; অনিবার তবু কল্পনার
উদ্ভব হবেই ভবে; যে মাধুরী পরিবেশ ঢালে,
মথিত সে সুধা-পানে সঞ্জীবিত র'বেই সংসার।

বাতায়ন

ধীরে ধীরে খুলে দাও গৃহ-বাতায়ন;
নেহারিতে পাবে শুভ্র অভ্র-সমুদ্ভাস।
তার পরে সর্ব-ব্যাপ্ত অনন্ত আকাশ
প্রসন্নতাপূর্ণ করি' তোমারও অঙ্গন
কুটীরেব অভ্যন্তরে সুন্দর স্বপন
ছড়াবে প্রশান্তিময়। সুমন্দ বাতাস
মিষ্ট-বাসে দুষ্ট-গন্ধ করি' দিবে নাশ।
গৃহাবাস আনন্দেরই হবে নিকেতন।

অসীমে-সসীমে হবে শুদ্ধ পরিচয়—
তা'রই লাগি' বাতায়ন রাজে ঘরে-ঘরে।
রুদ্ধ রাখা গবাক্ষ কি নিন্দনীয় নয়?
বরণ করিয়া নিতে অনিন্দ্য-সুন্দরে
কার্পণ্য কি করে কেহ? গেলে সুসময়
আর কি ফিরিবে তাহা কভু পৃথ্বী 'পরে?

সূর্যের প্রতি

উঠিতে আকাশে সূর্য, করো আরও দেরি;—
চেয়ো না গবাক্ষ-পথে তীক্ষ্ণ তিরস্কারে।
প্রেমার্ত—ভব্যতা রক্ষা করিতে কি পারে!
নিদ্রিত প্রেয়সী-রূপ সবিস্ময়ে হেরি'
রূপাস্বাদ-তৃপ্ত চিতে বাজি' জয়-ভেরি
আরও প্রিয়া-প্রেমাতুর করুক আমারে।
ঘুমন্তের রূপ দেখা চলন্ত সংসারে
সহজ তো নহে,—যেথা মৃত্যু রাখে ঘেরি'।

তুমি সূর্য, উঠিলেই শ্রেয়সী আমার
উঠি' গৃহস্থালি নিয়ে মাতিবে উল্লাসে;
নিদ্রা-স্নাত রূপ দেখা হবে না যে আর
বসিয়া নিশ্চিন্তে শুধু স্নিগ্ধ শয্যা-পাশে।
রূপ-ধন্যা প্রিয়া মোর আস্পদই হিংসার;—
ঈর্ষী সূর্য, তাই বুঝি মাতো নিদ্রা-নাশে!

রুগ্না ভার্যা

ব্যাধিতে-জরায় প্রিয়া পূর্ব-সৌন্দর্যের
ললিত-লাবণ্য যত অঙ্গ-দীপ্তি-দ্যুতি
হারালো যখন, তা'র প্রণয়ানুভূতি
ক্রমে ক্রমে ক'মে ক'মে, মুগ্ধ দয়িতের
প্রেম-তৃষা জাগালো না আর তো পূর্বের!
ক্রুর কালই হীন চৌর্যে ঘটায় বিচ্যুতি!
তা'রও কেন এত লোভ—এত রূপাকৃতি!
আয়ত্তে সে কেন আনে মিতারে অন্যের।

পরস্ত্রীকাতর—শঠ—ব্যভিচারী কাল
লুকিয়ে—লুকিয়ে ফেরে বুঝি লেহ ভরে!
মাগে বুঝি সুচতুর শুধু অন্তরাল!
আমি ভাবি, রূপ-ভোগ-স্মৃতি তো না মরে।
জীর্ণা ভার্যা যা'র, তা'র পোড়া যে কপাল।
তবু ভালো, জরাতুর—বোঝে সে অন্তরে।

চিতা

দাউ-দাউ জ্বলে চিতা। কা'র রূপসীরে
চিতায় চড়ালে কাল, কাঁদায়ে সংসার
ছন্ন-ছাড়া করি' তা'র ঘর-করনার
সকল সম্ভার চল-জাহ্নবীর তীরে!
আবাহন হ'তে হ'তে দুস্তর তিমিরে
দিক্-দেশ ঢাকি', যদি সহসা আবার
বিসর্জ্জনই আসে, তবে রোধে সাধ্য কা'র!
শমনই সবারে রাখে সর্ব ভাবে ঘিবে।

রূপ পুড়ে ছাই হয়; রূপ লাগি' কাঁদা
তবু তো থামে না ভবে; তবু রূপাতুর
তুচ্ছ করি' মরণের অপার্থিব বাধা
খুঁজে মরে মুখখানি ঘুমার্ত বধূর।
মৃত্যু ধ্রুব; তবু হায় এ কী মহা ধাঁধা!
ক্ষণ-প্রেম কেন লাগে এমন মধুর।

চির মৃত্যু

আমি ম'রে গেলে, আমার সমাধি-পাশে
ভিড় করিয়ো না; একা মোরে নিরালায়
ঘুমাতে দিয়ো গো। এ সমাধি ঘন ঘাসে
সুনীরবে যেন বারো মাস ছেয়ে যায়।
যদি কেহ আসে, আসে যেন লঘু পায়।
যদি কথা কয়, কহে যেন লঘু ভাষে,
কাঠবেড়ালীও সচকিত যেন তায়
কভু নাহি হয়, যবে ধীরে যায়-আসে।

জীবনে মেটেনি অনেক—অনেক আশা,
অনেকেই যাহা মাটিতে মিটাতে পারে;
সকলেই তাই ভেবেছে সর্বনাশা—
হতভাগা মোরে চির দিন সংসারে।
মরণে শুনিতে সাধ নাই যশোভাষা;
মরণে মরণ হয় যেন একেবারে।

নর-নারী-ধর্ম

অদ্বৈতের অফুরন্ত অবদান বিদ্যমান সব নর—সব নারী মাঝে:
সম্পূরক—পরিপূরকের ভাবে, তাই তা'রা ঘরে—পথে সর্বদা বিরাজে।
অজস্র সহস্র কাজে পরস্পর অনিবার স্বেচ্ছা-সুখে সহযোগী হয়;
দেহে দেহ—মনে মন মহানন্দে যুক্ত করি' পরস্পর হয় সহৃদয়।
ক্রম-বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে তাই, দীপ্তি—তৃপ্তি থাকে অনাবিল;
নিসর্গের দানে দানে মাধুর্য যে প্রাণে প্রাণে সংগোপনে সাধে গাঢ় মিল।
নিরাকার প্রেমময় সৃজকের নিগূঢ় লীলার কথা ব্যক্ত কে করিবে!
নর নারী রূপ-সৃষ্টি—শুভদৃষ্টি-যোগ, যত, তা'র স্বাদই চুপে চুপে দিবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে অনাদি মহিমা তাঁর সুকৌশলে অভিব্যক্ত হয়;
সৃজন-প্রবাহ মাঝে মানব-তরঙ্গে তাঁ'র সর্বাধিক রাজে পরিচয়।
রূপাতীত—রসাতীত—প্রেমাতীত অচিন্ত্য—অব্যয়—নিত্য, নর-নারী-যোগে
নিয়ত নিরত থাকে বিবর্তিত সাকারের মধ্য দিয়া পরম সম্ভোগে।
ভ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ-জাত অন্তরায় অজ্ঞতায় সৃষ্টি না করিয়া,
প্রেম-ধর্মে সর্ব কর্মে নর-নারী নিরাকারে যায় যেন সদা আস্বাদিয়া।

নারী-শক্তি

পৃথিবীতে পুরুষের পতনে-উত্থানে
চিরন্তনী নারী-শক্তি সদা ক্রিয়াশীল।
অমেয় মাধুরীময় এই যে নিখিল
উদ্ভাসিত—উল্লসিত রমণীর দানে।
এরই সুসমৃদ্ধ রস অলক্ষ্যে পরাণে
অমৃত বরষি' করে উদ্দীপিত দিল্।
ওই শূন্য—অর্কালোক—অনিল—সলিল—
ক্ষিতিতে যে অগোচরে সুধা-বিষ আনে।

অমৃতও বিষায়িত—গরলও অমৃত
নারীই করিতে পারে লীলায়—মায়ায়।
শৌর্য-দীপ্ত—প্রজ্ঞা-তৃপ্ত না হ'লে যে চিত
সার্থক উন্নতি হবে বিঘ্নিত ধরায়।
আচম্বিতে পুলকিত-শঙ্কিত-স্তম্ভিত
নারীর হ্লাদিনী-শক্তি করে বসুধায়।

নির্ঝরের নিদ্রা-ভঙ্গ

নির্ঝরের নিদ্রা-ভঙ্গ ঊষর পর্বতে
হেরিয়াছি সূর্যোদয়ে। স্বর্ণ-রশ্মি যত
শূন্য-লোক হ'তে ঝরে শুধু অব্যাহত,
নির্ঝরে উদ্দীপ্ত করে জাগরণ-ব্রতে।
এ এক অপূর্ব দৃশ্য পার্বত্য জগতে!
নিদ্রা-ভাঙা নির্ঝরের সঙ্গীতে সতত
মুখরিত সর্ব দিক। পক্ষী শত শত
সমুড্ডীন কল-কণ্ঠে আলোকের পথে।

দ্রুমদল আন্দোলিত আনন্দে বুঝি বা।
রুক্ষ-গিরি-শৃঙ্গ-শ্রেণী উল্লঙ্ঘিয়া সুখে
চলে উল্লসিত ধারা ক্ষিপ্র-গতি কি বা!
চলে ধারা বারি-বৃষ্টি করিয়া সম্মুখে;
বারি-বিম্বে হেরে সে কি তাণ্ডবের বিভা!
অর্ণবের অট্টহাস্য ধরে কি সে বুকে!

বিশ্ব-নাট্যরঙ্গ

গেলো — গেলো — সবই গেলো, — এই কলরবে
সংস্কারক সবারেই করে দোষারোপ।
দেখে না যে নিজ মুখে ভুসা-কালি-ছোপ
লেগে আছে; ছায়া সাথে মাতিয়া আহবে
নাচানাচি করে সে যে মায়াময় ভবে।
অবশেষে মৃত্যু করি' এ প্রচার লোপ
বুঝায়, যায় না কিছু। কালেরই প্রকোপ
যথাকালে প্রীতি-ভাব আনে প্রাণোৎসবে।

ধারাবদ্ধ-ভাবে নর আসে — চ'লে যায়
কৃত্য সাধি' যা'র যা'র চির-অভিনয়ে;
ক্রম-বিবর্তন যত হ'তেছে ধরায়
ক্রমান্বিত লয়োদ্ভবে — পরাজয়-জয়ে;
বিবেকী পরম বোধি পেলে সাধনায়,
বোঝে, সবই লীলা-রঙ্গ বিশ্ব-নাট্যালয়ে।

ঋষি-মন্ত্র

আরণ্য সুগন্ধ আসে ঋষির উক্তিতে :
অপূর্ব মাধুর্যময় মন্ত্র-সমুচ্চয়
মুহূর্তেই সমাহিত করে যে হৃদয়।
আরণ্যক গীত যত সূক্তিতে — সূক্তিতে, —
উন্মাদনাময় যত সঙ্গীত - সঙ্গীতে
বাজিতেই থাকে; চিত্ত করে যে তন্ময়।
বিশ্ব-পথে চলিবার দানে বরাভয়;
প্রাণ তুষ্ট — পুষ্ট করে বাজি' চারিভিতে।

পশু-পক্ষী অবিরত অরণ্যের দানে
পুষ্টি লভি' সন্তুষ্টি যে সর্বত্র ছড়ায়।
তা'রই মাদকতা আসে মনুষ্য-পরাণে, —
একে — অন্যে এ ভাবেই চৈতন্যও পায়।
সুপ্রাচীন ঋষি-মন্ত্র অমূর্ত - সন্ধানে
উদ্বোধিত করি' মূল সৃজকে স্মরায়।

সন্নাসীরে শুধালেম

সন্ন্যাসীরে শুধালেম নম্র কৌতূহলে, —
যে আশায় — প্রত্যাশায় মাতৃ-ক্রোড় ছাড়ি'
হ'য়েছে সে মুসাফির ধর্ম-মঠচারী,
সে লক্ষ্য কি পূর্ণ হ'লো! নয়নের জলে
মাতৃ-স্নেহ অভিভূত অলক্ষ্যে বিরলে
করে না কি কভু তা'রে! পুণ্যবতী নারী
একান্তে চেয়েছে তা'রে করিতে সংসারী;
এ গার্হস্থ্য রত নয় মানব-মঙ্গলে!

নহে কি সন্ন্যাসী-ব্রতী গার্হস্থ্য-নির্ভর?
ধর্ম-চর্যাচর্যচয় নির্বাহে কি তা'র
সভ্যতা-সঞ্জাত শুভ্র সামগ্রী-নিকর
লাগে না সন্ন্যাসাশ্রমে! অমেয় মায়ার
লীলাময় বিস্তারে কি অরূপ ঈশ্বর
মাতৃ-কৃত্যে ঘটায় নি উৎকর্ষ তাহার!

কী বিস্ময়ে পায়!

কত রঙ্গ-রাগময় অঙ্গ-প্রসাধন
হেরেছো আমার তুমি মধুর মুকুর!
সঙ্গ-দানে তুমিও তো কত ভরপুর
ক'রেছো আমার দীপ্ত রূপার্ত যৌবন।
সে দুর্বার দিনগুলি হারায়ে কখন
নির্জনতা এলো নেমে। বাসরের সুর
আর কভু বাজিবে না সুন্দর—মধুর;
বিধুর সায়াহ্নে ম্লান এখন গগন।

মোর লক্ষ মূর্তি—ছায়া তব বক্ষ 'পরে
সাগ্রহে গ্রহণ করি' অবশেষে হায়
যাদুকরী হে মুকুর, কোন্ লীলা ভরে
বিলুপ্ত ক'রেছো সবই? কালের মায়ায়
কে বুঝিবে কী করিয়া একই কলেবরে
কোটি মূর্তি গুপ্ত থাকে? কী বিস্ময়ে পায়!

বিস্ময়-রস

অনন্ত বিস্ময়-রস প্রাণ-পাত্র ভরি'
পান করি'—করি' মোরা কাটাই জীবন;
তাই এত স্বপ্নে ভ'রে ওঠে দিব্য মন।
ধন-ধান্যে ধন্য এই ধরণী সুন্দরী
অহরহ বিস্মিত এ চিত্ত লয় হরি',
রসে-রসে সরসিয়া তোলে সর্ব ক্ষণ;
স্বপনের পরে বোনে অর্বুদ স্বপন।
আমৃত্যু বিস্ময়-রসই শুধু পান করি।

জানি না জন্মের আদি, বিস্ময় হবে না!
জানি না মৃত্যুরও শেষ, হবে না বিস্ময়!
আজীবন এই যত চলে লেনা-দেনা—
সীমা-হারা—থই-হারা বিস্ময় কি নয়!
চেনা যে অচেনা হয়—অচেনা যে চেনা,—
বিস্ময়ে এ লীলা করে কোন্ রসময়!

রূপ-বিবর্তন

লক্ষ লক্ষ মুহূর্তের অভিব্যক্তি মাঝে
যে মূর্তির বিবর্তিত স্ফূর্তি অনিবার,
তা'রেই তো ভালোবাসি: মাধুর্য তাহার
বিলসিত এ মর্ত্যের নানাবিধ সাজে।
রূপ—সে তো স্থাণু নয়, স্থাণুত্ব বিরাজে
আপাত দৃষ্টিরই ভ্রমে। প্রীতি-মালিকার
উপহার যা'রে দিয়া আনন্দ অপার,
চলন্ত সে; তাই তা'রও সীমা পাই না যে।

নামের প্রতীকে তাই প্রিয়ত্বের ডোরে,
এ চলন্ত আমিও যে, অফুরন্ত টানে
ভেসে ভেসে যেতে যেতে সময়ের তোড়ে
তা'রে ধরি—স্পর্শ করি প্রেমেরই ভাসানে।
এ ভাবেই লক্ষ রূপ একাকার ক'রে
লীলা চলে; সে লীলারও কে বা শেষ জানে!

বাজাও

বাজাবে আমারে যদি, তা' হ'লে বাজাও,—
যে ভাবে বাজাও তুমি ঊর্মিল নদীরে,
যে ভাবে বাজাও তুমি শ্যাম-বনানীরে;
বাজাও—বাজাও মোরে, দ্রুত তাল দাও;
গানে গানে সুর-লোকে কর গো উধাও।
উচ্ছ্বসিত—উল্লসিত মাধবী সমীরে
যে মৃদঙ্গ বেজে ওঠে সিন্ধু-নীরে—তীরে
তা'রই মন্দ্র-সম মন্ত্রে সঙ্গীত শুনাও।

বাজাও আমারে তুমি আমৃত্যু কেবল
আগ্রহে আনন্দে তব, তুমি সর্বগুণী;
তুমিময় ক'রে তোলো এই হিয়া-তল।
তরঙ্গিত সুর-ছন্দে আমি যেন শুনি
প্রেমার্ত আহ্বানই তব আবেগে কোমল;—
আমিও সে সুর-স্বপ্ন যেন সদা বুনি।

নির্দেশিকা

জীবনের সমস্যার সমাধান - নির্দেশিকা মোরে
প্রত্যহ সে সুনীরবে পাঠায় প্রত্যূষে স্নেহ-ভরে;
তা' যে সুখে পাঠ করি তা'রই দত্ত শুভ্র সূর্য-করে;
এর পরে ভেসে চলি মহানন্দে তূর্ণ স্রোত - তোড়ে।
ঊর্ধ্বাকাশে হেরি যত মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গেরা ওড়ে;
কল-শব্দ ভেসে আসে। পৃথিবীর সমতল ধরে
পত্র-পুষ্প — শষ্প-শোভা প্রাণ-পূর্ণ নম্র সমাদরে।
সকলেরই সম-বার্তা, চলো - চলো উদ্বেলিত ভোরে।

প্রভাতেই ক্রমশঃ হবে উদ্ভাসিত দীপ্ত দ্বিপ্রহর;
তার পরে ধীরে — ধীরে অপরাহ্ণ, গোধূলি-ছায়ায়
চারি ধার ছেয়ে যাবে; স্নিগ্ধ-কান্ত-শান্ত অবসর
আসিবে যে অবশেষে; অন্ধকার নামিবে ধরায়,
বাহিরে যে পাঠায়েছে, কহিবে সে, — ''নিভৃত সুন্দর
ঘর তব সাজায়েছি — দিব্য শান্তি মিলিবে হেথায়।''

সবই যে সুন্দর

অনুকূল স্রোত-মুখে ভাসায়ে তরণী
দু'পাড়ের নদী-শোভা যাও দেখে দেখে।
নদীও যে হেথা হোথা শুধু এঁকে — বেঁকে
দেখে দেখে চলিয়াছে বুঝি এ ধরণী।
কোথা স্বর্ণ-ধান্য-ক্ষেত্র, বিকচ-বরণী
কুঞ্জ-বীথি তা'রই পাশে গন্ধ-সুধা মেখে
তোমারে যাবেই বন্ধু, লীলাবেশে ডেকে; —
এ বঙ্গ যে সকলেরই পরাণ-হরণী।

সোনা-গলা সূর্য-শোভা, রূপা-গলা চাঁদ,
গাঢ়-নীল ঊর্ধ্বাকাশ মর্ম-স্নিগ্ধকর,
নিসর্গের মধুরিমা — সৌন্দর্য অগাধ
আনিবেই চুপে চুপে চিত্ত-রূপান্তর।
সর্ব দৃশ্যে বৎসলার মমতারই স্বাদ; —
নদী দেখে — তুমি দেখো, — সবই যে সুন্দর!

অনাদি পথ

এই পথে হেরিয়াছি বালার্ক-কিরণ
মধ্যাহ্নের মহাদীপ্তি সঞ্চারিয়া শেষে
অবসন্ন সায়াহ্নের অন্ধকারে মেশে।
বিচ্ছুরিত কীর্তি-দীপ্তি শর্বরীতে মন
ভারাক্রান্ত করে শুধু। বিষণ্ণ স্বপন
বেহাগের রাগিণীতে চিত্ত-তলদেশে
করুণ মূর্ছনা তোলে। সুর তা'র ভেসে
পূর্বেকার সে সূর্যে কি করে অন্বেষণ!

আবার শর্বরী কাটে, আসে সূর্যোদয়;
আবার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি — সন্ধ্যাগম ফিরে।
এই দেখি অভ্যুদয় — এই তো বিলয়;
তবু যে মমতা মোর মুগ্ধ চিত্তটিরে
ঘিরে রাখে। মর্ত্য-মঞ্চে এ কী অভিনয়!
দিবা-দীপ্তি ঢাকিবেই কেবলই তিমিরে!

স্পর্শেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি

স্পর্শময় মর্ত্য-ভূমি। স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়া
অভ্যন্তর-মাধুর্যের স্বাদ লভি তা'র।
সে-অপূর্ব স্বাদ-তৃপ্ত হ'য়ে অনিবার
সর্ব দাহ - দৈন্য-দুঃখ থাকি যে ভুলিয়া।
কী রোমাঞ্চ হর্ষ-ভরে শুধু পরশিয়া!
চতুর্দিকে বিস্তারিত স্তব্ধ অন্ধকার
উন্মুক্ত আরও যে করে কক্ষ অজানার;
মোহ্যমান বক্ষ বুঝি পড়িবে মূর্ছিয়া।

পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ রস আস্বাদেরই তরে।
ত্বগেন্দ্রিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয় হ'য়ে একাকার
সর্ব রস সম্ভোগের আনন্দের ভরে
লুপ্ত করে অবরোধ সীমাবদ্ধতার।
এ ভাবেই আলিঙ্গিয়া বিশ্বের সুন্দরে
নরীনৃত্যমান নিত্য চিত্ত যে আমার।

প্রেক্ষাগার

পৃথিবীর প্রেক্ষাগারে মোর অভিনয়
এবার করিবে সাঙ্গ বুঝি সূত্রধর!
সজ্জাহারা সাজ-ঘরে মোরে অতঃপর
নিয়ে যাবে বুঝি যত নাট্য করি' লয়!
লুব্ধ দর্শকের মন করিবারে জয়
আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব ছিল প্রাণে নিরন্তর;
কত দৃশ্যে কত রঙ্গে এই কলেবর
মঞ্চে কীর্তি চাহিয়াছে রাখিতে অক্ষয়!

যবনিকা টানি' দিলে, আলোক নিবালে;
সত্য যা'রে ভেবেছিনু সেই অভিনয়ে
মিথ্যা বলি' এত দিনে এবার বুঝালে,
নির্দ্বন্দ্ব করিলে মন জয়ে—পরাজয়ে।
বিসর্জন কী অপূর্ব শান্ত-রস ঢালে!
ভার-মুক্তি ভরে প্রাণ পরম বিস্ময়ে।

ভালো বই

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শুভ্রতম সঙ্গী জীবনের,—
মহানন্দ করে দান—ভরে চিত্ত রসে;
শত শত পিক-ধ্বনি যদি কভু পশে
সহসা অরণ্য-দেশে, সেই মাধুর্যের
তরঙ্গে যে কী প্রসাদ ঘটে মরতের!
কী বিস্ময়—কী উল্লাস মর্ত্যে যদি খসে
অভ্র-সূর্য! কী মুগ্ধতা ভৃঙ্গ যদি বসে
পুষ্পদলে! অতুল্য যে সঙ্গম গ্রন্থের।

সভ্যতার দীপ্তিমন্ত পন্থায়—পন্থায়
আলোক-মালিকা জ্বালে দিব্য গ্রন্থ যত;
আশ্চর্য উদ্ভাসে তাই নেত্র ভ'রে যায়;
গ্রন্থ-সঙ্গ চিত্ত করে নিত্য সমুন্নত।
সকলেরই পরিণতি যদিও ধূলায়,
গ্রন্থ সে ধূলারে করে সুন্দর শাশ্বত।

অন্তহারা ঠিকানা

কোটি কোটি জন-স্রোতে কেহ যদি হারাইয়া যায়,
আর তা'র ঠিকানার কী করিয়া লভিবে উদ্দেশ!
শুধু তা'র অতীতের স্মৃতিপুঞ্জ—শত সূক্ষ্ম রেশ
নিরন্তর জেগে উঠে ব্যাকুলিত ভাবাবে তোমায়।
মনে হবে এ ধাবন্ত জন-স্রোতে গেল সে কোথায়!
কেন গেল—কোন্ ভাবে? এবে তা'র পরা কোন্ বেশ?
নূতন আরম্ভ না কি এখানের খেলা হ'লে শেষ?
রূপ হ'তে অপরূপ কোন্ রূপে ফিরে তা'রে পায়?

অন্তহারা ঠিকানার স্রোতে—স্রোতে মোরা ভাসমান।
এক ঠিকানার শেষে জানা চাই পরের ঠিকানা;
এক দেশে এক খেলা হ'য়ে যায় যবে অবসান,
অন্য অভিনয় ফিরে শুরু হয় সবারই অজানা।
তাই কাঁদি—বুকে বাঁধি; না হেরিলে আকুলিত প্রাণ
স্মৃতি-সূত্র ধ'রে টানে, তা'-ও যাবে কতক্ষণ টানা!

ইতিহাস মানুষেরই আছে

এলোমেলো-ভাবে মানুষ যে দিন এলো বসুধায়
সে দিন থেকেই শুরু হ'ল তা'র ইতিহাস ভবে।
তারপরে কখনও বা ধীরে কভু বেগে কলরবে
উৎসবে—আহবে অবিরত কাল শুধু কেটে যায়।
অধিকাংশ অন্যমনা; নগণ্য সন্ধানী টের পায়
পাণ্ডুলিপি লেখা হ'তে থাকে; কোন্ কোন্ ভাবে কবে
কত কি ঘটনা ঘটিতেই থাকে, তা'রই কিছু লভে
খণ্ড-খণ্ড অমরতা, বাকি সবই হদিস হারায়।

তবু মানুষেরই ইতিহাস আছে; আছে ইতিহাস
জীব-জন্তু বিহঙ্গ-পতঙ্গ পরিচিত সকলের।
প্রচণ্ড প্রবাহে করে কাল চুপে চুপে সবই নাশ।
যা'-ই থাকে, ক্ষণজীবী মানুষের কাছে তা'-ই ঢের।
আপাত আকার নিয়ে রাজে নিরাকার মহাকাশ;
দূর কালে এ-ও নিরাকার হবে, পাবে না তো টের।

মাতৃভাষা

মাতৃ-ভাষায় যে-ভাবে মরম প্রকাশ পায়,
অন্য ভাষায় কিছুতেই তা' যে কবা না যায়।
এক-এক পাখীর মরম-জুড়ানো নিজের স্বর,
তা'তেই ব্যক্ত হৃদয় তাহার নিরন্তর;
কৃত্রিমতার জটিল—কুটিল প্রয়াসই নাই,
বাগর্থ তায় সবার অধিকই ব্যক্ত তাই।
ধ্বনি-ব্যঞ্জনা অরূপ-রূপের সীমানা সব
প্রতিধ্বনিতে প্রকাশ করে যে; নীরব রব
সবই ধরা পড়ে; মাতৃ-ভাষার মাধুরী তাই
স্থান-কাল জুড়ে ভরিয়া তোলে যে সকল ঠাঁই।
স্বভাব-গত যা' সঠিক চর্চা তাহাবও লাগে,
এ চর্চা চলে অজানিত যত প্রেমানুরাগে।
দেশ-কাল-ভেদে নানান ভাষাই জানিতে হয়,
আজীবনই তবু মাতৃ-ভাষাই শ্রেষ্ঠ রয়।

সূচনা-সমাপ্তি

সুচনা জানি না—শেষ-ও জানি না কেহ;
এরই মাঝে থেকে ক'রে চলি সন্দেহ।
এতে প্রীতি-ভাব বিনষ্ট হ'য়ে যায়;
ঠিক পথে চলা বাধা পায় বসুধায়।
অফুরান পথ—শাখা-প্রশাখাও নানা,
উপ-পথও নাই সঠিক কাহার-ও জানা;
একে অন্যের সহায়তা নিয়ে—নিয়ে,
চলার সুবিধা লাভ করি পথ দিয়ে।
এ ভাবে যা'রাই পথের পথিক হয়,
পথ চ'লে-চ'লে সুপথের পরিচয়
লাভ ক'রে করে কুপন্থা বর্জন।
এতেই যে শেষ হ'য়ে যায় এ জীবন।
তা'রও পরে থাকে সরণী যে ও-পারের;
পরা-প্রীতি লাভ লীলাময় অমেয়ের।

সহস্রার

মূলাধার - পরিবেশ পরিক্রমা - শেষে
স্থৈর্য - ধৈর্য - সমন্বিত প্রয়াসের পর.
সহস্রার - সুধান্বেষী মর্ম - মধুকর
পরম প্রসাদ লভে সুধা - বৃত্তে এসে।
সাধ্যায়ত্ত লেহনের অমেয় আবেশে,
ভ্রমণান্তে ভ্রমরের লাগে মনোহর
লীলাময় রুচির যে নর্ম চরাচর ,
সহস্রার - পদ্মমধু আস্বাদি' আশ্লেষে।

মধু - ব্রত না পালিলে জাতক - জীবন
ক্ষীণায়ুর ব্যর্থতায় নষ্ট - ভ্রষ্ট হয়।
কৃপা - লব্ধ জীবনে যে ঘটে অঘটন;
নিরবধি - অনুভূত বিকচ বিস্ময়
স্মরাবেই সহস্রার - সুধা আস্বাদন;
একাকার হবেই যে সৃজন - বিলয়।

— সমাপ্ত —